Q.2
2 497 428

দেওয়ানী মোকদ্দমার

কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক

১৮৮২ সালের ১৪ আইন।

১৮৮৮ সালের ৬ আইন, ১৮৮৮ সালের ৭ আইন, ১৮৮৯ সালের
১৩ আইন, ১৮৯১ সালের ১২ আইন ও ১৮৯২ সালের
৬ আইন ও ১৮৯৪ সালের ৫ আইন
দ্বারা সংশোধিত।

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট—গরীব পুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬৬ নং বীডন ষ্ট্রীট, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৪

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

Q.2
2 497 428

সূচীপত্র।

হেতুবাদ ও পরিভাষা।

ধারা। পৃষ্ঠা।

১। সংক্ষেপ নামের কথা ... ১

যে যে স্থান অবধি বিস্তারিত হইবে ... ১

২। অর্থকরণের ধারা ... ১

৩। যে যে আইন রহিত হইল, তাহার কথা ... ৪

পূর্ব্ব প্রকাশিত আইনে উল্লেখ হওয়ার কথা ... ৪

১৮৮২ সালের ১লা জুনের পূর্ব্বে কৃত নালিশের কার্য্যপ্রণালী প্রবল রাখিবার কথা ... ৪

১৮৭৯ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে উপস্থিত থাকা আপীলসমূহ ... ৪

৪। অযোধ্যা ও পঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশ সম্পর্কীয় কোন কোন আইন প্রবল রাখিবার কথা ... ৪

রেবিনিউ আদালত সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত আকারে খাটাইবার ক্ষমতার কথা ... ৫

৫। মফঃস্বলে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি যে যে ধারা খাটে, তাহার কথা ... ৬

৬। বিচারাধিপত্য ও কার্য্যপ্রণালী রক্ষার কথা ... ৬

(ক) সৈনিক কোর্টরিকেষ্টের ... ৬

(খ) বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত সৈনিকদের কথা ... ৬

(গ) মান্দ্রাজের গ্রামের মুন্সেফ ও গ্রামের পঞ্চায়তদের কথা ... ৬

(ঘ) নাস্তওয়ান থাক্কদের আদালত স্বরূপে

ধারা পৃষ্ঠা

রেঙ্গুনের রেকর্ডের ঠিক করিলে সেই রেকর্ডের কথা ... ৬

৭। বোম্বাইয়ের কোন কোন আইন প্রবল রাখিবার কথা ... ৭

৮। রাজধানীর ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি এই আইন বিশেষমতে বর্ত্তান না গেলে না বর্ত্তিবার কথা ... ৭

৯। আইনের বিভাগের কথা ... ৭

প্রথম ভাগ।

নানাপ্রকারের মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।

প্রথম অধ্যায়।

আদালতের এলাকার ও পূর্ব্বনিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা ... ৮

১০। বংশ কি জন্মস্থান হেতুক কোন ব্যক্তির আদালতের এলাকার বহির্ভূত না থাকার কথা ... ৮

১১। বিশেষমতে নিবারিত না হইলে আদালতের দ্বারা দেওয়ানী সকল মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা ... ৮

১২। যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার কথা ... ৮

১৩। পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা ৮

১৪। যেস্থলে ভিন্নদেশীয় বিচার ব্রিটিস ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধক হইবে না তাহার কথা ... ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

১৫। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ের কথা ... ১০

ধারা।		পৃষ্ঠা।
১৬।	বিবাদীর বিষয় যে স্থানে থাকে সেই স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা ...	১০
১৭।	প্রতিবাদীরা যে স্থানে বাস করেন কিম্বা নালিশ করিবার হেতু যে স্থানে উত্থিত হয়, সেই স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা ...	১১
১৮।	ব্যক্তির কি অস্থাবর সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা ...	১২
১৯।	স্থাবর সম্পত্তি এক জিলার মধ্যে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আদালতের এলাকায় থাকিলে মোকদ্দমার কথা ...	১৩
	স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলার মধ্যে থাকিলে মোকদ্দমার কথা ...	১৩
২০।	সকল প্রতিবাদী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস না করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার ক্ষমতার কথা	১৩
	প্রার্থনা যে সময়ে করিতে হইবে, তাহার কথা ...	১৩
২১।	অন্য আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালতের ফী জমা হইবার কথা ...	১৩
২২।	যে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, তাহা একই আপীল-আদালতের অধীন হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১৪
২৩।	তদ্রূপে অধীন না থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১৪
২৪।	ভিন্ন ভিন্ন হাইকোর্টের অধীন থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১৪
২৫।	এক আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া অন্য আদালতে পাঠাইবার কথা	১৫

তৃতীয় অধ্যায়।

উভয়পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনাকরণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
২৬।	যে ব্যক্তিদিগকে বাদিস্বরূপ সংযুক্ত করা যাইতে পারে তাঁহাদের কথা ...	১৫
২৭।	যে ব্যক্তি নালিশ করেন তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির নাম লেখাইতে কিম্বা তাঁহার সঙ্গে অন্য ব্যক্তিকে সংযোগ করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা ...	১৬
২৮।	যাঁহাদিগকে প্রতিবাদিস্বরূপ সংযোগ করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা	১৬
২৯।	একই চুক্তিতে যে ব্যক্তিরা দায়ী হন তাঁহাদিগকে সংযোগ করণের কথা	১৬
৩০।	সমস্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তির পক্ষে একই ব্যক্তির বাদ কি প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতার কথা ...	১৬
৩১।	অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা ...	১৬
৩২।	কোন পক্ষের কোন ব্যক্তিদিগকে আদালতের ছাড়িয়া দিতে কি সংযোগ করিতে পারিবার কথা ...	১৭
	কোন ব্যক্তি সম্মত না হইলে বাদী কি আসন্নবন্ধু বলিয়া তাহার নাম সংযোগ করিতে না হইবার কথা ...	১৭
৩০	ধারামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা কি যাহার প্রতিবাদ করা যায় তাহার পক্ষের কথা ...	১৭
	যে প্রতিবাদীর নাম সংযোগ করা যায় তাহার নামে সমন দিতে হইবার কথা	১৭
	মোকদ্দমা চালাইবার কথা ...	১৭
৩৩।	প্রতিবাদীর সংযোগ হইবে বাদীর	

ধারা		পৃষ্ঠা
	আবেদনপত্র সংশোধন করিতে হইবার কথা ...	১৮
৩৪।	সংযোগ না করণ কিম্বা অনুপযুক্ত-মতে সংযোগকরণ বিষয়ে আপত্তি করণের সময়ের কথা ...	১৮
৩৫।	অনেক বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে এক কি কয়েক জনের অন্যকে কি অন্য-দিগকে আপনার পক্ষে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়ার কথা	১৮
	সেই ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া ও স্বাক্ষর করা গেলে গাঁথিয়া রাখিবার কথা ...	১৮
৩৬।	স্বীকৃত মোক্তার ও উকীল বিষয়ক কথা ...	১৮
	নিজে কিম্বা স্বীকৃত মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত প্রভৃতি হইতে পারিবার কথা ...	১৮
৩৭।	স্বীকৃত মোক্তারদের কথা	১৯
	আদালতের এলাকার বহিভূর্ত স্থানবাসীদের মোক্তারনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা ...	১৯
	সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত মোক্তার ...	১৯
	আদালতের এলাকার বহিভূর্ত স্থানবাসীদের নিমিত্ত যাঁহারা ব্যবসায়াদি চালান তাঁহারা ...	১৯
	পঞ্জাব ও অযোধ্যা ও মধ্যপ্রদেশের স্বীকৃত মোক্তারদের কথা ...	১৯
৩৮।	স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরওয়ানা জারী করিবার কথা ...	১৯
৩৯।	উকীল নিযুক্ত করিবার কথা ...	২০
৪০।	উকীলের নামে পরওয়ানা জারী করিবার কথা ...	২০
৪১।	মোক্তারের পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার কথা ...	২০
	তাঁহার নিয়োগপত্র লিখিত হইয়া আদালতে অর্পণ করিবার কথা ...	২০

চতুর্থ অধ্যায়।

মোকদ্দমার আকারবিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা।
৪২।	মোকদ্দমা যে আকারে করিতে হইবে তাহার কথা ...	২০
৪৩।	মোকদ্দমার মধ্যে সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিবার কথা ...	২১
	দাওয়ার একাংশ ত্যাগের কথা ...	২১
	অনেক প্রতিকারের মধ্যে একটী প্রার্থনা করিতে ত্রুটি হইলে তদ্বিষয়ক কথা ...	২১
৪৪।	ভূমি পাইবার মোকদ্দমার সহিত কোন কোন দাওয়ামাত্র সংযোগ করিবার কথা ...	২১
	উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর কি উত্তরাধিকারীর কি তদ্বিপক্ষ দাওয়ার কথা ...	২২
৪৫।	নালিশের নানা হেতু বাদীর সংযোগ করিতে পারিবার কথা ...	২২
	আদালতের পৃথক করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ...	২২
৪৬।	মোকদ্দমার সীমা সঙ্কোচার্থে প্রতিবাদীর প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা	২২
৪৭।	প্রার্থনাপত্র শুনিয়া আদালতের কোন কোন হেতু ত্যাগ করিয়া সংশোধন করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ...	২৩

পঞ্চম অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণবিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৪৮।	আবেদনপত্রদ্বারা মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়ার কথা ...	২৩
৪৯।	আবেদনপত্র যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা ...	২৩
৫০।	আবেদনপত্রে যে যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা ...	২৩

ধারা — পৃষ্ঠা

টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমার কথা . ২৩
বাদী স্থলাভিষিক্তস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ের কথা ... ২৪
প্রতিবাদীর স্বার্থ ও দায় দেখাইতে হইবার কথা . ২৪
মিয়াদের আইন হইতে মুক্ত হওয়ার হেতু দেখাইবার কথা ... ২৪
৫১। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠ লিখিবার কথা . ২৪
৫২। সত্যপাঠের কথার মর্ম্মের কথা ২৫
সত্যপাঠের স্বাক্ষর করণের ও সাক্ষীর সাক্ষ্য করণের কথা ... ২৫
৫৩। আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইতে কিম্বা সংশোধন করিবার জন্য ফিরিয়া দেওয়া যাইতে কিম্বা সংশোধন করা যাইতে পারে তাহার কথা .. ২৫
সংশোধিত কথার সাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষরকরণের কথা ... ২৬
৫৪। আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইবে তাহার কথা ২৬
৫৫ আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা ... ২৬
৫৬। যে স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলেও নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা না থাকে তাহার কথা .. ২৬
৫৭। উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার নিমিত্তে আবেদনপত্র যে স্থলে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা ২৬
আবেদনপত্র ফিরিয়া দেওন সময়ে কার্য্য প্রণালীর কথা। ... ২৬
৫৮। আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা ... ২৭
মোকদ্দমার রেজিষ্টরের কথা ... ২৭

ধারা — পৃষ্ঠা

৫৯। বাদী যে দলীল ধরিয়া নালিশ করেন তাহা দেখাইবার কথা ও দলীল কি তাহার নকল গচ্ছিত করিবার কথা ২৭
অন্য অন্য দলীলের নির্ঘণ্টপত্র দিবার কথা ২৭
৬০। দলীল তাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকলে বর্ণনার কথা ... ২৮
৬১। ক্রয়বিক্রয়ের যোগ্য নিদর্শনপত্র হারাইয়া গেলে তাহা ধরিয়া মোকদ্দমার কথা ... ২৮
৬২। দোকানী খাতা দেখাইবার কথা ২৮
আসল কথায় চিহ্ন দিয়া খাতা ফিরিয়া দিবার কথা .. ২৮
৬৩। আবেদনপত্র দেওয়ার সময়ে দলীল না দিলে গ্রাহ্য না হইবার কথা ... ২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমন বাহির করণ ও জারী বিষয়ক বিধি

সমন বাহির করণ বিষয়ক বিধি।

৬৪। সমনের কথা .. ২৯
৬৫। সমনের সঙ্গে নকল কি বর্ণনাপত্র সংযোগ করিয়া দিবার কথা ... ২৯
৬৬। প্রতিবাদীর কি বাদীর স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা ... ২৯
৬৭। কোন ব্যক্তি ৫০ মাইলের মধ্যে কিম্বা রেলওয়ে থাকিলে ২০০ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে না পারিবার কথা ... ২৯
৬৮। ইস্যু নিরূপণের কিম্বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন হইবার কথা ... ৩০
৬৯। প্রতিবাদীর উপস্থিত হইবার দিন নিরূপণের কথা ... ৩০
৭০। যে যে দলীলে বাদীর প্রয়োজন থাকে, কিম্বা প্রতিবাদী যাহার উপর

ধারা পৃষ্ঠা।

নির্ভর করেন সমনপত্রে প্রতিবাদীর সেই সেই দলীলও দেখাইবার আজ্ঞা হওয়ার কথা ... ৩০

৭১। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে, প্রতিবাদীর প্রতি নিজ সাক্ষীদিগকেও আনিবার আজ্ঞা হওয়ার কথা ... ৩০

সমন জারী করণ বিষয়ক বিধি।

৭২। জারী করণার্থ সমন হাওলা করিবার বা পাঠাইয়া দিবার কথা ... ৩০

৭৩। যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা ৩১

৭৪। অনেক প্রতিবাদী থাকিলে সমন দিবার কথা ... ৩১

৭৫। নিজ প্রতিবাদীকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে, তাহাকে কিম্বা মোক্তারকে দিবার কথা . ৩১

৭৬। প্রতিবাদী যে কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য চালান তাহাকে সমন দিবার কথা ৩১

৭৭। যে কর্ম্মকারকের প্রতি অধ্যক্ষতার ভার থাকে, স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় তাঁহাকে সমন দিবার কথা ... ৩১

৭৮। যে স্থলে প্রতিবাদীর পারিবারিক কোন পুরুষকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা . ৩২

৭৯। সমন যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার ঐ সমন পাওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা ... ৩২

৮০। প্রতিবাদী সমন লইতে সম্মত না হইলে কিম্বা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৩২

৮১। সমন যে সময়ে যে প্রকারে জারী করা গেল, এই কথা সমনের পৃষ্ঠে লিখিবার কথা ... ৩২

ধারা পৃষ্ঠা

৮২। সমন জারীর আমলার পরীক্ষার কথা ৩২

তৎপর বরর্ত্তে জারী করিবার আজ্ঞার কথা। ৩৩

৮৩। তদ্রূপে জারী করিবার ফলের কথা ... ৩৩

৮৪। সমন অন্যপ্রকারে জারী হইলে উপস্থিত হইবার সময় নিরূপণ করিবার কথা ৩৩

৮৫। প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে ও সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে ঐ সমনজারীর কথা ... ৩৩

৮৬। রাজধানীর ও রাঙ্গুণ নগরের মধ্যে মফঃস্বল আদালতে পরওয়ানা জারী করিবার কথা . ৩৪

৮৭। প্রতিবাদী কারাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে সমন দিবার কথা ... ৩৪

৮৮। ভিন্ন জিলার জেল থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ৩৪

৮৯। প্রতিবাদী ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে ও তাহার সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে সমন যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা ৩৪

৯০। ভিন্ন রাজ্যে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বা আদালতের হাত দিয়া সমন জারী করিবার কথা ... ৩৪

৯১। সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দিবার কথা ৩৫

৯২। তদ্রূপ পত্র পাঠাইবার নিয়মের কথা ৩৫

পরওয়ানাজারী করণবিষয়ক বিধি।

৯৩। যাঁহার অনুরোধে পরওয়ানা বাহির হয় তাঁহার খরচে জারী করিবার কথা ৩৫

জারী করিবার খরচের কথা ... ৩৫

৯৪। নোটিস ও আজ্ঞাপত্র লিখিত হইয়া যে প্রকারে জারী করা যাইবে তাহার কথা ... ৩৫

৯৫। ডাকমাশুলের কথা ... ৩৫

সপ্তম অধ্যায়।

উভয় পক্ষের উপস্থিত হওনবিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফলবিষয়ক বিধি।

ধারা পৃষ্ঠা।
৯৬। সমনে প্রতিবাদীর উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপণ হয়, সেই দিনে উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার কথা ৩৬
৯৭। বাদী সমন জারী করিবার ফী না দেওয়াতে জারী না হইলে, মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিবার কথা ... ৩৬
উপবিধি .. ৩৬
৯৮। কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিতে হইবার কথা ৩৬
৯৯। উক্ত স্থলে বাদীর নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা ৩৬
কিম্বা পুনর্বার নথীর সামিল করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা . ৩৬
৯৯ (ক)। সমন জারী না হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর বাদী এক বৎসর মধ্যে নূতন সমনের প্রার্থনা না করিলে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবার কথা ৩৭
১০০। কেবল বাদী উপস্থিত হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা। সমন নিয়মমতে দেওয়া গিয়া থাকিলে—সমন নিয়মমতে দেওয়া না গেলে—সমন জারী করা গেলে ও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে জারী না হইলে তদ্বিষয়ক কথা ... ৩৭
১০১। মোকদ্দমা স্থগিত হইয়া যে দিন নিরূপণ হয়, প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার উপযুক্ত কারণ জানাইলে কার্য্য প্রণালীর কথা ... ৩৭
১০২। কেবল প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৩৮
ধারা পৃষ্ঠা।
১০৩। ত্রুটিপ্রযুক্ত বাদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধার কথা ... ৩৮
১০৪। প্রতিবাদী ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করাতে উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা .. ৩৮
১০৫। অনেক জন বাদীর মধ্যে এক কি কয়েক জন উপস্থিত না হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ... ৩৮
১০৬। অনেকজন প্রতিবাদীর মধ্যে এক কি কয়েক জন উপস্থিত না হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা ... ৩৮
১০৭। কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা থাকিলে ও উপযুক্ত কারণ না থাকিলে তিনি না আসিলে তাহার ফলের কথা ... ৩৯

একপক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে যে ডিক্রী হয় তাহা অসিদ্ধকরণ বিষয়ক বিধি।

১০৮। প্রতিবাদী উপস্থিত না থাকিলে তাহার বিপক্ষে যে ডিক্রী হয়, তাহা অসিদ্ধ করিবার কথা ... ৩৯
১০৯। বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস না দিলে ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে না হইবার কথা ৩৯

অষ্টম অধ্যায়।

বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

১১০। বর্ণনাপত্রের কথা ... ৩৯
১১১। এক দাওয়ার বিপক্ষে অন্য দাওয়া উপস্থিত করা গেলে বর্ণনাপত্রে তাহার বিবরণ লিখিবার কথা ... ৪০
অনুসন্ধান লইবার কথা ... ৪০
বাদ দেওয়ার ফলের কথা ... ৪০

ধারা পৃষ্ঠা।

১১২। প্রথম শ্রবণের পর বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইতে না পারিবার কথা ... ৪১

উপবিধি ... ৪১

১১৩। আদালত কোন পক্ষের নিকট বর্ণনাপত্র চাহিলেও তিনি না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৪২

১১৪। বর্ণনাপত্র যেরূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা ... ৪২

১১৫ বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবার কথা ৪২

১১৬। বর্ণনাপত্রে তর্কবিতর্ক কিম্বা অতি বিস্তারিত কি অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা ... ৪২

সংশোধনের সাক্ষ্যের কথা ... ৪২

অগ্রাহ্য করণের ফলের কথা .. ৪২

নবম অধ্যায়।

আদালতের দ্বারা উভয়পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি।

১১৭। আবেদনপত্রে ও বর্ণনাপত্রে যে উক্তি হইয়াছে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার হইলে তাহা জানিয়া লইবার কথা ৪৩

১১৮। এক পক্ষের কিম্বা সঙ্গী ব্যক্তির কি উকীলের বাচনিক পরীক্ষার কথা ৪৩

১১৯। পরীক্ষার মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবার কথা . ৪৩

১২০। উকীল উত্তর না দিলে কি দিতে না পারিলে তাহার ফলের কথা ৪৩

দশম অধ্যায়।

সন্ধান লওন ও দলীল গ্রাহ্য ও দৃষ্ট ও উপস্থিতকরণ ও আটক রাখন ও ফিরিয়া দেওন বিধি।

১২১। প্রশ্ন লিখিয়া দিবার ক্ষমতার কথা ৪৪

১২২। প্রশ্ন জারী হওনের কথা ... ৪৪

১২৩। প্রশ্ন দেওনের ঔচিত্য বিষয় অনুসন্ধান লওয়ার কথা .. ৪৪

১২৪। সমবেত সমাজের কি কোম্পানির কর্ম্মকারকের নামে প্রশ্নপত্র জারী করিবার কথা ... ৪৪

১২৫। অপ্রাসঙ্গিক প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর না দিবার ক্ষমতার কথা ... ৪৫

১২৬। উত্তরস্বরূপ আফিডেবিট অর্পণ করিবার সময়ের কথা ... ৪৫

১২৭। কোন পক্ষ প্রচুররূপে উত্তর না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ৪৫

১২৮। দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকারকরণের দাওয়া করিতে পারিবার কথা ৪৫

১২৯। দলীলের সন্ধান লইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কথা ... ৪৫

ঐ আজ্ঞার উত্তরস্বরূপ আফিডেবিটের কথা ... ৪৬

১৩০। মোকদ্দমার চলন সময়ে দলীল উপস্থিত করণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ... ৪৬

১৩১। আবেদনপত্রাদিতে যে দলীলের উল্লেখ হয়, তাহা দেখিবার জন্য উপস্থিত করিবার নোটিসের কথা .. ৪৬

ঐ নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিবার ফলের কথা ... ৪৬

১৩২। কোন পক্ষ উক্ত নোটিস পাইলে ঐ দলীল যে স্থানে যে সময়ে দেখা যাইতে পারে ইহার নোটিস তাঁহার দিতে হইবার কথা ... ৪৬

১৩৩। দেখাইতে আজ্ঞা হওয়ার প্রার্থনার কথা ... ৪৬

১৩৪। ঐ প্রার্থনা আফিডেবিট মূলক হওয়ার কথা ... ৪৭

১৩৫। কোন ইস্যুর কি বিবাদীয় বিষয়ের

ধারা পৃষ্ঠা

উপর দলীল দেখাইয়া লইবার স্বত্বের নির্ভর থাকিলে তাহা প্রথমে নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ... ৪৭

১৩৬। উত্তর না দিবার কি দলীল না দেখাইবার ফলের কথা ... ৪৭

১৩৭। আপনার কিম্বা অন্য আদালতের কাগজপত্র হইতে কাগজপত্র আনাইতে পারিবার কথা ... ৪৮

১৩৮। প্রথম শ্রবণের সময় লিখিত প্রমাণ প্রস্তুত রাখিবার কথা ... ৪৮

১৩৯। দলীল উপস্থিত না করিবার ফলের কথা ... ৪৮

১৪০। আদালতের দলীল গ্রাহ্য করিবার কথা ... ৪৮

অপ্রাসঙ্গিক কি গ্রাহ্য হওয়ার অনুপযুক্ত দলিল অগ্রাহ্য করবার কথা ... ৪৮

১৪১। যে সকল দলীল প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে পৃষ্ঠলিপি লিখিবার কথা ... ৪৯

১৪১। (ক) গৃহীত বহিতে হিসাবে ও রেকর্ডে লিখিত দফায় নকলে পৃষ্ঠলিপি লিখিবার কথা ... ৪৯

১৪২। প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ যোগ্য নয় বলিয়া যে সকল দলীল অগ্রাহ্য করা হয়, তাহাতে পৃষ্ঠলিপি লিখিবার কথা ... ৪৯

১৪২ (ক)। গৃহীত দলিল নথিভুক্ত করিবার এবং অগ্রাহ্য করা দলীল ফেরৎ দিবার কথা ... ৫০

১৪৩। কোন দলিল আটক করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা ... ৫০

১৪৪। প্রমাণ স্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয়, আপীলের মিয়াদ গত হইলে তাহা ফিরিয়া দিবার কথা ... ৫০

ধারা পৃষ্ঠা।

নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে দলীল ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবার কথা ... ৫০

স্থলবিশেষে দলীল ফিরিয়া দিতে না হইবার কথা ... ৫০

দলীল ফিরিয়া দেওয়া গেলে রসীদ লইবার কথা ... ৫০

১৪৫। দলীল বিষয়ক বিধান অন্য অন্য পদার্থেরও প্রতি বর্ত্তিবার কথা ... ৫০

একাদশ অধ্যায়।

ইস্যু নির্ণয়করণ বিষয়ক বিধি।

১৪৬। ইস্যু নিরূপণের কথা ... ৫১

১৪৭। যে যে বাক্য ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য হইতে পারে, তাহার কথা ... ৫১

১৪৮। ইস্যু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে সাক্ষী দিগকে কি দলীল আদালতের পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা ... ৫২

১৪৯। ইস্যু সংশোধন করিবার ও আরো ইস্যু উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা ৫২

১৫০। উভয় পক্ষের সম্মতি হইলে, বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত বিবাদের বিষয় ইস্যুর ন্যায় লেখা যাইতে পারিবার কথা ৫২

১৫১। ঐ নিষয়পত্র সরলভাবে সম্পাদন করা গেল আদালত ইহা স্বয়োধমতে জানিলে জানাইবার কথা ... ৫৩

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম শ্রবণের সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

১৫২। আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া উভয়পক্ষের মধ্যে বিবাদ না হইলে তদ্বিষয়ের কথা ... ৫৩

১৫৩। অনেক জন প্রতিবাদী থাকিলে

ধারা		পৃষ্ঠা ।
	যদি বাদীর পক্ষ তাহাদের এক জনের বিবাদ না হয়, তবে সেই স্থলে কথা	৫৩
১৫৪।	আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ হইলে আদালত ইস্যু নির্ণয় করিতে ও বিচার জানাইতে পারিবেন তদ্বিষয়ের কথা	৫৩
১৫৫।	কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলে আদালতের বিচার জানাইতে কিম্বা অন্য দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা ..	৫৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণবিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
১৫৬।	আদালতে অবকাশ দিবার কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ করিতে পারিবার কথা ...	৫৪
	দিনান্তর নিরূপণের খরচার কথা ...	৫৪
১৫৭।	উভয় পক্ষ নিরূপিত দিনে না আসিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ..	৫৫
১৫৮।	কোন এক পক্ষ প্রমাণ প্রভৃতি উপস্থিত না করিলেও আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবার কথা	৫৫

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

সাক্ষীদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি ।

ধারা		পৃষ্ঠা
১৫৯।	সাক্ষ্য দিবার কি দলিল দেখাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার সমনের কথা ...	৫৫
১৬০।	সমন প্রার্থনা করিবার সময়ে সাক্ষীদের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা ...	৫৫
	খরচার কর্ত্তব্যের কথা	৫৬
১৬১।	সাক্ষীদিগকে খরচ দিবার প্রস্তাবের কথা	৫৬
১৬২।	যত টাকা দেওয়া গেল তাহাতে না কুলাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা	৫৬
	সাক্ষীর এক দিনের অধিক থাকিতে হইলে তাহার খরচের কথা ...	৫৬
১৬৩।	যে সময়ে যে স্থানে যে কারণে উপস্থিত হইতে হইবে সমনে সেই সেই কথা বিশেষ করিয়া লিখিবার কথা	৫৬
১৬৪।	দলিল উপস্থিত করিবার সমনের কথা ...	৫৬
১৬৫।	আদালতে উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি সাক্ষ্য দিবার আদেশ হইতে পারিবার কথা ...	৫৭
১৬৬।	সমন যে প্রকারে দেওয়া যাইবে তাহার কথা ...	৫৭
১৬৭।	সমনজারী করিবার সময়ের কথা	৫৭
১৬৮।	সাক্ষী পলাইলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা ...	৫৭
১৬৯।	সাক্ষী উপস্থিত হইলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা ...	৫৮
১৭০।	সাক্ষী উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	৫৮
১৭১।	মোকদ্দমার নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদিগকে সাক্ষিস্বরূপে নিজ প্রবৃত্তিমতে আদালতের সমন করিতে পারিবার কথা ...	৫৮
১৭২।	কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার জন্য কিম্বা দলীল উপস্থিত করিবার জন্য সমন করা গেলে তাহার কর্ত্তব্যের কথা ...	৫৮
১৭৩।	যে সময়ে চলিয়া যাইতে পারিবেন তাহার কথা ...	৫৯
১৭৪।	সমনমতে কার্য্য না করিবার ফলের কথা ...	৫৯
	ধৃত সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে কিম্বা দলীল উপ-	

ধারা পৃষ্ঠা।

স্থিত করিতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৫৯

১৭৫। সাক্ষী পলায়ন করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা ... ৫৯

১৭৬। কোন কোন ব্যক্তির নামে সমনক্রমে আজ্ঞা হইলে স্বয়ং উপস্থিত হইবার কথা ... ৫৯

১৭৭। আদালতের আজ্ঞা হইলেও কোন পক্ষের সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হওয়ার ফলের কথা ... ৬০

১৭৮। মোকদ্দমার কোন পক্ষকে সমন করা গেলে সাক্ষিবিষয়ক বিধি খাটিবার কথা ... ৬০

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

১৭৯। যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে তাহার বর্ণনাপত্র ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা .. ৬০

আরম্ভ করিবার স্বত্ববিষয়ক বিধি ৬০

১৮০। অন্য পক্ষের বর্ণনা ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা ৬১

যে ব্যক্তি আরম্ভ করেন তাহার উত্তরের কথা ... ৬১

১৮১। খোলা কাছারীতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইবার কথা ... ৬১

১৮২। মোকদ্দমা আপীল হইতে পারিলে সাক্ষ্য যে রূপে লওয়া যাইবে, তাহা লইবার কথা ... ৬১

১৮৩। যে স্থলে সাক্ষ্য বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহার কথা ... ৬১

১৮৪। বিচারপতি সাক্ষ্য না লিখিলে সার কথা লিখিবার কথা ... ৬১

১৮৫। যে স্থলে ইঙ্গরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লেখা যাইতে পারে, তাহার কথা ... ৬২

১৮৫ (ক) ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ দিবার ক্ষমতার কথা ... ৬২

১৮৬। বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া লইতে পারিবার কথা ... ৬২

১৮৭। প্রশ্নের বিষয় আপত্তি হইলে ও আদালত প্রশ্ন গ্রাহ্য করিলে তাহার কথা ৬২

১৮৮। সাক্ষীদের আচরণবিষয়ক মন্তব্য কথা ... ৬২

১৮৯। যে মোকদ্দমায় আপীল নাই, সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিবার কথা ৬৩

১৯০। বিচারপতি সেই মর্ম্মাত্মক কথা লিখিতে না পারিলে, তাহার কারণ লিখিবার কথা ... ৬৩

১৯১। অন্য বিচারপতি কর্ত্তৃক লিখিয়া লওয়া সাক্ষ্য ব্যবহার করিবার ক্ষমতার কথা ... ৬৩

১৯২। অগৌণেই সাক্ষীর সাক্ষ্য লইতে পারিবার কথা ... ৬৩

১৯৩। সাক্ষীকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে আদালতের ক্ষমতার কথা ৬৪

ষোড়শ অধ্যায়।

আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

১৯৪। আফিডেবিট দ্বারা কোন বিষয়ের প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা ... ৬৪

১৯৫। কূট পরীক্ষার নিমিত্ত আফিডেবিট কারীকে উপস্থিত করান পক্ষে আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ... ৬৪

ধারা। পৃষ্ঠা।

১৯৬। আফিডেবিটে যে যে বিষয় মাত্রের কথা লেখা থাকিবে তাহার কথা ৬৫

১৯৭। যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তাহাকে বিনি শপথ করাইবেন, তাঁহার কথা ... ৬৫

সপ্তদশ অধ্যায়।

বিচার ও ডিক্রীবিষয়ক বিধি।

১৯৮। বিচার যে সময়ে প্রকাশ করা যাইবে, তাহার কথা ৬৫

১৯৯। বিচারপতির পূর্ব্বপদধারীর বিচার প্রকাশ করিবার ক্ষমতার কথা ... ৬৫

২০০। বিচার লিখিবার ভাষার কথা ৬৫

২০১। বিচারের অনুবাদের কথা ... ৬৬

২০২। বিচারপত্রে তারিখ লিখিতে ও স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা ... ৬৬

২০৩। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারের কথা ... ৬৬

অন্য অন্য আদালতের বিচারের কথা ৬৬

২০৪। প্রত্যেক ইস্যুর বিষয়ে আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা ... ৬৬

২০৫। ডিক্রীর তারিখের কথা ... ৬৬

২০৬। ডিক্রীর মর্ম্মের কথা ৬৬

ডিক্রী সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা ৬৬

২০৭। স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার ডিক্রীর কথা ৬৭

২০৮। অস্থাবর সম্পত্তি দিবার ডিক্রীর কথা ... ৬৭

২০৯। টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে আসল যত টাকার আজ্ঞা হয়, ডিক্রীতে তাহার উপরি সুদও দিবার আজ্ঞা থাকিতে পারিবার কথা ... ৬৭

২১০। কিস্তি করিয়া টাকা দিবার কথা ৬৭

আদালত যে স্থলে কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা ... ৬৭

২১১। ভূমির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, সুদসমেত ওয়াসিলাৎ দিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের পারিবার কথা ৬৮

২১২। মোকদ্দমার পূর্ব্বে ওয়াসিলাতের টাকা নির্ণয় করিবার কিম্বা পশ্চাৎ তাহার অনুসন্ধান করিতে আদালতের পারিবার কথা ৬৮

২১৩। মৃত ব্যক্তির দ্রব্যনিরূপণার্থ মোকদ্দমার কথা ৬৮

২১৪। ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমার কথা ৬৯

২১৫। অংশিত্ব লোপকরণার্থ মোকদ্দমার কথা ... ৬৯

২১৫ ক। হিসাব পাইবার নিমিত্ত মুখ্য ব্যক্তি ও কর্ম্মকারকের মধ্যে মোকদ্দমার কথা ... ৬৯

২১৬। বিপরীত দাওয়ার অনুমতি হইলে ডিক্রীর কথা ... ৬৯

প্রতিবাদীকে যে টাকা দেওয়া যায় তদ্বিষয়ক ডিক্রীর ফলের কথা ... ৬৯

২১৭। ডিক্রীর ও বিচারের সার্টিফিকেটযুক্ত নকল দিতে হইবার কথা ৭০

অষ্টাদশ অধ্যায়।

খরচাবিষয়ক বিধি।

২১৮। প্রার্থনাপত্রের খরচার কথা ৭০

২১৯। খরচ কোন্ পক্ষের দিতে হইবে বিচারপত্রে ইহার আজ্ঞা হওয়ার কথা ৭০

২২০। খরচার বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা ... ৭০

২২১। টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হইলে

ধারা	পৃষ্ঠা
কি জানিতে পাওয়া গেলে, তাহা হইতে খরচ বাদ দিতে পারিবার কথা ...	৭০
২২২। খরচার উপর সুদের কথা ও বিবাদের বিষয় হইতে খরচা দিবার কথা ...	৭১

উনবিংশ অধ্যায়।

ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক বিধি।

ধারা	পৃষ্ঠা
(ক)—যে আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী করা যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ক বিধি।	৭১
২২৩। যে আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক কথা ...	৭১
২২৪। কোন আদালত আপনার ডিক্রী অন্য আদালতের দ্বারা জারী করাইতে ইচ্ছা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	৭২
২২৫। আদালত ডিক্রীর নকল প্রভৃতি পাইলে প্রমাণ না লইয়া তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা ...	৭২
২২৬। ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায়, তৎকর্তৃক জারী হওয়ার কথা	৭২
২২৭। অন্য আদালতের প্রেরিত ডিক্রী হাইকোর্টের দ্বারা জারী করিবার কথা	৭২
২২৮। অন্য আদালতের ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা	৭৩
২২৯। এতদ্দেশীয় রাজ্যাধিকারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত আদালতের ডিক্রীর কথা ...	৭৩
২২৯ (ক) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আদালতের ডিক্রী দেশীয় রাজাদের রাজ্যাধিকারস্থিত ব্রিটিশ আদালতে পাঠাইবার কথা	৭৩
(খ)—ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনার বিধি।	
২৩০। ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনার কথা ...	৭৩
২৩১। অনেক ডিক্রীদার থাকিলে কোন একজনের ঐ প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার কথা ...	৭৪
২৩২। ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার প্রার্থনার কথা ...	৭৪
২৩৩। ঐ ডিক্রী যাঁহার হস্তগত করা যায় আসল ডিক্রীদারের বিপক্ষে যে ন্যায্য দাওয়া প্রবল হইতে পারে, তাহা মানিয়া তাঁহার ঐ ডিক্রী রাখিবার কথা ...	৭৫
২৩৪। ডিক্রীমত দেনদার ঐ ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে মরিলে, তাঁহার স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রী জারী হইবার প্রার্থনার কথা ...	৭৫
২৩৫। ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা ...	৭৫
২৩৬। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সহিত নির্ঘণ্টপত্র দিতে হইবার কথা ...	৭৬
২৩৭। স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে আর আর যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা ...	৭৬
২৩৮। প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে যে স্থলে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টরী হইতে উদ্ধৃত কথা দিতে হইবে, তাহার কথা ...	৭৬
(গ)।—ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবার বিধি।	
২৩৯। যখন আদালত ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে পারেন, তাহার কথা ...	৭৬
২৪০। ডিক্রীমত দেনদারের স্থানে জামিন লইতে কিম্বা তাঁহাকে নিয়মবদ্ধ করিতে পারিবার কথা ...	[illegible]
২৪১। ডিক্রীমত দেনদারকে মুক্ত করা গেলে, পুনরায় ধরা যাইতে পারিবার কথা ...	৭৭

ধারা পৃষ্ঠা।

২৪২। যে আদালতে প্রার্থনা করা যায় ডিক্রীজারী কিম্বা আপীল-আদালতের আজ্ঞা তাঁহার মানিতে হইবার কথা ... ৭৭

২৪৩। ডিক্রীদারের ও ডিক্রীমত দেনদারের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ডিক্রী-জারী স্থগিত থাকার কথা ... ৭৭

(ঘ)।—যে আদালত ডিক্রীজারী করিবেন তাহার বিবেচনীয় বিষয়ের বিধি।

২৪৪। যে আদালত ডিক্রীজারী করেন তাঁহার যে যে বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা ... ৭৭

(ঙ)।—ডিক্রী যে প্রকারে জারী করা যাইবে, তদ্বিষক বিধি।

২৪৫। ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্র পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৭৮

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৭৮

২৪৫ (ক) টাকার ডিক্রীজারীতে স্ত্রীলোকের গ্রেপ্তার বা কারাবদ্ধকরণ নিষেধের কথা ... ৭৮

২৪৫ (খ) কারাবদ্ধ করণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য অপর ডিক্রীমত দেনদারকে বিবেচনামত অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা ... ৭৯

২৪৬। পরস্পরের বিপক্ষ ডিক্রীর কথা ৭৯

২৪৭। একই ডিক্রীমতে পরস্পর বিপক্ষ দাওয়ার কথা ... ৮০

২৪৮। ডিক্রী জারী করিতে না হওয়ার কারণ দেখাইবার নোটিস দিবার কথা ৮০

উপবিধি। ... ৮০

২৪৯। নোটিস জারী হইবার পর কার্য্য-প্রণালীর কথা ... ৮১

২৫০। পরওয়ানা যে সময়ে বাহির হইতে পারিবে, তাহার কথা ... ৮১

ধারা পৃষ্ঠা।

২৫১। তাহাতে তারিখ দিয়া ও স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিবার কথা ... ৮১

২৫২। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে টাকা দিবার জন্য তাঁহার স্থলাভিষিক্তের বিরুদ্ধে ডিক্রীর কথা .. ৮১

২৫৩। জামিনের বিপক্ষে ডিক্রীর কথা ৮১

২৫৪। টাকার নিমিত্ত ডিক্রীর কথা... ৮২

২৫৫। ওয়াসিলাতের কিম্বা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ক ডিক্রীর কথা ... ৮২

২৫৬। ১০০০ টাকার অধিকের ডিক্রী না হইলে অগোণেই তাহা জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ... ৮২

২৫৭। ডিক্রীমত টাকা যে যে রূপে দেওয়া যাইবে তাহার কথা ... ৮২

২৫৭ ক। ডিক্রীমত দেনদারকে সময় দিবার চুক্তির কথা ... ৮২

ডিক্রীমত ঋণপরিশোধার্থ চুক্তির কথা ৮৩

২৫৮। ডিক্রীদারকে টাকা দিবার কথা ৮৩

২৫৯। বিশেষ অস্থাবর দ্রব্যের কিম্বা স্ত্রী পুনঃপ্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রীর কথা... ৮৩

২৬০। বিশেষ কার্য্যসম্পাদন করণার্থ কিম্বা দাম্পত্য-স্বত্ব পুনঃপ্রাপণার্থ ডিক্রী হইলে তদ্বিষয়ক কথা ... ৮৪

২৬১। হস্তান্তরকরণপত্র সম্পাদন করিবার কিম্বা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে লিখিবার ডিক্রীর কথা ... ৮৪

২৬২। হস্তান্তরকরণপত্রে আদালতের যেরূপে স্বাক্ষর করিতে হইবে ও তাহার যে ফল হইবে তাহার কথা ... ৮৫

২৬৩। স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রীর কথা ... ৮৫

২৬৪। স্থাবর সম্পত্তি প্রজার অধিকারে থাকিলে তাহা দেওয়াইবার কথা ... ৮৫

ধারা	পৃষ্ঠা
২৬৫। মহাল বিভাগ কি অংশ পৃথক করিবার কথা ...	৮৬
(চ)।—সম্পত্তি ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।	
২৬৬। ডিক্রীজারীক্রমে যে যে প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে তাহার কথা ...	৮৬
২৬৭। ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা ...	৮৭
২৬৮। ঋণ ও শেয়ার ও অন্য যে সম্পত্তি ডিক্রীমত দেনদারের অধিকারে নাই তাহা ক্রোক করিবার কথা ...	৮৭
২৬৯। দেনদারের অধিকারে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে, তাহা ক্রোক করিবার কথা ...	৮৮
পশ্বাদি ক্রোক করা গেলে, তাহার আহারাদির বিধি করিবার কথা ...	৮৯
২৭০। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ক্রোক করিবার কথা ...	৮৯
২৭১। ঘরের মধ্যে দ্রব্য ধৃতকরণ বিষয়ক কথা ...	৮৯
অন্তঃপুরে দ্রব্য ধৃতকরণ বিষয়ক কথা	৮৯
২৭২। সম্পত্তি আদালতে কি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের নিকট গচ্ছিত থাকিলে নোটিস দিয়া তাহা ক্রোক করিবার কথা ...	৮৯
উপবিধি ...	৮৯
২৭৩। টাকার ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা	৯০
অন্য ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা ...	৯০
ডিক্রীদারের সম্মান জানাইতে হইবার কথা	৯০
২৭৪। স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা	৯০
২৭৫। ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন হইলে পর ক্রোক উঠাইয়া লইবার আজ্ঞার কথা	৯১
২৭৬। ক্রোক হইবার পর সম্পত্তি গোপনে হস্তান্তর করা গেলে তাহা ব্যর্থ হওয়ার কথা ...	৯১
২৭৭। মুদ্রা কি নোট ক্রোক করা গেলে তাহা পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ...	৯১
২৭৮। ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়ার ও ক্রোক করিবার আপত্তির অনুসন্ধান লওয়ার কথা ...	৯১
নীলাম স্থগিত রাখনের কথা ...	৯২
২৭৯। দাওয়াদারের যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক কথা ...	৯২
২৮০। ক্রোক হইতে সম্পত্তি মুক্ত করিবার কথা ...	৯২
২৮১। ক্রোক করা সম্পত্তির মুক্ত হওয়ার দাওয়া অগ্রাহ্য করিবার কথা ...	৯২
২৮২। অন্য ব্যক্তির দাওয়ার অধীনে সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা ...	৯২
২৮৩। ক্রোকী সম্পত্তির উপর স্বত্ব স্থাপন করিবার মোকদ্দমা হইতে পারিবার কথা ...	৯২
২৮৪। ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বত্ববান ব্যক্তিদিগকে টাকা দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ...	৯৩
২৮৫। নানা আদালতের ডিক্রীজারী ক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তদ্বিষয়ক কথা ...	৯৩
(ছ)।—সম্পত্তি বিক্রয় ও সমর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।	
(ক) সাধারণ বিধি।	
২৮৬। কাহার দ্বারা, যে রূপে নীলাম হইবে, তাহার কথা ...	৯৩

ধারা	পৃষ্ঠা
২৮৭। নীলাম ধ'র' বিক্রয়ের ঘোষণার কথা ...	৯৩
হাইকোর্টের বিধি করিবার কথা ...	৯৪
২৮৮। বিচারপতি প্রভৃতির নিষ্কৃতি পাইবার কথা ...	৯৪
২৮৯। ঘোষণা যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা ...	৯৪
২৯০। নীলাম হইবার সময়ের কথা	৯৪
২৯১। নীলামের দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা ..	৯৪
ঋণ ও খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে ও দেওয়ার প্রমাণ হইলে নীলাম স্থগিত করণের কথা ...	৯৫
২৯২। ডিক্রীজারীক্রমে নীলামে যে কার্য্যকারকদের সম্পর্ক থাকে বিক্রীত সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাদের না ডাকিবার ও তাহা ক্রয় না করিবার কথা ...	৯৫
২৯৩। পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া কম মূল্য পাওয়া গেলে ত্রুটিকারী ক্রেতার দায়ী হইবার কথা ...	৯৫
২৯৪। ডিক্রীদার অনুমতি না পাইলে সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিতে কি সম্পত্তি ক্রয় করিতে না পারিবার কথা ...	৯৫
ডিক্রীদার ক্রয় করিলে মূল্য পরিশোধে ডিক্রীর টাকা লওয়ার কথা ...	৯৫
২৯৫। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইয়া যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হারহারিমতে ডিক্রীদারদের মধ্যে বাঁটিয়া দিবার কথা	৯৬
বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তদ্বিষয়ক উপবিধি ...	৯৬
(খ) অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।	
২৯৬। ক্রয়বিক্রয়ের নিদর্শনপত্র ও প্রকাশ্য কোম্পানির শেয়ারের বিধি ...	৯৭
২৯৭। অন্য প্রকারে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার টাকা দিবার কথা	৯৭
২৯৮। অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়কালে দাঁড়ার দোষ হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ না হইবার, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ করিতে পারিবার কথা ...	৯৭
২৯৯। প্রকৃতরূপে অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত হইলে তাহা দিবার কথা ...	৯৭
৩০০। ডিক্রীমত দেনদার অন্যের দাওয়ার অধীনে যে অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ববান হন, তাহা দিবার কথা ...	৯৭
৩০১। ঋণ ও প্রকাশ্য কোম্পানির শেয়ার দেওয়া যাইবার কথা ...	৯৮
৩০২। ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র ও শেয়ার হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা ...	৯৮
৩০৩। অন্য সম্পত্তির অর্পণ করণসূচক আজ্ঞার কথা ...	৯৮
(গ)—স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।	
৩০৪। কোন্ কোন্ আদালত ভূমি বিক্রয়ের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা ...	৯৮
৩০৫। প্রতিবাদী যেন ডিক্রীর টাকা তুলিতে পারেন, এই কারণে বিলম্বে ভূমি বিক্রয়ের কথা ...	৯৯
ডিক্রীমত দেনদারকে সার্টিফিকেট দিবার কথা	৯৯
৩০৬। স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতার দ্বারা আমানতের কথা ...	৯৯
৩০৭। সমুদয় টাকা দিবার সময়ের কথা	৯৯
৩০৮। টাকা দেওয়া না গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ..	৯৯
৩০৯। স্থাবর সম্পত্তি পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে হইলে, জ্ঞাপনপত্রের কথা ...	৯৯

ধারা পৃষ্ঠা

৩১০। ডিক্রীজারীক্রমে অবিভক্ত মহালের একাংশ বিক্রয় হইলে মূল্য ডাককরণে সহমংশীর অগ্রগণ্য হওয়ার কথা ১০০

৩১১। বেদীদাপ্রযুক্ত ভূমি বিক্রয় অসিদ্ধ করাইবার প্রার্থনার কথা ... ১০০

৩১২। আপত্তি অগ্রাহ্য কিম্বা গ্রাহ্য হওয়ার ফলের কথা ... ১০০

৩১৩। ডিক্রীমত দেনদারের বিক্রয়ের স্বার্থ না থাকা হেতুতে বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা ১০০

৩১৪। বিক্রয় দৃঢ় করণের কথা ... ১০০

৩১৫। বিক্রয় অসিদ্ধ হইলে ক্রেতাকে মূল্য ফিরিয়া দিবার কথা ... ১০০

৩১৬ স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে সার্টিফিকট দিবার কথা .. ১০০

৩১৭। বেনামী খরিদ্দারের বিরুদ্ধে নালিশ না হইবার কথা .. ১০১

৩১৮। ডিক্রীমত দেনদারের অধিকার গত স্থাবর সম্পত্তি দিবার কথা ... ১০১

৩১৯। প্রজার অধিকারস্থ স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা ... ১০১

৩২০। ডিক্রজারীক্রমে বিক্রয়ের কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করিবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা ... ১০২

ডিক্রী পাঠাইবার ও জারী করিবার ও ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা ... ১০২

৩২১। ডিক্রীজারীকরণ কার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে, কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা ... ১০৩

৩২২। ডিক্রীজারীকরণকার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে, কালেক্টর সাহেবের কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১০৩

৩২২ ক। ডিক্রীদারদিগকে ও সম্পত্তির উপর দাওয়াদারদিগকে নোটিস দিবার কথা ১০৩

৩২২ খ। টাকার ডিক্রীর পরিমাণ নির্ণয় করিবার ও তৎপরিশোধার্থে যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার কথা ... ১০৪

৩২২ গ। জিলার আদালত কখন নোটিস দিবেন ও তদন্ত লইবেন তাহার কথা ১০৪

৩২২ ঘ। ৩২২ খ কি ৩২২ গ ধারামতে বিবাদ উত্থিত হইলে আদালতের নিষ্পত্তির ফলের কথা ... ১০৫

৩২৩। টাকার ডিক্রীর পরিশোধার্থে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১০৫

৩২৪। ইজারা দেওনের কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের পর কোন টাকা বাকী থাকিলে তাহা আদায় করিবার কথা ১০৬

৩২৪ ক। কালেক্টর সাহেবের দেওয়ানী আদালতে হিসাব দিবার কথা ... ১০৬

বাকী টাকা প্রয়োগের কথা ... ১০৬

৩২৫। বিক্রয় যে প্রকারে করিতে হইবে তাহার কথা ... ১০৭

৩২৫ ক। ডিক্রীমত দেনদারের কি তাহার স্থলাভিষিক্তের হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধে বাধার ও ডিক্রীদারের প্রতিকার প্রাপ্তির কথা ... ১০৭

৩২৫ খ। সম্পত্তি কয়েক জিলায় থাকিলে বিধানের কথা ... ১০৮

৩২৫ গ। পক্ষদিগকে ও সাক্ষীদিগকে ও দলীলসমূহ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা ... ১০৮

৩২৬। আদালত যেস্থলে কালেক্টর সাহেবকে ভূমির নীলাম স্থগিত করিবার অনুমতি দিতে পারেন, তাহার কথা ১০৮

ধারা পৃষ্ঠা

৩২৭। টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ভূমি বিক্রয়ের স্থানীয় বিধির কথা .. ১০৮

ছ।—ডিক্রীজারী করার প্রতিকূলাচরণ বিষয়ক বিধি।

৩২৮। ডিক্রী জারী করিবার বাধা দেওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১০৯

৩২৯। ডিক্রীমত দেনদারের দ্বারা কি তাঁহার প্রবৃত্তিক্রমে বাধকতা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা .. ১০৯

৩৩০। বাধা হইতে থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১০৯

৩৩১। ডিক্রীমত দেনদার ভিন্ন কোন দাওয়াদার সরলমনে বাধকতা করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা .. ১০৯

৩৩২। যে ব্যক্তিকে বেদখল করা গেল, তিনি ডিক্রীদারের অধিকার পাইবার স্বত্ব বিষয়ে বিবাদ করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১১০

৩৩৩। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর ডিক্রীমত দেনদার সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহার কথা ... ১১০

৩৩৪। ক্রেতাদের স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার বাধার কি প্রতিকূলাচরণের কথা ... ১১০

৩৩৫। ডিক্রীমত দেনদার ভিন্ন কোন দাওয়াদার বাধক হইলে তদ্বিষয়ের কথা ১১০

জ।—ধৃত ও কারাবদ্ধ করণ বিষয়ক বিধি।

৩৩৬। ডিক্রীমত দেনদার যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে, তাহার কথা ১১১

উপবিধি ... ১১১

৩৩৭। ধরিয়া আনিবার পরওয়ানার ডিক্রীমত দেনদারকে আনিবার আজ্ঞা থাকার কথা ... ১১২

৩৩৭ ক। ২৪৫ খ ধারানুযায়ী নোটিসক্রমে ডিক্রীমত দেনদার উপস্থিত হইলে অথবা টাকার ডিক্রীজারীতে গ্রেপ্তারের পর যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কথা ... ১১২

৩৩৮। যে ভাবে খোরাকী পাওয়া যাইবে, তাহার কথা ... ১১৩

৩৩৯। ডিক্রীমত দেনদারের খোরাকীর কথা ... ১১৩

৩৪০। ডিক্রীর টাকার উপর খোরাকী চড়াইয়া দিবার কথা ... ১১৪

৩৪১। ডিক্রীমত দেনদারকে ছাড়িয়া দিবার কথা ... ১১৪

৩৪২। ছয় মাসের অধিক কাল কারাবদ্ধ না থাকার কথা ... ১১৪

৩৪৩। পরওয়ানার পৃষ্ঠলিপির কথা ১১৪

বিংশ অধ্যায়।

ডিক্রীমত দেনাদার ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে, তদ্বিষয়ক বিধি।

৩৪৪। ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার প্রার্থনা করণের ক্ষমতার কথা ১১৫

৩৪৫। প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা ... ১১৫

৩৪৬। ঐ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করণের ও সত্যপাঠের কথা ... ১১৬

৩৪৭। প্রার্থনাপত্রের নকল ও নোটিস দিবার কথা ... ১১৬

৩৪৮। অন্য মহাজনদিগকে নোটিস দিবার ক্ষমতার কথা ... ১১৬

৩৪৯। অসিদ্ধ প্রার্থকের বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা ... ১১৬

৩৫০। শ্রবণের সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১১৬

৩৫১। ঋণশোধ করণের ক্ষমতা প্রকাশ

ধারা। পৃষ্ঠা।

করণের ও গ্রাহককে (রিসিবরকে) নিযুক্ত করিবার কথা ... ১১৭

৩৫২। মহাজনদের প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে হইবার কথা ... ১১৭

[illegible] সীল করিবার কথা . ১১৭

৩৫৩। তফসীল না করা মহাজনদের [illegible]নাপত্রের কথা ... ১১৮

[illegible] গ্রাহককে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞার [illegible] কথা .. ১১৮

[illegible] গ্রাহকের জামিন দিয়া স্থিত [illegible] করিবার কথা .. ১১৮

[illegible] করণাক্ষম ব্যক্তির মুক্ত হওয়ার কথা ১১৮

[illegible] [illegible]কের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা ১১৮

[illegible] [illegible]মিক পাইবার স্বত্বের কথা ১১৯

উদ্ব[illegible] কথা ... ১১৯

৩৫[illegible]। মুক্ত [illegible]বার ফলের কথা .. ১১৯

৩৫৮। [illegible] শোধ করণাক্ষম ব্যক্তিকে দায় হইতে [illegible] বলিবা প্রকাশ করিতে পারিবার কথা ... ১২০

[illegible]। গ্রাহকের কুটিলাচরণ হইলে কার্য্য [illegible]র কথা ... ১২০

[illegible] অন্যান্য আদালতের প্রতি জিলার আদালতের ক্ষমতা প্রদান করিবার ও মোকদ্দমা স্থানান্তর করিয়া দিবার কথা ১২০

[illegible] [illegible]ডেন্স নগরে এই অধ্যায় না খাটি[illegible] ... ১২১

দ্বিতীয় ভাগ।

নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

একবিংশ অধ্যায়।

[illegible] মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণশোধ করণের অক্ষমতা হইলে, তদ্বিষয়ক বিধি।

৩৬১। এক পক্ষের মৃত্যু হইলেও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকিলে, মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা ১২১

৩৬২। অনেক জন বাদীর কি প্রতিবাদীর মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলেও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১২২

৩৬৩। একাধিক জন বাদীর মধ্যে এক-জন মরিলে এবং কেবল মাত্র উত্তরজীবী বাদিগণের পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল না হইলে, যে কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কথা ... ১২২

৩৬৪। মৃত বাদীর স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা ... ১২২

৩৬৫ সবে মাত্র এক জন বাদীর বা সবে-মাত্র একজন উত্তরজীবী বাদীর মৃত্যু হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কথা ১২২

৩৬৬। মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে, মোকদ্দমা রহিত হইবার কথা ... ১২২

৩৬৭। মৃত বাদীর স্থলাভিষিক্ত কে হন, এই বিষয়ের বিবাদ হইলে প্রণালীর কথা ... ১২৩

৩৬৮। অনেক প্রতিবাদীর মধ্যে এক জনের কিম্বা একই কিম্বা উত্তরজীবী একই প্রতিবাদীর মৃত্যু হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা .. ১২৩

৩৬৯ এক পক্ষ স্ত্রী হইলে তাহার বিবাহ-হেতুক মোকদ্দমা রহিত না হওয়ার কথা ১২৪

৩৭০। বাদী দেউলিয়া কিম্বা ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলে মোকদ্দমা করিবার বাধা হওয়ার কথা ... ১২৪

ধারা		পৃষ্ঠা
	এসাইনী মোকদ্দমা চালাইতে কি জামিন দিতে ত্রুটি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা	১২৪
৩৭১।	মোকদ্দমা রহিত বা ডিস্‌মিস্ হইলে উভয় পক্ষের স্বত্বপক্ষে যে ফল হয়, তাহার কথা ...	১২৪
	মোকদ্দমা রহিত কি ডিস্‌মিস্ করিবার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা	১২৪
৩৭২।	মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে সম্পত্তি নিরূপণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ..	১২৫
৩৭২ (ক)।	কোন কোন আবেদন সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ বাড়াইয়া দিবার আদালতের ক্ষমতার কথা। ...	১২৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৩৭৩।	বাদীর প্রতি নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা ...	১২৫
৩৭৪।	প্রথম মোকদ্দমা কর্ত্তৃক মিয়াদের আইনের ব্যাঘাত না হইবার কথা ..	১২৬
৩৭৫।	আপোসে সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ মোকদ্দমা মিটাইয়া দিবার কথা ...	১২৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আদালতের টাকা দেওন বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৩৭৬।	দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া প্রতিবাদীর টাকা আমানৎ করিবার কথা	১২৬
৩৭৭।	আমানৎ করিবার নোটিসের কথা ...	১২৬
৩৭৮।	নোটিস পাইলে পর সেই আমানতী টাকার উপর বাদীর সুদ না পাইবার কথা ...	১২৬
৩৭৯।	বাদী আপন দাওয়ার একাংশের শোধে ঐ আমানৎ গ্রাহ্য করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১২৬
	সেই আমানতের টাকা সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া গ্রাহ্য করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১২৬

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৩৮০।	মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে বাদীর স্থানে খরচার জামিন যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে, তাহার কথা	১২৭
৩৮১।	জামিন না দিবার ফলের কথা	১২৮
৩৮২।	ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করিবার অর্থের কথা ...	১২৮

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

ক।—সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতার কথা।

ধারা		পৃষ্ঠা
৩৮৩।	যে স্থলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দেওয়া যাইতে পারে, তাহার কথা ...	১২৮
৩৮৪।	কোন পক্ষের প্রার্থনামতে কিম্বা আদালতের নিজ বিবেচনামতে ক্ষমতাপত্র দিবার আজ্ঞার কথা ...	১২৯
৩৮৫।	সাক্ষী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা ...	১২৯
৩৮৬।	যাহাদের সাক্ষ্য লইতে ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায়, তাহাদের কথা ...	১২৯
৩৮৭।	সাক্ষী ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকিলে তাহার কথা ...	১২৯
৩৮৮।	ক্ষমতাপত্রানুসারে সাক্ষীদের সাক্ষ্য আদালতে লইতে হইবার কথা	১৩০

ধারা		পৃষ্ঠা।
৩৮৯।	ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করা গেলে পর যে আদালত হইতে বাহির হইল তথায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য সহিত ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ...	১৩০
৩৯০।	ঐ সাক্ষ্য যে স্থলে প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইতে পারিবে, তাহার কথা ...	১৩০
৩৯১।	ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করণের ও তাহা ফিরিয়া দিবার বিধান ভিন্ন দেশীয় আদালতের ক্ষমতাপত্রের প্রতিও খাটিবার কথা ...	১৩০
	খ।—স্থানীয় অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে ক্ষমতাপত্রবিষয়ক বিধি।	
৩৯২।	স্থান বিশেষে অনুসন্ধান লওনার্থে ক্ষমতাপত্রের কথা ...	১৩১
৩৯৩।	আমীনের কার্য্যপ্রণালীর কথা	১৩১
	মোকদ্দমায় ঐ রিপোর্ট ও সাক্ষ্য প্রমাণ স্বরূপ হওয়ার কথা ...	১৩১
	আমীনের সাক্ষ্য লওয়ার কথা ...	১৩১
	গ।—হিসাব দেখিয়া লইবার ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।	
৩৯৪।	হিসাব দেখিবার বা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা ...	১৩১
৩৯৫।	আমীনকে আদালতের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার কথা ...	১৩১
	আমীনের রুবকারী প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য কিম্বা আরো অনুসন্ধানের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ...	১৩২
	ঘ।—বণ্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।	
৩৯৬।	যে স্থাবর সম্পত্তি রাজস্বদায়ী নয় তাহা বণ্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা ...	১৩২
	আমীনদিগের কার্য্য প্রণালীর কথা ...	১৩২
	ঙ।—সাধারণ বিধান।	
৩৯৭।	আমীনের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা ...	১৩২
৩৯৮।	আমীনের ক্ষমতার কথা ...	১৩৩
৩৯৯।	আমীনদের সম্মুখে সাক্ষীদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও দণ্ডের কথা ...	১৩৩
৪০০।	আমীনের সম্মুখে উভয় পক্ষকে হাজীর হইতে আদালতে আজ্ঞা দিবার কথা ...	১৩৩
	এক তরফা কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১৩৩

তৃতীয় ভাগ।

বিশেষ বিশেষ স্থলের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

পাপরদের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা।
৪০১।	পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা ...	১৩৪
৪০২।	যে যে প্রকারের মোকদ্দমা বর্জ্জিত হইবে তাহার কথা ...	১৩৪
৪০৩।	প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবার কথা ...	১৩৪
	প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা ...	১৩৪
৪০৪।	প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার কথা ...	১৩৪
৪০৫।	প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণের কথা	১৩৪
৪০৬।	প্রার্থকের পরীক্ষা লওয়ার কথা	১৩৫
	মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে আমীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা ...	১৩৫
৪০৭।	প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের কথা ...	১৩৫

ধারা পৃষ্ঠা

৪০৮। প্রার্থকের দীনতাব প্রমাণ লওনের দিনেব নোটিসের কথা ... ১৩৫

৪০৯। শুনিবাব সময়ে কার্য্যপ্রণালীব কথা ... ১৩৫

৪১০। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে পব কার্য্য-প্রণালীর কথা . ১৩৬

৪১১। পাপর জিতিলে খরচাব কথা ১৩৬

আদালতের ফী আদায় করিবাব কথা ১৩৬

৪১২। পাপর না জিতিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১৩৭

৪১৩। প্রার্থককে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না দেওয়াই পশ্চাৎ তাহার সেইরূপ প্রার্থনা করিবার বাধা হওয়াব কথা .. ১৩৬

৪১৪। পাপবস্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করণেব কথা ... ১৩৬

৪১৫। খরচাব কথা ... ১৩৭

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক-দের দ্বারা কি তাঁহাদেব নামে মোকদ্দমা করিবার কথা।

৪১৬। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রে টরী সাহেবেব দ্বাবা কি তাঁহার নামে মোকদ্দমা বিষয়ক কথা ... ১৩৭

৪১৭। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ম্ম করিতে সক্ষম তাঁহাদের কথা ... ১৩৭

৪১৮। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রে-টরী সাহেবের মোকদ্দমায় আবেদন-পত্রের কথা ... ১৩৭

৪১৯। গবর্ণমেণ্টেব সপক্ষ কর্ম্মকারকের পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার কথা ... ১৩৭

৪২০। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের উপস্থিত হওনের ও উত্তর দেওনের কথা ... ১৩৮

৪২১। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তব দিবার সক্ষম ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়ার কথা ১৩৮

৪২২। রাজকীয় কর্ম্মকাবকদের নামে সমন জারী করিবার কথা ... ১৩৮

৪২৩। কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই নিমিত্ত সময় বাড়াইয়া দিবার কথা ... ১৩৮

৪২৪। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রে-টরী সাহেবের কিম্বা রাজকীয় কার্য্য-কারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে নোটিস দেওয়ার কথা ১৩৮

৪২৫। তদ্রূপ মোকদ্দমায় ধৃত করিবার কথা ... ১৩৯

৪২৬। গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিতে স্বীকার করিলে প্রার্থনার কথা ... ১৩৯

৪২৭। তদ্রূপ প্রার্থনা না হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ... ১৩৯

বিচার হওয়ার পূর্ব্বে প্রতিবাদীর ধৃত হইতে না পারিবার কথা ... ১৩৯

৪২৮। রাজকীয় কার্য্যকারকদের নিজে উপস্থিত না হওয়াব অনুমতিব কথা ১৩৯

৪২৯। গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্য-কারকেব বিপক্ষে ডিক্রী হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ... ১৩৯

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্ন দেশীয় বা এতদ্দেশীয় সরদারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৪৩০। ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরা যে স্থলে

ধারা		পৃষ্ঠা
	মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন তাহার কথা	১৪০
৩১।	ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকার যে স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন তাহার কথা	১৪০
৪৩২।	রাজার কি সরদারের মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বিশেষমতে নিযুক্ত ব্যক্তির নালিশ করিবার ও উত্তর দিবার কথা	১৪০
৪৩৩।	স্বাধীন রাজা, সর্দ্দার, রাজদূত ও রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা	১৪১
৪৩৪।	স্বাধীন রাজা ও সর্দ্দারদিগকে যে নামে মোকদ্দমার পক্ষ করিতে হইবে তাহার কথা	১৪২

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৪৩৫।	আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ও সত্য পাঠের কথা	১৪২
৪৩৬।	সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির নামে সমন দিবার কথা	১৪২

ত্রিংশ অধ্যায়।

ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদকদের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারীদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৪৩৭।	ট্রষ্টী প্রভৃতির নিকট যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে, তদ্বিষয়ক মোকদ্দমায় স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধির কথা	১৪৩
৪৩৮।	উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদের ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারীদের সংযোগের কথা	১৪৩
৪৩৯।	বিবাহিতা স্ত্রী উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্ম-সম্পাদিকা হইলে, তাঁহার সঙ্গে স্বামীকে সংযোগ না করিবার কথা	১৪৩

একত্রিংশ অধ্যায়।

নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৪৪০।	আসন্নবন্ধু দ্বারা নাবালগের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা	১৪৪
৪৪১।	আসন্নবন্ধুর কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকের প্রার্থনাপত্র দিতে হইবার কথা	১৪৪
৪৪২।	আসন্নবন্ধু ছাড়া আবেদনপত্র উপস্থিত করা গেলে, নথী হইতে উঠাইয়া দিবার কথা	১৪৪
	খরচার কথা	১৪৪
৪৪৩।	মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবককে আদালতের নিযুক্ত করিবার কথা	১৪৪
৪৪৪।	আসন্নবন্ধু কি অভিভাবক বিনা আজ্ঞা পাওয়া গেলে তাহা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবার কথা	১৪৫
৪৪৫।	কিরূপ ব্যক্তি আসন্নবন্ধু হইতে পারে, ইহার কথা	১৪৫
৪৪৬।	আসন্নবন্ধুকে অবসর করিবার কথা	১৪৫
৪৪৭।	আসন্নবন্ধুর কর্ম্ম ত্যাগ করণের কথা	১৪৫
	নূতন আসন্নবন্ধুকে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনার কথা	১৪৫
৪৪৮।	আসন্নবন্ধু মরিলে, কি অবসর হইলে, মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত থাকার কথা	১৪৫

ধারা পৃষ্ঠা।

৪৪৯। নূতন আসন্নবন্ধু নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিবার কথা ... ১৪৫
৪৫০। অপ্রাপ্তবয়স্ক বাদী কিম্বা প্রার্থক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ১৪৬
৪৫১। চালাইতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা . ১৪৬
৪৫২। ত্যাগ করিতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা .. ১৪৬
৪৫৩। ৪৫১ বা ৪৫২ ধারামত প্রার্থনাপত্র করণ ও প্রমাণের কথা ... ১৪৬
৪৫৪। নাবালগ সহবাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মোকদ্দমা প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিবার কথা .. ১৪৬
খরচের কথা ... ১৪৬
৪৫৫। মোকদ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত হইলে তদ্বিষয়ের কথা ... ১৪৭
খরচার কথা ... ১৪৭
৪৫৬। মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত করিবার দরখাস্তের কথা ... ১৪৭
৪৫৭। মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক কে হইতে পারেন, ইহার কথা ... ১৪৭
৪৫৮। অভিভাবক কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করিলে তাঁহাকে অবসর করিতে পারিবার কথা ... ১৪৭
৪৫৯। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে অভিভাবক মরিলে, নূতন অভিভাবক নিযুক্ত করিবার কথা ... ১৪৮
৪৬০। মৃত ডিক্রীমত দেনদারের নাবালগ স্থলাভিষিক্ত হইলে মোকদ্দমা সংক্রান্ত অভিভাবকের কথা ... ১৪৮
৪৬১। ডিক্রীর পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি বিনা ও জামিন না দিয়া আসন্নবন্ধুর কি মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকের টাকা গ্রহণ না করিবার কথা .. ১৪৮

ধারা পৃষ্ঠা

৪৬২। আদালতের অনুমতি বিনা আসন্নবন্ধুর কি মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকের রাজীনামা না করিবার কথা ১৪৮
অনুমতি না পাইলে রাজিনামা ব্যর্থ হওয়ার কথা ... ১৪৮
৪৬৩। ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের প্রতি ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত ধারা খাটাইবার কথা ১৪৮
৪৬৪। কোর্ট ওয়ার্ডসের কথা .. ১৪৮

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৪৬৫। সেনাপতিরা কি সেনারা ছুটী পাইতে না পারিলে, আপনাদের নিমিত্ত বাদপ্রতিবাদ করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা ... ১৪৯
৪৬৬। পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা কার্য্য করিতে পারিবার কথা ... ১৪৯
৪৬৭। তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির কি তাঁহার উকীলের নামে পরওয়ানা প্রভৃতি জারী হইলে উপযুক্ত মতে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা ... ১৫০
৪৬৮। সেনাপতিকে ও সৈন্যদিগকে পরওয়ানা দিবার কথা ... ১৫০
৪৬৯। সেনানিবেশস্থান প্রভৃতিতে ধৃত করণের পরওয়ানা জারী করিবার কথা ১৫০

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৪৭০। বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারে, তাহার কথা ... ১৫০
৪৭১। তদ্রূপ মোকদ্দমায় আবেদনপত্রের কথা ... ১৫১

ধারা পৃষ্ঠা।

৪৭২। যে বিষয়ের দাওয়া হয়, তাহা আদালতে দিবার কথা .. ১৫১

৪৭৩। প্রথম শ্রবণের সময়ে কার্য্য প্রণালীর কথা ... ১৫১

৪৭৪। কর্ম্মকারক ও প্রজা যে স্থলে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা করিতে পারেন তাহার কথা ... ১৫১

৪৭৫। বাদীর খরচা পাইবার কথা ১৫২

৪৭৬। প্রতিবাদী ঐ পণধারীর নামে নালিশ করিতেছেন, এমত স্থলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ... ১৫২

খরচার কথা ... ১৫২

চতুর্থ ভাগ।

নৈমিত্তিক প্রতিকার বিষয়ক বিধি।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

(ক)।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত করণ বিষয়ক বিধি।

৪৭৭। বাদী যে স্থলে জামিন লওয়ার প্রার্থনা করিতে পারেন, তাহার কথা ১৫৩

৪৭৮। জামিন না দিবার কারণ দর্শাইবার জন্যে প্রতিবাদীকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞার কথা ... ১৫৩

৪৭৯। প্রতিবাদী কারণ দর্শাইতে না পারিলে তাঁহাকে টাকা গচ্ছিত করিতে কি জামিন দিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৫৪

৪৮০। প্রতিভূ মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১৫৪

৪৮১। প্রতিবাদী প্রতিভূ না দিলে কি নূতন প্রতিভূ পাইতে না পারিলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ... ১৫৪

৪৮২। প্রতিবাদীকে ধৃত করা গেলে তাহার খোরাকীর কথা ... ১৫৫

খ।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করণের কথা।

৪৮৩। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে প্রতিবাদী ডিক্রীমত কার্য্য সাধনের জামিন দিতে ও জামিন না দিলে তাঁহার সম্পত্তির ক্রোক করিতে প্রার্থনার কথা ... ১৫৫

প্রার্থনার মর্ম্মের কথা ... ১৫৫

৪৮৪। প্রতিবাদীকে আদালতের জামিন দিবার কি কারণ দর্শাইবার অনুমতি করিতে পারিবার কথা ... ১৫৫

৪৮৫। কারণ দর্শান না গেলে কিম্বা জামিন দেওয়া না গেলে ক্রোক করিবার কথা ... ১৫৬

ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা ... ১৫৬

৪৮৬। যে প্রকারে ক্রোক করা যাইবে তাহার কথা ... ১৫৬

৪৮৭। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর দাওয়া হইলে অনুসন্ধান লওয়ার কথা .. ১৫৬

৪৮৮। জামিন দেওয়া গেলে কিম্বা মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা ... ১৫৬

৪৮৯। ক্রোক হইলে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদের স্বত্বের হানি না হইবার কিম্বা নীলাম হওনার্থে ডিক্রীদারের প্রার্থনা করিবার বাধা না হওয়ার কথা ... ১৫৬

৪৯০। এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তি ডিক্রীজারী ক্রমে পুনশ্চ ক্রোক করিতে না হইবার কথা ... ১৫৬

গ।—অনুপযুক্ত কারণে ধৃত কি ক্রোক হইলে হানিপূরণবিষয়ক বিধি।

৪৯১। বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে ও ধৃত

ধারা — পৃষ্ঠা।

কি ক্রোক করিবার আজ্ঞা পাওয়া গেলে হানিপূরণের কথা ... ১৫৭
উপবিধি ... ১৫৭

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধ বিষয়ক ও মোকদ্দমার চলনকালীন বিষয়ক বিধি।

ক।—কিয়ৎকালীন নিষেধ বিষয়ক বিধি।

৪৯২। যে স্থলে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধের আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা ... ১৫৭
৪৯৩। চুক্তিভঙ্গ পুনশ্চ কি পর পর না করিবার নিষেধের কথা ... ১৫৮
৪৯৪। নিষেধসূচক আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষকে নোটিস দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ... ১৫৮
৪৯৫। সমবায়িত সমাজের প্রতি নিষেধ-সূচক যে যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, তাহা ঐ সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের ও কার্য্য-কারকদের উপর প্রবল হওয়ার কথা ১৫৮
৪৯৬। নিষেধসূচক আজ্ঞা রহিত কি মতান্তর কি অসিদ্ধ করিবার কথা ... ১৫৮
৪৯৭। বিশিষ্ট কারণ বিনা নিষেধসূচক আজ্ঞা হইলে প্রতিবাদীর হানিপূরণের কথা ১৫৯
উপবিধি ... ১৫৯

খ।—মোকদ্দমার চলনকালীন আজ্ঞা।

৪৯৮। কাঁচা দ্রব্য বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দেওনের ক্ষমতার কথা ... ১৫৯
৪৯৯। বিবাদীয় বিষয় আটক প্রভৃতি করিবার আজ্ঞা ও প্রবেশ করণের ও নমুনা লওনের ও অনুমতি দেওনের ও পরীক্ষা করণের ক্ষমতার কথা ... ১৫৯

ধারা — পৃষ্ঠা

৫০০। নোটিস দেওয়ার পর তদ্রূপ আজ্ঞা প্রার্থনা করা যাইবার কথা ... ১৬০
৫০১। যখন অগোণেই কোন পক্ষকে বিবাদীয় ভূমির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে, তাহার কথা ... ১৬০
৫০২। আদালতে টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত করিবার কথা ... ১৬০

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি।

৫০৩। গ্রাহকদিগকে আদালতের নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৬১
গ্রাহকের দায়ের কথা ... ১৬১
৫০৪। কালেক্টর সাহেব যেস্থলে গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন, তাহার কথা ... ১৬১
৫০৫। এই অধ্যায়মতে যে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, তদ্বিষয়ের কথা ... ১৬২

পঞ্চম ভাগ।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ক বিধি।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সালীসীতে অর্পণকরণবিষয়ক বিধি।

৫০৬। মোকদ্দমার উভয় পক্ষের অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা ... ১৬২
৫০৭। সালীস মনোনীত করিবার কথা ১৬২
যেস্থলে আদালত সালীসকে মনোনীত করিবেন, তাহার কথা ... ১৬২
৫০৮। অর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা ১৬৩
৫০৯। দুই কি তদধিক জন সালীসের প্রতি অর্পণ করা গেলে,মতের অনৈক্যের সম্ভাবনাপ্রযুক্ত তাহার বিধান করিবার কথা ... ১৬৩

ধারা	পৃষ্ঠা
৫১০। সালীসদের কি প্রমাণ-পুরুষের মৃত্যু কি অক্ষমতা প্রভৃতি হইলে তদ্বিষয়ের কথা ...	১৬৩
৫১১। আদালতের দ্বারা প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হওয়ার কথা ...	১৬৩
৫১২। ৫০৯ কি ৫১০ কি ৫১১ ধারামতে যে সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হন, তাঁহার ক্ষমতার কথা ...	১৬৪
৫১৩। সাক্ষীদিগকে সমন করিবার কথা ...	১৬৪
ত্রুটি প্রভৃতি হেতুক দণ্ডের কথা ...	১৬৪
৫১৪। মীমাংসা করিবার সময় বৃদ্ধির কথা ...	১৬৪
৫১৫। সালীসীদের পরিবর্তে প্রমাণ পুরুষের সালীসী করিতে পারিবার কথা	১৬৪
৫১৬। মীমাংসাপত্র স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করিবার কথা ...	১৬৪
৫১৭। সালীসীদের কি প্রমাণ-পুরুষের বিশেষ বিষয় ব্যক্ত করিতে পারিবার কথা ...	১৬৪
৫১৮। কোন কোন স্থলে প্রার্থনামতে আদালতের মীমাংসা মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবার কথা ...	১৬৫
৫১৯। সালীসীতে অর্পণ করণের খরচ বিষয়ক আজ্ঞার কথা ...	১৬৫
৫২০। মীমাংসা কি সালীসীতে অর্পিত বিষয় যে স্থলে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে, তাহার কথা ...	১৬৫
৫২১। মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার হেতুর কথা ...	১৬৫
৫২২। মীমাংসানুসারে ডিক্রী হইবার কথা ...	১৬৬
পরে ডিক্রী হইবার কথা ...	১৬৬
৫২৩। সালীসীতে অর্পণ করণের সম্মতি-পত্র আদালতে অর্পণ করা যাইতে পারিবার কথা ...	১৬৬
ঐ প্রার্থনাপত্রে নম্বর দিয়া তাহা রেজিষ্টরী করিবার কথা ...	১৬৬
আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দেখাইবার নোটিসের কথা ...	১৬৬
৫২৪। সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা অনুসারে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবার কথা ...	১৬৭
৫২৫। আদালতের হস্তক্ষেপ করণ বিনা সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা অর্পণ করিবার কথা ...	১৬৭
প্রার্থনাপত্রের নম্বর দিয়া তাহা রেজিষ্টরী করিবার কথা ...	১৬৭
সালীসীর উভয় পক্ষকে নোটিস দিবার কথা ...	১৬৭
৫২৬। ঐ মীমাংসা অর্পণ ও প্রবল করণের কথা ...	১৬৭

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

ধারা	পৃষ্ঠা
৫২৭। আদালতের অভিমত জ্ঞাত হওয়ার জন্যে বর্ণনা করিবার ক্ষমতার কথা ...	১৬৭
৫২৮। যে স্থলে বিষয়ের মূল্য ব্যক্ত হইবে, তাহার কথা ...	১৬৮
৫২৯। নিয়মপত্র মোকদ্দমার ন্যায় অর্পণ করিবার ও তাহার নম্বর দিবার কথা	১৬৮
৫৩০। উভয় পক্ষের আদালতের ক্ষমতাধীন থাকার কথা ...	১৬৮
৫৩১। ঐ বিষয় শুনিবার ও নিষ্পত্তির কথা ...	১৬৮

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের উপর সরাসরী কার্য্য-প্রণালীর কথা।

ধারা পৃষ্ঠা।
৫৩২। বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির উপর সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা ... ১৬৯
সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে দিবার কথা ... ১৬৯
৫৩৩। প্রতিবাদী দোষগুণমূলক উত্তর দেখাইলে উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইবার কথা ... ১৬৯
৫৩৪। ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৭০
৫৩৫। কোর্টের কার্য্যকারকের হস্তে বিল ইত্যাদি রাখিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা ... ১৭০
৫৩৬। বিল অমান্য হইলে অগ্রাহ্য হওয়ার বিষয় লিখিবার খরচ আদায়ের কথা ১৭০
৫৩৭। এই অধ্যায়মত মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীর কথা ... ১৭০
৫৩৮। এই অধ্যায়ের বিধান বিস্তৃত করিবার কথা ... ১৭০

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাধারণের হিতার্থে দত্তধনবিষয়ক বিধি।

৫৩৯। সাধারণের হিতার্থে দত্তধন বিষয়ক মোকদ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তদ্বিষয়ের কথা ... ১৭১

ষষ্ঠ ভাগ।

আপীলবিষয়ক বিধি।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

মূল ডিক্রীর উপর আপীলবিষয়ক বিধি।

৫৪০। স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ না হইলে মূল সকল ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবার কথা ... ১৭২

ধারা পৃষ্ঠা।
৫৪১। আপীল লিখিবার পাঠের কথা ১৭২
মর্ম্মাত্মকপত্রের সঙ্গে ফি দিতে হইবে তাহার কথা ... ১৭২
৫৪২। যে যে হেতু ব্যক্ত থাকে আপেলাণ্টের কেবল সেই সেই হেতু ধরিতে পারিবার কথা ... ১৭২
৫৪৩। মর্ম্মাত্মকপত্র অগ্রাহ্য হইবার কিম্বা সংশোধন করিবার কথা ... ১৭২
৫৪৪। অনেক বাদীর কি প্রতিবাদীর সাধারণ হেতুমূলক ডিক্রী হইলে এক জনের সম্পূর্ণ ডিক্রী অন্যথা করাইতে পারিবার কথা ... ১৭৩
ডিক্রীজারির উপর আপীল হইলে তাহা স্থগিত ও জারীকরণ বিষয়ক বিধি ... ১৭৩
৫৪৫। কেবল আপীল হওয়া প্রযুক্ত ডিক্রীজারী স্থগিত না হওয়ার কথা ১৭৩
যে ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারে, আপীল করিবার সময় গত হওয়ার পূর্ব্বে সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার কথা ১৭৩
৫৪৬। যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়, তাহা জারী করিবার আজ্ঞা হইলে জামিনের কথা ... ১৭৩
৫৪৭। গবর্ণমেণ্টের কি রাজকীয় কার্য্যকারকদের স্থানে জামিন লইতে না হইবার কথা ... ১৭৪

ডিক্রীর উপর আপীল হইলে কার্য্য-প্রণালীর বিধি।

৫৪৮। আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র আপীলের রেজিষ্টরী বহিতে রেজিষ্টরী করিবার কথা ... ১৭৪
আপীলের রেজিষ্টরের কথা ... ১৭৪

ধারা পৃষ্ঠা।

৫৪৯। আপেলাণ্টকে খরচার জামিন দিতে আপীল আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৭৪

আপেলাণ্ট ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা ... ১৭৪

৫৫০। যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, সেই আদালতে আপীল আদালতের নোটিস দিবার কথা ... ১৭৫

আপীল আদালতে কাগজ পত্র পাঠাইবার কথা ... ১৭৫

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, সেই আদালতের দস্তাবেজের নকলের কথা ... ১৭৫

৫৫১। নিম্ন আদালতে নোটিস না দিয়া নিষ্পত্তি দৃঢ় করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৭৫

৫৫২। আপীল শুনিবার দিনের কথা ১৭৫

৫৫৩। আপীল শুনিবার দিনের নোটিস প্রকাশ ও জারী করিবার কথা ... ১৭৬

আপীল-আদালতের নিজে ঐ নোটিস জারী করাইতে পারিবার কথা ... ১৭৬

৫৫৪। নোটিসের মর্ম্মের কথা ... ১৭৬

৫৫৫। শ্রবণকালীন কার্য্যপ্রণালীর কথা আরম্ভ করিবার স্বত্বের কথা ... ১৭৬

৫৫৬। আপেলাণ্টের ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিস্মিস্ হইবার কথা ... ১৭৬

এক পক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে আপীল শুনিবার কথা ... ১৭৬

৫৫৭। আপেলাণ্ট নোটিসের খরচ না দেওয়াতে নোটিস জারী না হইলে, আপীল ডিস্মিস্ করিবার কথা ... ১৭৬

উপবিধি ... ১৭৬

ধারা পৃষ্ঠা

৫৫৮। ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিস্মিস্ হইলে পর পুনশ্চ গ্রাহ্য হইবার কথা ... ১৭৭

৫৫৯। শুনিবার দিনান্তর নিরূপণকরণের ও যাহাদিগকে স্বার্থী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাঁহাদিগকে রেস্পণ্ডেণ্টের মধ্যে আনিতে আদেশ করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৭৭

৫৬০। এক পক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে রেস্পণ্ডেণ্টের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাঁহার প্রার্থনামতে পুনশ্চ শুনিবার কথা ... ১৭৭

৫৬১। শুনিবার সময়ে স্বতন্ত্র আপীল উপস্থিত করণের ন্যায় ডিক্রীর বিষয়ে রেস্পণ্ডেণ্টের আপত্তি করিতে পারিবার কথা ... ১৭৭

নোটিস লিখিবার পাঠ ও তৎপ্রতি যে যে বিধান খাটে তাহার কথা ... ১৭৮

৫৬২। আপীল-আদালতে ঐ মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ... ১৭৮

৫৬৩। যে স্থলে অন্য প্রমাণ লইবার বাধা হয় তাহার কথা ... ১৭৮

৫৬৪। ফিরিয়া পাঠাইবার সীমার কথা ১৭৮

৫৬৫। কাগজপত্রের যে প্রমাণ থাকে তাহা প্রচুর হইলে আপীল আদালতের শেষ নিষ্পত্তি করিবার কথা ... ১৭৮

৫৬৬। যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, আপীল আদালত যে স্থলে ইস্যু নিরূপণ করিয়া, আদালতের বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারেন তাহার কথা ... ১৭৮

৫৬৭। ঐ নির্ণয়পত্র ও প্রমাণ কাগজপত্রের মধ্যে রাখিবার কথা ... ১৭৯

নির্ণয়ের উপর আপত্তির কথা ... ১৭৯

ধারা	পৃষ্ঠা।
আপীল নিষ্পত্তির কথা ...	১৭৯
৫৬৮। আপীল আদালতে অন্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার কথা ...	১৭৯
৫৬৯। অন্য প্রমাণ লইবার নিয়মের কথা	১৭৯
৫৭০। বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার কথা ...	১৭৯

আপীলের বিচার বিষয়ক বিধি।

ধারা	পৃষ্ঠা।
৫৭১। যে সময়ে ও স্থানে বিচার প্রচার করা যাইবে তাহার কথা ...	১৮০
৫৭২। বিচার যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা ...	১৮০
৫৭৩। বিচারপত্র অনুবাদ করিবার কথা	১৮০
৫৭৪। বিচারপত্রের মর্ম্মের কথা ...	১৮০
তারিখের ও স্বাক্ষরের কথা ...	১৮০
৫৭৫। দুই বা তদধিক জন বিচারপতি আপীল শুনিলে নিষ্পত্তির কথা ...	১৮০
৫৭৬। অসম্মতি লিখিতে হইবার কথা	১৮১
৫৭৭। বিচারপত্রে যেরূপ আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা ...	১৮১
৫৭৮। ভ্রম কি বেদাঁড়াপ্রযুক্ত দোষ-গুণের কি বিচারাধিপত্যের বিঘ্ন না ঘটিলে ডিক্রী অন্যথা কি মতান্তর না করিবার কথা ...	১৮১

আপীলের ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

ধারা	পৃষ্ঠা।
৫৭৯। ডিক্রীর মর্ম্মের কথা ...	১৮১
বিচারে কোন বিচারপতি অসম্মত হইলে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার অপ্রয়োজনের কথা ...	১৮১
৫৮০। বিচারপত্রের ও ডিক্রীর নকল উভয় পক্ষকে দিবার কথা ...	১৮২
৫৮১। যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, সেই আদালতে ডিক্রীর সার্টিফিকেটযুক্ত নকল পাঠাইবার কথা	১৮২
৫৮২। আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ন্যায় আপীল আদালতের ক্ষমতা হওয়ার কথা ...	১৮২
৫৮৩। আপীল-আদালতের ডিক্রী জারী করিবার কথা ...	১৮২

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

আপীল ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

ধারা	পৃষ্ঠা।
৫৮৪। হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপীলের কথা ...	১৮৩
দ্বিতীয় আপীলের হেতুর কথা ...	১৮৩
৫৮৫। অন্য কোন হেতুতে দ্বিতীয় আপীল না হইতে পারিবার কথা ...	১৮৩
৫৮৬। কোন কোন মোকদ্দমায় দ্বিতীয় আপীল না হইতে পারিবার কথা ...	১৮৩
৫৮৭। দ্বিতীয় আপীল বিষয়ক বিধান	১৮৩

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

ধারা	পৃষ্ঠা।
৫৮৮। যে যে আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারে তাহার কথা ...	১৮৩
৫৮৯। যে যে আদালত আপীল শুনিবেন তাহার কথা ...	১৮৫
৫৯০। আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	১৮৫
৫৯১। মোকদ্দমা চলনের সময়ে (আজ্ঞা করা যায়) ডিক্রীর পূর্ব্বে তাহার উপর আপীল হইতে না পারিবার কিন্তু ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তদন্তর্গত ভ্রম কি দোষ প্রকাশ করা যাইতে পারিবার কথা ...	১৮৫

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাপরদের আপীলবিষয়ক বিধি।

ধারা পৃষ্ঠা

৫৯২। পাপরস্বরূপ যাঁহারা আপীল করিতে পারিবেন তাহাদের কথা ... ১৮৫

আপীল গ্রাহ্য করিবার প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১৮৬

৫৯৩। দীনতার অনুসন্ধান লওন বিষয়ক কথা ... ১৮৬

উপবিধি ... ১৮৬

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল বিষয়ক বিধি।

৫৯৪। "ডিক্রী" শব্দের অর্থনির্ণয়ের কথা ... ১৮৬

৫৯৫। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যে যে স্থলে আপীল হইতে পারিবে তাহার কথা ... ১৮৬

৫৯৬। বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যের কথা ১৮৭

৫৯৭। কোন কোন আপীল হওয়ার বাধার কথা ... ১৮৭

৫৯৮। যে আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয়, তাহার নিকট প্রার্থনার কথা ... ১৮৭

৫৯৯। যে সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করিতে হইবে তাহার কথা ১৮৭

৬০০। মূল্যের কি যোগ্যতার সার্টিফিকেটের কথা ... ১৮৭

৬০১। সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করণের ফলের কথা ... ১৮৮

৬০২। সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে জামিনের ও টাকা আমানতের কথা ... ১৮৮

ধারা পৃষ্ঠা।

৬০৩। আপীল গ্রাহ্য হওনের ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১৮৮

৬০৪। জামিন গ্রাহ্য হওয়া নিরাকরণ করিবার কথা ... ১৮৯

৬০৫। অন্য জামিন কি টাকা দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ... ১৮৯

৬০৬। আজ্ঞা মতে কর্ম্ম না করিবার ফলের কথা ১৮৯

৬০৭। আমানতের উদ্বৃত্ত টাকা ফিরিয়া দিবার কথা ১৮৯

৬০৮। আপীল উপস্থিত থাকিতে আদালতের ক্ষমতার কথা ১৮৯

৬০৯। জামিন প্রচুর নয় দেখা গেলে তাহা বৃদ্ধি করিবার কথা ১৯০

৬১০। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা ১৯০

৬১১। ডিক্রী জারীকরণসম্পর্কীয় আজ্ঞার উপর আপীলের কথা ১৯১

৬১২। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা ১৯১

বিধি প্রকাশ করিবার ক্ষমতার কথা ১৯১

৬১৩। এইক্ষণে যে বিধি আছে, তাহা আইন সিদ্ধ করিবার কথা ১৯২

৬১৪। রাঙ্গুণের রেকর্ডের সাহেবের কথা ১৯২

৬১৫। বঙ্গদেশীয় ১৮২৮ সালের ৫ আইনের ৪ ধারায় ৫ প্রকরণের অর্থের কথা ১৯২

৬১৬। শ্রীশ্রীমতীর অভিমত রক্ষার কথা ১৯২

ও জুডিশ্যাল কমিটীর সম্মুখে কার্য্য চলনের বিধি রক্ষার কথা ১৯২

সপ্তম ভাগ।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

হাইকোর্টের প্রশ্ন করণ ও পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি।

ধারা পৃষ্ঠা।

৬১৭। হাইকোর্টের প্রশ্ন করণ বিষয়ক কথা ১৯১

৬১৮। হাইকোর্টের অভিমতের অপেক্ষায় আদালতের ডিক্রী করিতে পারিবার কথা ১৯৩

৬১৯। হাইকোর্টের বিচারপত্র পাঠাইবার ও তদনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা ১৯৩

৬২০। হাইকোর্টের অর্পণ করিবার খরচের কথা ১৯৩

৬২১। যে আদালত প্রশ্ন করেন, তাহার ডিক্রী পরিবর্ত্তনাদি করিবার ক্ষমতার কথা ১৯৩

৬২২। হাইকোর্টে আপীলের অযোগ্য মোকদ্দমার কাগজপত্র আনিবার ক্ষমতার কথা ১৯৪

অষ্টম ভাগ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিচারের সমালোচন বিষয়ক বিধি।

৬২৩। বিচারের সমালোচন হইবার প্রার্থনার কথা ... ১৯৪

৬২৪। যাঁহার নিকট সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা হইতে পারিবে তদ্বিষয়ের কথা ১৯৫

৬২৫। সমালোচন হওয়ার প্রার্থনাপত্র লিখিবার পাঠের কথা ... ১৯৫

৬২৬। প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণ বিষয়ক কথা ... ১৯৫

প্রার্থনা গ্রাহ্য করণবিষয়ক কথা ... ১৯৫

উপবিধি ... ১৯৫

৬২৭। আদালতে দুই কি ততধিক জন জজ থাকিলে সমালোচনের প্রার্থনাপত্রের কথা ... ১৯৫

৬২৮। প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবার চূড়ান্ত আজ্ঞা হওয়ার কথা ... ১৯৬

৬২৯। অগ্রাহ্যের আজ্ঞা চূড়ান্ত এবং গ্রাহ্য করণের প্রতি আপত্তি হইবার কথা ... ১৯৬

৬৩০। প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে রেজিষ্টরী করিবার ও পুনঃ শ্রবণের আজ্ঞার কথা ... ১৯৬

নবম ভাগ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

চার্টরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি।

৬৩১। কেবল কোন কোন হাইকোর্টের প্রতি এই অধ্যায় খাটিবার কথা ১৯৭

৬৩২। হাইকোর্টের প্রতি এই আইন খাটিবার কথা ... ১৯৭

৬৩৩। স্বীয় বিধিমতে হাইকোর্টের বিচার লিপিবদ্ধ করিবার কথা ১৯৭

৬৩৪। খরচা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে ডিক্রীজারীর আজ্ঞা করিবার ও পশ্চাৎ খরচা সম্পর্কে জারী করিবার ক্ষমতার কথা ১৯৭

৬৩৫। অনুমতি না পাইলে কোর্টের প্রতি ক্ষমতা অপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বক্তৃতা করিতে না পারিবার কথা ... ১৯৭

৬৩৬। মোকদ্দমার এটর্নির দ্বারা হাইকোর্টের পরওয়ানা জারী হইতে পারিবার কথা .. ১৯৭

৬৩৭। যে কার্য্য বিচার সম্পর্কীয় নয় রেজিষ্ট্রারের দ্বারা সেই কার্য্য হইতে পারিবার কথা ... ১৯৮

ধারা পৃষ্ঠা।

৬৩৮। দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের ক্ষমতাপক্ষে হাইকোর্টের প্রতি যে যে ধারা না খাটে তাহার কথা ... ১৯৮

ঋণশোধে অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারাধিপত্যের প্রতি এই আইন না বর্ত্তিবার কথা ... ১৯৮

৬৩৯। পাঠ নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৯৮

দশম ভাগ।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

৬৪০। কোন কোন স্ত্রীলোকদের আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকার কথা ... ১৯৯

৬৪১। কোন কোন ব্যক্তিকে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা ... ১৯৯

যাঁহাদিগকে মুক্ত করা যায়, নিম্ন আদালতে তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট রাখিবার কথা ... ১৯৯

সেই অনুগ্রহের দাওয়া হইলে আমীন নিযুক্ত করার প্রয়োজন হওয়াতে খরচের কথা ... ১৯৯

৬৪২। যাঁহারা দেওয়ানী পরওয়ানামতে আদেশ হইতে মুক্ত তাঁহাদের কথা ১৯৯

৬৪৩। কোন কোন অপরাধের স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ২০০

৬৪৪। চতুর্থ তফসীলের পাঠের কথা ২০০

৬৪৫। অধীন আদালতের ভাষার কথা ২০০

৬৪৫.ক। জলমগ্ন যান রক্ষা করণ ইত্যাদি বিষয়ক মোকদ্দমায় আসেসরের কথা ২০০

৬৪৬। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রেজিষ্ট্রারদের মোকদ্দমার বর্ণনা করিবার কথা ... ২০১

৬৪৬.ক। ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার এলাকাসম্বন্ধীয় প্রশ্ন হাইকোর্টে অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা ২০১

৬৪৬খ। ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার এলাকাসম্বন্ধে ভ্রমক্রমে আদালতে যে কার্য্য করা যায়, তাহা পুনরালোচনার্থ অর্পণ করিবার জন্য জিলার আদালতকে ক্ষমতা দিবার কথা ২০১

৬৪৭। মোকদ্দমাঘটিত বিবিধ কার্য্যের কথা ... ২০২

আফিডেবিট প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য করিবার কথা ২০২

৬৪৮। যে ব্যক্তিকে ধৃত বা যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা জিলার বহির্ভূত স্থানে থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ২০২

৬৪৯। ধৃত বা বিক্রয় করণার্থ কি টাকা দেওনার্থ সকল দেওয়ানী পরওয়ানার প্রতি এই বিধি খাটিবার কথা ২০৩

৬৫০। সাক্ষ্যবিষয়ক বিধি খাটিবার কথা ২০৩

৬৫০ ক। ভিন্ন দেশীয় সমন জারী করিবার কথা ২০৩

৬৫১। এই আইন কি দেওয়ানী পরওয়ানামতে ধৃত হইয়া বা আটক থাকিয়া পলায়ন করণ জন্য দণ্ডের কথা ২০৩

৬৫২। কার্য্যপ্রণালীর উপকরণার্থ বিধি করিবার ক্ষমতার কথা ২০৪

৬৫৩। ডিক্রীমত দেনদার পীড়ার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা ২০৪

তফসীল।

প্রথম তফসীল। রহিত আইনসমূহ /০

দ্বিতীয় তফসীল। এই আইনের যে যে অধ্যায় ও ধারা মফস্বলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে প্রচলিত হইবে তাহার নির্ঘণ্টপত্র /০

তৃতীয় তফসীল। বোম্বায়ের আইন ৵০

চতুর্থ তফসীল। বাদানুবাদ ও ডিক্রী লিখিবার পাঠ ইত্যাদি ।০

সূচীপত্র সমাপ্ত।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন প্রচলিত হইবার তারিখ হইতে অদ্যাবধি উক্ত আইনের যেরূপ সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, তাহা নিম্নে ধারা অনুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১ ধারা। ১ ও ৩ ধারা ব্যতীত দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের সমুদায় ধারা নিম্নলিখিত তালিকাভুক্ত প্রদেশসমূহে প্রচলিত হইয়াছে, যথা ;—

(১) সিন্ধুদেশ।

(২) হাজারিবাগ, লোহারডগা ও মানভূম জেলা ও সিংভূম জেলার ধলভূম পরগণা ও মহালজল।

(৩) দেরাদুন জেলার জংশর বাওয়ার পরগণা ও মির্জাপুর জেলার তালিকাভুক্ত অংশ।

(৪) পঞ্জাবের তালিকাভুক্ত জেলাসমূহ।

(৫) কূর্গ।

(৬) কামরূপ নাওগাও, দেরং, শিবসাগর, লক্ষীপুর ও পশ্চিম দুয়ার বাদে গোয়ালপাড়া সিলেট এবং উত্তর কাছাড়ের পর্ব্বতসমূহ বাদে কাছাড় দেশ।

[১৮৮২ সালের ৩রা জুন তারিখে ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রথম অংশের ২১৭, ২১৮ ও ২১৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

(৬ক) ৩ ১৫, ১৯ ২৩, ২৪, ২৫ ও ৬৫২ ধারা ব্যতীত দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের আর সমুদয় ধারা ঝাঁসি বিভাগে প্রচলিত হইয়াছে।

(৬খ) ১ ও ৩ ধারা ও আর যে সমুদায় ধারা যে ডিক্রীতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ থাকিলে তাহার জারীতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিধান আছে, তাহা মধ্য ভারতবর্ষে তালিকাভুক্ত প্রদেশসমূহে কার্য্যকারী হইবে না।

[১৮৮২ সালের ২৯শে জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে ২৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

(৭) আজমীর ও মাড়ওয়ার।

(৮) মাড়ওয়ারের সেনাসন্নিবেশ স্থল।

৬ ক ধারা। ১৮৮৭ সালের ৮ আইনের ২ ধারা ও তফসীলের দ্বারা রদ হইয়াছে।

৬ খ ধারা। এই ধারার "একায়াব ও বসিন প্রদেশে" এই কয়েকটী শব্দ ১৮৯১ সালের ১২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।

২৫ ধারা। এই ধারা আজমীর ও মাড়ওয়ার দেশে রদ হইয়াছে (১৮৭৭ সালের ১ রেগু-লেসনের ২ ধারা ও তফসীল দেখ।)

২২৯ খ ধারা। এই ধারা পূর্ব্বে ৪৩৪ ধারা ছিল। ১৮৮৮ সালের ৭ আইন দ্বারা ৪৩৪ এই স্থলে এই ধারার সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৮৮৮ সালের ৭ আইন প্রচারের পূর্ব্বে কোন বিজ্ঞাপন কি দলীলে ৪৩৪ ধারার কোন উল্লেখ থাকিলে তাহা এই ধারার উল্লেখ বলিয়া পাঠ করিতে হইবে।

১৮৯৪ সালের ৫ আইনের ২ ধারা অনুসারে ৩১০ ক ধারা নিম্নে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"৩১০ ক ধারা। এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তির ভূমি সম্পত্তি বিক্রীত হইলে তিনি বিক্রয়ের তারিখ হইতে ত্রিশ দিবসের মধ্যে যে কোন সময়ে আদালতে

(ক) খরিদদারকে দিবার জন্য যে টাকায় খরিদ করা হইয়াছে, সেই টাকার উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে টাকা, ও

(খ) ডিক্রীদারকে দিবার জন্য নীলাম ইস্তাহারজারির তারিখ হইতে ডিক্রীদার যে টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্বাদে ইস্তাহারের লিখিত যে টাকা আদায় করিবার জন্য বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছিল, সেই টাকা আমানত করিয়া বিক্রয় রদ করিবার প্রার্থনা করিতে পারেন।

ঐ আমানত ত্রিশ দিবসের মধ্যে হইলে আদালত বিক্রয় রদ করিবার আদেশ প্রদান করিবেন,

কিন্তু কোন ব্যক্তি অব্যবহিত পরবর্ত্তী ধারা অনুসারে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় রদ করিবার প্রার্থনা করিলে, এই ধারায় তিনি আর দরখাস্ত করিতে পাইবেন না।

এই ধারায় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম ইহা নহে যে, নীলাম ইস্তাহারে কোন সুদ বা খরচা বাদ পড়িয়া থাকিলে তাহার দায়িত্ব হইতে দেনাদার নিষ্কৃতি পাইবেন।"

১৮৯২ সালের ৬ আইনের ২ ধারা অনুসারে ৩৭৫ ক ধারা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

"৩৭৫ ক ধারা। এই অধ্যায়ে যাহা সন্নিবিষ্ট হইল তাহার কিছুই ডিক্রীর পরবর্ত্তীকালে কোন মোকদ্দমার করণীয় বিষয়ে কি কোন দরখাস্ত কি অপর কোন বিষয়ে খাটিবে না।

ব্যাখ্যা। এই ধারার মর্ম্মানুসারে আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আপীল আদালতে কোন দরখাস্ত হইলে, তাহা আপীলকৃত ডিক্রীর পরবর্ত্তী কালের দরখাস্ত বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৮৯০ সালের ৮ আইনের ৫৩ ধারার বিধান অনুসারে ৪৪০ ধারার ২য় অনুচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হইল।

"কোন উপযুক্ত আদালত হইতে কোন নাবালগের অছি নিযুক্ত হইয়া থাকিলে ঐ অছি অছিকে রীতিমত নোটিস দিয়া ও নালিশ রুজু সম্বন্ধে তাহার কোন কিছু আপত্তি থাকিলে তাহা শুনিয়া আদালত অনুমতি প্রদান না করিলে অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা নাবালগের নামে কোন নালিশ রুজু হইবে না, আর আদালতের নাবালগের মঙ্গল হইবে, ইহা সম্পূর্ণ ধারণা না হইলে আদালত যে ব্যক্তি নাবালগের নামে নালিশ রুজু করিবার প্রস্তাব করিতেছে তাহাকে নালিশ রুজু করিবার ঐরূপ অনুমতি প্রদান করিবে না।

৪৪৩ ধারার ২য় অণুচ্ছেদ—এইটা রদ হইয়া গিয়াছে।

৪৪৩ ধারায় নিম্নলিখিত অণুচ্ছেদ যোগ করিতে হইবে ;—

"নাবালগের অভিভাবক নিয়োগকরণক্ষম কোন আদালত কর্ত্তৃক কোন নাবালগের শরীর কি সম্পত্তি কি শরীর ও সম্পত্তি উভয়ের এক বা একাধিক অভিভাবক নিযুক্ত বা প্রচারিত হইয়া থাকিলে আদালত ঐ অভিভাবক বা অভিভাবকগণের মধ্যে একজনকে এই ধারা অনুসারে মোকদ্দমা করিবার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করিবেন। তবে আদালত বিবেচনা করিলে অপর ব্যক্তিকে অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু তাহার বিবেচনার কারণগুলি লিখিয়া রাখিতে হইবে।"

৪৪৬ ধারা। এই ধারায় নিম্নলিখিত অণুচ্ছেদ যোগ করিতে হইবে।

"আসন্ন বন্ধু, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করণক্ষম কোন আদালত কর্ত্তৃক নিয়োজিত বা প্রচারিত অভিভাবক না হইলে ও ঐরূপ নিয়োজিত বা প্রচারিত অভিভাবক ঐ আসন্ন বন্ধু স্থলাভিষিক্ত হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়া আবেদন করিলে, আদালত যদি এক বা একাধিক কারণে বিবেচনা করেন যে ঐ অভিভাবকের নাবালকের আসন্ন বন্ধু হওয়া উচিত নহে ও ঐ কারণগুলি তিনি নথীতে প্রকাশ রাখেন তাহা হইলে ঐ আসন্ন বন্ধুকে অপসৃত করিবেন।"

৪৬১ ধারা নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ;—

৪৬১ ধারা। (১) কোন আসন্ন বন্ধু কি মোকদ্দমার কারণ কোন অভিভাবক আদালতের অনুমতি ব্যতীত নাবালকের পক্ষে

(ক) ডিক্রী বা কোন হুকুমজারী হইবার পূর্ব্বে আপোষে করিয়া

(খ) নাবালকের অনুকূলে প্রকাশিত ডিক্রী বা আদেশের অনুসারে

কোন টাকা কি অপর কোন অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) কোন নাবালকের আসন্ন বন্ধু কি মোকদ্দমা করণার্থ কোন অভিভাবক কোন উপযুক্ত আদালতের নিয়োজিত কি প্রচারিত নাবালকের শরীর, দেহ কি দেহ ও শরীর উভয়ের রক্ষণার্থ অভিভাবক না হইলে কিম্বা ঐরূপে নিযুক্ত বা প্রচারিত অভিভাবক হইয়া বা আসন্ন বন্ধু হইয়া তাহার আদালতের জ্ঞানতঃ টাকা কি অন্য অস্থাবর সম্পত্তিলাভ গ্রহণে আইন অনুসারে অক্ষম থাকিলে আদালত তাহাকে সম্পত্তি গ্রহণের আদেশ প্রদান করিলে আদালত যাহাতে উক্ত সম্পত্তির অপচয় না হয় ও যথামত ব্যবহার হয়, তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার কারণ ও রীতিমত উপদেশ প্রদান করিলে তাহার নিকট হইতে আপনার মনোমত মাতব্বরি গ্রহণ করিবেন।

৪৬৪ ধারা। এই ধারা নিম্নলিখিত প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ;—

"আপন রাজ্যের নামে অভিযোক্তা কি অভিযুক্ত অথবা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারাল কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ-অনুসারে এজেণ্টের নামে কি অপর কোন নামে অভিযুক্ত কোন স্বাধীন রাজা কি সর্দ্দারের পক্ষে এই অধ্যায়ের পক্ষে কোন ধারা খাটিবে না। অথবা এই অধ্যায়ের কোন ধারা নাবালক কি ক্ষিপ্ত কি জ্ঞানশূন্য অন্য কোন ব্যক্তির অনুকূলে কি প্রতি-

কূলে কোন মোকদ্দমা সম্পর্কীয় তৎসময় প্রচলিত কোন স্থানীয় আইনের কোন বিধানের কোন অংশ অকার্য্যকারী বা রদ হইবে না।”

৪৬৯ ধারা। এই ধারা রদ হইয়া গিয়াছে।

৫৬৩ ধারা। এই ধারা রদ হইয়া গিয়াছে।

১৮৯২ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা অনুসারে ৫৮২ ক ধারা সংযোজিত হইল।

“৫৮২ ক ধারা। কোন আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র কি রায়ের পুনর্ব্বিচারের আবেদনপত্র উপযুক্ত মিয়াদ মধ্যে দাখিল হইয়া থাকিলে কিন্তু তাহার বস্থুম প্রচুর না হইলে ও ঐ অপ্রচুর বস্থুম আপীলকারী বা দরখাস্তকারীর ভুলক্রমে দেওয়া হইলে ঐ আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র ও আবেদনপত্র প্রকৃতরূপে বস্থুম দেওয়া থাকিলে যেরূপ কার্য্যকারী ও আইন সঙ্গত হইত সেইরূপ হইবে। কিন্তু উক্ত আপীল ও আবেদন ভ্রম বাহির হইবার পর আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট রীতিমত সময় মধ্যে আবশ্যক বস্থুন না দিলে অগ্রাহ্য হইবে।”

৫৯৯ ধারা। এই ধারা রদ হইয়া গিয়াছে।

৬৪৭ ধারার ব্যাখ্যা। এই ধারা ডিক্রীজারীর দরখাস্তে খাটিবেক না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার

কার্য্যবিধানের আইন।

১৮৮২ সালের ১৪ আইন।

(১৮৮২ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মহিমবর শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত।)

———oo———

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন-সংগ্রহ ও সংশোধনকরণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

দেওয়ানী বিচারসংক্রান্ত আদালতের কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নাম। আরম্ভ।

১ ধারা। "দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন" নামে এই আইনের উল্লেখ হইতে পারিবে। ইহা ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১লা তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে।

যে যে স্থান অবধি বিস্তারিত হইবে।

এই ১ধারা ও ৩ ধারা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে ব্যাপ্ত হইবে। অন্য সকল ধারা ১৮৭৪ সালের ১৪ আইনের নির্দ্দিষ্ট তফসীলের উল্লিখিত প্রদেশ ছাড়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে প্রচলিত হইবে।

অর্থকরণের কথা।

২ ধারা। বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিপরীত ভাব বোধ না হইলে, এই আইনে—

"অধ্যায়।"

"অধ্যায়" শব্দে এই আইনের অধ্যায় জানিতে হইবে।

"জিলা।" "জিলার আদালত।"

মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার পক্ষে প্রধান দেওয়ানী আদালতের এলাকা যে সীমার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়, "জিলা" শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান জানিতে হইবে।

এই আইনে ঐ আদালত "জিলার আদালত" নামে খ্যাত হইল। দেওয়ানী মোকদ্দমা

আদৌ শুনিবার পক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ এলাকা যে সীমার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়, জিলা শব্দের মধ্যে তাহাও গণ্য। জিলার আদালত অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর প্রত্যেক আদালত ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালত, এই আইনের কার্য্যপক্ষে হাইকোর্টের ও জিলার আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

"প্লীডর।"

কোন ব্যক্তির স্বপক্ষে যে ব্যক্তির আদালতে উপস্থিত হইয়া সমর্থন করিবার অধিকার আছে, "প্লীডর" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে, ইহার মধ্যে আডবোকেট ও উকীল এবং হাইকোর্টের আটর্ণিও গণ্য।

গবর্ণমেণ্টের প্লীডর।

গবর্ণমেণ্টের প্লীডরের উপর এই আইনমতে স্পষ্টরূপে যে সকল বা কোন কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা সম্পাদন করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, এই শব্দে তাহাকে ধরা যায়।

"কালেক্টর।"

যে কোন কার্য্যকারক ভূমির রাজস্বের কালেক্টরের কর্ম্ম করেন, "কালেক্টর" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

"ডিক্রী।"

কোন দেওয়ানী আদালতে কোন স্বত্বের দাওয়া করা কি প্রতিবাদ উত্থাপন করা গেলে তদ্বিষয়ে যে মীমাংসা হয়, তদ্দ্বারা উক্ত মীমাংসা ব্যক্তকারী আদালত সম্বন্ধে মোকদ্দমার কি আপীলের নিষ্পত্তি হইলে উক্ত মীমাংসার রীতিমত অভিব্যক্তিকে ডিক্রী বলে। আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা, কিম্বা হিসাব লইবার আদেশসূচক আজ্ঞা, কিম্বা ৫৮৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট নহে এরূপ ২৪৪ ধারার লিখিত কি উল্লিখিত কোন প্রশ্নের নির্ণয়সূচক আজ্ঞা, এই লক্ষণের অন্তর্গত। ৫৮৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন আজ্ঞা এই লক্ষণের অন্তর্গত নহে।

"আজ্ঞা।"

উপরি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণানুযায়ী ডিক্রী ব্যতীত দেওয়ানী আদালতের কোন নিষ্পত্তির রীতিমত অভিব্যক্তিকে আজ্ঞা বলে।

"বিচার।"

কোন ডিক্রীর কি আজ্ঞার মূল বলিয়া বিচারপতি যে কথা ব্যক্ত করেন, "বিচার" শব্দে সেই কথা বুঝায়।

"বিচারপতি।"

"বিচারপতি" শব্দে আদালতের অধিপতিকে জানিতে হইবে।

"ডিক্রিমত দেনদার।"

যে ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায়, 'ডিক্রিমত দেনদার" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

"ডিক্রীদার।"

যে ব্যক্তির স্বপক্ষে ডিক্রী বা জারী করণোপযোগী আজ্ঞা করা যায়, "ডিক্রীদার" শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে ও সেই ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া কোন ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে তিনিও সেই শব্দে গণ্য। "লিখিত।"

"লিখিত" শব্দের মধ্যে ছাপা ও লিথগ্রাফ করাও গণ্য ও "লিখন" শব্দের মধ্যে ছাপা ও লিথগ্রাফ করা বিষয়ও গণ্য।

"স্বাক্ষরিত।"

কোন ব্যক্তি নিজ নাম লিখিতে অপারক হইলে সে ব্যক্তি চিহ্ন দিলে স্বাক্ষরিত শব্দে সেই চিহ্ন দেওয়াও ধরা যায়। উল্লিখিত ব্যক্তির নাম মোহরাঙ্কিত করাও এই শব্দে বুঝায়।

"ভিন্নদেশীয় আদালত।"

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত যে আদালতের ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষমতা নাই ও যে আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের দ্বারা স্থাপিত না হয়, "ভিন্নদেশীয় আদালত" শব্দে সেই আদালত জানিতে হইবে।

"ভিন্নদেশীয় বিচার।"

"ভিন্নদেশীয় বিচার" শব্দে ভিন্নদেশীয় আদালতের নিষ্পত্তি জানিতে হইবে।

"রাজকীয় কার্য্যকারক।"

নিম্নলিখিত প্রকারের বর্ণনার মধ্যে যে ব্যক্তি আইসেন, "রাজকীয় কার্য্যকারক" শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে, যথা—

প্রত্যেক বিচারপতি।

শ্রীশ্রীমতীর চিহ্নিত প্রত্যেক কার্য্যকারক।

শ্রীশ্রীমতীর সৈনিক কি নাবিকদলের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের অধীন কর্ম্মকারী সনন্দপ্রাপ্ত প্রত্যেক সেনাপতি।

আদালতের কার্য্যকারকস্বরূপ আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ের তদন্ত লওয়া, কি রিপোর্ট করা, কিম্বা কোন দলীল করিয়া দেওয়া, কি প্রামাণিক করা, কি রক্ষা করা, কিম্বা কোন সম্পত্তি জিম্মা করিয়া লওয়া, কি বিক্রয়াদি করা, কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা কোন শপথ করান, কিম্বা দোভাষীর কর্ম্ম করা, কিম্বা আদালতের সুধারা রক্ষা করা যে যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য, আদালতের এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক, ও আদালতের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম-নিষ্পাদনার্থে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি।

যে পদে থাকার বলে কোন ব্যক্তি অন্যকে কারাবদ্ধ করিতে, কি করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত পদধারী প্রত্যেক ব্যক্তি।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকস্বরূপ অপরাধ নিবারণ করা, কিম্বা অপরাধের সন্ধান জ্ঞাত করা, কিম্বা অপরাধীদিগকে বিচারার্থে উপস্থিত করা, কিম্বা সাধারণের স্বাস্থ্য, কি নিরাপদ, কি স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করা, যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্টের এমত প্রত্যেক কর্ম্মকারক।

কার্য্যকারকস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের সপক্ষে কোন সম্পত্তি লওয়া, কি গ্রহণ করা, কি রাখা, কি ব্যয় করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন জরীপ করা, কি টাক্স ধার্য্য করা, কি চুক্তি করা, কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন সম্পর্কের কোন লাভ কি ক্ষতি যাহাতে হয়, এমত কোন বিষয়ের তদন্ত লওয়া, কি রিপোর্ট করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনলাভসম্পর্কীয় কোন দলীল করিয়া দেওয়া, কি প্রামাণিক করা, কি রক্ষা করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনসম্পর্কীয় স্বার্থ রক্ষাকরণার্থে কোন আইনের লঙ্ঘন নিবারণ করা, যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য, এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক ও গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে নিযুক্ত, কিম্বা বেতনভোগী কার্য্যকারক, কিম্বা যাঁহারা রাজকীয় কোন কর্ম্মনির্ব্বাহকরণার্থে ফী কি কমিশন দ্বারা পারিশ্রমিক পান, এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক।

"গবর্ণমেণ্ট।"

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে প্রচলিত হয়, সেই স্থান "গবর্ণমেণ্ট" শব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়ই গণ্য।

যে যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৩ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যতদূর নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ ঐ আইন এতৎক্রমে ততদূর রহিত করা গেল। কিন্তু ঐরূপ কোন আইনমতে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রচারিত, আদেশ ও নিয়মকৃত, স্থাননির্দ্দিষ্ট, একবার দাখিলকৃত, শ্রেণীপরম্পরা-তালিকা-উপদিষ্ট এবং পাঠ প্রস্তুতীকৃত হইয়া থাকে যথাক্রমে তত্তাবৎ যতদূর এই আইনসঙ্গত হয়, এতৎ আইনক্রমে প্রচারিত, কৃত, নির্দ্দিষ্ট, দাখিলকৃত, উপদিষ্ট এবং প্রস্তুতীকৃত হওয়া গণ্য করিতে হইবে।

পূর্ব্বপ্রকাশিত আইনে উল্লেখ হওয়ার কথা।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার দিনের পূর্ব্বে যে আক্ট, কি আইন, কি জ্ঞাপন-পত্র প্রচারিত কি প্রচলিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন কিম্বা ১৮৬১ সালের ২৩ আইন, কিম্বা "দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন," কিম্বা ১৮৭৭ সালের ১০ আইন, কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা অন্য কোন আইনের উল্লেখ হইলে, যতদূর হইতে পারে ততদূর এই আইনের কথা উল্লেখ কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন আইনের কথার অনুযায়ী এই আইনের কথা উল্লেখ হইল বলিয়া জানিতে হইবে।

১৮৮২ সালের ১লা জুনের পূর্ব্বে কৃত নালিশের কার্য্যপ্রণালী প্রবল রাখিবার কথা।

৯৯ ক ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১লা তারিখের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা কি আপীল উপস্থিত করা যায়, তৎসম্পর্কে ডিক্রীর পূর্ব্বে যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইয়া থাকে, কিম্বা ডিক্রীর পরে যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য আরব্ধ হইয়া উক্ত তারিখে চলিতেছিল, এই আইনের কোন কথার দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।"

১৮৭৯ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে উপস্থিত থাকা আপীল সমূহ।

১৮৭৯ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে উপস্থিত থাকা যে প্রত্যেক আপীল দাখিল হওয়ার

তারিখে এই আইন প্রবল থাকিলে উপস্থিত করা যাইত, তাহা যেন ঐরূপ তারিখে এই আইন প্রবল ছিল এই ভাবে শুনা ও মীমাংসা করা যাইবে এবং ৩২০ ধারামতে কালেক্টরের নিকট কোন মামলা খারিজ করিয়া দেওয়ার অভিপ্রেত সেই তারিখের পূর্ব্বে যে কোন আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে ও ৩৬০ ধারামতে বাহির হইবার অভিপ্রায় করিয়া সেই তারিখের পূর্ব্বে যে কোন বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে, সেই আজ্ঞা ও সেই বিজ্ঞাপন যথাক্রমে আইনমতে প্রদত্ত ও বাহির হওয়া গণ্য করিতে হইবে।

অযোধ্যা ও পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ ও বর্ম্মাদেশ সম্পর্কীয় কোন কোন আইন প্রবল রাখিবার কথা।

৪ ধারা। ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থান ভিন্ন এই আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত আইনের যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না, অর্থাৎ

মধ্য প্রদেশের আদালতবিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন।

বর্ম্মাদেশের আদালতবিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন।

পঞ্জাবের আদালতবিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন।

অযোধ্যার দেওয়ানী আদালতবিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন।

কিম্বা ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনমতে ভূত কি ভবিষ্যতকালে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্নর কি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত যে আইনে ভূম্যধিকারীদের ও তাহাদের প্রজা কি কর্ম্মকারকদের মধ্যে মোকদ্দমার বিশেষ কার্য্যপ্রণালীর বিধান আছে, সেই সেই আইন।

কিম্বা ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনমতে ভূত কি ভবিষ্যতকালে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর কি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত যে কোন আইনে স্থাবরসম্পত্তি বণ্টন করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা করেন, সেই আইন।

এবং যেস্থলে পূর্ব্বোক্ত যে কোন আইনমতে সর্ব্বসম্মত দেওয়ানী আধিপত্য কমিশনরকে ও ডেপুটীকমিশনরকে প্রদত্ত হয়, সেস্থলে এই আইনের কার্য্যের নিমিত্ত ঐরূপ কোন হাকিমকে জিলা আদালত গণ্য করিতে হইবে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জানাইতে পারিবেন।

রেবিনিউ আদালত সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত আকারে খাটাইবার ক্ষমতার কথা।

"৪ক, ধারা। (১) রেবিনিউ আদালত সম্বন্ধে যে বিশেষ আইন খাটে, তাহাতে কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় যে সকল বিষয়ের কোন কথা না থাকে, সেই সকল বিষয়ে যদি ঐ সকল আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের বিধানের বশবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে অগ্রে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এইরূপ ব্যক্ত করিতে পারিবেন যে, ঐ সকল আদালত সম্বন্ধে ঐ সকল বিধানের কোন অংশ খাটিবে না, অথবা উপরোক্ত মঞ্জুরিক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন, কেবল সেইরূপ পরিবর্ত্তিত আকার খাটিবে।"

"(২) ১ প্রকরণের লিখিত "রেবিনিউ আদালত" এই শব্দে যে আদালতের কোন স্থানীয় আইনানুসারে কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত ভূমির খাজানা, রাজস্ব বা উপস্বত্ব সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা লইবার অধিকার আছে, সেই আদালত বুঝাইবে। কিন্তু ঐরূপ মোকদ্দমা দেওয়ানী রকমের মোকদ্দমা বলিয়া উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন আইনক্রমে কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারামলে আসার পক্ষে বাধা না থাকা হেতু যে দেওয়ানী আদালতের এই আইনানুসারে ঐরূপ মোকদ্দমা বিচার করিবার বিচারাধিকার থাকে, এই শব্দে সে দেওয়ানী আদালত বুঝাইবে না।

মফঃস্বলে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি যে যে ধারা খাটে তাহার কথা।

৫ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে যে যে অধ্যায়ের ও ধারার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা যতদূর বর্ত্তিতে পারে ১৮৬৫ সালের ১১ আইনমতে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতিও (কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইনগরের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত ভিন্ন) অন্য যে সকল আদালত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন, তৎসমুদায়ের প্রতি ততদূর বর্ত্তিবে। অন্য সকল অধ্যায় ও ধারা সেই সেই আদালতে বর্ত্তে না।

বিচারাধিপত্য ও কার্য্যপ্রণালী রক্ষার কথা।

৬ ধারা। এই আইনের কোন কথার দ্বারা নিম্নলিখিত আদালত প্রভৃতির বিচারাধিপত্যের কি কার্য্যপ্রণালীর ব্যতিক্রম হইবে না, অর্থাৎ

(ক) সৈনিক কোর্ট রিকোইর।

(ক) সৈনিক কোর্ট রিকোইর।

(খ) বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত সৈনিকের কথা।

(খ) বোম্বাইদেশের সৈন্যরা যে সেনানিবেশস্থানে ও মোকামে বাস করেন, তথাকার সৈনিক বাজারে ঐ দেশের যে যে কার্য্যকারক একক ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারকরণার্থে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত হন কিম্বা

(গ) মান্দ্রাজের গ্রামের মুন্সেফ ও গ্রামের পঞ্চায়তের কথা

(গ) মান্দ্রাজদেশীয় আইনের বিধানমতে গ্রাম্য মুন্সেফদের কিম্বা গ্রামের পঞ্চায়তদের।

(ঘ) নাতওয়ান খাতকদের আদালত স্বরূপে রেঙ্গুনের রেকর্ডের বৈঠক করিলে সেই রেকর্ডরের কথা।

(ঘ) রেঙ্গুন, মৌলমেন, একায়াব বা বসিন প্রদেশে নাতওয়ান খাতকদিগের আদালত স্বরূপে বৈঠককারী রেঙ্গুনের রেকর্ডরের।

কিম্বা যে সকল মোকদ্দমার আসল বিষয়ের মূল্য কোন সামান্য (যদি থাকে) এলাকার টাকা সংক্রান্ত সীমার অতিরিক্ত হয়, সেই সকল মোকদ্দমার উপর কোন আদালতকে এলাকা দেওয়া পক্ষে কার্য্য করিবে না।

৭ ধারা। এই ধারার নির্দ্দিষ্ট বা উল্লিখিত আইনের কোন বিশেষ বিশেষ বিধানের সঙ্গে এই আইনের নির্দ্ধারিত বিধি অসঙ্গত না হইলে,

বোম্বাইয়ের কোন কোন আইন প্রবল রাখিবার কথা।

(ক) বোম্বাইয়ের ১৮৩০ সালের ১৩ আইনের ও ১৮৪০ সালের ১৫ আইনের উল্লিখিত মোকদ্দমার ঐ ঐ আইনের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন জায়গীরদারেরা ও অন্য কর্তৃপক্ষেরা যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া থাকেন তৎসম্পর্কে এবং

(খ) এই আইনের তৃতীয় তফসীলের উল্লিখিত আইনে যে যে প্রকারের মোকদ্দমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসম্পর্কে,

ঐ ঐ মোকদ্দমার এবং ঐ ঐ আইনে দেওয়ানী আদালতে যে যে আপীল করিবার অনুমতি হয়, তৎসংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী এই আইনের নির্দ্ধারিত নিয়মমতে হইবে।

রাজধানীর ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি এই আইন বিশেষমতে বর্ত্তমান না গেলে, না বর্ত্তিবার কথা।

৮ ধারা। ৩, ২৫, ৮৬, ২২৩, ২২৫, ও ৩৮৬ ধারায় ও ৩৯ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন এই আইন কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই নগরে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালতের কোন মোকদ্দমার কি আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের প্রতি খাটিবে না।

আইনের বিভাগের কথা

৯ ধারা।—এই আইন নিম্নলিখিত দশ ভাগে বিভক্ত হইল,

১ম ভাগ।—নানা প্রকারের মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।
২য় ভাগ।—নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।
৩য় ভাগ।—বিশেষ স্থলের মোকদ্দমার বিধি।
৪র্থ ভাগ।—অল্পকালীন প্রতিকারের বিধি।
৫ম ভাগ।—বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।
৬ষ্ঠ ভাগ।—আপীলবিষয়ক বিধি।
৭ম ভাগ।—হাইকোর্টের প্রতি অর্পণ ও হাইকোর্টের দ্বারা পর্য্যালোচনা করিবার বিধি।
৮ম ভাগ।—বিচারের পুনরালোচনার বিধি।
৯ম ভাগ।—চার্টরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি।
১০ম ভাগ।—বিবিধ কোন কোন বিষয়ের বিধি।

প্রথম ভাগ।

নানা প্রকারের মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।

প্রথম অধ্যায়।

আদালতের এলাকা ও পূর্ব্বনিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

বংশ কি জন্মস্থানহেতু কোন ব্যক্তির আদালতের এলাকার বহির্ভূত না থাকার কথা।

১০ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যপক্ষে কোন ব্যক্তি, বংশ, কি জন্মস্থান-হেতু কোন আদালতের বিচারাধিপত্য হইতে মুক্ত হইবেন না।

বিশেষমতে নিবারিত না হইলে আদালতের দ্বারা সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা।

১১ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে, তদনুসারে কোন আদালতের কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার বাধা না হইলে, সকল আদালত এতদ্ভূত বিধান প্রবল মানিয়া সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিবার আধিপত্য প্রাপ্ত হইবেন।

ব্যাখ্যা। যে মোকদ্দমাতে সম্পত্তি, কি কোন পদের স্বত্ব লইয়া বিরোধ হয়, সেই মোকদ্দমা দেওয়ানী প্রকারের বলা যায়, যদিও ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্মকার্য্যবিষয়ক প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর ঐরূপ স্বত্বের সম্যক্ নির্ভর থাকে।

যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার কথা।

১২ ধারা। কোন মোকদ্দমায় যে বিষয় লইয়া বিবাদ হয়, যদি বাস্তবে সেই বিষয় লইয়া সেই ব্যক্তিদের মধ্যে, কিম্বা সেই ব্যক্তিরা কি তাঁহাদের কোন জন যাহাদের অধীনে দাওয়া করেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্য মোকদ্দমা পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া তৎকালে সেই আদালতে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত নিম্নতর কি উচ্চতর শ্রেণীর অন্য কোন আদালতে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত স্থানে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের দ্বারা কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমতীর সম্মুখে স্থাপিত কোন আদালতে উপস্থিত থাকে, তবে ২০ ধারামতে মোকদ্দমা স্থগিত না থাকিলে, ঐ আদালত সেই বিষয়ের সেই মোকদ্দমার বিচার করিবেন না।

ব্যাখ্যা। ভিন্নদেশীয় আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলেও, ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতে নালিশের সেই হেতুমূলক মোকদ্দমার বিচার হইবার নিষেধ নাই।

পূর্ব্বনিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

১৩ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কি বিবাদীয় বিষয়ে স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে যে বিষয়ের ইস্যু হয়, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে সেই স্বত্বক্রমে বিবাদী সেই পক্ষদের কিম্বা তাহারা কি

তন্মধ্যে কেহ যাহাদের অধীন দাওয়াদার সেই ব্যক্তিদের মধ্যে পূর্ব্বে মোকদ্দমা হইয়া উক্ত আদালতকর্তৃক সেই বিষয় শুনা গিয়া তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে, কোন আদালত ঐ মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে বিচার করিবেন না।

প্রথম ব্যাখ্যা। উক্ত যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, পূর্ব্ব মোকদ্দমার এক পক্ষের সেই বিষয় ব্যক্ত করা, ও অন্য পক্ষের স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ সেই বিষয় অপহ্নব, কিম্বা গ্রাহ্য করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ব মোকদ্দমার প্রতিবাদের বা অভিযোগের হেতু বলিয়া যে বিষয় উপস্থিত করা যাইতে পারিত, কি করা উচিত ছিল, তাহাই স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে ঐ মোকদ্দমায় বিবাদীয় বলিয়া জ্ঞান হইবে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা।—আবেদনপত্রে যে উপকারের দাওয়া হয়, তাহা ডিক্রীক্রমে স্পষ্টরূপে না দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অস্বীকার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

চতুর্থ ব্যাখ্যা।—আদালত আপনার যে নিষ্পত্তি (পুনরালোচনা না করিয়া) কোন পক্ষের প্রার্থনামতে পরিবর্ত্তন করিতে কিংবা আপনার প্রবৃত্তিমতে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে না পারেন, এমত নিষ্পত্তি এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হয়। যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারে, তাহাও আপীল না হওন পর্য্যন্ত এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হইতে পারে।

পঞ্চম ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তিরা সাধারণভাবে আপনাদের ও অন্যদের পক্ষে স্বকীয় কোন স্বত্বের দাওয়া করিয়া সরলভাবে বিবাদী হইলে, ঐ স্বত্বে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ থাকে, তাঁহাদিগকেও এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ বিবাদীদের অধীন দাওয়াদার বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যা।—যদি ভিন্নদেশীয় বিচারের উপর নির্ভর হইয়া থাকে, তবে সেই আদালতের এলাকা নাই, ইহা কাগজপত্র দ্বারা দৃষ্ট না হইলে, নিয়মিতরূপে প্রমাণীকৃত সেই বিচারপত্র উপস্থিত করাই সেই আদালতের উপযুক্ত ক্ষমতার আনুমানিক প্রমাণ হইবে। কিন্তু এলাকা না থাকার প্রমাণ করা গেলে সেই অনুমানের নিরাকরণ হইতে পারিবে।

যে স্থলে ভিন্নদেশীয় বিচার ব্রিটিষ ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধক হইবে না তাহার কথা।

১৪ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে ভিন্নদেশীয় বিচারপ্রযুক্ত ব্রিটিষ ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না—

(ক) যদি ঐ বিচার মোকদ্দমার দোষ গুণ বিবেচনায় ব্যক্ত করা না যায়।

(খ) ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর যে ব্যবস্থা স্বীকৃত আছে, সেই ব্যবস্থার কিংবা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের ভ্রমাত্মক মর্ম্ম ধরিয়া বিচার হইল, আনুষ্ঠানিক কার্য্য দেখিলেই যদি ইহা বোধ হয়।

(গ) যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচারপত্র উপস্থিত করা যায়, সেই আদালতের জ্ঞানে যদি সেই বিচার স্বাভাবিক ন্যায়ের বিপরীত হইয়া থাকে।

(ঘ) যদি প্রতারণাক্রমে পাওয়া গিয়া থাকে।

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের উল্লঙ্ঘনমূলক যে দাওয়া হয়, যদি সেই বিচারে এমত দাওয়ায় প্রতিপোষণ হইয়া থাকে।

"শ্রীশ্রীমতীর বা শ্রীশ্রীমতীর কোন পূর্ব্বাধিকারীর-লেটার্স পেটেণ্টক্রমে স্থাপিত কোন কোর্ট অব রেকর্ড অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর হুকুমক্রমে স্থাপিত কোন স্থপ্রীম কাউন্সুলার আদালত ছাড়া এসিয়া বা আফ্রিকাস্থিত কোন ভিন্ন দেশীয় আদালতের নিষ্পত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, যে মোকদ্দমায় ঐ নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, তাহার দোষগুণ সম্বন্ধে সে আদালতের তদন্ত করিবার কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থানবিষয়ক বিধি।

যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ের কথা।

১৫ ধারা। অতি নিম্নশ্রেণীর যে আদালতে যে মোকদ্দমা বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই আদালতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

বিবাদীয় বিষয় যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা।

১৬। কোন আইনে টাকার কি অন্য বিষয়ের যে সীমা নির্দ্ধারিত থাকে, তাহা প্রবল মানিয়া।

(ক) স্থাবরসম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার।

(খ) স্থাবরসম্পত্তি বণ্টন করিবার।

(গ) স্থাবরসম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গেলে তাহা বিক্রয়, কি উদ্ধার করিবার।

(ঘ) স্থাবরসম্পত্তিতে অন্য কোন স্বত্ব কি স্বার্থ নির্ণয় করিবার।

(ঙ) স্থাবরসম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্য হেতুক হানিপূরণ পাইবার।

(চ) অস্থাবর যে সম্পত্তি আটক রাখন, কি ক্রোককরণ অবস্থায় আছে, তাহা ফিরিয়া পাইবার।

মোকদ্দমা হইলে সম্পত্তি যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে, সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে।

পরন্তু প্রতিবাদীর দ্বারা কিম্বা তৎপক্ষে যে স্থাবরসম্পত্তি ভোগ হইতেছে, তৎসম্পর্কীয় উপকার কিম্বা ঐ সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় হওয়াতে হানিপূরণ প্রার্থনা হইলে, যদি প্রতিবাদী আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিলেই প্রার্থিত উপকার সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাইতে পারে, তবে ঐ সম্পত্তি যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে, হয় সেই আদালতে, না হয় প্রতিবাদী যে আদা-

লতের এলাকার সীমার মধ্যে যথার্থই কি স্বেচ্ছাক্রমে বাস করেন, কি ব্যবসায় চালান, কিম্বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, সেই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "সম্পত্তি" শব্দে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সম্পত্তি জানিতে হইবে।

প্রতিবাদীরা যে স্থানে বাস করেন, কিম্বা নালিশ করিবার হেতু যে স্থানে উত্থিত হয়, সেই স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

একাধিক আদালতের এলাকার স্থানীয় সীমাসম্বন্ধে অনিশ্চয়তার স্থলে যে স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, তাহার কথা।

"১৬ক ধারা। (১) দুই বা ততোধিক আদালতের মধ্যে কোন আদালতের বিচারাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন স্থাবরসম্পত্তি আছে, তাহা অনিশ্চিত যদি এইরূপ কথিত হয়, তাহা হইলে কথিত অনিশ্চয়তার হেতু আছে বুঝিলে ঐ আদালতগুলির মধ্যে যে কোন আদালতে ঐ মর্ম্মে একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন এবং তদনন্তর ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোন মোকদ্দমা লইয়া তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকিলে ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার কৃত ডিক্রীর যে কার্য্যকারিতা হইত, ঐ ডিক্রীর ঠিক সেই কার্য্যকারিতা হইবে।

"কিন্তু ঐ মোকদ্দমাটী এমন হওয়া চাই যে, উহার প্রকৃতি ও মূল্য বিবেচনায় ঐ আদালত উহার সম্বন্ধে বিচারাধিকার পরিচালন করিতে সক্ষম হন।

১৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত সীমা প্রবল মানিয়া অন্য সকল মোকদ্দমা এমত কোন আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে, যাহার এলাকার সীমার মধ্যে,—

(ক) নালিশের হেতু উত্থিত হয়, অথবা

(খ) মোকদ্দমার আরম্ভ সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করেন, কি ব্যবসায় চালান, কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, অথবা

(গ) প্রতিবাদীদের মধ্যে কোন জন মোকদ্দমার আরম্ভ সময়েযথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করেন, কি ব্যবসায় চালান, কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন। কিন্তু এমত স্থলে আদালতের অনুমতি দেওয়া, কিম্বা যে প্রতিবাদীরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন, কি ব্যবসায় না চালান, কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন, তাঁহাদের ঐরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ে সম্মত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথম ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির এক স্থানে নিয়ত নিবাস ও অন্য স্থানে কেবল কিয়ৎকালীন কার্য্যের নিমিত্তে বাসা থাকিলে তাঁহার কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাসার স্থানে নালিশের হেতু উত্থিত হইলে, তৎসম্পর্কে উভয় স্থানেই তাঁহার বাস হইতেছে, এমত জ্ঞান হইবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—কোন সমবায়িত সমাজ, কি কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত আপনার একই কিম্বা প্রধান কার্য্যালয়ে ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে, কিংবা অন্য স্থানে তাঁহার নিম্নতর কার্য্যালয় থাকিলেও সেই স্থানে নালিশের কোন হেতু ঘটিলে তৎসম্পর্কে সেই স্থানে ব্যবসায় চালাইতেছেন এমত জ্ঞান হইবে।

"তৃতীয় ব্যাখ্যা।—চুক্তি হইতে যে সকল মোকদ্দমা উত্থিত হয়, তাহাতে এই ধারার অর্থানুসারে নিম্নলিখিত স্থানগুলির মধ্যে যে কোন স্থানে নালিশের কারণ উপস্থিত হয় অর্থাৎ—

(১) যে স্থানে চুক্তি করা হইয়াছিল।

(২) যে স্থানে চুক্তি পালিত হওয়া বা উহার পালন সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল।

(৩) যে টাকা সম্বন্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, চুক্তি পালন ক্রমে সেই টাকা স্পষ্ট বিধানে বা ভাবগতিকে যে স্থানে দেয় ছিল।"

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কলিকাতার একজন ব্যবসায়ী। বলরাম দিল্লীতে ব্যবসায় চালাইতেছেন, কলিকাতায় তাঁহার যে কর্ম্মকারক থাকেন, বলরাম তাঁহার দ্বারা আনন্দের স্থানে মাল ক্রয় করিয়া তাঁহাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির হস্তে ঐ মাল অর্পণ করিতে বলেন। আনন্দ তদনুসারে কলিকাতায় ঐ মাল অর্পণ করেন। আনন্দ সেই দ্রব্যের মূল্য পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে নালিশ করিতে চাহিলে, কলিকাতায় নালিশের হেতু হওয়াতে কলিকাতায়, কিম্বা দিল্লীতে বলরাম ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া দিল্লীতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে।

(খ) আনন্দ সিমলায়, বলরাম কলিকাতায় ও চন্দ্র দিল্লীতে বাস করেন। বারাণসীতে তিন জনেরই পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। খৎ দেখাইলেই যাহার টাকা দেওয়া যাইবে, বলরাম ও চন্দ্র যৌতায় এমত একখানি খৎ লিখিয়া আনন্দকে দেন। বারাণসীতে নালিশের হেতু ঘটিয়াছিল বলিয়া আনন্দ সেই স্থানে বলরাম ও চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, আরও বলরাম কলিকাতায় ও চন্দ্র দিল্লীতে বাস করেন বলিয়া কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে নালিশ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহার প্রত্যেক স্থলে যে প্রতিবাদী যে স্থানে বাস না করেন, তিনি আপত্তি করিলে, আদালতের অনুমতি বিনা ঐ মোকদ্দমা সেই স্থানে গ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

ব্যক্তির কি অস্থাবর সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তির, কি সম্পত্তির উপর অন্যায় কার্য্য হওয়াতে হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা হইলে, সেই অন্যায় কার্য্য যদি এক আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানে হইয়া থাকে ও প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানে বাস করেন, কি ব্যবসায় চালান, কি লভ্যার্থে স্বয়ং কর্ম্ম করেন, তবে বাদী উক্ত যে আদালতে চাহেন, সেই আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ দিল্লীতে বাস করেন ও কলিকাতায় আসিয়া বলরামকে প্রহার করেন। বলরাম কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ দিল্লীতে বাস করিয়া কলিকাতায় বলরামের অপবাদজনক কথা প্রকাশ করেন। বলরাম কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

(গ) যে রেলওয়ে কোম্পানির প্রধান কার্য্যালয় হাবড়ায় আছে, আনন্দ সেই কোম্পানির রেলগাড়ীতে যাইতেছেন, এমন সময়ে এলাহাবাদে পঁহুছিলে কোম্পানির শৈথিল্য হেতুক গাড়ী উলটিয়া পড়িলে তাহার হানি হইল, আনন্দ হাবড়ায় কিম্বা এলাহাবাদে কোম্পানির নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি একই জিলার মধ্যে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আদালতের এলাকায় থাকিলে মোকদ্দমার কথা।

১৯ ধারা। স্থাবর সম্পত্তি একই জিলার সীমার, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আদালতের এলাকায় মধ্যে থাকিলে, ঐ সম্পত্তির কোন অংশ যে আদালতের এলাকার মধ্য থাকে, বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য বিবেচনায় ঐ আদালতে সম্পূর্ণ দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারিলে, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় উপ-কার, কিংবা তৎপক্ষে অন্যায় হওয়াতে হানিপূরণপ্রাপণার্থ মোকদ্দমা সেই আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে।

স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলার মধ্যে থাকিলে মোকদ্দমার কথা।

ঐ স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলার মধ্যে থাকিলে, সম্পত্তির কোন অংশ যে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে, তাহা প্রকারান্তরে মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে, সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

সকল প্রতিবাদী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস না করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা। কোন মোকদ্দমা একের অধিক আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে, ও যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে প্রতিবাদী কি সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছা-পূর্ব্বক বাস না করেন, কি কর্ম্ম না চালান, কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন, এমত আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, প্রতিবাদী কিম্বা কোন প্রতিবাদী ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অন্য ব্যক্তিদিগের নামে লিখিয়া আদালতে ঐ মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য স্থগিত করিতে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিলে পর, তদনুসারে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

এবং উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরা কিছু বলিতে চাহিলে, আদালত তাঁহাদের কথা শুনিলে পর, অন্য কথা আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে ন্যায় বিচার হওয়ার অধিক সম্ভাবনা বোধ করিলে, একেবারে কিংবা অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন, ও মোকদ্দমাসংক্রান্ত ব্যক্তিদের কিংবা তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির যত খরচ হইয়াছে, তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ স্থলে, বাদী নিবেদন করিলে আদালত আবেদন-পত্রের পৃষ্ঠে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিবার আজ্ঞা লেখাইয়া তাহা ফিরিয়া দিবেন।

প্রার্থনা যে সময়ে করিতে হইবে তাহার কথা।

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক প্রার্থনা মোকদ্দমার প্রথম যোগে সাধ্যমতে শীঘ্র, ও সর্ব্বস্থলে ইস্যু নির্ণয় হওয়ার পূর্ব্বে করিতে হইবে। কোন প্রতিবাদী তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে মোকদ্দমা উপস্থিত হওন বিষয়ে সম্মত আছেন, এমত জ্ঞান হইবে।

অন্য আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালতের ফী জমা হইবার কথা।

২১ ধারা। আদালত ২০ ধারামতে মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিলে, ও বাদী অন্য আদালতে মোকদ্দমা পুনর্বার উপস্থিত করিলে, যদি পূর্ব্ব আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ সময়ে উপযুক্ত ফী আদায় হইয়া থাকে ও ঐ আদালত আবেদন-পত্র ফিরিয়া দিয়া থাকেন, তবে ঐ অন্য আদালতে আবেদন-পত্রের উপর আদালতের ফী লাগিবে না।

যে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, তাহা একই আপীল আদালতের অধীন হইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২ ধারা। মোকদ্দমা একের অধিক আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে ও সেই সকল আদালত একই আপীল আদালতের অধীন থাকিলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া, অন্য আদালতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার জন্যে ঐ আপীল আদালতে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন ও মোকদ্দমার অন্য কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ের কোন কথা জানাইতে চাহিলে আপীল আদালত তাঁহাদের কথা শুনিয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে, ইহা নির্ণয় করিবেন।

তদ্রূপে অধীন না থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩ ধারা। সেই সকল আদালত ভিন্ন ভিন্ন আপীল আদালতের কিন্তু একই হাইকোর্টের অধীন হইলে কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য আদালতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার জন্য ঐ হাইকোর্টে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ঐ মোকদ্দমা জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে, মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি উপস্থিত করিলে, উক্ত আদালত যে জিলার আদালতের অধীন থাকে, সেই আদালতের দ্বারা সেই আপত্তির সহিত ঐ প্রার্থনাপত্র হাইকোর্টে অর্পণ করা যাইবে। অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে, ঐ হাইকোর্ট সেই আপত্তি বিবেচনা করিবার পর, বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে, ইহা নির্ণয় করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন হাইকোর্টের অধীন থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪ ধারা। উক্ত সকল আদালত ভিন্ন ভিন্ন হাইকোর্টের অধীন থাকিলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমাসংক্রান্ত অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা গেল তাহা যে হাইকোর্টের এলাকার মধ্যে থাকে, সেই হাইকোর্টে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা যদি জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকে, তবে অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে ঐ আদালত যে জিলার আদালতের অধীন থাকে, সেই আদালতের দ্বারা সেই আপত্তির সহিত ঐ প্রার্থনাপত্র অর্পণ করা যাইবে।

ও মোকদ্দমাসংক্রান্ত অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে উক্ত হাইকোর্ট সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নানা আদালতের মধ্যে কোন্ আদালতে মোকদ্দমা চলিবে, তাহা নির্ণয় করিবেন।

এক আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া অন্য আদালতে পাঠাইবার কথা।

২৫ ধারা। মোকদ্দমা হাইকোর্টের কিম্বা জিলার আদালতের অধীন প্রথমস্থলীয় কোন আদালতে কিম্বা আপীল আদালতেও উপস্থিত করা গেলে ঐ হাইকোর্ট কিম্বা বিষয়বিশেষে জিলার আদালত মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনাপত্র পাইলে উভয়পক্ষের ব্যক্তিদিগকে নোটিস দিয়া তাঁহাদের কোন ব্যক্তির কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলে, তাহা শুনিলে পর কিম্বা নোটিস না দিয়া আপনার প্রবৃত্তিমতে, ঐ মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিয়া আপনি তাহার বিচার করিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমার ভার ও বিবাদীয় যত টাকা, কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ের যে মূল্য হয়, তদ্বিবেচনায় অন্য যে অধীন আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই আদালতে বিচার হইবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা পাঠাইতে পারিবেন।

এই ধারা কার্য্যপক্ষে এডিশন্যাল ও আসিষ্টাণ্ট বিচারপতিদের আদালত জিলার আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারামতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া গেলে, যে আদালত তাহার বিচার করেন, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে সেই আদালতও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

উভয়পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনাকরণ ও ক্রিয়াবিষয়ক বিধি।

যে ব্যক্তিদিগকে বাদীস্বরূপ সংযুক্ত করা যাইতে পারে, তাঁহাদের কথা।

২৬ ধারা। যে উপকারের দাওয়া হয়, নালিশের একই হেতু ধরিয়া সেই উপকার প্রাপণার্থে যে সকল ব্যক্তির প্রতি একযোগে, কি পৃথকরূপে, কি অনুকল্পে স্বত্ব বর্ত্তে বলিয়া কথিত হয়, তাঁহারা সকলেই বাদীস্বরূপে সংযুক্ত হইতে পারিবেন ও তদ্রূপ বাদীদের মধ্যে যে এক কি কএক জনকে ঐ উপকারপ্রাপণের স্বত্ববান বলিয়া দেখা যায়, তিনি কি তাঁহারা যে উপকারের স্বত্ববান হন, সংশোধন না করিয়া তাঁহার কি তাঁহাদের পক্ষে, সেই উপকার পাইবার ডিক্রী হইতে পারিবে; কিন্তু উপকার পাইবার স্বত্ববান নহেন বলিয়া যাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহাকে বাদীস্বরূপ সংযোগ করা প্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে খরচ লাগে, আদালত মোকদ্দমার খরচা নিষ্পত্তিকরণ সময়ে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, প্রতিবাদী পরাজিত হইলেও সেই খরচা ফিরিয়া পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

যে ব্যক্তি নালিশ করেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির নাম লেখাইতে, কিম্বা তাঁহার সঙ্গে অন্য ব্যক্তিকে সংযোগ করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২৭ ধারা। যিনি প্রকৃত বাদী নহেন, তাঁহার নাম ধরিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, কিম্বা প্রকৃত বাদীর নাম ধরিয়া উপস্থিত করা গেল কি না এই বিষয়ের সন্দেহ থাকিলে, সরলভাবে ভ্রান্তি হইয়া মোকদ্দমা তদ্রূপে উপস্থিত করা গেলে এবং বিবাদীয় প্রকৃত বিষয়টী নির্ণয় করিবার জন্য বাদীর কি বাদীদের পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের নাম লেখা, কিম্বা বাদীস্বরূপ অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে তাঁহার কি তাঁহাদের সম্মতিক্রমে সংযোগ করা আবশ্যক, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, মোকদ্দমার যে কোন অবস্থায় অন্য ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের, অন্য ব্যক্তিকে কি অন্য ব্যক্তিদিগকে, তাঁহার কি তাঁহাদের সম্মতিক্রমে যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন, তদনুসারে তাহা করিতে পারিবেন।

যাঁহাদিগকে প্রতিবাদীস্বরূপ সংযোগ করা যাইতে পারিবে, তাহার কথা।

২৮ ধারা। একই বিষয় ধরিয়া একযোগে, কি স্বতন্ত্রভাবে, কি অনুকল্পে যে ব্যক্তিদের বিপক্ষে কোন উপকার পাইবার স্বত্ব বর্ত্তে বলিয়া কথিত হয়, তাঁহাদের সকলকেই প্রতিবাদী বলিয়া সংযোগ করা যাইতে পারিবে। এবং প্রতিবাদীদের মধ্যে যে এক কি কয়েকজনকে দায়ী বলিয়া দেখা যায়, সংশোধন না করিয়া প্রত্যেকের দায়ানুসারে তাঁহার কি তাঁহাদের বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারিবে।

একই চুক্তিতে যে ব্যক্তিরা দায়ী নয়, তাঁহাদিগকে সংযোগ করণের কথা।

২৯ ধারা। বিল অফ একসচেঞ্জের, কি হুণ্ডীর, কি খতের উভয় পক্ষ সুদ্ধ যাঁহারা কোন একই চুক্তিক্রমে স্বতন্ত্র কিংবা একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হন, বাদী স্বেচ্ছামত তাঁহাদের সকলকে কিংবা তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিদিগকে একই মোকদ্দমার একপক্ষস্বরূপ সংযোগ করিতে পারিবেন।

সমস্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তির পক্ষে একই ব্যক্তির বাদ কি প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতার কথা।

৩০ ধারা। একই মোকদ্দমায় বহুতর লোকের সমান স্বার্থ থাকিলে, তাঁহাদের এক কি কয়েক জন আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত সকল ব্যক্তির সাপক্ষে নালিশ করিতে পারিবেন ও তাঁহার কি তাঁহাদের নামে নালিশ হইতে পারিবে ও তিনি কি তাঁহারা ঐ মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ স্থলে আদালত বাদীর খরচে উক্ত সকল ব্যক্তির অর্থাৎ যে স্থলে যদ্রূপ আজ্ঞা করেন, তদনুসারে প্রত্যেক জনের নামে নোটিস জারী করিয়া কিংবা অনেক লোক থাকাপ্রযুক্ত কি অন্য কারণে তাহা করিতে না পারিলে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া, ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার নোটিস দিবেন।

অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা।

৩১ ধারা। কোন পক্ষের মধ্যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকদ্দমা ব্যর্থ

হইবে না। আদালত প্রত্যেক মোকদ্দমায় আপনার সম্মুখে প্রকৃতপ্রস্তাবে উপস্থিত ব্যক্তিদের স্বত্ব ও স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া বিবাদীয় বিষয় সম্পর্কীয় কার্য্য করিতে পারিবেন।

বাদীরা নালিশের ভিন্ন ভিন্ন হেতু ধরিয়া যে একত্র হইতে পারেন, এই ধারায় কোন কথা-ক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

কোন পক্ষের কোন ব্যক্তিদিগকে আদালতের ছাড়িয়া দিতে কি সংযোগ করিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা। কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে, আদালত প্রথম শ্রবণের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ও যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন, এমত নিয়ম করিয়া, বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া অনুপযুক্তমতে সংযোগ করা ব্যক্তির নাম উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

ও আদালত কোন সময়ে, উক্ত প্রকারের প্রার্থনা পাইলে কি না পাইলেও, যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন, এমত নিয়ম করিয়া, কোন বাদীকে প্রতিবাদী কিংবা কোন প্রতিবাদীকে বাদী করিবার ও বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম সংযোগ করা উচিত, কিংবা মোকদ্দমার মধ্যে যে সকল বিষয় লিপ্ত থাকে, ফলোপযোগী ও সম্পূর্ণরূপে তাহার বিচার ও নির্ণয় করণার্থে যে ব্যক্তির আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, তাহার নাম সংযোগ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি সম্মত না হইলে বাদী কি আসন্নবন্ধু বলিয়া তাহার নাম সংযোগ করিতে না হইবার কথা।

কোন ব্যক্তি আপনি সম্মত না হইলে, বাদী কিংবা বাদীর আসন্নবন্ধু বলিয়া তাঁহার নাম সংযোগ করিতে দেওয়া যাইবে না।

৩০ ধারা মতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা, কি যাহার প্রতিবাদ করা যায়, তাহার পক্ষের কথা।

৩০ ধারামতে কোন ব্যক্তির সপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করা, কি মোকদ্দমার প্রতিবাদ করা গেলে, তিনি আপনাকে ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ করণার্থে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

যে প্রতিবাদীর নাম সংযোগ করা যায়, তাহার নামে সমন দিতে হইবার কথা।

প্রতিবাদী বলিয়া যাঁহাদের নাম উক্ত প্রকারে সংযোগ করা যায়, তাঁহাদের নামে নিম্নলিখিত প্রকারে সমন দিতে হইবে, ও ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সালের মিয়াদ বিষয়ক আইনের ২২ ধারা প্রবল মানিয়া সেই সমন যে সময়ে দেওয়া যায়, কেবল সেই সময়াবধি তাঁহাদের বিপক্ষ মোক-দ্দমাঘটিত কার্য্য আরম্ভ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

মোকদ্দমা চালাইবার কথা।

আদালত যে বাদীকে উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রতি মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্য অর্পণ করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদীর নাম সংযোগ হইলে বাদীর আবেদনপত্র সংশোধন করিতে হইবার কথা।

৩৩ ধারা। কোন প্রতিবাদীকে সংযোগ করা গেলে, যদি আবেদনপত্র তৎপূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকে, তবে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ঐ আবেদনপত্র আবশ্যকমতে সংশোধন করা যাইবে, ও নূতন প্রতিবাদীকে ও প্রথম প্রতিবাদীদিগকে সমনের সংশোধিত নকল দিতে হইবে।

সংযোগ না করণ কিংবা অনুপযুক্তমতে সংযোগকরণ বিষয়ে আপত্তি করণের সময়ের কথা।

৩৪ ধারা। সহবাদী কি সহপ্রতিবাদিস্বরূপ যাঁহাদিগকে সংযোগ করা উচিত, তাঁহাদিগকে সংযোগ করা যায় নাই, কিংবা মোকদ্দমায় যাঁহাদিগের স্বার্থ নাই, কিংবা যাঁহাদিগকে সংযোগ করা উচিত নয়, তাঁহাদিগকে সংযোগ করা হইয়াছে বলিয়া কোন আপত্তি থাকিলে, মোকদ্দমার প্রথম যোগে সাধ্যমতে ত্বরায় ও সর্ব্বদাই প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে তাহা জানাইতে হইবে। তৎকালে কোন আপত্তি করা না গেলে, প্রতিবাদী সেই আপত্তি উপেক্ষা করিলেন, এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

অনেক বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে এক কি কয়েক জনের অন্যকে, কি অন্যদিগকে আপনার পক্ষে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়ার কথা।

৩৫ ধারা। দুই কি তদধিক জন বাদী থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তি এই আইনমতে আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে অন্য এক কি কএক ব্যক্তিকে আপনার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার বা উত্তর দিবার বা কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন। দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তিও তদ্রূপে অন্য এক কি কএক জনকে, আপনার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার বা উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উত্তর দিবার, কি কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

সেই ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া ও স্বাক্ষর করা গেলে গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

ঐ ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও যে ব্যক্তি দেন, তিনিই তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই ক্ষমতাপত্র আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

স্বীকৃত মোক্তার ও উকীল বিষয়ক কথা।

নিজে কিম্বা স্বীকৃত মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত প্রভৃতি হইতে পারিবার কথা।

৩৬ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে, তৎক্রমে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, কোন আদালতে আইনানুসারে মোকদ্দমার কি আপীলের কোন পক্ষের উপস্থিত হইবার কি প্রার্থনাপত্র দিবার কি কার্য্যকরণের আদেশ বা ক্ষমতা থাকিলে ঐ পক্ষ আপনি কিম্বা আপনার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা কিম্বা আপনার পক্ষে কর্ম্ম করণার্থে নিয়মমতে নিযুক্ত উকীলদ্বারা উপস্থিত হইতে, কি ঐ প্রার্থনাপত্র দিতে, কি কার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু আদালত আজ্ঞা করিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে।

স্বীকৃত মোক্তারদের কথা।

৩৭ ধারা। কোন পক্ষীয় ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত এই এই স্বীকৃত মোক্তারদের দ্বারা উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে ও কার্য্য করিতে পারিবেন।

আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানবাসীদের মোক্তারনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

(ক) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে, কি কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহারা সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে, তাঁহাদের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিবার ও কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক আম-মোক্তারনামাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

সার্টিফিকেট প্রাপ্ত মোক্তার।

(খ) যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে, তদনুসারে কোন মোক্তার নিয়মমতে সার্টি-ফিকেট প্রাপ্ত হইলে, ও মোক্তারেরা আইনমতে যে যে কার্য্য করিতে পারেন, মক্কেলদের পক্ষে সেই সেই কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক খাস-মোক্তার নামা পাইলে তাঁহারা।

আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানবাসীদের নিমিত্ত যাঁহারা ব্যবসায়াদি চালান তাঁহারা।

(গ) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে, কি কার্য্য করিতে হইবে, সেই সীমার মধ্যে বাস না করাতে, তাঁহাদের নিমিত্ত অন্য কোন মোক্তার উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে ও কার্য্য করিতে স্পষ্ট ক্ষমতা না পাইলে, যে ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিমিত্ত ও তাঁহাদের নামে বাণিজ্য কি ব্যবসায়াদি করেন, তাঁহারা কেবল সেই বাণিজ্য কি ব্যবসায় সম্পর্কীয় বিষয়ে ঐ পক্ষের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে, কিম্বা কার্য্য করিতে পারিবেন।

পঞ্জাব ও অযোধ্যা ও মধ্যপ্রদেশের স্বীকৃত মোক্তারদের কথা।

এইক্ষণে যে যে প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য পঞ্জাবের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের এবং অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশের শ্রীযুক্ত প্রধান কমিশনর সাহেবের দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, এই ধারার উপবিভাগের কোন কথা সেই সেই প্রদেশে বর্ত্তিবে না। সেই সেই প্রদেশের মোকদ্দমার কোন পক্ষের নিমিত্ত উপস্থিত হইবার ও প্রার্থনা করণের ও অন্য কার্য্য করণের নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তি-দিগকে নিরূপণ করেন, তাঁহারাই ঐ ঐ কার্য্যপক্ষে ঐ ঐ পক্ষের স্বীকৃত মোক্তার হইবেন।

স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৩৮ ধারা। মোকদ্দমার কি আপীলের কোন পক্ষের স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরও-য়ানা দেওয়া গেলে, আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে নিজে সেই পক্ষকে দেওনের ন্যায় ফলবৎ হইবে।

এই আইনের যে মোকদ্দমার কোন পক্ষের নামে পরওয়ানা জারীকরণ বিষয়ে যে যে বিধান আছে, তাঁহার স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরওয়ানা জারীকরণের প্রতিও সেই সেই বিধান খাটে।

উকীল নিযুক্ত করিবার কথা।

৩৯ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিবার, কি কার্য্য করিবার নিমিত্ত, উকীল নিযুক্ত হইলে সেই নিয়োগপত্র লিখিয়া দেওয়া ও আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে পর, যত দিন আদালতের অনুমতিক্রমে সেই মক্কেলের স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা রহিত না করা যায়, ও সেই পত্রও আদালতে না গাঁথা যায়, কিম্বা যত দিন মক্কেল কি উকীল না মরেন, কিম্বা মক্কেলের পক্ষে মোকদ্দমাঘটিত সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত না হয়, তত দিন ঐ নিয়োগপত্র প্রবল আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন হাইকোর্টের আডবোকেটের ঐ কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক কোন দলীল উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই।

উকীলের নামে পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৪০ ধারা। মোকদ্দমা কি আপীল সম্পর্কীয় পরওয়ানা কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিমিত্ত হউক বা নাই হউক, সেই পক্ষের উকীলকে দেওয়া গেলে, কিম্বা তাঁহার কার্য্যালয়ে, কি নিয়ত বাসস্থানে রাখিয়া আসা গেলে, উকীল যে পক্ষের প্রতিনিধি হন, ঐ পরওয়ানা নিয়মমতে যে তাঁহাকেই দেওয়া গেল ও জ্ঞাত করা গেল এমত অনুমান হইবে, ও আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, মোকদ্দমা কি আপীল সংক্রান্ত সকল কার্য্য পক্ষে ঐ পরওয়ানা নিজ সেই পক্ষকে দেওয়া যাওনের কি তাঁহার উপর জারী হওনের ন্যায় ফলবৎ হইবে।

মোক্তারের পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার কথা।

৪১ ধারা। ৩৭ ধারায় যে স্বীকৃত মোক্তারের কথা আছে, তদ্ভিন্ন আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানবাসী কোন ব্যক্তিকে পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার মোক্তারস্বরূপ নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে।

তাঁহার নিয়োগপত্র লিখিত হইয়া আদালতে অর্পণ করিবার কথা।

সেই প্রয়োগপত্র বিশেষ কি সাধারণ হইতে পারিবে ও লিখিত হইয়া মুখ্য ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষর করা যাইবে ও সেই আসল নিয়োগপত্র, কিম্বা নিয়োগপত্র সাধারণ হইলে তাহার নকল, আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

মোকদ্দমার আকারবিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমা যে আকারে করিতে হইবে, তাহার কথা।

৪২ ধারা। যত দূর হইতে পারে, প্রত্যেক মোকদ্দমার এমত আকার থাকিবে, যেন তাহাতে বিবাদীয় সমুদয় বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার মূল থাকে, ও তদ্বিষয়ে আর বিবাদ হইতে না পারে।

IMPERIAL LIBRARY

মোকদ্দমার মধ্যে সম্পূর্ণ দাওয়া
ধরিবার কথা।

৪৩ ধারা। নালিশের হেতু সম্পর্কে বাদীর দাবী করিবার যে অধিকার থাকে, প্রত্যেক মোকদ্দমার মধ্যে সেই সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিতে হইবে, কিন্তু বাদী কোন বিশেষ আদালতের এলাকার মধ্যে মোকদ্দমা আনাইবার জন্য আপনার দাওয়ার কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

দাওয়ার একাংশ ত্যাগের কথা।

বাদী আপনার দাওয়ার কোন অংশ পাইবার প্রার্থনা করিতে ক্রটি করিলে, কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিলে পশ্চাৎ সেই ছাড়া কি ত্যক্ত অংশের সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

অনেক প্রতিকারের মধ্যে একটী প্রার্থনা করিতে ক্রটি হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

কোন ব্যক্তি একই নালিশের উপলক্ষে দুই কি তদধিক প্রকারের প্রতিকার পাইবার স্বত্ববান হইলে, সেই সকল, কিম্বা তন্মধ্যে কোন কোন প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রথমবার শ্রবণ হওয়ার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না লইয়া যদি পূর্ব্বোক্ত প্রতিকারের মধ্যে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করিতে ক্রটি করেন, তবে পশ্চাৎ সেই ত্যক্ত প্রতিকার প্রার্থনা করিবেন না।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা সম্পাদন করিবার বাধ্যতায় ও আনুসঙ্গিক জামিনে নালিশের একমাত্র হেতুর সৃষ্টি করে, গণ্য করিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ, বলরামকে বৎসরে ১২০০ টাকা ঘরভাড়া দেন। ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ পুরা দুই সালের ভাড়া বাকী পড়িলেও দেওয়া যায় নাই। আনন্দ কেবল ১৮৭৫ সালের ভাড়ার নিমিত্ত বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎ বলরামের নামে ১৮৭৪ সালের ভাড়ার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

ভূমি পাইবার মোকদ্দমার সহিত কোন কোন দাওয়ামাত্র সংযোগ করিবার কথা।

৪৪ ধারা। ক বিধি।—আদালতের অনুমতি না হইলে, স্থাবরসম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার কিম্বা স্থাবরসম্পত্তিতে স্বত্বনির্ণায়ক আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমার সহিত নিম্নলিখিত দাওয়া ভিন্ন নালিশের কোন হেতু সংযোগ করা যাইবে না।

(ক) ঐ দাওয়া করা সম্পত্তি সংক্রান্ত ওয়াসীলতের কিম্বা বাকী খাজানার উপলক্ষে দাওয়া ও

(খ) সেই সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ যে চুক্তিক্রমে ভোগ হইতেছে, সেই চুক্তি ভঙ্গ হেতুক হানিপূরণের দাওয়া ও

(গ) বন্ধকক্রমে বন্ধকগ্রহীতার প্রতিকারের মধ্যে কোন প্রতিকার প্রবল করণের দাওয়া।

উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্য সম্পাদকের কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারীর কি উত্তরাধিকারীর কি তদ্বিপক্ষ দাওয়ার কথা।

খ বিধি।—উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক, কিম্বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারী, কিম্বা উত্তরাধিকারীস্বরূপ কোন ব্যক্তি যে দাওয়া করেন, কিংবা তাঁহার বিপক্ষে যে দাওয়া উপস্থিত করা যায়, তৎসহিত তাঁহার নিজের দাওয়ার, কিম্বা নিজ তাঁহার বিপক্ষ দাওয়ার সংযোগ করা যাইবে না, কিন্তু যে সম্পত্তির উপলক্ষে বাদী কি প্রতিবাদী উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারী কি উত্তরাধিকারীস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, কিম্বা তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই সম্পত্তিসম্পর্কে তাঁহার নিজ দাওয়া, কিম্বা নিজ তাঁহার বিপক্ষ দাওয়া উত্থিত হইল বলিয়া, কিম্বা তিনি যাঁহার স্থলাভিষিক্ত সেই মৃত ব্যক্তির সহিত সংসৃষ্টভাবে তাঁহার অধিকার কি দাওয়া যাহাতে হয়, এরূপ দাওয়া হইলে সংযোগ হইতে পারিবে।

নালিশের নানা হেতু বাদীর সংযোগ করিতে পারিবার কথা।

৪৫ ধারা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ও ৪৪ ধারার বিধি প্রবল মানিয়া বাদী একই প্রতিবাদীর বিপক্ষে, কি একই প্রতিবাদীদের বিপক্ষে, সংসৃষ্টভাবে একই মোকদ্দমায় নালিশের নানা হেতু সংযোগ করিতে পারিবেন এবং বাদীদের যাহাতে সংসৃষ্টভাবের স্বার্থ আছে, একই প্রতিবাদীর কি একই প্রতিবাদীদের বিপক্ষে সংসৃষ্টভাবে বাদীদের নালিশের একপ নানা হেতু থাকিলে, তাহার একই মোকদ্দমায় নালিশের সেই সেই হেতু সংযোগ করিতে পারিবেন।

আদালতের পৃথক করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু নালিশের তদ্রূপ কোন হেতুর একত্র বিচার কি নিষ্পত্তি সুবিধামতে হইতে পারে না, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে কোন সময়ে আপনার প্রবৃত্তি কিম্বা কোন প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে কিংবা পক্ষেরা সম্মত হইলে পরে মোকদ্দমা চলিবার অন্য কোন সময়ে নালিশের তদ্রূপ কোন হেতুর স্বতন্ত্র বিচার করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার স্বতন্ত্র নিষ্পত্তি করিবার জন্য যে আজ্ঞা আবশ্যক, কি বিহিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

নালিশের নানা হেতু সংযুক্ত হইলে এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমতে আজ্ঞা করা গেলে বা নাও গেলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের তারিখে বিবাদীয় বিষয় সমগ্র যত টাকা, কি যত মূল্যের হয়, তদনুসারে সেই মোকদ্দমার বিষয়ে আদালতের এলাকা নির্ণয় হইবে।

মোকদ্দমার সীমা সঙ্কোচার্থে প্রতিবাদীর প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। বাদী একই মোকদ্দমায় নালিশের যে নানা হেতু সংযোগ করেন, একই মোকদ্দমায় সুবিধামতে তাহার নিষ্পত্তি হইতে পারিবে না, কোন প্রতিবাদী ইহা কহিয়া একই মোকদ্দমার নালিশের যে যে হেতুর সুবিধামতে নিষ্পত্তি হইতে পারে, কেবল সেই সেই হেতুর মোকদ্দমা হওনার্থে প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে, কিম্বা ইস্যু নিরূপণ হইয়া থাকিলে কোন সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবে।

প্রার্থনাপত্র শুনিয়া আদালতের কোন কোন হেতু ত্যাগ করিয়া সংশোধন করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭ ধারা। নালিশের সেই সেই হেতুর ভাব বিবেচনায়, একই মোকদ্দমার সুবিধান-মতে সকল হেতুর নিষ্পত্তি হইতে পারে না, আদালত উক্ত প্রার্থনাপত্র শুনিয়া ইহা জানিতে পাইলে, নালিশের উক্ত কোন হেতু ত্যাগ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও তদনুসারে আবেদনপত্র সংশোধন করিবার আদেশ করিবা খরচার বিষয় যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

এই ধারা মতে যে সংশোধন করা যায়, তাহাতে বিচারপতি সাক্ষিস্বরূপে স্বাক্ষর করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিতকরণবিষয়ক বিধি।

আবেদনপত্রদ্বারা মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়ার কথা।

৪৮ ধারা। আদালতে, কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালত যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে আবেদনপত্র দিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে।

আবেদনপত্র যে ভাষায় লিখিত হইবে, তাহার কথা।

৪৯ ধারা। আবেদনপত্র আদালতের চলিত ভাষায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা আদালতের চলিত ভাষা না হইলে আদালতের অনুমতি লইয়া আবেদনপত্র ইংরেজীভাষায় লেখা যাইতে পারিবে, কিন্তু তদ্রূপস্থলে প্রতিবাদীর আদেশ থাকিলে, আবেদনপত্র আদালতের চলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া আদালতে অর্পণ করা যাইবে।

আবেদনপত্রে যে যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে, তাহার কথা।

৫০ ধারা। আবেদনপত্রে এই এই বৃত্তান্ত লেখা থাকিবে—

(ক) মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায়, সেই আদালতের নাম।

(খ) বাদীর নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান।

(গ) প্রতিবাদীর নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান যত দূর জানা যাইতে পারে তাহা।

(ঘ) যে যে ভাবগতিক লইয়া নালীশের হেতু হয়, তাহার স্পষ্ট ও সংক্ষেপ বর্ণনা ও যে সময়ে যে স্থানে হেতু ঘটিয়াছিল তাহা।

(ঙ) বাদী যে উপকারের দাওয়া করেন, তাহার প্রার্থনা।

(চ) বাদী আপন দাওয়া হইতে প্রতিবাদীর কোন দাওয়া বাদ দিবার অনুমতি দিলে, কিম্বা আপন দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিলে, যত টাকা বাদ দিলেন, কি ত্যাগ করিলেন তাহা।

টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমার কথা

বাদী টাকা পাইবার প্রার্থনা করিলে ঠিক কত টাকা পাইবেন, বিষয় বিবেচনায় ইহা যতদূর জ্ঞাত হইতে পারা যায়, আবেদনপত্রে ততদূর জানাইতে হইবে।

ওয়াসিলাৎ পাইবার মোকদ্দমায় এবং বাদীর ও প্রতিবাদীর মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি না হইয়া থাকিলে, সেই হিসাব লইয়া বাদীর যতটাকা পাওনা দেখা যায়, তাহা পাইবার মোকদ্দমায়, যত টাকার প্রার্থনা হয়, আবেদনপত্রে তাহার ন্যূনাধিকরূপে জানাইলেই চলিতে পারিবে।

বাদী স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

বাদী অন্যের স্থলাভিষিক্তরূপে নালিশ করিলে বিবাদীর বিষয়ে তাঁহার যথার্থই স্বার্থ আছে, আবেদনপত্রে এইমাত্র প্রকাশ করিতে হইবে না, কিন্তু তদ্বিষয়ের মোকদ্দম উপস্থিত করিতে পারিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে যে কর্ম্ম করা আবশ্যক, তাহা করিয়াছেন, ইহাও দেখাইতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ বলরামের উইলের প্রমাণ যে করিয়াছেন, আবেদনপত্রে ইহাও লিখিত হইবে।

(খ) চন্দ্রের দ্রব্যনিরূপণাধিকারীস্বরূপ আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ চন্দ্রের দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র যে লইয়াছেন, আবেদনপত্রে এই কথাও লিখিতে হইবে।

(গ) দিলওয়ার নামক মুসলমান নাবালগের অছি বলিয়া আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু আনন্দ মুসলমানদের শরা ও আচারমতে তাহার অছি নহেন, অতএব তিনি বিশেষমতে দিলওয়ারের অছিস্বরূপ যে নিযুক্ত হইয়াছেন, আবেদনপত্রে এইকথা লিখিত হইবে

প্রতিবাদীর স্বার্থ ও দায় দেখাইতে হইবার কথা।

বিবাদীয় বিষয়ে প্রতিবাদীর স্বার্থ আছে, কিম্বা তিনি স্বার্থের দাওয়া রাখেন ও বাদীর জন্যে তাঁহার প্রতি আদেশ হইতে পারে, আবেদনপত্রে ইহা দেখাইতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ আপন উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকস্বরূপ বলরামকে নিযুক্ত করিয়া, ও চন্দ্রকে আপনার উইল অনুসারে ধনের অধিকারী করিয়া, ও দীননাথকে খাতক জানাইয়া মরিলেন। চন্দ্র উইলক্রমে প্রাপ্য ধন পাইবার নিমিত্ত দীননাথের ঋণ শোধ করাইবার জন্যে তাঁহার নামে নালিশ করেন। বলরাম যে দীননাথের নামে নালিশ করিলেন না, ইহার কারণ নাই, কিম্বা প্রতারণা করিয়া চন্দ্রের প্রাপ্য হরণের জন্যে বলরাম ও দীননাথ যোগ করিয়াছেন, আবেদনপত্রে এই কথা কিংবা অন্য যে ভাবগতিকপ্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট দীননাথ দায়ী হইলেন, তাহা দেখাইতে হইবে।

মিয়াদের আইন হইতে মুক্ত হওয়ার হেতু দেখাইবার কথা।

কোন আইনদ্বারা সামান্যতঃ মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার যে মিয়াদ দেওয়া যায়, যদি নালিশের কারণ উত্থিত হওয়ার পর সেই মিয়াদ গত হইয়া থাকে, তবে যে কারণে ঐ আইনের বিধান হইতে মুক্তি পাইবার দাওয়া থাকে, আবেদনপত্রে তাহা দেখাইতে হইবে।

আবেদনপত্রের স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠ লিখিবার কথা।

৫১ ধারা। বাদী, ও তাঁহার উকীল থাকিলে তিনিও আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, ও নিম্নভাগে বাদী কিম্বা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অন্য যে ব্যক্তির সুবিদিত থাকার প্রমাণ আদালতের সন্তোষমতে করা যায় তিনি, ঐ সত্যপাঠের কথা লিখিবেন।

পরন্তু বাদী উপস্থিত না থাকার বা অন্য বিশিষ্ট কারণে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিতে না পারিলে, তাঁহার পক্ষে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

সত্যপাঠের কথার মর্ম্মের কথা।

৫২ ধারা। সত্যপাঠের কথার মর্ম্ম এই যে ব্যক্তি তাহা ব্যক্ত করেন, তিনি আপন জ্ঞানানুসারে তাহা সত্য বলিয়া জানেন, অন্যের নিকট সন্ধান পাইয়া যাহা বিশ্বাসপূর্ব্বক জ্ঞাত করেন, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন।

সত্যপাঠের কথায় স্বাক্ষরকরণের ও সাক্ষীর স্বাক্ষরকরণের কথা।

যে ব্যক্তি সত্যপাঠের কথা ব্যক্ত করেন, তিনি ঐ কথায় স্বাক্ষর করিবেন।

যে যে স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে, সংশোধনের জন্য ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে, বা সংশোধন করা যাইতে পারিবে, তাহার কথা।

"৫৩ ধারা। (ক) আবেদনপত্রে যদি নালিশের কারণ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহা ইস্যু ধার্য্য করিবার সময়, অথবা ইস্যু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে যে কোন সময় আদালতের বিবেচনানুসারে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে।

(খ) (১) ইতিপূর্ব্বে যেরূপ আদেশ করা গিয়াছে, সেই আদেশমত আবেদনপত্র যদি স্বাক্ষরিত ও সত্যপাঠযুক্ত না হয়,

(২) ইতিপূর্ব্বে যে যে বিবরণ দিবার আদেশ করা গিয়াছে, আবেদনপত্রে যদি সেই সেই বিবরণ ঠিক করিয়া ও সংক্ষেপে লিখিত না হয়, কিম্বা এইরূপে যে সকল বিবরণ দিবার আদেশ করা গিয়াছে, তাহা হইতে ভিন্ন কোন বিবরণ যদি আবেদনপত্রে থাকে,

(৩) পক্ষগণকে সংযোগ না করা বা ভুল করিয়া সংযোগ করা হেতু আবেদনপত্র যদি ঠিক প্রস্তুত না হয়, কিম্বা একই মোকদ্দমায় যে সকল নালিশের কারণ সংযুক্ত করা উচিত নয়, তাহা যদি আবেদনপত্রে সংযুক্ত করা হয়, অথবা

(৪) আবেদনপত্র যদি ৪২ ধারার বিধানানুসারে প্রস্তুত করা না হয়, তাহা হইলে আদালত যে সময় ধার্য্য করিবেন, সেই সময়ের মধ্যে এবং আবেদনপত্র সংশোধিত করণার্থ যে খরচ আবশ্যক হয়, তাহা দিবার সম্বন্ধে আদালত যে সর্ত্ত করা উপযুক্ত মনে করেন, সেই সর্ত্তে সংশোধন হইবার জন্য ইস্যু ধার্য্য করিবার সময়, কিম্বা ইস্যু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে যে কোন সময় আদালত আপন বিবেচনানুসারে ঐ আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

(গ), খরচ দিবার সম্বন্ধে আদালত যে সর্ত্ত উপযুক্ত মনে করেন, আবেদনপত্র সেই সর্ত্তে নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে কোন সময়ে আদালতের আপন বিবেচনানুসারে আদালত কর্ত্তৃক সংশোধিত হইতে পারিবে।

"কিন্তু যে ব্যক্তিকে সংশোধনের জন্য আবেদনপত্র ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তাঁহা কর্ত্তৃকই কি, আর আদালত কর্ত্তৃকই কি, ঐ আবেদনপত্র এমন করিয়া সংশোধন করা হইবে না যে, এক রকমের মোকদ্দমা অপর এক উল্টা রকমের মোকদ্দমা হইয়া দাঁড়ায়।

"আবেদনপত্র এই ধারানুসারে সংশোধিত হইলে ঐ শোধনের সাক্ষ্যস্বরূপ উহাতে জজের স্বাক্ষর সংযুক্ত হইবে।"

সংশোধিত কথায় সাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষর করণের কথা।

আবেদনপত্র সংশোধন করা গেলে, বিচারপতি সংশোধিত কথায় সাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন।

আবেদনপত্র যেস্থলে অগ্রাহ্য হইবে তাহার কথা।

৫৪ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইবে,—

(ক) যে উপকার প্রার্থনা হয়, তাহার ন্যূন মূল্য ধরা গেলে, এবং আদালত সময় নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে ঐ মূল্য শুদ্ধ করিয়া লিখিতে আদেশ করিলেও বাদী তাহা না করিলে,

(খ) যে উপকারের প্রার্থনা হয়, তাহার উপযুক্ত মূল্য ধরা গেলে ও আবেদনপত্র ন্যূন মূল্যের ষ্টাম্প কাগজে লেখা থাকিলে, এবং আদালত সময় নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে উপযুক্ত ষ্টাম্প কাগজাদিতে আদেশ করিলেও বাদী তাহা না দিলে।

(গ) আইনের কোন স্পষ্ট বিধানক্রমে মোকদ্দমা করিবার বাধা হইলে, আবেদনপত্র-লিখিত বর্ণনাদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে।

(ঘ) আবেদনপত্র আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিবার জন্য ফিরিয়া দেওয়া গেলে, সেই সময়ের মধ্যে সংশোধন করা না গেলে।

আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৫ ধারা। আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা গেলে বিচারপতি আপন হাতে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা ও সেই আজ্ঞা করিবার কারণ লিখিয়া দিবেন।

যেস্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলেও নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা না থাকে, তাহার কথা।

৫৬ ধারা। পূর্ব্বোল্লিখিত কোন কারণে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলেও, কেবল তৎপ্রযুক্ত নালিশের সেই হেতু ধরিয়া বাদীর নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা নাই।

উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার নিমিত্তে আবেদনপত্র যেস্থলে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, তাহার কথা।

৫৭ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে আবেদনপত্র উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার জন্যে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে,—

(ক) মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত থাকিলেও, কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে, আইন দ্বারা ইহা স্বেচ্ছামতে মনোনীত করিবার অনুমতি না থাকিলে, যে আদালতের মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, তদপেক্ষা নিম্ন কি উচ্চ শ্রেণীর আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে।

(খ) স্থাবর সম্পত্তির যে মোকদ্দমা ১৬ ধারার উপবিধির মধ্যে না আইসে, এমত মোকদ্দমা আবেদনপত্র যে আদালতে উপস্থিত করা যায়, সেই আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ নাই দৃষ্ট হইলে।

(গ) অন্য কোন স্থানে সেই এলাকার সীমার মধ্যে নালিশের হেতু ঘটে নাই ও প্রতি-

বাদীদের কোন ব্যক্তি তথায় বাস করেন না, কি ব্যবসায় চালান না, কি লভ্যের নিমিত্ত নিজে কর্ম্ম করেন না দৃষ্ট হইলে,

আবেদনপত্র ফিরিয়া দেওন সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আবেদনপত্র ফিরিয়া দেওন সময়ে, বিচারপতি ঐ পত্রের পৃষ্ঠে তাহা উপস্থিত করিবার ও ফিরিয়া দিবার তারিখ ও যে ব্যক্তি উপস্থিত করিলেন, তাঁহার নাম ও তাহা ফিরিয়া দিবার কারণের সংক্ষেপ লিপি স্বহস্তে লিখিবেন।

আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের কথা।

৫৮ ধারা। বাদী আবেদনপত্রের সঙ্গে কোন দলীলও উপস্থিত করিলে ঐ আবেদনপত্রের পৃষ্ঠে সেই দলীলের স্মারক লিপি লেখাইবেন, কিম্বা আবেদনপত্রের সঙ্গে তাহা সংযোগ করিয়া দিবেন। ও আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে, যত জন প্রতিবাদী থাকেন, বাদী সাদা কাগজে আবেদনপত্রের ততখানি নকল উপস্থিত করিবেন, কিন্তু আবেদনপত্র লম্বা হওয়াতে, কিম্বা অনেকজন প্রতিবাদী থাকাতে, কি অন্য উপযুক্ত কারণে আদালত তাঁহাকে দাওয়ার ভাবাপন্ন কিম্বা মোকদ্দমায় যে উপকারের কি প্রতিকারের প্রার্থনা হয়, তদ্বিষয়ের ততখানি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবার অনুমতি দিলে, তিনি ঐ ঐ বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবেন।

বাদী অন্যের স্থলাভিষিক্তরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে কিম্বা অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ প্রতিবাদীর কিম্বা প্রতিবাদীদের কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যে পদোপলক্ষে বাদী মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, কি প্রতিবাদীর নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, ঐ বর্ণনাপত্রে সেই পদ ব্যক্ত থাকিবে।

তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র যেন আবেদনপত্রের অনুযায়ী হয়, বাদী আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা এমতে সংশোধন করিতে পারিবেন।

আদালতের প্রধান আমলা উক্ত স্মারকলিপি ও নকল কি বর্ণনাপত্র পরীক্ষা করিয়া ঠিক জানিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

মোকদ্দমা রেজিষ্টরের কথা।

আরও দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর নামে যে বহী রাখিতে হইবে, আদালত সেই বহীর মধ্যে ৫০ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্তও লেখাইবেন। আবেদনপত্র যে ক্রমে গ্রাহ্য হয়, প্রতি বৎসর সেই ক্রমানুসারে ক্রমিক নম্বর দিয়া সেই বহীতে ঐ কথা লেখা যাইবে।

বাদী যে দলীল ধরিয়া নালিশ করেন তাহা দেখাইবার কথা ও দলীল কি তাহার নকল দাখিল করিবার কথা।

৫৯ ধারা। বাদী নিজ অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন দলীল ধরিয়া নালিশ করিলে, যে সময়ে আবেদনপত্র উপস্থিত করেন, সেই সময়ে ঐ দলীলও দেখাইবেন ও আবেদনপত্রের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য ঐ দলীল কিম্বা তাহার নকল দিবেন।

অন্য অন্য দলীলের নির্ঘণ্টপত্র দিবার কথা।

আপন দাওয়ার প্রতিপোষণার্থে অন্য কোন দলীলের প্রতি নির্ভর করিলে, সেই দলীল

তাহার নিজ অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকিলে বা নাও থাকিলে তিনি সেই দলীলের নির্ঘণ্ট-পত্র আবেদনপত্রের নিম্নভাগে লিখিয়া বা আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিবেন।

দলীল তাহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকিলে বর্ণনার কথা।

৬০ ধারা। দলীল তাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকিলে, যাহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে আছে, এই কথা জানাইতে পারিলে জানাইবেন।

ক্রয়বিক্রয়ের যোগ্য নিদর্শনপত্র হারাইয়া গেলে তাহা ধরিয়া মোকদ্দমার কথা।

৬১ ধারা। ক্রয়বিক্রয়ের নিদর্শনপত্রমূলক মোকদ্দমা হইলে ও সেই নিদর্শনপত্র হারাইয়া গেলে, যদি ইহার প্রমাণ থাকে ও সেই নিদর্শনপত্রের উপর অন্য কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকিলে, বাদী তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন, যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে এই মর্ম্মের নিষ্কৃতিপত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাদী আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে সেই নিদর্শনপত্রও উপস্থিত করিলে ও আবেদনপত্রের সহিত গাঁথিয়া রাখিবার জন্য ঐ নিদর্শনপত্রের নকল দিলে আদালত যদ্রূপে ডিক্রী করিতেন, তদ্রূপে ডিক্রী করিতে পারিবেন।

দোকানীথাতা দেখাইবার কথা।

৬২ ধারা। বাদীর অধিকারগত কি তাঁহার ক্ষমতাধীন দোকানী কি অন্য খাতায় যে কথা লেখা আছে, বাদী সেই কথারূপ দলীল ধরিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে ঐ খাতাবহী ও তল্লিখিত যে কথার উপর নির্ভর করেন, সেই কথার নকল আদালতে উপস্থিত করিবেন।

আসল কথায় চিহ্ন দিয়া খাতা ফিরিয়া দিবার কথা।

ঐ দলীল পুনর্বার চেনা যাইতে পারে, এই নিমিত্ত আদালত কিম্বা তৎকার্য্যাপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক তৎক্ষণাৎ তাহাতে চিহ্ন দিবেন এবং আসলের সঙ্গে নকল মিলাইয়া দেখিয়া নকল ঠিক জানিলে পর স্বাক্ষর করিয়া বাদীকে ঐ খাতাবহী ফিরাইয়া দিয়া নকল গাঁথাইয়া রাখিবেন।

আবেদনপত্র দেওয়ার সময়ে দলীল না দিলে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

৬৩ ধারা। আবেদনপত্র উপস্থিত করার সময়ে বাদীর যে দলীলও আদালতে উপস্থিত করা কিম্বা আবেদনপত্রের সহিত লিখিত বা সংযুক্ত নির্ঘণ্টপত্রে লিখিয়া দেওয়া উচিত, তাহা তদনুসারে উপস্থিত না করা কিম্বা লেখা না গেলে, মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে তাহা আদালতের অনুমতি বিনা বাদীর স্বপক্ষ প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না।

প্রতিবাদীর সপক্ষ সাক্ষীদের কূট পরীক্ষার জন্য কিম্বা প্রতিবাদীর উত্থাপিত কোন কথার উত্তর দিবার জন্য যে দলীল উপস্থিত করা যায়, কিংবা সাক্ষীর কেবল স্মরণ করাইবার জন্য যে দলীল তাঁহার হাতে দেওয়া যায়, সেই সেই দলীলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমন বাহিরকরণ ও জারিকরণবিষয়ক বিধি।

সমন বাহির করণবিষয়ক বিধি।

সমনের কথা।

৬৪ ধারা। আবেদনপত্র রেজিষ্টরী করা গেলে ও ৫৮ ধারার আদেশমতে তাহার নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র অর্পণ করা গেলে পর, প্রতিবাদীর নামে এই মর্ম্মের সমন বাহির হইবে যে, তিনি ঐ সমনের নির্দ্দিষ্ট তারিখে,

(ক) স্বয়ং, কিংবা

(খ) উপযুক্তমতে শিক্ষিত ও মোকদ্দমাসম্পর্কীয় গুরুতর সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম উকীল দ্বারা, কিম্বা

(গ) সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এমত কোন ব্যক্তিকে সঙ্গে দিয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দাওয়ার উত্তর দেন।

বিচারপতি কিংবা তিনি অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি সেই সমনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতের মোহরে মোহরাঙ্কিত হইবে।

কিন্তু আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে প্রতিবাদীও উপস্থিত হইয়া বাদীর দাওয়া স্বীকার করিলে উক্ত সমন বাহির করা যাইবে না।

সমনের সঙ্গে নকল কি বর্ণনাপত্র সংযোগ করিয়া দিবার কথা।

৬৫ ধারা। উক্ত প্রত্যেক সমনের সঙ্গে ৫৮ ধারার উল্লিখিত বর্ণনাপত্রের এক একখানি নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র দেওয়া যাইবে।

প্রতিবাদীর কি বাদীর স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৬৬ ধারা। আদালত প্রতিবাদীর স্বয়ং উপস্থিত হওনের আজ্ঞা করিবার কারণ জানিলে, ঐ সমনপত্রে এই আজ্ঞা থাকিবে যে, ঐ পত্রের নির্দ্দিষ্ট তারিখে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হন।

আদালত সেই দিবসে বাদীরও স্বয়ং উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিবার কারণ জানিলে তাঁহারও আদালতে আসিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি ৫০ মাইলের মধ্যে কিংবা রেলওয়ে থাকিলে ২০০ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে না পারিবার কথা।

৬৭ ধারা। (ক) মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণ পক্ষে আদালতের সাধারণ এলাকার যে সীমা থাকে, কোন পক্ষ সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে, কিম্বা।

(খ) সেই সীমার বাহিরে ও আদালতঘর হইতে ৫০ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে, কিম্বা তাঁহার বাসস্থান ও আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হইয়া থাকে, এই দুই স্থানের মধ্যে রেলওয়ের দ্বারা ছয় অংশের পাঁচ অংশ পথ যাইতে পারিলে, আদালত-ঘর হইতে ২০০ দুই

শত মাইলের মধ্যে, বাস না করিলে, তাঁহার প্রতি স্বয়ং আদালতে আসিতে আজ্ঞা হইবে না।

ইস্যু নিরূপণের কিংবা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন হইবার কথা।

৬৮ ধারা। কেবল ইস্যু নির্ণয় করিবার জন্য, কি মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন দেওয়া যাইবে, আদালত সমন দিবার সময়ে ইহা স্থির করিবেন, ও সমনের মধ্যে তদনুযায়ী আদেশ থাকিবে।

কিন্তু ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের শ্রুত প্রত্যেক মোকদ্দমায়, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে।

প্রতিবাদীর উপস্থিত হইবার দিন নিরূপণের কথা।

৬৯ ধারা। আদালতে যে চলিত কর্ম্ম উপস্থিত আছে ও প্রতিবাদী যে স্থানে বাস করেন ও সমনজারী করিতে যত সময় লাগে, আদালত ইহা বিবেচনা করিয়া প্রতিবাদীর উপস্থিত হওয়ার দিন নিরূপণ করিবেন। ও প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতে যেন উপযুক্ত অবকাশ পান, ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ দিন নিরূপণ করা যাইবে।

"উপযুক্ত অবকাশ" কাহাকে বলে মোকদ্দমার ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া ইহা স্থির করিতে হইবে।

যে যে দলীলে বাদীর প্রয়োজন থাকে, কিম্বা প্রতিবাদী যাহার উপর নির্ভর করেন, সমনপত্রে প্রতিবাদীর সেই সেই দলীলও দেখাইবার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

৭০ ধারা। যে দলিলে বাদীর পক্ষে মোকদ্দমার দোষগুণের প্রমাণ থাকে, কিম্বা প্রতিবাদী স্বপক্ষ মোকদ্দমার প্রতিপোষণার্থে যে যে দলীলের উপর নির্ভর করেন, প্রতিবাদীর অধিকারে কি তাঁহার ক্ষমতাধীনে এমত যে কোন দলীল থাকে, তাঁহার উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার সমনপত্রে সেই দলীলও আনিয়া দেখাইবার আজ্ঞা থাকিবে।

চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে, প্রতিবাদীর প্রতি নিজ সাক্ষিদিগকেও আনিবার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

৭১ ধারা। মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে, সেই সমনপত্রে প্রতিবাদীর প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে তিনি স্বপক্ষ মোকদ্দমার পোষকতার জন্যে যে সাক্ষী-দের প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন, আপনার উপস্থিত হওয়ার নিরূপিত দিনে সেই সাক্ষীদিগকেও উপস্থিত করান।

সমন জারীকরণ বিষয়ক বিধি।

জারি করণার্থে সমন হাওলা করিবার বা পাঠাইয়া দিবার কথা।

"৭২ ধারা। (১) যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, প্রতিবাদী যদি সেই আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করেন, অথবা প্রতিবাদীর যদি এমন, একজন এজেন্ট থাকেন, যিনি ঐ এলাকার মধ্যে বাস করেন এবং সমন গ্রহণ করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে উপযুক্ত কর্ম্মচারী বা তাঁহার এক জন অধীন কর্ম্মচারী দ্বারা জারী হওনার্থ সমন সাধারণতঃ ঐ কর্ম্মচারীর হাওলা করা যাইবে বা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

"(২) যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, তাহা হইতে ভিন্ন আদালতের কোন কর্ম্মচারী উপযুক্ত কর্ম্মচারী হইতে পারেন এবং তিনি সেরূপ কর্ম্মচারী হইলে, হাইকোর্ট এতৎপক্ষে যে বিধি প্রণয়ন করেন, তদধীনে সমন তাঁহার নিকট ডাকে অথবা আদালত অপর যে প্রকারে পাঠাইবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে পাঠাইতে পারা যাইবে।"

যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা।

৭৩ ধারা। বিচারপতির কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত, ও আদালতের মোহরে মোহরাঙ্কিত সমনপত্রের এক কেতা নকল কোন ব্যক্তিকে দিয়া কিম্বা লও বলিয়া দেখাইয়া ঐ সমন জারী করা যাইবে।

অনেক প্রতিবাদী থাকিলে সমন দিবার কথা।

৭৪ ধারা। একের অধিক প্রতিবাদী থাকিলে, প্রত্যেক জন প্রতিবাদীর নামে সমন জারী করিতে হইবে।

কিন্তু যদি প্রতিবাদীরা অংশী হইয়া থাকেন, ও অংশিত্ব ব্যবসায় সম্পর্কীয় কিম্বা যে অন্যায়হেতুক নালিশ হইতে পারে ও যাহার নিমিত্ত কুঠির স্থানে উপকারের দাওয়া হইতে পারে, এমত অন্যায় সম্পর্কীয় মোকদ্দমা হইয়া থাকে, তবে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে (ক) কোন প্রতিবাদীর নামে আপনার ও অন্য প্রতিবাদীদের নিমিত্তে ঐ সমনজারী হইতে পারিবে, কিম্বা (খ) দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণ পক্ষে আদালতের সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা ব্যাপ্ত হয়, সেই সীমার অন্তর্গত ঐ ব্যবসায়ের প্রধান স্থানে যিনি ঐ অংশিত্ব কার্য্যের অধ্যক্ষ হন, তাঁহার নামে সমন জারী হইতে পারিবে।

নিজ প্রতিবাদীকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে তাঁহাকে কিম্বা মোক্তারকে দিবার কথা।

৭৫ ধারা। নিজ প্রতিবাদীকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার সেই সমন গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার থাকিলে ঐ মোক্তারকে দিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রতিবাদী যে কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য চালান, তাহাকে সমন দিবার কথা।

৭৬ ধারা। যে আদালত হইতে সমন বাহির হয়, সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস না করেন, এমত ব্যক্তির নামে কোন ব্যবসায় কি কর্ম্মসম্পর্কীয় মোকদ্দমা হইলে, ঐ সমনজারী করণের সময়ে ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি কর্ম্মকারক স্বয়ং সেই সীমার মধ্যে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম চালান, তাঁহাকে সমন দেওয়া গেলে তাহা উপযুক্ত মতে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে যিনি জাহাজের স্বামী হন, কি জাহাজ ভাড়া করিয়া লন, জাহাজের কাপ্তান তাঁহার স্বপক্ষ কর্ম্মকারক।

যে কর্ম্মকারকের প্রতি অধ্যক্ষতা ভার থাকে, স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় তাঁহাকে সমন দিবার কথা।

৭৭ ধারা। স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উপকার পাইবার, কিম্বা ঐ সম্পত্তির প্রতি অন্যায় কার্য্য হওয়াতে তজ্জন্য হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা হইলে, নিজ প্রতিবাদীকে সমন দেওয়া

যাইতে না পারিলে ও প্রতিবাদীর ঐ সমন গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার না থাকিলে, প্রতিবাদীর পক্ষে যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ সম্পত্তির অধ্যক্ষতা ভার থাকে, এমত কোন কর্ম্মকারককেই সমন দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে স্থলে প্রতিবাদীর পারিবারিক কোন পুরুষকে সমন দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৭৮ ধারা। কোন মোকদ্দমার প্রতিবাদীকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, ও তাঁহার পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে, প্রতিবাদীর পারিবারিক বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ তাঁহার সঙ্গে বাস করেন, তাহাকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার মর্ম্মানুসারে চাকর পারিবারিক লোক নয়।

সমন যাঁহাকে দেওয়া যায়, তাহার ঐ সমন পাওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

৭৯ ধারা। সমনজারীর আমলা নিজ প্রতিবাদীকে কিম্বা তাহার সপক্ষ কর্ম্মকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে সমনের নকল দিলে কি লও বলিয়া, দেখাইলে, তাহাকে ঐ আসল সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমনজারী হওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে আদেশ করিবেন।

প্রতিবাদী সমন লইতে সম্মত না হইলে কিম্বা তাহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮০ ধারা। প্রতিবাদী কি ঐ অন্য ব্যক্তি সমনজারী হওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে,

কিম্বা সমনজারির আমলা প্রতিবাদীকে পাইতে না পারিলে ও তাহার সপক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক কিংবা অন্য যাহাকে সমন দেওয়া যাইতে পারে, এমত ব্যক্তি না থাকিলে,

সমন জারীর আমলা প্রতিবাদীর নিয়ত বাসগৃহের বহির্দ্বারে সমনের নকল লাগাইয়া দিয়া, সেই প্রকারে ঐ নকল যে লাগাইয়া দিলেন ও যে ভাবগতিকে তাহা করিলেন, এই কথা আসল সমনের পৃষ্ঠে লিখিয়া, যে আদালত হইতে সমন বাহির হইয়াছিল, তথায় ফিরিয়া দিবেন।

সমন যে সময়ে যে প্রকারে জারী করা গেল, এই কথা সমনের পৃষ্ঠে লিখিবার কথা,

৮১ ধারা। ৭৯ ধারামতে সমন জারী করা গেলে যে সময়ে ও যে প্রকারে জারী করা গিয়াছে, সমনজারীর আমলা এই কথা আসল সমনের কিংবা পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত নকলের পৃষ্ঠে লিখিবেন বা লেখাইবেন।

সমনজারীর আমলার পরীক্ষার কথা।

৮২ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

"৮০ ধারামতে সমন ফিরিয়া আনা গেলে, ঐ ধারানুসারে প্রদত্ত রিটরণ যদি সমনজারীর আমলার এফিডেবিটক্রমে সত্যপাঠযুক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত সমনজারীর

আমলাকে তাহার কার্য্যসম্বন্ধে শপথ করাইয়া পরীক্ষা করিবেন অথবা অন্য কোন আদালতের দ্বারা তাঁহাকে ঐরূপে পরীক্ষা করাইবেন এবং উহা যদি ঐ রূপে সত্যপাঠযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত সমন জারীর আমলাকে তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধে শপথ করাইয়া পরীক্ষা করিতে অথবা অন্য কোন আদালতের দ্বারা তাঁহাকে ঐ রূপ পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।" তদ্বিষয়ের অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন লইতে পারিবেন, ও সমন উপযুক্তমতে জারী হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করিবেন. কিম্বা অন্য কোন যে প্রকারে জারী করা উচিত বোধ করেন করাইবেন।

তৎপরিবর্ত্তে জারী করিবার আজ্ঞার কথা।

সমন জারী না হয় এই নিমিত্তে প্রতিবাদী লুকিয়া থাকেন, এমত জ্ঞান করিবার কারণ আছে, কিংবা অন্য কারণে সমন রীতিমতে জারী হইতে পারে না, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, আপনার আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে, ও প্রতিবাদী শেষ যে ঘরে বাস করিতেন বলিয়া জানা থাকে, সেই ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ সমনের নকল লাগাইয়া দিয়া, কিংবা আদালত অন্য যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন, সেই প্রকারে, সমন জারী করিতে আজ্ঞা করিবেন।

তদ্রূপে জারী করিবার ফলের কথা।

৮৩ ধারা। আদালতের আজ্ঞাক্রমে নিয়মমতে জারী করণের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকারের সমন জারী হইলে, তাহা নিজ প্রতিবাদীকে দেওয়ার ন্যায় সফল হইবে।

সমন অন্য প্রকারে জারী হইলে উপস্থিত হইবার সময় নিরূপণ করিবার কথা।

৮৪ ধারা। সমন রীতিমতে জারী করণের পরিবর্ত্তে আদালতের আজ্ঞাক্রমে অন্য প্রকারে জারী করা গেলে, আদালত মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে প্রতিবাদীর উপস্থিত হওনের সময় নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে ও সমন গ্রহণ
করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে ঐ সমন জারীর কথা।

৮৫ ধারা। মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায়, প্রতিবাদী তদ্ভিন্ন কোন আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে, ও তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক প্রথমোক্ত আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস না করিলে, যাঁহার দ্বারা সমন সুবিধামতে জারী হইতে পারে, প্রতিবাদীর বাসস্থান হাইকোর্ট ভিন্ন এমত যে আদালতের এলাকায় থাকে, উক্ত আদালত আপনার কোন আমলার দ্বারা কিম্বা ডাকযোগে ঐ অন্য আদালতের নিকট সমন পাঠাইবেন ও মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে প্রতিবাদীর উপস্থিত হওনের সময় নিরূপণ করিবেন।

সমন যে আদালতের নিকটে পাঠান যায়, সেই আদালত তাহা পাইলে আপনার বাহির করা সমনের ন্যায় তাহা লইয়া কার্য্য করিয়া প্রথম যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল, তথায় ফিরিয়া পাঠাইবেন ও এই প্রকরণের উল্লিখিত লিপি করা গেলে তাহাও সঙ্গে পাঠাইবেন।

রাজধানীর ও রাঙ্গুণ নগরের মধ্যে মফঃস্বল আদালতের পরওয়ানা

জারী করিবার কথা।

৮৬ ধারা। কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও রাঙ্গুণ নগরের সীমার বহির্ভূত স্থানে স্থাপিত কোন আদালতের কোন পরওয়ানা ঐ ঐ নগরে জারী করিতে হইলে, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করা যাইবে, সেই আদালতে পাঠাইতে হইবে।

ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার সেই আদালত হইতেই বাহির হইলে যে প্রকারে জারী করাইতেন, সেই প্রকারে ঐ আদালত ঐ পরওয়ানা জারী করাইয়া

যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল, তথায় ফিরিয়া পাঠাইবেন।

প্রতিবাদী কারাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে সমন দিবার কথা।

৮৭ ধারা। প্রতিবাদী কারাবদ্ধ থাকিলে, তিনি যে জেলে বদ্ধ থাকেন, সেই জেলের অধ্যক্ষ্য তার ভার যাঁহার প্রতি থাকে, তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইবে ও তিনি প্রতিবাদীকে তাহা দেওয়াইবেন।

জেলের অধ্যক্ষ ও প্রতিবাদী সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমন জারী হওযার কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিলে, যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল, তথায় ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

ভিন্ন জেলার জেল থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৮ ধারা। মোকদ্দমা যে জেলায় উপস্থিত করা গেল, প্রতিবাদী তদ্ভিন্ন কোন জেলার জেলে বদ্ধ থাকিলে, ঐ জেলের অধ্যক্ষের নিকট ডাকযোগে কি অন্য প্রকারে সমন পাঠান যাইতে পারিবে ও সেই অধ্যক্ষ প্রতিবাদীকে সমন দেওয়াইবেন ও ৮৭ ধারার বিধানমতে সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমন জারী হওয়ার কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে সমন বাহির হইল, তথায় তাহা ফিরিয়া পাঠাইবেন।

প্রতিবাদী ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে ও তাহার সমন গ্রহণ করিবার

কর্ম্মকারক না থাকিলে সমন যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা।

৮৯ ধারা। প্রতিবাদী ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলেও ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে শিরোনামায় প্রতিবাদীর নাম ও বাসস্থান লিখিয়া আদালত যে স্থানে আছে, সেই স্থান হইতে ঐ স্থানে ডাকযোগে পত্র পঁহুছাইতে পারিলে ডাকযোগে সমন পাঠান যাইবে।

ভিন্ন রাজ্যে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বা আদালতের হাত দিয়া সমন জারী করিবার কথা।

"৯০ ধারা। প্রতিবাদী যে প্রদেশে বাস করেন, সেই প্রদেশে বা তন্নিমিত্ত যদি কোন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বা এজেণ্ট থাকেন বা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত কোন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থাপিত বা রক্ষিত কোন আদালত থাকে, তাহা হইলে সমন প্রতিবাদীর উপর জারী হওনার্থ ডাকে বা অন্য কোন রকমে ঐ রেসিডেণ্ট, এজেণ্ট, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা আদালতের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে এবং ঐ রেসিডেণ্ট, এজেণ্ট বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা ঐ আদালতের জজ যদি সমনের পৃষ্ঠে আপন হাতে এই মর্ম্ম লিখিয়া সমন ফিরিয়া পাঠান যে পূর্ব্বে যে প্রকার আদেশ করা গিয়াছে,

সমন সেই প্রকারে প্রতিবাদীর উপর জারী করা হইয়াছে, তাহা হইলে ঐরূপ পৃষ্ঠলিপি জারীর প্রমাণ হইবে।"

সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দিবার কথা।

৯১ ধারা। প্রতিবাদীর মান্যপ্রযুক্ত তাঁহার নামে সমন না দিয়া তাঁহার নিকট পত্র লেখা উচিত বোধ হইলে, এই আইনের কোন কথার ভাবান্তর থাকিলেও সমনের পরিবর্ত্তে বিচারপতির কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষরিত ও আদালতের মোহরাঙ্কিত একখানি পত্র পাঠান যাইতে পারিবে।

সমনে যে সকল বিবরণ লিখিবার আদেশ আছে, ঐ পত্রেও সেই বিবরণ লেখা থাকিবে, ও ৯২ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, সমন লইয়া যদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে, ঐ পত্রও লইয়া সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে।

তদ্রূপ পত্র পাঠাইবার নিয়মের কথা।

৯২ ধারা। উক্ত প্রকারে সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দেওয়া গেলে, তাহা প্রতিবাদীর নিকট ডাকযোগে চালান হইতে, কিম্বা আদালতের মনোনীত বিশেষ হরকরার দ্বারা, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে, পাঠান যাইতে পারিবে, কিন্তু প্রতিবাদীর নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক থাকিলে, পত্রখানি ঐ কর্ম্মকারককে দেওয়া বা তাঁহার নিকট পাঠান যাইতে পারিবে।

পরওয়ানা জারীকরণবিষয়ক বিধি।

যাঁহার অনুরোধে পরওয়ানা বাহির হয়, তাঁহার খরচে জারী করিবার কথা।

৯৩ ধারা। এই আইনমতে যে প্রত্যেক পরওয়ানা বাহির হয়, যে ব্যক্তির পক্ষে বাহির করা যায়, আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে তাঁহারই খরচে জারী করা যাইবে।

জারী করিবার খরচের কথা।

পরওয়ানা জারী করিবার নিমিত্ত আদালতের যে ফী আদায় হইতে পারে, পরওয়ানা বাহির হইবার আদালত যে সময় ধার্য্য করেন, সেই সময়ের মধ্যে তাহা আদায় করিতে হইবে।

নোটিস ও আজ্ঞাপত্র লিখিত হইয়া যে প্রকারে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

৯৪ ধারা। এই আইন দ্বারা কোন ব্যক্তির নামে নোটিস ও আজ্ঞা দিবার বা জারী করিবার আদেশ থাকিলে, তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও সমন জারী করিবার পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে জারী করা যাইবে।

ডাকমাশুলের কথা।

৯৫ ধারা। কোন নোটিস কি সমন কি পত্র এই আইনমতে বাহির হইয়া ডাকযোগে পাঠাইতে হইলে, ঐ পত্রাদি পাঠাইবার আদালত যে সময় ধার্য্য করেন, সেই সময়ের মধ্যে তাহার ডাকমাশুল ও তাহা রেজিষ্টরী করিবার ফী দিতে হইবে।

কিন্তু যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অনুমোদন পাইয়া ঐরূপ ডাকমাশুল বা ফী অথবা তদুভয় পাঠাইতে পারেন, কিম্বা পরিবর্ত্তে কোর্ট-ফী-সংক্রান্ত এক হারশ্রেণীর উপদেশ দিতে পারেন, তবে পূর্ব্বোক্ত বিধি খাটিবে না।

সপ্তম অধ্যায়।

উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফলবিষয়ক বিধি।

সমনে প্রতিবাদীর উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপণ হয়, সেই দিনে উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার কথা।

৯৬ ধারা। সমনপত্রে প্রতিবাদীর উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপিত থাকে, সেই দিনে উভয় পক্ষ নিজে কিংবা আপন আপন উকীলের দ্বারা আদালত ঘরে উপস্থিত হইবেন এবং আদালত মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া দিনান্তর নিরূপণ না করিলে, সেই দিনেই মোকদ্দমা শুনা যাইবে।

বাদী সমন জারী করিবার ফী না দেওয়াতে জারী না হইলে, মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিবার কথা।

৯৭ ধারা। সমন জারী করাইবার জন্যে আদালতে যে ফী আদায় হইতে পাবে, বাদী তাহা না দেওয়াতে ঐ সমন জারী হয় নাই, প্রতিবাদীর উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে ইহা দেখা গেলে আদালত মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু প্রতিবাদীকে সমন দেওয়া না গেলেও, যদি উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে তিনি নিজে উপস্থিত হন, কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি থাকিলে মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হন, তবে উক্ত প্রকারের আজ্ঞা করা যাইবে না।

কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে, মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিতে হইবার কথা।

৯৮ ধারা। প্রতিবাদীর উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে কিংবা সেই দিনে কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য দিন নিরূপণ করা গেলে, সেই দিনেও যদি কোন পক্ষ উপস্থিত না থাকেন, তবে বিচারপতি প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, মোকদ্দমা ডিস্মিস করা যাইবে। প্রকারান্তরের আজ্ঞা করিলে, তাঁহার আজ্ঞার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিতে হইবে।

উক্ত স্থলে বাদীর নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

কিংবা পুনর্বার নথির সামিল করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৯৯ ধারা। ৯৭ বা ৯৮ ধারার বিধানমতে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করা গেলে, বাদী মিয়াদের আইন প্রবল মানিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিংবা সমন জারী করিবার নিমিত্ত আদালতে যে ফী দিবার প্রয়োজন, নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা না দিবার, কিম্বা বিষয় বিশেষে উপস্থিত না হইবার বিশিষ্ট কারণ ছিল, বাদী ঐ মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, আদালত ডিস্মিস্ করিবার আজ্ঞা অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা চালাইবার দিন নিরূপণ করিবেন।

সমন জারী না হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর বাদী এক বৎসরের মধ্যে নূতন সমনের প্রার্থনা না করিলে, মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইবার কথা।

৯৯ ক ধারা। ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে কি পরে প্রতিবাদীকে কি কয়েকজন প্রতিবাদীর মধ্যে এক জনকে যে সমন দেওয়া যায়, তাহা জারী না হইয়া ফিরিয়া আসিলে, উক্তরূপ ফিরিয়া আসিবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে যদি বাদী নূতন সমন বাহির হইবার প্রার্থনা না করেন ও আদালতের হৃদ্বোধ না জন্মান যে, যে প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হয় নাই, তাহার বাসস্থান আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন, কিংবা উক্ত প্রতিবাদী পরওয়ানা জারী করণ এড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহা হইলে আদালত উক্ত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ডিসমিস্‌ করিতে পারিবেন।

এরূপ স্থলে বাদী মিয়াদের আইনের বিধান প্রবল মানিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কেবল বাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০০ ধারা। বাদী উপস্থিত হইলে ও প্রতিবাদী উপস্থিত না হইলে, কার্য্য এইরূপে চলিবে।

সমন নিয়মমতে দেওয়া গিয়া থাকিলে।

(ক) সমন নিয়মমতে জারী করা গিয়াছে, ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে (এক তরফা) কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

সমন নিয়মমতে দেওয়া না গেলে।

(খ) সমন নিয়মমতে যে দেওয়া গেল, ইহার প্রমাণ না হইলে, আদালত প্রতিবাদীর নামে দ্বিতীয় সমন বাহির করিয়া জারী করিবার আজ্ঞা করিবেন।

সমন জারী করা গেলেও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে জারী না হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

(গ) প্রতিবাদীকে সমন দেওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি যাহাতে সমনের নিরূপিত দিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতে পারেন, এমত উপযুক্ত সময় থাকিতে তাঁহাকে দেওয়া যায় নাই, ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত অন্য দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা শ্রবণের কার্য্য স্থগিত রাখিবেন ও প্রতিবাদীকে সেই দিনের নোটিস দিতে আজ্ঞা করিবেন।

যদি বাদীরই ত্রুটিপ্রযুক্ত সমন উপযুক্ত সময়ে জারী না হইয়া থাকে, তবে উক্ত প্রকারে অন্য দিন নিরূপণ করিবার নিমিত্ত যে খরচ হয়, আদালত তাঁহাকেই সেই খরচ দিতে আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমা স্থগিত হইয়া যে দিন নিরূপিত হয়, প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার উপযুক্ত কারণ জানাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০১ ধারা। একপক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিলে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিলে ও প্রতিবাদী সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার বিশিষ্ট কারণ জানাইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির যে নিয়মের আজ্ঞা করেন, সেই নিয়মানুসারে

ঐ মোকদ্দমায় উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে উপস্থিত হওয়ার ন্যায় প্রতিবাদীর উত্তর শুনা যাইবে।

কেবল প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০২ ধারা। প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে ও বাদী উপস্থিত না হইলে, আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিবেন। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর দাওয়া কি তাহার একাংশ স্বীকার করিলে, আদালত সেই স্বীকার-অনুসারে প্রতিবাদীর বিপক্ষে ডিক্রী করিবেন ও দাওয়ার একাংশ মাত্র স্বীকার করা গেলে, অবশিষ্ট অংশের পক্ষে মোকদ্দমা ডিসমিস করিবেন।

ত্রুটিপ্রযুক্ত বাদীর বিপক্ষে ডিক্রি হইলে, নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধার কথা।

১০৩ ধারা। ১০২ ধারাক্রমে সম্পূর্ণ মোকদ্দমা, কিম্বা একাংশ ডিসমিস করা গেলে, বাদী নালিশের সেই হেতু ধরিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি সেই ডিসমিস করণ অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন ও শ্রবণের জন্যে মোকদ্দমা যে দিনে তলব করা যায়, বিশিষ্ট কোন কারণে তাঁহার সেই দিনে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল, ইহার প্রমাণ করা গেলে, আদালত খরচার প্রভৃতির বিষয়ের বা প্রকারান্তরের যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন, এমত নিয়ম করিয়া সেই ডিস্‌মিস্ করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিয়া মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার দিন নিরূপণ করিবে।

বাদী উক্তরূপে প্রার্থনা করিবার নোটিস লিখিয়া প্রতিবাদীর নামে জারী না করাইলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইবে না।

প্রতিবাদী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করাতে উপস্থিত না হইলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৪ ধারা। প্রতিবাদী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে ও তাঁহার পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক না থাকিলে, যদি প্রতিবাদী মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিন কার্য্য স্থগিত হইলে মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত অন্য দিনে উপস্থিত না হন, তবে বাদী আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, আদালত যে প্রকারে ও যে নিয়মে বিহিত বোধ করেন, বাদীকে সেই প্রকারে ও সেই নিয়মানুসারে সেই মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার অনুমতি দেওনস্বরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অনেক জন বাদীর মধ্যে এক কি কয়েক জন উপস্থিত না হইলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৫ ধারা। একের অধিক জন বাদী থাকিলে ও তাঁহাদের এক কি কয়েকজন উপস্থিত হইলে ও অন্যেরা উপস্থিত না হইলে, যে বাদী কি বাদীরা উপস্থিত হন, আদালত তাঁহাদের অনুরোধে সকল বাদীর উপস্থিত হওয়ার ন্যায় মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হওয়ার অনুমতি দিতে ও যেরূপ আজ্ঞা করা বিহিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

অনেকজন প্রতিবাদীর মধ্যে এক কি কয়েকজন উপস্থিত না হইলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৬ ধারা। একের অধিকজন প্রতিবাদী থাকিলে ও তাঁহাদের এক কি কয়েকজন উপ-

স্থিত হইলে ও অন্য প্রতিবাদীবা উপস্থিত না হইলে, মোকদ্দমা চলিবে ও যে প্রতিবাদিগণ উপস্থিত হন নাই, আদালত নিষ্পত্তিকরণের সময়ে তাঁহাদের বিষযে যে আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন, করিবেন।

কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা থাকিলে ও উপযুক্ত কারণ না থাকিলে তিনি না আসিলে তাহার ফলের কথা।

১০৭ ধারা। বাদীর কি প্রতিবাদীর প্রতি ৬৬ ধারার কিম্বা ৪৩৬ ধারার বিধানমতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইলে, ও তিনি নিজে না আসিলে, কি আদালতের হৃদ্বোধমতে আপনার না আসিবার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে, অনুপস্থিত বাদীদের ও প্রতিবাদীদের প্রতি পূর্ব্বলিখিত ধারার যে সকল বিধান খাটে, তাঁহার প্রতিও সেই সকল বিধান খাটিবে।

এক পক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে যে ডিক্রী হয়, তাহা অসিদ্ধ করণ বিষয়ক বিধি।

প্রতিবাদী উপস্থিত না থাকিলে তাহার বিপক্ষে যে ডিক্রী হয়, তাহা অসিদ্ধ করিবার কথা।

১০৮ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কেবল বাদী উপস্থিত থাকিলে প্রতিবাদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইয়া থাকিলে, যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল, প্রতিবাদী সেই আদালতে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত যে সময়ে তলব করা গেল, উপযুক্ত কোন কারণে প্রতিবাদীর সেই সময়ে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল, কিংবা সমন নিয়মিতরূপে জারী করা হয় নাই, প্রতিবাদী আদালতের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মাইয়া দিলে, আদালত খরচার বিষয়ে ও আদালতে টাকা দেওন বা অন্য বিষয়ে যে নিয়ম করা উচিত জ্ঞান করেন, এমত নিয়ম করিয়া ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন ও মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার দিন নিরূপণ করিবেন।

বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস না দিলে ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে না হইবার কথা।

১০৯ ধারা। বিপক্ষ পক্ষের উপর নোটিস লিখিয়া জারী না করা গেলে, পূর্ব্বোক্ত কোন প্রার্থনামতে কোন ডিক্রী অসিদ্ধ করা যাইবে না।

অষ্টম অধ্যায়।

বর্ণনাপত্র ও দাওযার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

বর্ণনাপত্রের কথা।

১১০ ধারা। মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণকালে বা তৎপূর্ব্বে কোন সময়ে উভয় পক্ষ আপন আপন পক্ষের বর্ণনাপত্র দিতে পারিবেন, ও আদালত সেই বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করিয়া কাগজপত্রের মধ্যে রাখিবেন।

এক দাওয়ার বিপক্ষে অন্য দাওয়া উপস্থিত করা গেলে, বর্ণনাপত্রে তাহার বিবরণ লিখিবার কথা।

১১১ ধারা। টাকা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমায়, বাদী যে দাওয়া করেন, প্রতিবাদীও বাদীর সেই দাওয়ার বিপক্ষে, তাঁহার স্থানে আইনমতে আপনার প্রাপ্য নিশ্চিত কতক টাকার দাওয়া উপস্থিত করিলে এবং বাদীর মোকদ্দমার উভয় পক্ষের পরস্পর যদ্রূপ সম্বন্ধ থাকে, বাদীর বিপক্ষে প্রতিবাদীর সেই দাওয়াসম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ থাকিলে, প্রতিবাদী মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে, সেই দাওয়ার বিপরীত আপনার প্রাপ্য ঋণের বিবরণসূচক বর্ণনাপত্র দিতে পারিবেন, কিন্তু আদালতের অনুমতি না হইলে তৎপরে দিতে পারিবেন না।

অনুসন্ধান লইবার কথা।

তাহা হইলে আদালত সেই বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন এবং মোকদ্দমার এই ধারার পূর্ব্ব ভাগে সকল নিয়মপূর্ণ হইল, ও যত টাকার বিপরীত দাওয়া হইল, তাহা আদালতের টাকা সম্পর্কীয় বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত নয়, ইহা দেখিতে পাইলে, আদালত এক ঋণ হইতে অন্য ঋণ বাদ দিতে পারিবেন।

বাদ দেওয়ার ফলের কথা।

এক দাওয়ার বিপরীত অন্য দাওয়া উপস্থিত করিবার ফল মুজাহেমী মোকদ্দমার আবেদনপত্রের ফলের ন্যায় হইবে, তাহাতে আদালত একই মোকদ্দমায় আসল ও বিপরীত দাওয়ার চূড়ান্ত বিচার ব্যক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু ডিক্রীমতে কোন উকীলের যে খরচ প্রাপ্য হয়, ডিক্রী করা টাকার উপর তাহার সেই দাওয়ার বিঘ্ন হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ উইল লিখিয়া বলরামের পক্ষে ২০০০৲ টাকা নিরূপণ করিয়া চন্দ্রকে আপনার উইলের নিরূপিত কার্য্যসাধক ও অবশিষ্ট ধনের অধিকারী করিয়া যান। বলরাম মরিলে, দীননাথ তাঁহার দ্রব্য নিরূপণের অধিকারবিত্বপত্র লন। চন্দ্র ঐ দীননাথের জামিনস্বরূপ ১০০০৲ টাকা দেন। পরে আনন্দের দত্ত ঐ ২০০০৲ টাকা পাইবার জন্যে দীননাথ চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই স্থলে চন্দ্র জামিনস্বরূপ যে ১০০০৲ টাকা দিলেন ঐ ২০০০৲ টাকা হইতে তাহা বাদ দিবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, কারণ ঐ ১০০০৲ টাকা দেওন সম্পর্কে চন্দ্রের ও দীননাথের পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল, আনন্দের দত্ত ২০০০৲ টাকা সম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ ছিল না।

(খ) আনন্দ বলরামের টাকা ধারে ও উইল না লিখিয়া মরে। চন্দ্র আনন্দের দ্রব্যনিরূপণ করিবার অধিকারবিত্বপত্র লন ও চন্দ্রের স্থানে বলরাম সেই বিষয়ের একাংশ ক্রয় করেন। পরে চন্দ্র সেই ক্রীতদ্রব্যের মূল্য পাইবার জন্য বলরামের নামে নালিশ করেন। এই স্থলে বলরাম আনন্দের স্থানে টাকা পাইবেন বলিয়া ঐ দ্রব্যের মূল্য হইতে ঐ ঋণ বাদ দিবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, কারণ চন্দ্রের দুই প্রকারের সম্বন্ধ আছে, বলরামের নিকট তাঁহার বিক্রেতার সম্বন্ধ হেতুক বলরামের নামে নালিশ করেন ও আনন্দের নিকট তাঁহার স্থলাভিষিক্তস্বরূপ সম্বন্ধ আছে।

(গ) আনন্দ কোন হুণ্ডার উপর বলরামের নামে নালিশ করেন, তাহাতে বলরাম কহেন যে, আনন্দ আমার মালের উপর বাসাপত্র লইতে অন্যায়মতে তাচ্ছীল্য করিয়াছেন, ইহার হানিপূরণার্থে আমার নিকট দায়ী আছেন, উহার দাওয়ার বিপরীত ঐ হানিপূরণার্থ টাকার দাওয়া রাখিলাম। এই স্থলে কত টাকা দাওয়া করেন, ইহা নিশ্চয় না হওয়াতে তাহা বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে না।

(ঘ) আনন্দ ৫০০০৲ টাকার হুণ্ডীর উপর বলরামের নামে নালিশ করেন। বলরামের নিকট আনন্দের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী আছে। এই স্থলে উভয়ের দাওয়ার টাকা নিশ্চিত হওয়া প্রযুক্ত এক দাওয়ার বিপরীত অন্য দাওয়া উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) বলরাম অনধিকার প্রবেশ করাতে আনন্দ তাহার নামে হানিপূরণের নালিশ করেন। বলরামের নিকট আনন্দের ১০০০৲ টাকার খৎ আছে, তাহাতে বলরাম কহেন যে, আনন্দ এই মোকদ্দমায় যত টাকা পাইতে পারেন, সেই হাজার টাকা হইতে তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করি। তাহা করিতেও পারেন, কারণ আনন্দের পক্ষে ঐ হানিপূরণের আজ্ঞা হইলেই উভয়পক্ষের দাওয়ার টাকা নিশ্চিত হয়।

(চ) আনন্দ ও বলরাম ১০০০৲ টাকা পাইবার নিমিত্ত চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। চন্দ্র কেবল আনন্দের স্থানে যে ঋণ পাইবেন, তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

(ছ) আনন্দ ১০০০৲ টাকা পাইবার নিমিত্তে বলরামের ও চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, আনন্দের স্থানে একা বলরামের যে টাকা পাওনা হয়, তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

(জ) বলরাম ও চন্দ্র অংশিত্বভাবে কর্ম্ম করেন, আনন্দ ঐ ব্যবসায়-সম্পর্কে তাহাদের ১০০০৲ টাকা ধারেন। বলরাম মরিলে চন্দ্র বর্ত্তমান রহিলেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্য ভিন্ন নিজ চন্দ্রের নামে আনন্দ ১৫০০৲ টাকা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। চন্দ্র ঐ ব্যবসায়ের পক্ষে প্রাপ্য ১০০০৲ টাকা বাদ দিতে পারিবেন।

সম্প্র

প্রথম শ্রবণের পর বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইতে না পারিবার কথা।

১১২ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারায় নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের পরে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

কিন্তু আদালত কোন সময়েই কোন পক্ষের বর্ণনাপত্র কিম্বা অতিরিক্ত বর্ণনাপত্র দিবার আজ্ঞা করিতে ও সেই পত্র উপস্থিত করিবার সময় নিরূপণ করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

পরন্তু তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র দিবার আদেশ হইলে ও উপস্থিত করা গেলে, তাহার উত্তর দিবার জন্য আদালতের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক বর্ণনাপত্র, কিম্বা অতিরিক্ত বর্ণনাপত্র, যে কোন সময়েই গ্রাহ্য করিতে পারিবে।

আদালত কোন পক্ষের নিকট বর্ণনাপত্র চাহিলে ও তিনি না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৩ ধারা। উক্ত প্রকারে কোন পক্ষের প্রতি বর্ণনাপত্র দিবার আদেশ হইলেও, সেই পক্ষ আদালতের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পত্র উপস্থিত না করিলে, আদালত তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী করিতে, কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন, করিতে পারিবেন।

বর্ণনাপত্র যেরূপে লিখিতে হইবে, তাহার কথা।

১১৪ ধারা। মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ঐ বর্ণনাপত্র যত সংক্ষেপে লেখা যাইতে পারে, লেখা যাইবে। তাহা তর্ক বিতর্ক ভাবাপন্ন হইবে না, কিন্তু যে পক্ষ ঐ বর্ণনাপত্র লেখেন, কিম্বা যাহার পক্ষে তাহা লেখা যায়, তিনি মোকদ্দমার যে যে বৃত্তান্ত গুরুতর জ্ঞান করেন ও যাহা স্বীকার করেন, বা যাহার প্রমাণ করিতে আপনাকে সক্ষম জানেন, সাধ্যমতে কেবল সেই সেই বৃত্তান্ত সহজ বর্ণনার ভাবে লেখা যাইবে।

তদ্রূপ প্রত্যেক বর্ণনাপত্র দফা দফা করিয়া ভাগ করা যাইবে ও প্রত্যেক দফার ক্রমিক নম্বর দেওয়া যাইবে ও সাধ্যমতে প্রত্যেক দফায় স্বতন্ত্র উক্তি থাকিবে।

বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিত হইবার কথা।

১১৫ ধারা। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠ লিখিবার যে যে বিধান পূর্ব্বে হইয়াছে, বর্ণনাপত্রেও সেই সেই বিধানমতে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠের কথা লিখিতে হইবে। তদ্রূপে স্বাক্ষর করা ও সত্যপাঠ লেখা না গেলে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

বর্ণনাপত্রে তর্কবিতর্ক, কিম্বা অতি বিস্তারিত, কি অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১১৬ ধারা। বর্ণনাপত্র আদালতের আজ্ঞামতে, কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া গেলেও আদালতের বিবেচনামতে সেই পত্র তর্কবিতর্কের ভাবাপন্ন, কিম্বা অতি বিস্তৃত, কিম্বা তন্মধ্যে মোকদ্দমার অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে, আদালত তৎকালে তৎস্থানেই তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন, কিম্বা পৃষ্ঠে আজ্ঞা লিখিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে, কিম্বা খরচার বিষয়ে বা অন্য প্রকারের যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, এমত নিয়ম ধার্য্য করিয়া যে ব্যক্তি লিখিয়া দিলেন, তাঁহার দ্বারা আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিবার নিমিত্তে তাহা ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

সংশোধনের সাক্ষীর কথা।

এই ধারামতে সংশোধন করা গেলে বিচারপতি সাক্ষিস্বরূপ ঐ সংশোধিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন।

অগ্রাহ্য করণের ফলের কথা।

এই ধারামতে বর্ণনাপত্র অগ্রাহ্য হইলে, যে ব্যক্তি তাহা লিখিয়া দিলেন, আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা কি অনুমতি না থাকিলে, তিনি অন্য বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবেন না।

নবম অধ্যায়।

আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা গ্রহণবিষয়ক বিধি।

আবেদনপত্রে ও বর্ণনাপত্রে যে উক্তি হইয়াছে, তাহা স্বীকার বা অস্বীকার হইল, তাহা জানিয়া লইবার কথা।

১১৭ ধারা। আবেদনপত্রে বৃত্তান্তের যে উক্তি হইয়াছে, প্রতিবাদী তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করেন, আদালত মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণকালে প্রতিবাদীর, কিম্বা তাঁহার উকিলের নিকট, এই কথা জানিয়া লইবেন, এবং বিপক্ষ পক্ষ কোন বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিলে, তন্মধ্যে যে বৃত্তান্তের উক্তি যে পক্ষের বিপক্ষে করা যায়, সেই পক্ষ স্পষ্টই কি কথার আবশ্যক ভাবানুসারে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার না করিয়া থাকিলে, ঐ পক্ষ সেই উক্তি স্বীকার বা অস্বীকার করেন, আদালত তাঁহার কিম্বা তদীয় উকীলের নিকট ইহা জানিয়া লইবেন। ও স্বীকার বা অস্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করেন।

এক পক্ষের কিম্বা সঙ্গী ব্যক্তির কি উকীলের বাচনিক পরীক্ষার কথা।

১১৮ ধারা। মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ শুনিবার অন্য কোন সময়ে, কোন পক্ষ আদালতে স্বয়ং আসিলে, কিম্বা তথায় উপস্থিত থাকিলে, আদালত তাঁহার কিম্বা যিনি মোকদ্দমা সম্পৃক্তীয় কোন গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, ঐ পক্ষের কি তাঁহার উকীলের সঙ্গী এমত অন্য ব্যক্তির বাচনিক পরীক্ষা লইতে পারিবেন। এবং আদালত ঐ সাক্ষ্য লওন সময়ে উচিত বোধ করিলে, কোন পক্ষের প্রস্তাবিত প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

পরীক্ষার মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবার কথা।

১১৯ ধারা। বিচারপতি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবেন ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

উকীল উত্তর না দিলে, কি দিতে না পারিলে, তাহার ফলের কথা।

১২০ ধারা। কোন পক্ষ উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে, ও আদালতের বিবেচনামতে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সেই পক্ষের উচিত ও নিজ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা গেলে, দিতে পারিতেন, ঐ উকীল এমত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা দিতে না পারিলে, আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে ঐ পক্ষকে নিজে আসিতে আজ্ঞা দিবেন।

সেই পক্ষ, বৈধ কারণ না থাকিলেও সেই নিরূপিত দিনে আপনি না আসিলে, আদালত তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী করিতে, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

দশম অধ্যায়।

সন্ধান লওন দলীল গ্রাহ্য ও দৃষ্টি ও উপস্থিত করণ ও আটক রাখন ও ফিরিয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

প্রশ্ন লিখিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১২১ ধারা। কোন পক্ষ আদালতের অনুমতি পাইয়া কোন সময়েই আদালতের দ্বারা বিপক্ষ পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে, কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের মধ্যে একের অধিক জন থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক কি কএক জনকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে, প্রশ্ন লিখিয়া দিতে পারিবেন, ও যে ব্যক্তির যে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, ঐ প্রশ্নপত্রের তলভাগে ইহার নোটও লিখিবেন।

কিন্তু আদালতের অনুমতি না হইলে, কোন পক্ষ একই ব্যক্তিকে এক প্রস্থ প্রশ্নের অধিক দিবেন না। এবং প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বে বর্ণনাপত্র না দিয়া থাকেন ও সেই বর্ণনাপত্র প্রাপ্ত হইয়া যদি কাগজপত্রের মধ্যে না দেওয়া যায়, তবে ঐ প্রতিবাদী বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রশ্ন দিতে পারিবেন না।

প্রশ্ন জারী হওনের কথা।

১২২ ধারা। যে পক্ষের নিকট প্রশ্ন করা যাইবে, তাঁহার উকীল থাকিলে, ১২১ ধারামতে যে প্রশ্নপত্র উপস্থিত করা যায়, তাহা তাঁহার উপর জারী করা যাইবে, কিংবা সমন জারী করিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে জারী করা যাইবে, ও শেষোক্ত স্থলে ৭৯ ও ৮০ ও ৮১ ও ৮২ ধারার বিধান যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

প্রশ্ন দেওনের ঔচিত্য বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

১২৩ ধারা। মোকদ্দমার খরচা ধার্য্য করণ সময়ে আদালত কোন পক্ষের অনুরোধে ঐ প্রশ্ন দেওয়ার ঔচিত্য বিষয়ে অনুসন্ধান লইবেন বা লওয়াইবেন, ও সেই প্রশ্ন অসঙ্গত কিংবা ক্লেশজনক কিংবা অত্যন্ত দীর্ঘভাবে লেখা গেল বোধ করিলে, ঐ ঐ প্রশ্ন ও উত্তর হেতুক যে খরচ লাগে, তাহা উক্ত বিষয়ের দোষী ব্যক্তির দিতে হইবে।

সমবেত সমাজের, কি কোম্পানির কর্ম্মকারকের নামে প্রশ্নপত্র জারী করিবার কথা।

১২৪ ধারা। সমবেত সমাজ, কিংবা সমবেত হইলে বা না হইলেও জাইন্ট-ষ্টাক-কোম্পানি, কিংবা সমাজবদ্ধ অন্য যে ব্যক্তিরা আইনমতে আপনাদের সাধারণ নামে কিংবা কোন কর্ম্মকারকের, কি অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন, কিংবা সেই প্রকারে যাহাদের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত ব্যক্তিরা মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে, বিপক্ষ পক্ষের কোন ব্যক্তি ঐ সমবেত সমাজের, কি কোম্পানির, কি সমাজবদ্ধ ব্যক্তিদের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির কি কার্য্যকারকের নামে প্রশ্ন লিখিয়া দিবার অনুমতি প্রাপণার্থে আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও তদনুসারে আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

অপ্রাসঙ্গিক প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর না দিবার ক্ষমতার কথা।

১২৫ ধারা। কোন পক্ষের প্রতি নিজের, কিংবা সমাজবদ্ধ উক্ত কোন ব্যক্তির, কি কার্য্যকারকের দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিবার আদেশ থাকিলে, তিনি তন্মধ্যে কোন প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, কিংবা প্রকৃতপ্রস্তাবে মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে করা যায় নাই, কিংবা যে বিষয়ের প্রশ্ন হইতেছে, মোকদ্দমার তাৎকালিক অবস্থায় তাহা উপযুক্তমতে গুরুতর নয়, এই কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন কারণে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

উত্তরস্বরূপ আফিডেবিট অর্পণ করিবার সময়ের কথা।

১২৬ ধারা। প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত হওয়ার তারিখ অবধি দশ দিনের মধ্যে, কিম্বা আদালত আর যত দিনের অনুমতি দেন, তত দিনের মধ্যে, আফিডেবিট দ্বারা প্রশ্নের উত্তর আদালতে অর্পণ করা যাইবে।

কোন পক্ষ প্রচুরমতে উত্তর না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১২৭ ধারা। যাঁহার নিকট প্রশ্ন করা যায়, তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর না দিলে, কিম্বা দিব না বলিলে, কিম্বা অপ্রচুরমতে উত্তর দিলে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ঐ উত্তর দেওনের, কিম্বা বিষয়-বিশেষে আরও উত্তর দেওনের আজ্ঞার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন ও আফি-ডেবিট দ্বারা, কিম্বা বিচারপতি আদেশ করিলে, বাচনিক পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রতি উত্তর দিবার কি আরও উত্তর দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে; কিন্তু ১২৫ ধারামতে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নাই, বিচারপতি এমত জ্ঞান করিলে সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার আজ্ঞা করি-বেন না।

দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করণের দাওয়া করিতে পারিবার কথা।

১২৮ ধারা। মোকদ্দমা শ্রবণের পূর্ব্বে, দশ দিনের অন্যূন সঙ্গত কোন সময়ে, কোন এক পক্ষ আদালতের দ্বারা অন্য পক্ষের নামে নোটিস দিয়া প্রমাণস্বরূপ কোন দলীল গ্রাহ্য হওয়ার ন্যায্য সকল আপত্তি প্রবল মানিয়া মোকদ্দমার পক্ষে গুরুতর কোন দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন।

দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করার কথা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও অন্য পক্ষ কি তাঁহার উকীল তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতে অর্পণ করা যাইবে।

যদি উক্ত প্রকারের নোটিস না দেওয়া যায়, তবে বিচারপতি প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে ঐ দলীল প্রমাণ করিবার কোন খরচার অনুমতি হইবে না।

সেই নোটিস দেওয়া গেলে পর, চারি দিনের মধ্যে তদনুযায়ী কার্য্য না করা গেলে ও বিচার-পতি দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত জ্ঞান করিলে মোকদ্দমার যে ফল হউক, যে পক্ষ অসম্মত হইলেন, ঐ দলীল প্রমাণ করিবার খরচ তাঁহারই দিতে হইবে।

দলীলের সন্ধান লইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কথা।

১২৯ ধারা। মোকদ্দমাসংক্রান্ত কোন বিষয়সম্পর্কীয় যে যে দলীল মোকদ্দমার কোন পক্ষের অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে আছে বা ছিল, আদালত ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবার কোন সময়ে তাঁহার প্রতি আফিডেবিটক্রমে সেই সকল দলীল নির্দেশ করিয়া জানাইবার আজ্ঞা

করিতে পারিবেন এবং মোকদ্দমার কোন পক্ষ প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালতে তদ্রূপ আজ্ঞা হওয়ার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ আজ্ঞার উত্তরস্বরূপ আফিডেবিটের কথা।

যে ব্যক্তি ঐ নির্দ্দেশসূচক বাক্য কহেন, তাঁহার ঐ আফিডেবিটের উল্লিখিত দলীলের মধ্যে কোন দলীল উপস্থিত করিবার আপত্তি থাকিলে, উক্ত প্রত্যেক আফিডেবিটে তাহার বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিবেন ও তাঁহার আপত্তির হেতু লিখিবেন।

মোকদ্দমার চলন সময়ে দলীল উপস্থিত করণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩০ ধারা। কোন মোকদ্দমার উপস্থিত থাকনের কোন সময়ে আদালত ঐ মোকদ্দমা কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন পক্ষের অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন যে যে দলীল উপস্থিত করা উচিত বোধ করেন, ঐ পক্ষের প্রতি তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, দলীল উপস্থিত করা গেলে, তাহা লইয়া যদ্রূপ ন্যায্য জ্ঞান করেন, করিতে পারিবেন।

আবেদনপত্রাদিতে যে দলীলের উল্লেখ হয়, তাহা দেখিবার জন্য উপস্থিত করিবার নোটিসের কথা।

১৩১ ধারা। মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমা শ্রবণ হওয়ার পূর্ব্বে, কি শ্রবণকালীন কোন সময়ে, আদালতের দ্বারা তাঁহাকে এই নোটিস দিতে পারিবেন যে, ঐ নোটিসদাতার কি তাঁহার উকীলের দেখিবার নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট দলীল উপস্থিত করেন, ও তাঁহাকে কি তাঁহার উকীলকে ঐ দলীল নকল করিয়া লইবার অনুমতি দেন।

ঐ নোটিস-অনুসারে কার্য্য না করিবার ফলের কথা।

কোন পক্ষ যদি উক্ত নোটিস-অনুসারে কার্য্য না করেন, তবে ঐ দলীল কেবল আপনার স্বত্বসম্পর্কীয় দলীল, কিম্বা ঐ নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিবার অন্য ও উপযুক্ত কারণ ছিল, আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথা না জানাইলে, তিনি পশ্চাৎ ঐ মোকদ্দমায় আপনার স্বপক্ষ প্রমাণস্বরূপ ঐ দলীল উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

কোন পক্ষ উক্ত নোটিস পাইলে ঐ দলীল যে স্থানে যে সময়ে দেখা যাইতে পারে, ইহার নোটিস তাঁহার দিতে হইবার কথা।

১৩২ ধারা। যে পক্ষকে উক্ত নোটিস দেওয়া যায়, তিনি তাহা পাইলে পর, দশ দিনের মধ্যে ঐ নোটিসদাতাকে আদালতের দ্বারা এই মর্ম্মের নোটিস দিবেন যে, এই নোটিস দেওয়া গেলে পর তিন দিনের মধ্যে ঐ দলীল, কিম্বা তাঁহার যে যে দলীল দেখাইবার আপত্তি নাই, তাহা আপন উকীলের আফিসে কিম্বা সুবিধাজনক অন্য স্থানে দেখা যাইতে পারিবে ও কোন দলীল দেখাইতে আপত্তি করিলে, সেই দলীল নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপনার আপত্তির কারণ জানাইবেন।

দেখাইতে আজ্ঞা হওয়ার প্রার্থনার কথা।

১৩৩ ধারা। যে পক্ষের প্রতি ১৩১ ধারামতে নোটিস দেওয়া যায়, তিনি ১৩২ ধারামতে দলীল দেখিবার সময়ের নোটিস না দিলে, কিম্বা দেখাইবার আপত্তি করিলে, কিম্বা দেখিবার

অসুবিধার স্থান জানাইলে, যে পক্ষ তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আদালতের নিকট তাহা দেখিতে পাইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনা আফিডেবিটমূলক হওয়ার কথা।

১৩৪ ধারা। যাঁহার বিপক্ষে উক্ত প্রার্থনা করা যায়, তাঁহার আবেদনপত্রের কি বর্ণনা-পত্রের কি আফিডেবিটের উল্লিখিত দলীল ভিন্ন কিম্বা তাঁহার দলীলের আফিডেবিটে যে যে দলীলের কথা প্রকাশ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন কোন দলীলসম্পর্কীয় উক্ত প্রার্থনাপত্র আফিডেবিটমূলক হইবে, তন্মধ্যে (ক) যে যে দলীল দেখিতে প্রার্থনা হয় ও (খ) প্রার্থকের সেই দলীল দেখিবার অধিকার আছে, ও (গ) যে পক্ষের বিপক্ষে ঐ প্রার্থনা করা যায়, দলীল তাঁহার অধিকারে কিংবা ক্ষমতাধীনে আছে, এই এই কথা ব্যক্ত থাকিবে।

কোন ইসুর কি বিবাদীয় বিষয়ের উপর দলীল দেখাইয়া লইবার স্বত্বের নির্ভর থাকিলে, তাহা প্রথমে নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩৫ ধারা। যে পক্ষের নিকট কোন প্রকারের দলীলের সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার চেষ্টা হয়, তিনি তদ্বিষয়ে কিংবা তাহার কোন অংশ বিষয়ে আপত্তি করিলে, এবং মোকদ্দমায় কোন ইসুর কি বিবাদীয় কোন বিষয়ের নির্ণয়ের উপর ঐ সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্ব নির্ভর করে, কিম্বা অন্য কোন কারণে, সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্ব নির্ণয়ের পূর্ব্বে, উক্ত কোন ইসু কি বিবাদীয় বিষয় নির্ণয় করা বিহিত, আদালত ইহা স্ববোধমতে জানিলে, প্রথমে ঐ ইসু কি বিবাদীয় বিষয় নির্ণয় করিবার ও পশ্চাৎ সন্ধান জানিবার, কি দলীল দেখিয়া লইবার কথা নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিবেন।

উত্তর না দিবার কি দলীল না দেখাইবার ফলের কথা।

১৩৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে প্রশ্নের উত্তর দিবার, কিংবা দলীলের সন্ধান জানাইবার, কিংবা দলীল উপস্থিত করাইবার, কি দেখাইবার যে আজ্ঞা করা যায়, সেই আজ্ঞাপত্র নিয়ম-মতে দেওয়া গেলেও, যদি কোন পক্ষ সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করেন, তবে বাদী হইলে, মোকদ্দমা চালাইবার ত্রুটিপ্রযুক্ত তাঁহার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইতে পারিবে, প্রতিবাদী হইলে তাঁহার উত্তর দেওয়া গিয়া থাকিলেও, তাহা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে ও তাঁহার উপস্থিত হইয়া উত্তর না দেওয়ার তুল্য অবস্থা হইবে।

ও যে পক্ষ প্রশ্ন করেন, কি সন্ধান জানিতে, কি দলীল উপস্থিত করাইতে, কি দেখিতে চেষ্টা করেন, তিনি আদালতের নিকট সেই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আদালত তদনুসারে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মতে প্রশ্নের উত্তর দিবার, কিংবা দলীলের সন্ধান জানাইবার, কি দলীল উপস্থিত করাইবার, কি দেখাইবার আজ্ঞাপত্র নিজ কোন পক্ষকে দেওয়া গেলেও, যদি তিনি সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করেন, তবে তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারামতেও অপরাধের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

আপনার কিংবা অন্য আদালতের কাগজপত্র হইতে কাগজপত্র আনাইতে পারিবার কথা।

১৩৭ ধারা। আদালত স্বীয় প্রবৃত্তিমতে, এবং মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে স্বীয় বিবেচনামতে, আপনার কাগজপত্রের মধ্য হইতে, কিংবা অন্য কোন আদালত হইতে অন্য কোন মোকদ্দমার কি মোকদ্দমাঘটিত ব্যাপারের কাগজপত্র আনাইয়া দেখিতে পারিবেন।

আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে, যে মোকদ্দমার সম্পর্কে ঐ প্রার্থনা করা যায়, সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে ঐ কাগজপত্র যে কারণে প্রয়োজনীয় হয়, ও যে কাগজপত্রে কিংবা তাহার যে অংশে প্রার্থকের প্রয়োজন থাকে, অসঙ্গত বিলম্ব কি খরচ না হইলে তিনি নিয়মমতে প্রমাণীকৃত সেই পত্রের নকল পাইতে পারেন না, কিংবা ন্যায় বিচার হেতুক আসল দলীল উপস্থিত করা আবশ্যক, ইহা দেখাইবার জন্যে এই ধারামত প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় প্রার্থকের, কিংবা তাঁহার উকীলের আফিডেবিটও দিতে হইবে।

১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক আইনমতে যে দলীল মোকদ্দমায় গ্রাহ্য হইতে না পারে, এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালত সেই দলীল প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন, এমত জ্ঞান হইবে না।

প্রথম শ্রবণের সময়ে লিখিত প্রমাণ প্রস্তুত রাখিবার কথা।

১৩৮ ধারা। পূর্ব্বে যে দলীল আদালতে অর্পণ করা যায় নাই, এইরূপ নানা প্রকারের যে সকল দলীল উভয় পক্ষের অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকে ও যাহার উপর তাঁহারা নির্ভর করিত কল্পনা করেন, এবং আদালত মোকদ্দমা শ্রবণের পূর্ব্বে কোন সময়ে যে সকল দলীল উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিলেন, ঐ উভয় পক্ষ কিংবা তাঁহাদের উকীলেরা মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ সময়ে, তাহা সঙ্গে করিয়া আনিবেন ও প্রস্তুত রাখিয়া আদালতের আদেশ হইলেও দেখাইবেন।

দলীল উপস্থিত না করিবার ফলের কথা।

১৩৯ ধারা। কোন পক্ষের অধিকার গত, কিংবা ক্ষমতাধীন যে দলীল ১৩৮ ধারার আদেশমতে উপস্থিত করা উচিত ছিল, তাহা উপস্থিত না করা গেলে ও তাহা উপস্থিত না করিবার বিশিষ্ট কারণ আদালতের হৃদ্বোধমতে দর্শান না গেলে, তৎপরে ঐ মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। বিচারপতি তদ্রূপ কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করিলে, তাহা গ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

আদালতের দলীল গ্রাহ্য করিবার কথা।

১৪০ ধারা। উভয় পক্ষ প্রথম শ্রবণের সময়ে যে সকল দলীল উপস্থিত করেন, আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু এক এক পক্ষ যে সকল দলীল উপস্থিত করেন, তাহার সঙ্গে ঐ সকল দলীলের পরিশুদ্ধ নির্ঘণ্টপত্রও দিতে হইবে। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে যে পাঠ নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ নির্ঘণ্টপত্র সেই পাঠে প্রস্তুত করা যাইবে।

অপ্রাসঙ্গিক কি গ্রাহ্য হওয়ার অনুপযুক্ত দলীল অগ্রাহ্য করিবার কথা।

আদালত কোন দলীল অপ্রাসঙ্গিক কিংবা অন্য কারণে গ্রাহ্য হওয়ার অনুপযুক্ত জ্ঞান

করিলে, তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া, মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

যে সকল দলীল প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে পৃষ্ঠলিপি লিখিবার কথা।

১৪১ ধারা। (১) মোকদ্দমায় যে সকল দলীল প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়, তাহার প্রত্যেকের পৃষ্ঠে ঠিক পরবর্ত্তী প্রকরণের বিধানের অধীনে, নিম্নলিখিত বিবরণগুলি লিখিত হইবে, অর্থাৎ—

(ক) মোকদ্দমার নম্বর ও নাম।

(খ) যে ব্যক্তি দলীল উপস্থিত করেন, তাঁহার নাম।

(গ) যে তারিখে উহা উপস্থিত করা হইয়াছে, সেই তারিখ, এবং

(ঘ) উহা এইরূপে গৃহীত হইবার কথা। এবং পৃষ্ঠলিপিটি জজ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) এই রূপে গৃহীত কোন দলীল যদি কোন বহি, হিসাব, বা রেকর্ডের লিখিত দফা হয় এবং ঠিক পরবর্ত্তী ধারানুসারে উহার একটি নকল আসলের পরিবর্ত্তে দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি ঐ নকলের পৃষ্ঠে লিখিতে হইবে এবং তদুপরিস্থিত পৃষ্ঠলিপি জজ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

গৃহীত বহিতে, হিসাবে ও রেকর্ডে লিখিত দফার নকলে পৃষ্ঠলিপি লিখিবার কথা।

১৪১ ক ধারা। (১) মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ গৃহীত কোন দলীল যদি নিত্য ব্যবহারের কোন দোকান বহি বা অপর হিসাবের লিখিত দফা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তির পক্ষে ঐ হিসাব উপস্থিত করা হয়, তিনি ঐ লিখিত দফার একটি নকল দিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ দলিল যদি কোন সরকারী আপিস হইতে বা কোন সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক উপস্থিত করা, কোন সরকারী রেকর্ডের লিখিত দফা হয়, অথবা এমন কোন বহি বা হিসাবের লিখিত দফা হয়, যাহা যে ব্যক্তির পক্ষে ঐ বহি বা হিসাব উপস্থিত করা হয়, তাহা হইতে ভিন্ন কোন ব্যক্তির বহি বা হিসাব হয়, তাহা হইলে আদালত এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে—

(১) যদি ঐ রেকর্ড, বহি বা হিসাব কোন ব্যক্তির পক্ষে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক, এবং

(২) যদি আদালতের আপন ইচ্ছানুসারে প্রদত্ত কোন হুকুমের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ রেকার্ড, বহি বা হিসাব উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে দুই পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ কর্ত্তৃক বা যে কোন পক্ষ কর্ত্তৃক—ঐ লিখিত দফার একটি নকল দেওয়া যাইবে।

(৩)* যখন এই ধারার পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানানুসারে কোন লিখিত দফার নকল দেওয়া হয়, তখন আদালত ৬২ ধারার লিখিত মত প্রকারে, ঐ নকল পরীক্ষা করাইয়া মিলাইয়া এবং সাক্ষ্যস্বরূপ স্বাক্ষরিত করাইয়া তাহার পর ঐ লিখিত দফা চিহ্নিত করিবেন এবং যে বহি, হিসাব রেকর্ডে উহা থাকে, যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করেন, তাঁহাকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়াইবেন।

প্রমাণস্বরূপ গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া যে সকল দলিল অগ্রাহ্য করা হয় তাহাতে পৃষ্ঠলিপি লিখিবার কথা।

১৪২ ধারা। কোন এক পক্ষ প্রমাণ বলিয়া যে দলিলের উপর নির্ভর করেন, আদালত

তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহার পৃষ্ঠে ১৪১ ধারার (১) প্রকরণের (ক) (খ) ও (গ) দফার লিখিত বিবরণগুলি এবং তাহা অগ্রাহ্য হইবার কথা লিখিত হইবে এবং ঐ পৃষ্ঠলিপি জজ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

গৃহীত দলীল নথিভুক্ত করিবার এবং অগ্রাহ্য করা দলীল ফেরত দিবার কথা।

১৪২ক ধারা। (১) প্রত্যেক প্রমাণস্বরূপ গৃহীত দলীল এবং ১৪১ক ধারানুসারে আসলের পরিবর্ত্তে উহার নকল দেওয়া হইলে, ঐ নকল মোকদ্দমার নথীর অংশ হইবে।

(২) যে সকল দলিল প্রমাণস্বরূপ গৃহীত না হয়, তাহা নথির অংশ হইবে না এবং যে যে ব্যক্তি ঐ সকল দলীল উপস্থিত করেন সেই ব্যক্তিকে ক্রমানুসারে সেই সকল দলীল ফেরত দেওয়া যাইবে।

কোন দলীল আটক করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৪৩ ধারা। কোন মোকদ্দমায় যে দলীল কি বহী আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, ৬২ ধারায় ১৪০ক ধারার (৩) প্রকরণে বা ১৪২ক ধারার (২) প্রকরণে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, আদালত উপযুক্ত কারণ জানিলে, তাহা আটক করিয়া, যত দিন ও যে নিয়মাধীনে উচিত বোধ করেন, তত দিন ও সেই নিয়মানুসারে, আদালতের কোন আমলার জিম্মায় রাখিতে পারিবেন।

প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয়, আপীলের মিয়াদ গত হইলে তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।

১৪৪ ধারা। যে মোকদ্দমার আপীল করিবার অনুমতি নাই, সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর, যে মোকদ্দমায় আপীল করিবার অনুমতি আছে, সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীল করিবার মিয়াদ গত হইলে পর কিংবা আপীল উপস্থিত করা গেলে, সেই আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর, কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার একপক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমায় যে দলীল উপস্থিত করিলেন ও যাহা কাগজপত্রের মধ্যে রাখা গেল, তাহা ফিরিয়া পাইতে চাহিলে, ১৪৩ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে, তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে।

নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে দলীল ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবার কথা।

পরন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ঘটনার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি দলীল ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারককে আসল দলীলের পরিবর্ত্তে ঐ দলীলের সংসিদ্ধ নকল দিলে, দলীলখানি ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

স্থল বিশেষে দলীল ফিরিয়া দিতে না হইবার কথা।

আরও ডিক্রীর বলে কোন দলীল ব্যর্থ কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে, সেই দলীল ফিরিয়া দেওয়া যাইবে না।

দলীল ফিরিয়া দেওয়া গেলে রসীদ লইবার কথা।

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদ বহী রাখা যাইবে, প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয়, তাহা ফিরিয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান, তিনি ঐ বহীতে রসিদ লিখিয়া দিবেন।

দলীল বিষয়ক বিধান অন্য অন্য পদার্থেরও প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

১৪৫ ধারা। এই আইনগত দলীল বিষয়ক সকল বিধান, প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা অন্য সকল দ্রব্যেরও প্রতি যতদূর বর্ত্তিতে পারে, বর্ত্তিবে।

একাদশ অধ্যায়।

ইস্যু নির্ণয় করণ-বিষয়ক বিধি।

ইস্যু নিরূপণের কথা।

১৪৬ ধারা। এক পক্ষ বৃত্তান্ত কি আইন ঘটিত কোন গুরুতর প্রসঙ্গ করিলে ও অপর পক্ষ তাহা অস্বীকার করিলে, ইস্যুর উত্থাপন হয়।

মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের স্বত্ব দেখাইবার জন্যে বাদীর আইন বা বৃত্তান্তঘটিত যে প্রসঙ্গ ব্যক্ত করা আবশ্যক, তাহাই গুরুতর প্রসঙ্গ।

এক পক্ষ যাহা ব্যক্ত করেন, অন্য পক্ষ যাহা অস্বীকার করেন, এমত প্রত্যেক গুরুতর প্রসঙ্গ লইয়া একটী একটী ইস্যু হয়।

ইস্যু দুই প্রকারের (১) বৃত্তান্তঘটিত, (২) আইনঘটিত।

মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে আদালত, আবেদনপত্র এবং বর্ণনাপত্র থাকিলে তাহা পাঠ করিয়া, ও উভয় পক্ষের যেরূপ পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা লইয়া বৃত্তান্ত কিংবা আইনঘটিত যে যে গুরুতর প্রসঙ্গ ধরিয়া উভয় পক্ষের অনৈক্য হয়, ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবেন, ও যে যে ইস্যুর উপর স্বীয় বিবেচনানুসারে মোকদ্দমার ন্যায্য নিষ্পত্তির নির্ভর থাকে, সেই সেই ইস্যু ধার্য্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

একই মোকদ্দমায় আইন এবং বৃত্তান্তঘটিত ইস্যু উত্থাপিত হইলে, কেবল আইনঘটিত ইস্যু ধরিয়া কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারে, আদালতের এই বিবেচনা থাকিলে, তিনি প্রথমে সেই ইস্যুর বিচার করিবেন ও তদ্ধেতুক উচিত বোধ করিলে আইনঘটিত ইস্যু যত কাল নির্ণয় না হয়, তত কাল বৃত্তান্তঘটিত ইস্যু স্থির করিতে বিলম্ব করিবেন।

প্রতিবাদী মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে উত্তর না দিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের প্রতি ইস্যু ধার্য্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ নাই।

যে যে বাক্য ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য হইতে পারে, তাহার কথা।

১৪৭ ধারা। আদালত নিম্নলিখিত সকল কি কোন বিষয় ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য করিতে পারিবেন,—

(ক) উভয় পক্ষ, কিম্বা তাঁহাদের সপক্ষে উপস্থিত কোন ব্যক্তিরা শপথ করিয়া কিম্বা ঐ ঐ পক্ষের কি ব্যক্তিদের উকীলেরা যে উক্তি করেন তাহা।

(খ) মোকদ্দমার আবেদনপত্রে, কিম্বা বর্ণনাপত্র দেওয়া গেলে, সেই পত্রে, কিম্বা মোকদ্দমায় যে প্রশ্নপত্র দেওয়া যায়, তাহার উত্তরস্বরূপ যে উক্তি থাকে তাহা।

(গ) কোন পক্ষ যে দলীল উপস্থিত করনে তাহার মর্ম্ম।

ইসু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে সাক্ষীদিগকে কি দলীল আদালতের পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা।

১৪৮ ধারা। আদালতের সম্মুখে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির পরীক্ষা না হইলে, কিম্বা মোকদ্দমায় যাহা উপস্থিত করা যায় নাই, এমত দলীল না দেখিলে, ইসু শুদ্ধরূপে ধার্য্য করা যাইতে পারে না, আদালত এইরূপ বিবেচনা করিলে, অন্য দিন নিরূপণ করিয়া, সেই দিন পর্য্যন্ত ইসু ধার্য্য করিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের বিধি প্রবল মানিয়া, সমন কিম্বা অন্য পরওয়ানা দিয়া বলপূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইতে, কিম্বা দলীল যাঁহার হাতে থাকে, তাঁহার দ্বারা তাহা আনাইতে পারিবেন।

ইসু সংশোধন করিবার ও আরো ইসু লিখিবার ও ইসু উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৯ ধারা। আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন, সেই নিয়মানুসারে, ইসু সংশোধন করিতে, কিম্বা আর কোন ইসু ধার্য্য করিতে পারিবেন ও উভয় পক্ষের বিবাদ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যে সকল ইসু সংশোধন করা, কি নূতন যে ইসু ধার্য্য করা আবশ্যক, তাহাও সেই প্রকারে সংশোধন কি ধার্য্য করা যাইতে পারিবে।

আরও কোন ইসু অন্যায় মতে ধার্য্য, কি উপস্থিত করা গিয়াছে, আদালত এমত বোধ করিলে, ডিক্রী করিবার পূর্ব্ব কোন সময়ে তাহা উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

উভয় পক্ষের সম্মতি হইলে, বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত বিবাদের বিষয় ইসুর ন্যায় লেখা যাইতে পারিবার কথা।

১৫০ ধারা। উভয় পক্ষের মধ্যে বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত অমুক অমুক বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইবে বলিয়া উভয়ের এক মত থাকিলে, তাঁহারা ইসুস্বরূপ তাহা ব্যক্ত করিয়া এই মর্ম্মের নিয়মপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন যে,

(ক) আদালত ঐ ইসুর সপক্ষ বা বিপক্ষ নির্ণয় করিলে আমাদের এক পক্ষ তদনুসারে অন্য পক্ষকে এই নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট এত টাকা, কিম্বা আদালত যত টাকা নির্ণয় করেন, তত টাকা, কিম্বা আদালত যেরূপে আজ্ঞা করেন, সেইরূপে নির্ণীত টাকা দিব, অথবা আমাদের কোন এক পক্ষকে নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট কোন স্বত্বের স্বত্ববান, কিম্বা কোন দায়ের অধীন বলিয়া নির্ণয় করা যাইবে, অথবা

(খ) মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়, উক্ত প্রকারে যাহা নির্ণয় করা যায়, তদনুসারে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কিম্বা ঐ অন্য পক্ষের আদেশমতে ঐ নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট সেই সম্পত্তি দিবেন অথবা

(গ) নিয়মপত্রে বিবাদীয় বিষয়সংক্রান্ত যে বিশেষ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, উক্ত প্রকারে যাহা নির্ণয় হয়, তদনুসারে এক পক্ষ কি অন্য পক্ষ সেই কার্য্য করিবেন, কিম্বা কার্য্য করিতে নিরস্ত হইবেন।

ঐ নিয়মপত্র সরলভাবে সম্পাদন করা গেল, আদালত হইা স্থবোধমতে জানিলে বিচার জানাইবার কথা।

১৫১ ধারা। আদালত যে প্রকারের অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন, তাহা লইয়া,

(ক) উভয় পক্ষ নিয়মপত্র সম্পাদন করিলেন ও

(খ) উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি তাঁহাদের বিশিষ্ট স্বার্থ আছে ও

(গ) সেই বিবাদ বিচার ও নিষ্পত্তি করণের উপযুক্ত

ইহা সুবোধমতে জানিলে সেই ইসু লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, ও আদালতেরই দ্বারা ইসু ধার্য্য হইলে যে প্রকারে করিতেন, সেই প্রকারে আপনার নির্ণয় কি অভিমত জানাইবেন।

এবং সেই ইসু ধরিয়া যাহা নির্ণয় কি নিষ্পত্তি করেন, তদনুসারে ঐ নিয়মপত্রের নিয়মক্রমে বিচার জানাইতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে বিচার জ্ঞাত করা যায়, তদনুসারে ডিক্রী হইবে, ও মোকদ্দমায় বাদ প্রতিবাদ হইয়া সেই বিচার প্রচার হইলে, ডিক্রী যদ্রূপে জারী করা যাইত, যদ্রূপে জারী করা যাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম শ্রবণের সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ক বিধি।

আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ না হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

১৫২ ধারা। উভয় পক্ষের মধ্যে আইন বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ নাই, মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে ইহা দৃষ্ট হইলে, আদালত একেবারে বিচার জানাইতে পারিবেন।

অনেক জন প্রতিবাদী থাকিলে যদি বাদীর সঙ্গে তাহাদের এক জনের বিবাদ না হয়, তবে সেই স্থলের কথা।

১৫৩ ধারা। দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, এবং বাদীর সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে এক জনের আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ না থাকিলে, আদালত একেবারে সেই প্রতিবাদীর সপক্ষ কি বিপক্ষ বিচার জানাইতে পারিবেন, ও কেবল অন্য প্রতিবাদীদের বিপক্ষে মোকদ্দমা চলিবে।

আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ হইলে, আদালতে ইসু নির্ণয় করিতে ও বিচার জানাইতে পারিবেন, তদ্বিষয়ের কথা।

১৫৪ ধারা। আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ হইলে, এবং পূর্ব্ববিধানমতে আদালতকর্ত্তৃক ইসু ধার্য্য করা গেলে, ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত যে যে ইসু প্রচুর হয়, তৎসম্পর্কে উভয় পক্ষ তৎকালেই যে তর্ক, কি প্রমাণ উপস্থিত

জাবতে পারেন, তদ্ভিন্ন কোন তর্কের কি প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ও তৎকালেই মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হইলে কোন অন্যায়জনক ফলের সম্ভাবনা নাই, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ঐ ইস্যু স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইবেন,

ও কেবল ইস্যু ধার্য্য করিবার, কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন হইলেও ঐ ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় হয়, তাহা নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রচুর হইলে তদনুসারে বিচার জানাইতে পারিবেন।

কিন্তু কেবল ইস্যু ধার্য্য করিবার জন্যে সমন বাহির হইয়া থাকিলে, যেমন প্রয়োজন হয়, উভয় পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ আপত্তি না করেন,

তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয়, তদ্দ্বারাই নিষ্পত্তি হইতে না পারিলে, আদালত মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে আরও প্রমাণ উপস্থিত করিবার, কিম্বা আরও তর্ক করিবার জন্যে দিন নিরূপণ করিবেন।

কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলে, আদালতের বিচার জানাইতে, কিম্বা
অন্য দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে, পারিবার কথা।

১৫৫ ধারা। মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন বাহির হইয়া থাকিলে, ও কোন পক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করেন, উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও, তাহা উপস্থিত না করিলে, আদালত তৎকালেই বিচার জানাইতে পারিবেন।

অথবা যদি উচিত বোধ করেন, তবে ১৪৬ ধারামতে ইস্যু ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করিলে পর, সেই সেই ইস্যু ধরিয়া নিষ্পত্তি করিবার জন্যে যে প্রমাণের আবশ্যক, তাহা উপস্থিত করাইবার জন্যে, অন্য দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণবিষয়ক বিধি।

আদালতের অবকাশ দিবার কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর
নিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

১৫৬ ধারা। মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত উভয় পক্ষকে, কিম্বা তাঁহাদের কোন পক্ষকে অবকাশ দিতে, ও সময়ে সময়ে মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন।

দিনান্তর নিরূপণের খরচার কথা।

তদ্রূপ সকল স্থলে আদালত মোকদ্দমার আর আর কথা শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন ও দিনান্তর নিরূপণ করা প্রযুক্ত যে খরচা হয়, তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

পরন্তু প্রমাণ শুনিতে একবার আরম্ভ হইলে, আদালত কোন কারণে কার্য্য শ্রবণের দিনান্তর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে, উপস্থিত সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য যত কাল না লওয়া যায়, তত কাল মোকদ্দমার দিন শ্রবণ হইতে থাকিবে। স্থগিত রাখা আবশ্যক বোধ করিলে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

উভয় পক্ষ নিরূপিত দিনে না আইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৫৭ ধারা। মোকদ্দমা শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ করা গেলে, যদি উভয় পক্ষ, কি তাঁহাদের মধ্যে কোন পক্ষ, সেই দিনে উপস্থিত না হন, তবে সেই স্থলের উপলক্ষে, সপ্তম অধ্যায়ে যে যে প্রথার আজ্ঞা হইল, আদালত তাহার কোন এক প্রথামতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, কিম্বা অন্য যে আজ্ঞা করা বিহিত জ্ঞান করেন, করিতে পারিবেন।

কোন এক পক্ষ প্রমাণ প্রভৃতি উপস্থিত না করিলেও আদালতের
কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবার কথা।

১৫৮ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষকে অবকাশ দেওয়া গেলেও যদি তিনি আপনার প্রমাণ উপস্থিত করিতে, কিম্বা আপন সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইতে, কিম্বা মোকদ্দমা চালাইবার আবশ্যক অন্য যে কর্ম্মের নিমিত্ত অবকাশ দেওয়া গেল, সেই কর্ম্ম করিতে, ত্রুটি করেন, তবে ঐ ত্রুটি হইলেও আদালত অগৌণে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত লওন বিষয়ক বিধি।

সাক্ষ্য দিবার, কি দলীল দেখাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার সমনের কথা।

১৫৯ ধারা। কেবল ইস্যু স্থির করিবার, কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত, সমন দেওয়া বা পাঠান যাউক, প্রতিবাদীর উপর জারী করিবার জন্য সমন দেওয়া গেলে পর, ইস্যু ধার্য্য করিবার, কিংবা স্থল বিশেষে নিষ্পত্তি করিবার নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে উভয় পক্ষ আদালতে কিংবা এতৎ কার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে প্রার্থনা করিয়া, সাক্ষ্য দিবার কিংবা দলীল দেখাইবার জন্যে যে ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, তাঁহাদের নামে সমন বাহির করাইতে পারিবেন।

সমন প্রার্থনা করিবার সময়ে সাক্ষীদের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা।

১৬০ ধারা। যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, তাঁহার যে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, পথ প্রভৃতির খরচ বলিয়া তাঁহার সেই আদালতে আসিতে ও তথা হইতে ফিরিয়া যাইতে ও একদিন উপস্থিত থাকিলে, আদালত যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, যে পক্ষ সমন প্রার্থনা করেন, সমন বাহির হইবার পূর্ব্বে আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাঁহার ঐ টাকা আদালতে দিতে হইবে।

খরচার ফর্দের কথা

আদালত হাইকোর্টের অধীন হইলে, খরচের হার নিরূপণ করিতে গেলে, তদ্বিষয়ের যে বিধি উপযুক্ত ক্ষমতাক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে, সেই বিধি জানিয়া ঐ খরচ ধার্য্য করিবেন।

সাক্ষীদিগকে খরচ দিবার প্রস্তাবের কথা।

১৬১ ধারা। যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, নিজ তাঁহাকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে, যে টাকা উক্ত প্রকারে আদালতে দেওয়া যায়, সমন দিবার সময়ে তাঁহাকে সেই টাকা দিবার প্রস্তাব করা যাইবে।

যত টাকা দেওয়া গেল, তাহাতে না কুলাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬২ ধারা। যে টাকা আদালতে দেওয়া গেল, তাহাতে উক্ত খরচ কুলায় না, আদালত কিংবা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক এমত বোধ করিলে, তজ্জন্যে আর টাকা আবশ্যক বোধ হয়, আদালত সমন করা ব্যক্তির হস্তে আর তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, সেই টাকা না দেওয়া গেলে, যে পক্ষ সমন বাহির করিলেন, আদালত তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা সমন করা ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার আদেশ না করিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন, কিংবা ঐ টাকা তদ্রূপে আদায় করিবার ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বিদায় করিয়া দিবার, আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাক্ষীর এক দিনের অধিক থাকিতে হইলে তাহার খরচের কথা।

যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, তাঁহাকে এক দিনের অধিক রাখিবার আবশ্যক হইলে, তাঁহার সেই অধিককাল আটক থাকাতে যত টাকা খরচ কুলায়, যাহার অনুরোধে তাঁহাকে সমন করা যায়, আদালত সেই পক্ষের প্রতি সময়ে সময়ে আদালতে তত টাকা দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই টাকা আমানৎ করা না গেলে, সেই পক্ষের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা আদালত ঐ সমন করা ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার আদেশ না করিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন, কিংবা ঐ টাকা তদ্রূপে আদায় করিবার ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বিদায়ও করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে সময়ে যে স্থানে যে কারণে উপস্থিত হইতে হইবে, সমনে সেই সেই
কথা বিশেষ করিয়া লিখিবার কথা।

১৬৩ ধারা। সাক্ষ্য দিবার, কি দলীল দেখাইবার জন্যে কোন ব্যক্তির উপস্থিত হওনের যে সমন দেওয়া যায়, যে সময়ে যে স্থানে ও যে কারণে, অর্থাৎ সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার জন্য কি উভয় কারণে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, সেই সমনে এই এই কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে, ও যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি বিশেষ কোন দলীল দেখাইতে আজ্ঞা হইলে, সমনে সেই দলীলের যুক্তিসঙ্গত ঠিক বর্ণনা করা যাইবে।

দলীল উপস্থিত করিবার সমনের কথা।

১৬৪ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন না হইয়া দলীল দেখাইবার জন্যে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে। আরও কোন ব্যক্তির নামে কেবল দলীল দেখাইবার

জন্যে সমন দেওয়া গেলে, তিনি দলীল দেখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া অন্য দ্বারা দলীল উপস্থিত করাইলে, সমনমতে কার্য্য করিলেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আদালতে উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি সাক্ষ্য দিবার আদেশ হইতে পারিবার কথা।

১৬৫ ধারা। আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তির প্রতি আদালত সাক্ষ্য দিবার ও তৎকালে তৎস্থানে তাঁহার নিকট কি তাঁহার অধিকারগত দলীল দেখাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

সমন যে প্রকারে জারী করা যাইবে, তাহার কথা।

১৬৬ ধারা। এই আইনের পূর্ব্বভাগে প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিবার যে বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দিবার, কি দলীল দেখাইবার, সমন যত দূর হইতে পারে, সেই বিধিমতে জারী করা যাইবে ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমন জারী হওয়ার প্রমাণ বিষয়ক যে বিধি আছে, তাহা এই ধারামতে জারী করা সকল সমনের প্রতি খাটিবে।

সমন জারী করিবার সময়ের কথা।

১৬৭ ধারা। যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সমনে তাঁহার উপস্থিত হইবার যে সময় নির্দ্ধারিত হয়, তৎপূর্ব্বে এমত সময় থাকিতে সমন জারী করিতে হইবে, যেন তিনি প্রস্তুত হইয়া উপস্থিত হইবার নির্দ্ধারিত স্থানে যাইবার যুক্তিসঙ্গত অবকাশ পান।

সাক্ষী পলাইলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

১৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার, কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে উপস্থিত হওনের যে সমন দেওয়া যায়, তাহা জারী হইতে পারিল না, সমন জারীর আমলা, আদালতে এই কথা সংসিতমতে জানাইলে যদি সমন জারীর আমলার সার্টিফিকেট আফিডেবিট ক্রমে সত্যপাঠযুক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমন জারী না হওয়া সম্বন্ধে আদালত শপথ করাইয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইবেন বা অন্য কোন আদালত কর্ত্তৃক এরূপে তাহার সাক্ষ্য লওয়াইবেন, এবং উহা এইরূপ সত্যপাঠযুক্ত হইয়া থাকিলে আদালত শপথ করাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে বা অন্য কোন আদালত কর্ত্তৃক ঐরূপে তাঁহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

এবং সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য, কিংবা সেই দলীল উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় ও যে ব্যক্তির নামে উপস্থিত হইবার সমন দেওয়া গেল, তাঁহার উপর সমন জারী হইতে না পারে, এই কারণে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছেন, কিংবা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া তাঁহার প্রতি সাক্ষ্য দিবার, কিংবা দলীল দেখাইবার, জন্য সেই পত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং তিনি সচরাচর যে ঘরে বাস করেন, সেই ঘরের বহির্দ্বারে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

তিনি ঐ ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত না হইলে, তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে যত খরচা লাগে এবং ১৭০ ধারার বিধানানুসারে তাঁহার যত অর্থদণ্ড হইতে পারে, যে পক্ষের প্রার্থনানুসারে সমন বাহির হইল, তাঁহার অনুরোধে আদালত স্বীয় বিবেচনা মতে ইহার অনধিক যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, ঐ ব্যক্তির তত টাকার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় কোন আদালত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিবেন না।

সাক্ষী উপস্থিত হইলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

১৬৯ ধারা। ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে যদি তিনি উপস্থিত হন এবং তাঁহার উপর সমন জারী হইতে না পারে, এই উদ্দেশে তিনি পলায়ন করেন নাই, কি নিরুদ্দেশ হন নাই, এবং যাহাতে ঘোষণাপত্রের লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন, এমত সময় থাকিতে ঐ ঘোষণাপত্রের নোটিস পান নাই, এই সকল বিষয়ে যদি আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইয়া দেন, তবে আদালত তাঁহার সম্পত্তির উপর ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিয়া, ক্রোকের খরচার বিষয়ে যে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন।

সাক্ষী উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭০ ধারা। সেই ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, কিংবা হইলেও তাঁহার উপর সমন জারী হইতে না পারে, এই কারণে পলায়ন করেন নাই, কিংবা নিরুদ্দেশ হন নাই, ও যাহাতে ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন, এমত সময় থাকিতে ঐ ঘোষণাপত্রের নোটিস পান নাই, এই এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে আদালত ঐ ব্যক্তির সাংসারিক অবস্থা ও মোকদ্দমার সকল ভাবগতিক বিবেচনায় পাঁচ শত টাকার অনধিক যত টাকা বিহিত বোধ করেন, তাঁহার তত টাকা দণ্ড ধার্য্য করিতে পারিবেন, এবং ঐ ক্রোক করা প্রযুক্ত যত টাকা খরচ হয়, তাহা এবং অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইতে ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করিবার জন্যে, তাঁহার ঐ ক্রোকী সম্পত্তি কিংবা তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা হয়, তিনি উক্ত খরচের ও দণ্ডের টাকা আদালতে দিলে, আদালত তাঁহার সম্পত্তির উপর ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমার নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদিগকে সাক্ষিস্বরূপে আদালতের সমন করিতে পারিবার কথা।

১৭১ ধারা। যে ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষের অন্তর্গত নহেন, ও মোকদ্দমায় কোন পক্ষ সাক্ষী বলিয়া যাঁহার নাম দেন নাই, আদালত কোন সময়ে এমত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিলে, সাক্ষীদের আগমন ও উপস্থিত হওন বিষয়ক এই আইনের বিধি এবং ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের বিধান প্রবল মানিয়া, আপনার প্রবৃত্তিমতে দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে সাক্ষ্য দিবার জন্যে ও তাঁহার অধিকারগত দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্যে তাঁহার নামে সাক্ষিস্বরূপ সমন দেওয়াইতে পারিবেন, ও সাক্ষী বলিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে কিংবা তাঁহাকে সেই দলীল দেখাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার বা দলীল আনিবার জন্যে সমন করা গেলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

১৭২ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধান প্রবল মানিয়া যে কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন দেওয়া গেলে, সমনে যে সময় ও স্থান লেখা থাকে, তাঁহার সেই সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, ও দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে যে ব্যক্তির

নামে সমন দেওয়া যায়, সেই সময়ে ও স্থানে তাঁহার সেই দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে স্বয়ং আসিতে হইবে, কিম্বা দলীল উপস্থিত করাইতে হইবে।

যে সময়ে চলিয়া যাইতে পারিবেন, তাহার কথা।

১৭৩ ধারা। যে ব্যক্তির নামে তদ্রূপে সমন দেওয়া যায়, তিনি উপস্থিত হইলে (ক) তাঁহার সাক্ষ্য না লওয়া গেলে বা তিনি দলীল উপস্থিত না করিলে ও আদালতের অধিবেশন ভঙ্গ না হইলে কিম্বা (খ) আদালতের স্থানে চলিয়া যাইবার অনুমতি না পাইলে, তিনি চলিয়া যাইবেন না।

সমন মত কার্য্য না হওয়ার ফলের কথা।

১৭৪ ধারা। সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্যে কোন ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া গেলে পর, যদি তিনি সমনমতে কার্য্য না করেন, কিম্বা যাঁহার নামে তদ্রূপ সমন দেওয়া যায়, তিনি উপস্থিত হইয়া যদি ১৭৩ ধারার বিধান না মানিয়া চলিয়া যান, তবে আদালত তাঁহাকে ধরিয়া সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে ত্রুটি করেন, তাঁহার সেই ত্রুটির বৈধ কারণ ছিল, আদালতের এইরূপ জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, উক্ত প্রকারের আজ্ঞা করা যাইবে না।

কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, তাঁহার সমন অনুযায়ী কার্য্য না করিবার বৈধ কারণ ছিল এই বিষয়ে আদালতের প্রবোধ জন্মাইতে পারিলে, আদালত তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—১৬০ ধারার উল্লিখিত খরচ শোধ করিবার উপযুক্ত টাকা না দেওয়া বা দিবার প্রস্তাব না করা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী বৈধ কারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ধৃত সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে না পারিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত মতে ধরিয়া আদালতের সম্মুখে আনা গেল পর, তাঁহার নামে যে সাক্ষ্য দিবার, কি যে দলীল উপস্থিত করিবার সমন দেওয়া গেল, উভয় কিম্বা কোন পক্ষের উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত যদি তিনি ঐ সাক্ষ্য দিতে কি ঐ দলীল উপস্থিত করিতে না পারেন, তবে আদালত যে সময় ও স্থান উচিত বোধ করেন, তৎসময়ে তৎস্থানে তাঁহার উপস্থিত হওয়া হাজির জামিন বা অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই হাজির জামিন বা প্রতিভূ দিলে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

সাক্ষী পলায়ন করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭৫ ধারা। কোন ব্যক্তি উক্ত প্রকারের সমন অনুযায়ী কার্য্য না করিয়া পলায়ন করাতে, কি নিরুদ্দেশ হওয়াতে যদি তাঁহাকে ধরিয়া আদালতের সম্মুখে আনা যাইতে পারে, তবে ১৬৮ ও ১৭০ ধারার বিধানসমূহের প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিলে উক্ত স্থলে ঐ ঐ বিধান বর্ত্তিবে।

কোন কোন ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার কথা।

১৭৬ ধারা। (ক) মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে আদালতের সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, কোন ব্যক্তি সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে,

কিম্বা (খ) সেই সীমার বহির্ভূত স্থানে, কিন্তু আদালত-ঘর হইতে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে, কিম্বা আদালত যে স্থানে থাকে, সেই স্থানের ও তাহার বাসস্থানের মধ্যে রেলপথ দ্বারা ছয় অংশের পাঁচ অংশ পথ যাইতে পারিলে, ঐ আদালত-ঘর হইতে দুই শত মাইলের মধ্যে বাস না করিলে,

তিনি সেই আদালতে প্রমাণ কি সাক্ষ্য দিবার জন্যে স্বয়ং যাইতে বাধ্য হইবেন না।

আদালতের আজ্ঞা হইলেও কোন পক্ষের সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হওয়ার ফলের কথা।

১৭৭ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আদালতে উপস্থিত থাকিলে, ও আদালত তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে কিংবা তৎকালে তাঁহার অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন দলীল দেখাইতে আদেশ করিলেও, তিনি বৈধ কোন কারণ বিনা সম্মত না হইলে, আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী করিতে পারিবেন, কিংবা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন, করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমার কোন পক্ষকে সমন করা গেলে সাক্ষিবিষয়ক বিধি খাটিবার কথা।

১৭৮ ধারা। মোকদ্দমায় কোন পক্ষকে সাক্ষ্য দিতে, কিংবা দলীল উপস্থিত করিতে, আজ্ঞা করা গেলে, এই আইনে সাক্ষীদের বিষয়ে যে বিধি আছে, তাহা যতদূর খাটিতে পারে, ততদূর ঐ পক্ষের প্রতিও খাটিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে, তাঁহার বর্ণনাপত্র ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা।

১৭৯ ধারা। মোকদ্দমা শুনিবার নির্দ্ধারিত দিনে, কিংবা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ হইলে, সেই দিনে, যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে, তিনি স্বপক্ষীয় বাক্য জানাইবেন ও তাঁহার যে যে ইস্যুর প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার পোষকতার্থ প্রমাণ উপস্থিত করিবেন।

আরম্ভ করিবার স্বত্ববিষয়ক বিধি।

ব্যাখ্যা।—বাদীর আরম্ভ করিবার স্বত্ব আছে। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর কথিত বৃত্তান্ত স্বীকার করিয়াও বাদী যে উপকার প্রার্থনা করেন, আইনঘটিত বিষয় হেতুক, কিম্বা প্রতিবাদীর ব্যক্ত আর কোন বৃত্তান্তমতে, তাঁহার সেই উপকারের কোন অংশ পাইবার অধিকার নাই, এইরূপ তর্ক করিলে প্রতিবাদীর আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকিবে।

অন্য পক্ষের বর্ণনা ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা।

১৮০ ধারা। পরে অন্য পক্ষ স্বপক্ষীয় মোকদ্দমার বর্ণনা করিয়া, প্রমাণ থাকিলে তাহা উপস্থিত করিবেন।

যে ব্যক্তি আরম্ভ করেন, তাঁহার উত্তরের কথা।

যে ব্যক্তি আরম্ভ করিলেন, তিনি তৎপরে প্রত্যুত্তর করিতে স্বত্ববান।

অনেক ইস্থ থাকিলে, ও তন্মধ্যে কএক ইস্থর প্রমাণ করিবার ভার অন্য পক্ষের প্রতি বর্ত্তিলে, যে ব্যক্তি আরম্ভ করেন, তিনি আপন ইচ্ছামত হয় ঐ ঐ ইস্থর উপর আপনার প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন, না হয় অন্য পক্ষ যে প্রমাণ উপস্থিত করেন, তাহার উত্তরস্বরূপে আপনার প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন। শেষোক্ত স্থলে, অন্য পক্ষ সকল প্রমাণ উপস্থিত করিলে পর, যিনি আরম্ভ করিলেন তিনি ঐ ঐ ইস্থর উপর প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন, পরে অন্য পক্ষ তাঁহার উপস্থিত করা প্রমাণের বিশেষ উত্তর দিতে পারিবেন। তৎপরে যিনি আরম্ভ করিলেন, সম্পূর্ণ মোকদ্দমার বিষয় ধরিয়া তাঁহার সাধারণ উত্তর দিবার স্বত্ব থাকিবে।

খোলা কাছারীতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইবার কথা।

১৮১ ধারা। যত জন সাক্ষী উপস্থিত থাকেন, মুকুব্বার আদালতে বিচারপতি সাক্ষাতে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে তাঁহাদের বাচনিক সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারিলে, সাক্ষ্য যেরূপে লওয়া যাইবে, তাহার কথা।

১৮২ ধারা। যে মোকদ্দমায় আপীল হইবার অনুমতি থাকে, সেই মোকদ্দমায় আদালতের চলিত ভাষায় বিচারপতির দ্বারা, কিংবা তাঁহার সাক্ষাতে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য, সচরাচর প্রশ্নোত্তরের ভাবে না হইয়া বৃত্তান্তভাবে লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও সমাপ্ত হইলে বিচারপতির সাক্ষীর সাক্ষাৎ এবং উভয় পক্ষের কিংবা তাঁহাদের উকীলদের সাক্ষাৎ পাঠ করা যাইবে, ও বিচারপতি প্রয়োজনমতে সংশোধন করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

যেস্থলে সাক্ষ্য বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহার কথা।

১৮৩ ধারা। সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল, ১৮২ ধারামতে তদ্ভিন্ন কোন ভাষায় লিখিয়া লওয়া গেলে ও যে ভাষায় লেখা গেল, সাক্ষী সেই ভাষা বুঝিতে না পারিলে, যে ভাষায় সাক্ষ্য দিলেন, ঐ লিখিত সাক্ষ্য সেই ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

বিচারপতি সাক্ষ্য না লিখিলে সার কথা লিখিবার কথা।

১৮৪ ধারা। বিচারপতি আপনি সাক্ষ্য লিখিয়া না লইলে, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওন সময়ে এক এক জনের সাক্ষ্যের মর্ম্ম তাঁহার লিখিয়া লইতেই হইবে। বিচারপতি স্বহস্তে ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

যেস্থলে ইঙ্গরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লেখা যাইতে পাবে,
তাহার কথা।

১৮৫ ধারা। ইঙ্গবেজী ভাষা আদালতের চলিত ভাষা না হইলে, কিন্তু ইঙ্গবেজী ভাষায় যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়; মোকদ্দমার যে যে পক্ষ স্বয়ং উপস্থিত হন, তাহারা এবং উকীলদেব দ্বারা যাঁহারা উপস্থিত হন, তাঁহাদের উকীলেরা, ইঙ্গবেজী ভাষায় ঐ সাক্ষ্য লিখন বিষয়ে আপত্তি না করিলে, বিচারপতি ইঙ্গবেজী ভাষায় স্বহস্তে ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন।

ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশ দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৫ক ধারা। (১) সরকারি গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট কোন জজের সম্বন্ধে, অথবা উহাতে যে প্রকারে জজের কথা লেখা থাকে, সেই প্রকারের কোন জজের সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ করিতে পারেন যে, যে সকল মোকদ্দমায় আপীলের বিধান আছে, সেই সকল মোকদ্দমায় সাক্ষ্য পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে লিখিত না হইয়া তাহা দ্বারা নিজের হাতে ইংরেজীতে লিখিয়া লওয়া যাইবে।

(২) যদি কোন জজ কোন যথেষ্ট কারণে (১) প্রকরণানুযায়ী কোন আদেশ পালন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি সেই কারণটী লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার বলিয়া দেওয়া মত সেই সাক্ষ্য লিখাইয়া লওয়াইবেন।

(৩) (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণ অনুসারে লিখিয়া লওয়া সাক্ষ্য, ১৮২ ধারার লিখিত আকারে লিখিয়া লওয়া হইবে, এবং ঐ ধারানুসারে লিখিয়া লওয়া সাক্ষ্য স্বরূপ পঠিত ও স্বাক্ষরিত হইবে, এবং ঘটনানুসারে আবশ্যক হইলে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে, ও সংশোধন করা যাইবে।

(৪) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া, (১) প্রকরণানুসারে বিজ্ঞাপিত কোন আদেশ রদ, বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৮৬ ধারা। বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর, কিম্বা কোন প্রশ্নের বিষয়ে কোন আপত্তি লিখিয়া লইবার কোন বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইলে, আদালত আপনার প্রবৃত্তিমতে, কিম্বা কোন পক্ষের কি তাঁহার উকীলের প্রার্থনামতে তাহা লিখিয়া কি লেখাইয়া লইতে পারিবেন।

প্রশ্নের বিষয়ে আপত্তি হইলেও আদালত প্রশ্ন গ্রাহ্য করিলে
তাহার কথা।

১৮৭ ধারা। সাক্ষীর নিকট যে প্রশ্ন করা যায়, কোন পক্ষ কি তাঁহার উকীল, তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলেও, আদালত সেই প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিলে, বিচারপতি ঐ প্রশ্ন ও উত্তর ও আপত্তি, ও আপত্তিকারকের নাম, ও তদ্বিষয়ে আদালতের যে নিষ্পত্তি হয়, তাহা লিখিয়া লইবেন।

সাক্ষীদের আচরণ বিষয়ক মন্তব্য কথা।

১৮৮ ধারা। সাক্ষ্য দিবার সময়ে কোন্ সাক্ষী যেরূপ আচরণ করেন, আদালত তদ্বিষয়ের কোন মন্তব্য কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিলে, তাহাও লিখিয়া রাখিতে পারিবেন।

যে মোকদ্দমায় আপীল নাই, সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্যের
মর্ম্ম লিখিবার কথা।

১৮৯ ধারা। যে মোকদ্দমায় আপীল হইবার অনুমতি নাই, সেই মোকদ্দমায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লইবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এক এক জন সাক্ষীর, সাক্ষ্য লওন সময়ে বিচারপতি তাঁহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন, ঐ মর্ম্মাত্মক কথা স্বহস্তে লিখিয়া, তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

বিচারপতি সেই মর্ম্মাত্মক কথা লিখিতে না পারিলে, তাহার কারণ
লিখিবার কথা।

১৯০ ধারা। বিচারপতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞামতে, মর্ম্মাত্মক কথা লিখিতে অক্ষম হইলে, তাঁহার অক্ষমতার কারণ লিপিবদ্ধ করাইবেন। তিনি মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে সেই মর্ম্মাত্মক কথা লেখাইয়া লইবেন। তদ্রূপে লেখা মর্ম্মাত্মক পত্র মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

অন্য বিচারপতি কর্ত্তৃক লিখিয়া লওয়া সাক্ষ্য ব্যবহার করিবার
ক্ষমতার কথা।

১৯১ ধারা। (১) যে বিচারপতি এই অধ্যায়ানুসারে কোন সাক্ষ্য লিখিয়া লন, বা কোন মর্ম্মাত্মক পত্র লেখান, তিনি যদি মৃত্যু, বদলী হওন বা অন্য কোন কারণবশতঃ, মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত করিতে না পারেন, তাহা হইলে ঐ বিচারপতির উত্তরপদধারী, সাক্ষ্যের এই ভাবে ব্যবহার করিতে পারেন, যেন তিনি নিজেই উহা লিখিয়া লইয়াছেন এবং ঐ মর্ম্মাত্মক পত্রের এই ভাবে ব্যবহার করিতে পারেন, যেন তিনি নিজেই উহা লেখাইয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপদধারী মোকদ্দমাটীকে যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন, সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মোকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণের বিধান যত দূর খাটাইবার যোগ্য করা যাইতে পারে, ২৫ ধারানুসারে অন্য আদালতে উঠাইয়া দেওয়া, মোকদ্দমা সম্বন্ধে তত দূর খাটিবে।

কিন্তু যে আদালত ঐ ধারানুসারে কোন মোকদ্দমা অন্য আদালতে উঠাইয়া দেন, সেই আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, এইরূপ আদেশ করিতে পারেন যে, যে আদালতে মোকদ্দমা উঠাইয়া দেওয়া হয়, সেই আদালত যে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলকে বা তাহাদের মধ্যে যে কোন সাক্ষীকে পুনরায় ডাকিয়া আনিবেন, এবং পুনরায় তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

১৯২ ধারা। সাক্ষী আদালতের এলাকা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হওয়াতে, বা অন্য উপযুক্ত কারণে, তাঁহার সাক্ষ্য অগোণেই লইবার বিশিষ্ট অন্য কারণ দর্শান গেলে, আদালত মোকদ্দমার কোন এক পক্ষে, কিম্বা ঐ সাক্ষীর প্রার্থনামতে, মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর কোন সময়ে, পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

ঐ সাক্ষ্য অগোণেই ও উভয় পক্ষের সাক্ষাতে লওয়া না গেলে, আদালত ঐ সাক্ষ্য লইবার নিরূপিত দিনের যে নোটিশ প্রচুর জ্ঞান করেন, উভয় পক্ষকে এমত নোটিস দেওয়া যাইবে।

সাক্ষ্য তদ্রূপে লইয়া লেখা গেলে পর, সাক্ষীর নিকট পাঠ করা যাইবে, ও তিনি তাহা ঠিক বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পরে মোকদ্দমা শ্রবণের কোন সময়ে পাঠ করা যাইতে পারিবে।

সাক্ষীকে পুনরায় ডাকিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে আদালতের
ক্ষমতার কথা।

১৯৩ ধারা। কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর তিনি ১৭৩ ধার বিধান মতে চলিয়া না গেলে, আদালত মোকদ্দমা চলনের কোন সময়েই তাঁহাকে পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া (ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের বিধান প্রবল মানিয়া) তাঁহার নিকট যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

যে আদালতে ১৯১ ধারানুসারে কোন মোকদ্দমার বিচার চালান, সেই আদালত যে সাক্ষী ১৭৩ ধারানুসারে চলিয়া গিয়াছে, সেই সাক্ষীকে পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া পুনরায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

আফিডেবিট দ্বারা কোন বিষয়ের প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবার
ক্ষমতার কথা।

১৯৪ ধারা। প্রথম স্থলের কোন আদালত ও কোন আপীল-আদালত বিশিষ্ট কারণ থাকিলে, কোন সময়ে আপনার বিবেচনানুযায়ী যুক্তিসঙ্গত নিয়ম করিয়া, আফিডেবিট দ্বারা বিশেষ কোন এক কি কয়েক বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার, কিম্বা শ্রবণের সময়ে কোন সাক্ষীর আফিডেবিট পাঠ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন পক্ষ সরলভাবে কোন সাক্ষীর কূটপরীক্ষা হইবার জন্য, তাঁহাকে উপস্থিত করাইতে ইচ্ছুক আছেন, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, ও সেই সাক্ষীকে উপস্থিত করান যাইতে পারিলে, আফিডেবিটদ্বারা ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য দেওনের অনুমতির আজ্ঞা করা যাইবে না।

কূট পরীক্ষার নিমিত্ত আফিডেবিটকারীকে উপস্থিত করান পক্ষে আজ্ঞা
করিতে পারিবার কথা।

১৯৫ ধারা। প্রার্থনা হইলেই আফিডেবিট দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি আফিডেবিট করিলেন, আদালত কোন পক্ষের অনুরোধে, তাঁহার কূট পরীক্ষা হইবার জন্যে উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন, তিনি আইনমতে স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত না থাকিলে, কিম্বা আদালত অন্যরূপ আজ্ঞা না করিলে ঐ ব্যক্তির আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে।

আফিডেবিটে যে যে বিষয় মাত্রের কথা লেখা থাকবে, তাহার কথা।

১৯৬ ধারা। যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন, তিনি নিজ জ্ঞানে যে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে পারেন, তাঁহার আফিডেবিটে কেবল সেই সেই বৃত্তান্ত লেখা যাইবে। কিন্তু মোকদ্দমা চলন সময়ে প্রার্থনা হইলে, তিনি যাহা বিশ্বাস করেন, তদ্বিষয়ের সঙ্গত কারণ প্রকাশ হইলে তাঁহার সেই বিশ্বাসমত কথাও গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

কোন আফিডেবিটের মধ্যে যদি শ্রুত কথা, কিম্বা তর্কবিতর্ক, কিম্বা দলীলের প্রতিলিপি, কি দলীল হইতে উদ্ধৃত কথা আবশ্যকমতে ব্যক্ত থাকে, তবে আদালত অন্য প্রকারের আজ্ঞা না করিলে, যে যে ব্যক্তি আফিডেবিট উপস্থিত করেন, তাঁহারই সেই আফিডেবিটের খরচ দিতে হইবে।

যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন, তাহাকে যিনি শপথ করাইবেন, তাঁহার কথা।

১৯৭ ধারা। এই আইনমতে কোন আফিডেবিট হইলে, যিনি আফিডেবিট করেন,

(ক) কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা

(খ) হাইকোর্ট এই কার্য্য পক্ষে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, কিম্বা

(গ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎ কার্য্যপক্ষে অন্য আদালতের নিযুক্ত যে কার্য্যকারককে সাধারণ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন, তিনি

তাঁহাকে শপথ করাইতে পারিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

বিচার যে সময়ে প্রকাশ করা যাইবে, তাহার কথা।

১৯৮ ধারা। সাক্ষ্য নিয়মমতে লওয়া গেলে, ও উভয় পক্ষের নিজ নিজ কথা কি আপন আপন উকীলদের বা স্বীকৃত মোক্তারদের দ্বারা তাঁহাদের কথা শুনা গেলে পর, আদালত তৎকালে কিম্বা তৎপশ্চাৎ কোন দিনে মুক্তদ্বার-আদালতে আপনার বিচার প্রকাশ করিবেন। উভয় পক্ষকে, কি তাঁহাদের উকীলদিগকে সময় থাকিতে ঐ দিনের নোটিস দিতে হইবে।

বিচারপতির পূর্ব্বপদধারীর বিচার প্রকাশ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৯৯ ধারা। বিচারপতির পূর্ব্বপদধারী যদি বিচার লিখিয়া প্রকাশ না করিয়া থাকেন, তবে বিচারপতি তাহাই প্রচার করিতে পারিবেন।

বিচার লিখিবার ভাষার কথা।

২০০ ধারা। আদালতের চলিত ভাষায়, কিম্বা ইঙ্গরেজী, কি বিচারপতির মাতৃভাষায়, বিচার লিখিতে হইবে।

বিচারের অনুবাদের কথা।

২০১ ধারা। আদালতের চলিত ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় বিচার লেখা গেলে, কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, আদালতের চলিত ভাষায় ঐ বিচার অনুবাদ করা যাইবে, ও বিচারপতি, কিম্বা তিনি এতৎ পক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তিনিও ঐ অনুবাদে স্বাক্ষর করিবেন,

বিচারপত্রে তারিখ লিখিতে ও স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

২০২ ধারা। বিচারপতি যে সময়ে বিচার প্রকাশ করেন, সেই সময়ে মুক্তদ্বার আদালত ঐ বিচারপত্রে তারিখ লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন, ও কোন শব্দের ভ্রমশোধন, কিম্বা যে দোষ দ্বারা মোকদ্দমার গুরুতর অংশের কোন বিঘ্ন না হয়, অকস্মাৎ এমত কোন দোষ খণ্ডন ভিন্ন কিম্বা পুনরালোচনার সময়ে যে সংশোধন করা যায়, তদ্ভিন্ন, তাহা পরিবর্ত্তন করা যাইবে না ও তাহাতে কোন কথা সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে না।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারের কথা।

২০৩ ধারা। যে যে বিষয় নির্ণয় করা প্রয়োজন ও তাহার উপর যে যে নিষ্পত্তি হয়, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারপত্রে তদ্ভিন্ন আর কোন কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই।

অন্য অন্য আদালতের বিচারের কথা।

অন্য সকল আদালতের বিচারপত্রে, মোকদ্দমার সংক্ষেপ বর্ণনা ও নির্ণয় করিবার যে যে বিষয় ও তাহার উপর যে নিষ্পত্তি হয়, তাহা, ও ঐ নিষ্পত্তির হেতু লিখিতে হইবে।

প্রত্যেক ইস্যুর বিষয়ে আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২০৪ ধারা। মোকদ্দমার ইস্যু ধার্য্য করা গেলে, কোন এক কি কয়েক ইস্যুর উপরে যাহা নির্ণয় হয়, কেবল তাহা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রচুর না হইলে, আদালত এক এক স্বতন্ত্র ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় বা নিষ্পত্তি করেন, হেতু সহিত তাহা লিখিবেন।

ডিক্রীর তারিখের কথা।

২০৫ ধারা। যে দিন বিচার প্রচার করা যায়, ডিক্রীতে সেই দিনের তারিখ লিখিতে হইবে। ও বিচারপত্রানুসারে ডিক্রি লেখা গেল, বিচারপতি ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে ঐ ডিক্রীতে স্বাক্ষর করিবেন।

ডিক্রীর মর্ম্মের কথা।

২০৬ ধারা। ডিক্রী বিচারের সঙ্গে মিলিবে। মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহিতে মোকদ্দমার যে নম্বর ও উভয় পক্ষের যে যে নাম ও বর্ণনা ও দাওয়ার যে বিশেষ কথা লেখা থাকে, ডিক্রীতে তাহাও লিখিতে হইবে, ও যে প্রকারের উপকার করা গেল, কিম্বা মোকদ্দমা অন্য যে প্রকারে নির্ণয় হইল, তাহাও স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইবে।

আরও মোকদ্দমায় যত খরচা লাগল ও যে যে পক্ষের, ও ঐ খরচার যে অংশ যাঁহার দিতে হইবে, ডিক্রীতে এই এই কথাও লেখা যাইবে।

ডিক্রী সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

বিচারের সঙ্গে ডিক্রীর ঐক্য নাই দেখা গেলে, কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে কোন অক্ষরের

কি অঙ্কের ভুল দেখা গেলে, যাহাতে বিচারের সঙ্গে ঐক্য হয়, কিম্বা ঐ সংশোধন করা যায়, আদালত আপন প্রবৃত্তিমতে, কিম্বা কোন এক পক্ষের প্রার্থনানুসারে, ডিক্রী এমন করিয়া সংশোধন করিতে পারিবেন। কিন্তু উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদিগের উকীলদিগকে প্রস্তাবিতমতে সংশোধন করিবার উপযুক্ত নোটিস দিতে হইবে।

স্থাবরসম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার ডিক্রীর কথা।

২০৭ ধারা। স্থাবরসম্পত্তি মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় হইলে এবং বন্দোবস্তী কি জরীপী কাগজপত্রে সীমা কি নম্বর দিয়া ঐ সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, ডিক্রীতে সেই সীমা ও নম্বর বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।

অস্থাবরসম্পত্তি দিবার ডিক্রীর কথা।

২০৮ ধারা। অস্থাবরসম্পত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইয়া যদি ঐ সম্পত্তি দিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইতে না পারিলে, তৎপরিবর্ত্তে যত টাকা দিতে হইবে, ইহাও ডিক্রীতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, আসল যত টাকার আজ্ঞা হয়, ডিক্রীতে তাহার উপর সুদও দিবার আজ্ঞা থাকিতে পারিবার কথা।

২০৯ ধারা। (১) টাকা দিবার ডিক্রী হইলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পূর্ব্বে কোন সময়ের নিমিত্ত, আসল টাকার উপর যে সুদের আজ্ঞা হয়, আদালত তদতিরিক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ঐ ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত যে হার সঙ্গত জ্ঞান করেন, আসল যত টাকার ডিক্রী করেন ঐ ডিক্রীতে তত টাকার উপর সেই হারানুসারেও সুদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সর্ব্বশুদ্ধ যত টাকার ডিক্রী হয়, ডিক্রীর তারিখ অবধি টাকা না দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত, কিংবা আদালত তৎপূর্ব্বের যে তারিখ উচিত বোধ করেন, এমত তারিখ পর্য্যন্ত মোটে তত টাকার উপর যে হার সঙ্গত জ্ঞান করেন, সেই হারে সুদের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) যেস্থলে এরূপ ডিক্রীতে উপরের লিখিতমত মোট টাকার উপর ডিক্রীর তারিখ হইতে টাকা দিবার তারিখ বা তাহার পূর্ব্বের অপর কোন তারিখ পর্য্যন্ত অতিরিক্ত সুদ দিবার কোন কথা না থাকে, সেস্থলে আদালত ঐরূপ সুদ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে এবং সেই সুদের জন্য পৃথক মোকদ্দমা চলিবে না।

কিস্তি করিয়া টাকা দিবার কথা।

২১০ ধারা। টাকা দিবার সকল ডিক্রীতে, আদালত বিশিষ্ট কোন কারণে সুদ সমেত কি সুদ ছাড়া কিস্তি করিয়া ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আদালত যেস্থলে কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারেন, তাহার কথা।

তদ্রূপ কোন ডিক্রী করা গেলে পর, ডিক্রীমত দেনাদারের প্রার্থনামতে ও ডিক্রীদারের অনুমতি লইয়া আদালত সুদ দেওন বা প্রতিবাদীর সম্পত্তি ক্রোক করণ, কিংবা তাঁহার স্থানে

জামিন লওন প্রভৃতি বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, তদনুসারে কিস্তিবন্দী করিয়া ঐ ডিক্রীর টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারার ও ২০৬ ধারার বিধানের স্থল ছাড়া কোন পক্ষের প্রার্থনামতে ডিক্রী পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

ভূমির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, সুদসমেত ওয়াসিলাৎ দিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের পারিবার কথা।

২১১ ধারা। যে স্থাবরসম্পত্তি হইতে খাজানা কি অন্য লভ্য পাওয়া যায়, তাহার অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, যাঁহার পক্ষে ডিক্রী করা যায়, আদালত ঐ ডিক্রীর মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি সম্পত্তি তাঁহার অধিকার করিয়া না দেওন, কিংবা ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসরের অবসান না হওন, ইহার মধ্যে যেটী প্রথম হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তির উপর ওয়াসিলাৎ সুদসমেত, কি খাজানা দিবার ও যে হার উচিত বোধ করেন, সেই হারে সুদ দিবার বিধান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—সম্পত্তি অন্যায়মতে যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে, তিনি সেই সম্পত্তি হইতে যে লভ্য পাইলেন, কিংবা সাধারণমতে যত্ন করিলে যে লভ্য পাইতে পারিতেন, সম্পত্তির "ওয়াসিলাৎ" শব্দে সেই লভ্য জানিতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে ওয়াসিলাতের উপর সুদও ধরিতে হইবে।

মোকদ্দমার পূর্ব্বে ওয়াসিলাতের টাকা নির্ণয় করিতে, কিংবা পশ্চাৎ তাহার অনুসন্ধান করিতে, আদালতের পারিবার কথা।

২১২ ধারা। স্থাবরসম্পত্তির অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ব কোন সময়াবধি, ঐ সম্পত্তির উপর ওয়াসিলাতের নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে এবং ঐ ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয়, তদ্বিষয়ের বিবাদ হইলে, ঐ আদালত ডিক্রীতেই সেই টাকা নির্ণয় করিতে পারিবেন। কিম্বা সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রী করিয়া ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয়, ইহার অনুসন্ধান লওয়ার আজ্ঞা করিয়া অন্য আজ্ঞাক্রমে তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

মৃতব্যক্তির দ্রব্য নিরূপণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৩ ধারা। কোন সম্পত্তির হিসাব পাইবার ও আদালতের ডিক্রী অনুসারে সম্পত্তি নিয়মমতে নিরূপণ করিবার বিষয়ে মোকদ্দমা হইলে, আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে যে হিসাব ও অনুসন্ধান লওয়ার ও অন্য যে বিষয়ের আদেশ করা উচিত বোধ করেন, তাহার আজ্ঞা করিবেন।

এই আইন প্রচলিত হওনের পর কোন ব্যক্তি মরিলে আদালত তাঁহার সম্পত্তি নিরূপণ করিলে, যদি তাহার সম্পূর্ণ ঋণ ও দায় শোধ করণার্থে ঐ সম্পত্তিতে অকুলান হইয়া থাকে, তবে যাহাদিগকে ঋণ শোধ করিবার অক্ষম বলিয়া নির্ণয় করা যায়, তাঁহাদের সম্পত্তি বিষয়ে যে বিধি তৎকালে প্রচলিত থাকে, ঐ মৃতব্যক্তির প্রতিভূক্রমে রক্ষিত ও অরক্ষিত মহাজনদের নিজ নিজ স্বত্ব বিষয়ে ও যে ঋণের ও দায়ের প্রমাণ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে ও বার্ষিক বৃত্তির ও সম্ভাবিত ও নৈমিত্তিক দায়ের মূল্য নিরূপণ বিষয়ে সেই সেই বিধিমতে কার্য্য করা যাইবে।

ও তদ্রূপ কোন স্থলে সেই সম্পত্তি হইতে যাঁহাদের ঋণের শোধ পাইবার স্বত্ব থাকে, তাঁহারা ঐ সম্পত্তির নিরূপণাধিকারিত্ববিষয়ক ডিক্রীর অধীন হইয়া এই আইনের বলে যে দাওয়া করিতে স্বত্ববান হন, ঐ সম্পত্তির উপর সেই দাওয়া করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের চুক্তিবিষয়ক আইনের ২৬৫ ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, তাহা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী মোকদ্দমা বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৪ ধারা। সম্পত্তির বিশেষ বিক্রয় হওন স্থলে, যদি ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমা হইয়া থাকে ও আদালত বাদীর স্বপক্ষে নির্ণয় করেন, তবে ক্রয়ের টাকা আদালতে না দেওয়া গেলে, যে দিনে বা যে দিনের পূর্ব্বে ঐ টাকা দিতে হইবে, ডিক্রীর মধ্যে এমত দিন নির্দ্ধারিত হইবে ও তন্মধ্যে এই আজ্ঞা থাকিবে যে, বাদীর বিপক্ষে খরচারও ডিক্রী হইলে, সেই খরচা শুদ্ধ ঐ ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে, বাদী ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবেন, কিন্তু সেই টাকা ও খরচা না দেওয়া গেলে, মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌ হইবে।

অংশিত্ব লোপ করণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৫ ধারা। অংশিত্ব লোপ করণার্থ মোকদ্দমা হইলে, যে দিন অবধি ঐ অংশিত্ব লোপ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে, আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে এমত দিন নিরূপণের আজ্ঞা করিয়া হিসাব লওয়ার ও অন্য যে কার্য্য করা উচিত বোধ করেন, সেই কার্য্য করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

হিসাব পাইবার নিমিত্ত মুখ্য ব্যক্তি ও কর্ম্মকারকের মধ্যে মোকদ্দমার কথা।

২১৫ ক ধারা। কোন মুখ্য ব্যক্তি ও তাহার কর্ম্মকারকের মধ্যে যে অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্য চলে, তাহার হিসাব পাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা হইলে এবং পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিধান করা যায় নাই, সেই সকল মোকদ্দমায় কোন পক্ষের পাওনা কি দেনা টাকার পরিমাণ নির্ণয় করনার্থে হিসাব লইবার প্রয়োজন হইলে, আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে যেরূপ হিসাব লওয়া উচিত বোধ করেন, এইরূপ হিসাব লইবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিবেন।

বিপরীত দাওয়ার অনুমতি হইলে ডিক্রীর কথা।

২১৬ ধারা। (১) বাদীর দাওয়ার বিরুদ্ধে কোন বিপরীত দাওয়া প্রতিবাদীর পক্ষে গ্রাহ্য করা গেলে, বাদীর কত টাকা পাওনা ও প্রতিবাদীর কিছু পাওনা থাকিলে, তাঁহারই বা কত পাওনা আছে, ডিক্রীর মধ্যে এই কথা লেখা যাইতে ও কোন এক পক্ষের যত টাকা পাওনা বলিয়া দৃষ্ট হয়, তত টাকা আদায়ের নিমিত্ত ডিক্রী হইবে।

(২) ১১১ ধারানুসারে বিপরীত দাওয়া গ্রহণযোগ্য হউক আর নাই হউক, এই ধারার বিধান খাটিবে।

প্রতিবাদীকে যে টাকা দেওয়া যায়, তদ্বিষয়ক ডিক্রীর ফলের কথা।

প্রতিবাদী বাদীর নামে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা করিয়া সেই টাকার দাওয়া করিলে, ঐ ডিক্রীর যে ফল হইত ও আপীলবিষয়ক বা অন্য প্রকারের যে বিধি বর্ত্তিত, আদালত উক্ত স্থলে

প্রতিবাদীর কোন টাকা পাইবার যে ডিক্রী করেন, তাহারও সেই ফল হইবে ও আপীলবিষয়ক বা অন্য প্রকারে সেই বিধি বর্ত্তিবে।

ডিক্রীর ও বিচারের সার্টিফিকেটযুক্ত নকল দিতে হইবার কথা।

২১৭ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আদালতের নিকটে বিচারপত্র ও ডিক্রী প্রার্থনা করিলে, তাঁহার খরচে ঐ ঐ পত্রের সার্টিফিকেটযুক্ত নকল তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

খরচাবিষয়ক বিধি।

প্রার্থনাপত্রের খরচের কথা।

২১৮ ধারা। আদালত এই আইনমতে কোন প্রার্থনাপত্রের নিষ্পত্তি করণ সময়ে, কোন এক পক্ষকে ঐ প্রার্থনাপত্রের খরচ দেওয়াইতে পারিবেন, কিম্বা তৎপরে অন্য যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তাহা করণ সময়ে ঐ খরচার কথা বিবেচনা করিতে পারিবেন।

খরচ কোন পক্ষের দিতে হইবে, বিচারপত্রে ইহার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

২১৯ ধারা। এক এক পক্ষের খরচা কাহার দিতে হইবে, অর্থাৎ আপনি কি মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষ দিবেন এবং সমুদায়, কিম্বা অংশমাত্র, কি অনুপাতে যাহার দিতে হইবে, বিচারপত্রে এই এই বিষয়ের আজ্ঞা থাকিবে।

খরচার বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২২০ ধারা। আদালত যে কোন প্রকারে বিহিত বোধ করেন, সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের ও মোকদ্দমার খরচা দেওয়াইতে ও অংশাংশমতে নিরূপণ করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হন এবং আদালত মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলেও, তাহার উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার বাধা নাই।

কিন্তু কোন প্রার্থনাপত্রের, কি মোকদ্দমার যে খরচা লাগে, তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রের কি মোকদ্দমার ফলের অনুগত হইবে না, আদালত এমত আজ্ঞা করিলে, তাহার কারণ লিখিয়া জানাইবেন।

এই আইনমতে খরচসম্বন্ধে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর অংশস্বরূপ না হইলে, টাকার ডিক্রীর ন্যায় জারী করা যাইতে পারিবে।

টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হইলে, কি জানিতে পাওয়া গেলে, তাহা হইতে খরচা বাদ দিতে পারিবার কথা।

২২১ ধারা। একপক্ষের খরচ অন্যপক্ষের দিতে হইলে, যদি ঐ এক পক্ষ ঐ অন্য পক্ষের টাকা পাওয়া বলিয়া স্বীকার করেন, কিম্বা মোকদ্দমায় তাহা পাওনা বলিয়া জানা যায়, তবে আদালত সেই টাকা হইতে শেষোক্ত পক্ষের খরচা বাদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

খরচার উপর সুদের কথা ও বিবাদের বিষয় হইতে খরচা দিবার কথা।

২২২ ধারা। আদালত খরচার উপর বৎসর শতকরা ছয় টাকার অনধিক হারে সুদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং সুদ সহিত বা সুদ বিনা ঐ খরচা মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় হইতে দেওয়া কি লওয়া যায়, এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ঊনবিংশতি অধ্যায়।

ডিক্রী জারীকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ক কথা।

২২৩ ধারা। যে আদালত ডিক্রী করিলেন, তাঁহারই দ্বারা, কিম্বা জারী করাইবার জন্যে অন্য যে আদালতে পাঠান যায়, তাঁহার দ্বারা নিম্নলিখিত বিধানমতে ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে।

যে আদালত ডিক্রী করিলেন, সেই আদালত নিম্নলিখিত স্থলে ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে সেই ডিক্রীজারী করাইবার জন্যে অন্য আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

(ক) যে ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী হয়, তিনি যথার্থই ও স্বেচ্ছামতে ঐ অন্য আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করিলে, কি ব্যবসায় করিলে, কিম্বা লাভের আশায় নিজে কর্ম্ম করিলে। কিম্বা—

(খ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন, সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করণার্থ ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি না থাকিলে, ও ঐ অন্য আদালতের সীমার মধ্যে সম্পত্তি থাকিলে, কিম্বা—

(গ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন, ডিক্রীর মধ্যে সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কিম্বা—

(ঘ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন, সেই আদালত অন্য কোন কারণে ঐ অন্য আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী হওয়া উচিত বোধ করিলে, এই স্থলে তাঁহারদ্বারা সেই কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

যে আদালত ডিক্রী করিলেন, তিনি আপন প্রবৃত্তিমতে আপনার অধীন কোন আদালতে, তাহা জারী করিবার নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবেন।

এই ধারামতে ডিক্রীজারী করাইবার জন্যে যে আদালতে পাঠান যায়, সেই আদালত, অন্য যে আদালত ডিক্রী করিলেন, তাঁহার নামে সার্টিফিকেট লিখিয়া ঐ ডিক্রী জারী করাইবার কথা, কিম্বা জারী করিতে না পারিলে না পারিবার সকল ভাবগতিক জানাইবেন।

এমন মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়া থাকিলে, যাহার আবেদনপত্রের লিখিতমত মূল্য দুই হাজার টাকার বেশি নয় এবং যাহা উহার বিষয় বিবেচনার উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইন ক্রমে কোন প্রেসিডেন্সীয় অথবা কোন প্রদেশীয় ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারাসন হইতে বর্জ্জিত নয়।

ও যে আদালত ডিক্রী করিলেন, তিনি কলিকাতায় কি মান্দ্রাজে কি বোম্বাইয়ে কি রাঙ্গুণে ঐ ডিক্রী জারী করাইতে চাহিলে, কলিকাতায় কি স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের কি রাঙ্গুণের ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় আদালতে ২২৪ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের উল্লিখিত নকল ও সার্টিফিকেট পাঠাইবেন। তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত আপনার কৃত ডিক্রীর ন্যায় ঐ ডিক্রী জারী করাইবেন।

যে আদালত ডিক্রী করিলেন, ও ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত যে আদালতে পাঠান যায়, উভয়ই একই জিলার মধ্যে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত আদালত শেষোক্ত আদালতে তাহা একেবারে পাঠাইবেন। কিন্তু ডিক্রীজারি করিবার নিমিত্ত যে আদালতে পাঠান যায়, তাহা ভিন্ন জিলায় থাকিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি যে জিলার মধ্যে তাহা জারী করাইবেন, তথাকার জিলার আদালতে পাঠাইবেন।

কোন আদালত আপনার ডিক্রী অন্য আদালতের দ্বারা জারী করাইতে ইচ্ছা করিলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

২২৪ ধারা। কোন আদালত ২২৩ ধারামতে ডিক্রী জারি করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলে, এই এই পত্রাদি পাঠাইবেন ;—

(ক) ডিক্রীর নকল।

(খ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন, সেই আদালতের এলাকার মধ্যে ডিক্রী করণদ্বারা ডিক্রীমত কার্য্য সাধন হয় নাই, এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট, কিম্বা ডিক্রীর অংশ মাত্র সাধন হইলে, যতদূর সাধন হইয়াছে, ও ডিক্রীর যে অংশটি অসাধন হইয়া রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে সার্টিফিকট এবং—

(গ) ডিক্রীজারী করিবার কোন আজ্ঞা হইয়া থাকিলে, সেই আজ্ঞার নকল ও তদ্রূপ আজ্ঞা না হইয়া থাকিলে সেই মর্ম্মের সার্টিফিকেট।

আদালত ডিক্রীর নকল প্রভৃতি পাইলে, প্রমাণ না লইয়া তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

২২৫ ধারা। যে আদালতে তদ্রূপে ডিক্রী পাঠান যায়, সেই আদালত বিশেষ কোন কারণে ঐ ডিক্রীর, কিম্বা জারী করণের আজ্ঞার, কিম্বা তাহার নকলের, কিম্বা যে আদালত ডিক্রী করিলেন, তাহার বিচারাধিপত্যের প্রমাণ চাহিলে, বিচারপতি ঐ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। নতুবা কোন প্রমাণ না লইয়া, ঐ ঐ নকল ও সার্টিফিকট গাঁথাইয়া রাখিবেন।

ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায়, তৎকর্তৃক জারী হওয়ার কথা।

২২৬ ধারা। ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায়, তাহা জিলার আদালত হইলে, পূর্ব্বোক্ত নকল তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে পর, ঐ আদালত আপনি তাহা জারী করিতে পারিবেন, কিম্বা অধীন যে আদালতের প্রতি আজ্ঞা করেন, সেই আদালত জারী করিতে পারিবেন।

অন্য আদালতের প্রেরিত ডিক্রী হাইকোর্টের দ্বারা জারী করিবার কথা।

২২৭ ধারা। ডিক্রী জারী করিবার জন্য হাইকোর্টে পাঠান গেলে, ঐ কোর্ট দেওয়ানী

মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণ পক্ষে, সাধারণ ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া আপনি ডিক্রী করিলে যে প্রকারে জারী করিতেন, সেই প্রকারে ঐ ডিক্রী জারী করাইবেন।

অন্য আদালতের ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

২২৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে ডিক্রী জারী করিবার জন্য যে আদালতে পাঠান যায়, তিনি আপনার ডিক্রী জারী করণার্থে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, ঐ ডিক্রীজারী করণার্থেও সেই ক্ষমতাপন্ন হইবেন। কোন ব্যক্তি সেই ডিক্রীজারী সম্পর্কীয় আজ্ঞা না মানিলে, কিম্বা জারী করণের বাধা জন্মাইলে, ঐ আদালত আপনি ঐ ডিক্রী করিলে যেরূপে ঐ ব্যক্তির দণ্ড করিতে পারিতেন, সেইরূপে করিতে পারিবেন। এবং ঐ ডিক্রীজারীকরণসম্পর্কে ঐ আদালত যে যে আজ্ঞা করেন, আপনি ঐ ডিক্রী করিলে ঐ ঐ আজ্ঞার উপর আপীলবিষয়ক যে বিধি বর্ত্তিত, সেই বিধি বর্ত্তিবে।

এতদ্দেশীয় রাজ্যাধিকারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত
আদালতের ডিক্রীর কথা।

২২৯ ধারা। ভিন্ন দেশীয় কোন রাজার দেশে কি রাজ্যাধিকারে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অনুমতি ক্রমে যে আদালত স্থাপিত বা রক্ষিত হয়, সেই আদালতের ডিক্রী ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করা যাইতে না পারিলে, এই আইনের বিধানমতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করা যাইতে পারিবে।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতের ডিক্রী দেশীয় রাজাদের রাজ্যাধিকারস্থিত
ব্রিটিষ আদালতে পাঠাইবার কথা।

২২৯ ক ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধারাগুলির যতটা কোন আদালতকে জারী করিবার নিমিত্ত অপর কোন আদালতে ডিক্রী পাঠাইতে সক্ষম করে, ততটার এইরূপ অর্থ করা যাইবে যে, কোন ভিন্ন দেশীয় রাজার বা রাজ্যাধিকারভুক্ত যে প্রদেশে এই ধারা খাটে বলিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেবের অনুমতিক্রমে সেই প্রদেশে যে আদালতে উহা স্থাপিত বা রাখিয়া দেওয়া হয়, সেই আদালতে তদনুসারে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন আদালত, জারী করিবার নিমিত্ত ডিক্রী পাঠাইতে সক্ষম হইবেন।

(খ) ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনার বিধি।

ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনার কথা।

২৩০ ধারা। ডিক্রীদার ডিক্রী প্রবল করিতে চাহিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন, তিনি সেই আদালতে, কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে কোন কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়া থাকিলে তাঁহার নিকটে, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে অন্য আদালতে প্রেরণ করা গেলে, সেই আদালতে, কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে প্রার্থনা করিবেন।

আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ডিক্রীমত দেনাদারের ও তাঁহার সম্পত্তির উপর একই সময়ে ডিক্রী জারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

এই ধারাক্রমে টাকা দেওনের, কিম্বা অন্য সম্পত্তি সমর্পণ করণের, ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা করা গেলে, ও সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে, নিম্নলিখিত কোন তারিখ অবধি দ্বাদশ বৎসর গত হইলে পর, পশ্চাৎ সেই ডিক্রী জারী করিবার কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না,—

(ক) যে ডিক্রী প্রবল করিবার চেষ্টা হয় তাহার, কিম্বা আপীল হইয়া সেই ডিক্রী প্রবল রাখিবার ডিক্রী হইলে, তাহার তারিখ অবধি, কিম্বা

(খ) ডিক্রীদ্বারা কিম্বা পশ্চাৎ অন্য আজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট তারিখে, কোন টাকা দিবার, কি কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিবার, আজ্ঞা হইলে প্রার্থক যে টাকা কি সম্পত্তি লক্ষ্য করিয়া ডিক্রী প্রবল করাইতে চেষ্টা করেন, সেই টাকা দিবার, কি সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ত্রুটি, যে তারিখে হয়, সেই তারিখ অবধি।

ঐ প্রার্থনাপত্রের তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ব দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ডিক্রীমত দেনদার প্রতারণাদ্বারা, কিম্বা বলক্রমে ঐ ডিক্রী জারী হইবার বাধা দিয়া থাকিলে, বার বৎসরের ঐ মিয়াদগত হইলেও এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের ঐ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধা নাই।

অনেক ডিক্রীদার থাকিলে কোন এক জনের ঐ প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার কথা।

২৩১ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তির সপক্ষে সাধারণ ডিক্রী হইলে, তাহাদের কোন এক কি অধিক ব্যক্তি, কিম্বা তাহার কি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, সকলের হিতার্থে, কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে, উত্তরজীবিত অন্য ব্যক্তিদের ও মৃত ব্যক্তির স্বার্থসম্বন্ধীয় স্থলাভিষিক্তের হিতার্থে, সম্পূর্ণ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে প্রার্থনা করা যায়, আদালত সেই প্রার্থনানুসারে ডিক্রী জারী করিবার অনুমতি দেওয়ার উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাইলে, অন্য যে ব্যক্তিরা সেই প্রার্থনায় সংযুক্ত না ছিলেন, তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে আজ্ঞা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা করিবেন।

ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায়, তাঁহার প্রার্থনার কথা।

২৩২ ধারা। লিখিত নিরূপণপত্রক্রমে, কিম্বা আইনের কার্য্যবলে, সেই ডিক্রী ডিক্রীদারের হস্ত হইতে অন্য কোন ব্যক্তির হস্তগত করা গেলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন, ঐ ডিক্রী-প্রাপ্ত ব্যক্তি, সেই আদালতে ঐ ডিক্রী জারীর প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং ডিক্রীদার আপনি ঐ প্রার্থনা করিলে, যে প্রকারে ও যে নিয়মাধীনে তাহা জারী করা যাইত, আদালত বিহিত বোধ করিলে, ঐ ডিক্রী সেই প্রকারে ও সেই নিয়মাধীনে, জারী করা যাইতে পারিবে; কিন্তু—

(ক) নিরূপণপত্রদ্বারা সেই ডিক্রী অন্যের হস্তগত করা গেলে, উক্ত প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া হস্তান্তরকারীকে ও ডিক্রীমত দেনদারকে দেওয়া যাইবে ও তাঁহারা ঐ ডিক্রী জারী-করণ বিষয়ে আপত্তি করিলে, আদালত তাঁহাদের ঐ আপত্তি না শুনিলে ঐ ডিক্রী জারী করা যাইবে না। আরো

(খ) অনেক ব্যক্তির বিপক্ষে টাকার ডিক্রী হইয়া তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তির হস্তগত করা গেলে, অন্যদের বিপক্ষে তাহা জারী করা যাইতে পারিবে না।

ঐ ডিক্রী যাহার হস্তগত করা যায়, আসল ডিক্রীদারের বিপক্ষে যে ন্যায্য দাওয়া প্রবল হইতে পারে, তাহা মানিয়া তাঁহার ঐ ডিক্রী রাখিবার কথা।

২৩৩ ধারা। আসল ডিক্রীদারের বিপক্ষে ডিক্রীমত দেনদারের ন্যায্য দাওয়া থাকিলে, ও দেনদার ঐ দাওয়া প্রবল করিতে পারিলে, ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায়, তিনিও সেই দাওয়া বলবৎ মানিয়া ঐ ডিক্রী রাখিবেন।

ডিক্রীমত দেনদার ঐ ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে মরিলে, তাঁহার স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনার কথা।

২৩৪ ধারা। ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী হওনের পূর্ব্বে ডিক্রীমত দেনদার মরিলে যে আদালত ডিক্রী করিলেন, ডিক্রীদার তাঁহার নিকট মৃতখাতকের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী করাইতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মৃত ব্যক্তির যত সম্পত্তি ঐ স্থলাভিষিক্তের হস্তগত হইয়া নিয়মমতে হস্তান্তর করা যায় নাই, ঐ স্থলাভিষিক্ত কেবল তত সম্পত্তি সম্বন্ধে দায়ী হইবেন, ও যে আদালত ডিক্রী জারী করাইবেন, তিনি ঐ দায় নিশ্চয়রূপে স্থির করিবার নিমিত্তে, যে যে হিসাব দেখা উচিত বোধ করেন, স্বীয় প্রবৃত্তিমতে কিম্বা ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে, ঐ স্থলাভিষিক্তের দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই সেই হিসাব উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

২৩৫ ধারা। ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও প্রার্থকের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত আছেন, আদালতের হৃদ্বোধমতে এরূপ প্রমাণ দেওয়া গেলে, আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ অন্য ব্যক্তির ঐ প্রার্থনাপত্রেও সত্যপাঠের কথা লিখিতে হইবে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত টেবিলের পাঠে লেখা থাকিবে,—

(ক) মোকদ্দমার নম্বর।

(খ) উভয় পক্ষের নাম।

(গ) ডিক্রীর তারিখ।

(ঘ) ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা গেল কি না।

(ঙ) ডিক্রী হওয়ার পর উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদীয় বিষয়ের কোন রূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না ও যেরূপ নিষ্পত্তি হইল, সেই কথা।

(চ) ইহার পূর্ব্বে ঐ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়াছে কি না ও কি কি প্রার্থনা হইয়াছে ও তাহার কি ফল।

(ছ) ডিক্রীমতে ঋণের কি হানিপূরণের যত টাকা ও সুদের আজ্ঞা হইলে যত টাকা সুদ কি তদ্দ্বারা অন্য যে উপকারের আজ্ঞা হইল তাঁহা।

(জ) খরচার আজ্ঞা হইলে যত টাকা খরচা।

(ঝ) যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী প্রবল করিবার চেষ্টা হয়, তাঁহার নাম ও

(ঞ) আদালতের নিকট যদ্রূপ সাহায্যের প্রার্থনা হয়, অর্থাৎ যে সম্পত্তির স্পষ্ট ডিক্রী হইল, সেই সম্পত্তি দেওয়ান, কিম্বা প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত ব্যক্তিকে ধরিয়া কারাবদ্ধকরণ, কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করণ, কিংবা প্রার্থিত উপকারের ভার বিবেচনায় অন্য যে কার্য্যের প্রার্থনা হয় তাহা।

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সহিত নির্ঘণ্টপত্র দিতে হইবার কথা।

২৩৬ ধারা। ডিক্রীমত দেনদারের যে অস্থাবর সম্পত্তি তাহার অধিকারে নাই, এমত সম্পত্তি ক্রোক করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, ডিক্রীদার ঐ প্রার্থনাপত্রের সহিত ঐ সম্পত্তির সঙ্গতরূপে যথার্থ বর্ণনাযুক্ত, এক নির্ঘণ্টপত্র সংযোগ করিয়া দিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে আর আর যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে, তাহার কথা।

২৩৭ ধারা। ডিক্রীমত দেনদারের কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, সেই সম্পত্তি যাহাতে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে, প্রার্থনাপত্রের নিম্নভাগে তাহার এমত বর্ণনা লিখিতে হইবে, এবং প্রার্থকের বিশ্বাসমতে, কিম্বা তিনি যত দূর নিশ্চয়রূপে জানিয়া লইতে পারিলেন, ততদূর সেই সম্পত্তিতে ডিক্রীমত দেনাদারের, যে অংশ কি স্বার্থ থাকে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে।

আবেদনপত্রে সত্যপাঠের কথা লিখিবার পূর্ব্ব লিখিত বিধানানুসারে, উক্ত বর্ণনাপত্রে ও নির্দ্দেশ বাক্যেও সত্যপাঠের সেই কথা লিখিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে যে স্থলে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টরী হইতে উদ্ধৃত কথা দিতে হইবে, তাহার কথা।

২৩৮ ধারা। সেই সম্পত্তি যদি কালেক্টরী কাছারীতে রেজষ্টরী করা ভূসম্পত্তি হয়, তবে ঐ ভূমির অধিকারী বলিয়া, কিম্বা যে স্বার্থ হস্তান্তর করা যাইতে পারে, ঐ ভূমিতে কি তদুৎপন্ন রাজস্বে এমত স্বার্থপ্রাপ্ত, কিম্বা ঐ ভূমির রাজস্বের দায়ী বলিয়া, যে ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টরী করা থাকে, তাঁহাদের নাম, ও রেজিষ্টরী কৃত ভূম্যধিকারীদের নানা অংশ, যাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকে, ঐ কাছারীর রেজিষ্টরী হইতে উদ্ধৃত ও স্বাক্ষরক্রমে প্রমাণিত এমত পত্র, ঐ ভূমি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে দিতে হইবে।

(গ)—ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার বিধি।

যখন আদালত ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারেন, তাহার কথা।

২৩৯ ধারা। যে আদালত ডিক্রী করিলেন, সেই আদালতে, কিংবা ঐ ডিক্রী কি তাহার জারীকরণ বিষয়ক আপীল, যে আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে, ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা হওয়ার নিমিত্ত, কিংবা ঐ প্রথম স্থলীয় আদালত কি আপীল আদালত, ডিক্রী জারীর আজ্ঞা দিয়া থাকিলে, কিংবা তাহার নিকট ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর কিংবা তাহা জারী করণের বিষয়ের অন্য যে আজ্ঞা করিতে পারিতেন, এমত কোন আজ্ঞা হওয়ার নিমিত্ত, ডিক্রীমত দেনদার যেন প্রার্থনা করিতে

অবকাশ পান, এই অভিপ্রায়ে, এই অধ্যায়মতে জারী করিবার জন্যে, ডিক্রী যে আদালতে প্রেরণ করা যায়, উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, সেই আদালত সঙ্গত কালের নিমিত্ত ঐ ডিক্রী-জারী স্থগিত রাখিবেন।

ও ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত দেনদারের সম্পত্তি, কিংবা তাঁহাকেই ধৃত করা গিয়া থাকিলে, যে আদালত ঐ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিলেন, সেই আদালত উক্ত আজ্ঞার নিমিত্ত প্রার্থনার ফলের অপেক্ষায় ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কিংবা ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত দেনদারের স্থানে জামিন লইতে কিংবা তাঁহাকে নিয়মবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

২৪০ ধারা। ২৩৯ ধারামতে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার, কিংবা সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার, কি ডিক্রীমত দেনদারকে মুক্ত করিবার আজ্ঞাকরণের পূর্ব্বে, আদালত বিধিমত দেনদারের স্থানে যে জামিন লওয়া উচিত বোধ করেন, লইতে পারিবেন, কিংবা তৎপক্ষে যে নিয়ম ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত দেনদারকে মুক্ত করা গেলে পুনরায় ধরা যাইতে পারিবার কথা।

২৪১ ধারা। ডিক্রীমত দেনদারকে কিংবা তাহার সম্পত্তি ২৩৯ ধারামতে মুক্ত করা গেলেও, জারী করিবার নিমিত্ত যে ডিক্রী পাঠান যায়, তাহা জারীকরণক্রমে তাহার কিংবা তাহার সম্পত্তির পুনরায় ধৃত হইবার বাধা নাই।

যে আদালতে প্রার্থনা করা যায়, ডিক্রীজারী কিংবা আপীল আদালতের আজ্ঞা তাহার মানিতে হইবার কথা।

২৪২ ধারা। যে আদালতে প্রার্থনা করা যায় সেই আদালত, কিংবা পূর্ব্বোক্ত আপীল-আদালত, ঐ ডিক্রীজারীকরণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন, ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত যে আদালতে পাঠান যায়, সেই আদালতের ঐ আজ্ঞা মানিতেই হইবে।

ডিক্রীদারের ও ডিক্রীমত দেনদারের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ডিক্রীজারী স্থগিত থাকার কথা।

২৪৩ ধারা। কোন আদালতের ডিক্রী যে ব্যক্তির বিপক্ষে হইয়াছে, ডিক্রীদারের নামে সেই আদালতে সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে, আদালত উচিত জ্ঞান করিলে, ঐ উপস্থিত মোকদ্দমা যত দিন নিষ্পত্তি না হয়, ততদিন নিয়ম ব্যতিরেকে, কিংবা যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন, এমত নিয়মানুসারে ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ঘ।—যে আদালত ডিক্রী জারী করিবেন, তাঁহার বিবেচনীয় বিষয়ের বিধি।

যে আদালত ডিক্রী জারী করেন, তাঁহার যে যে বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

২৪৪ ধারা। যে আদালত ডিক্রী জারী করেন, স্বতন্ত্র মোকদ্দমা না হইয়া সেই আদালতের আজ্ঞাক্রমে নিম্নলিখিত প্রশ্নসকল নির্ণয় করা যাইবে।

(ক) ডিক্রীতে যে ওয়াসিলাতের বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার আজ্ঞা থাকে, তাহার যত টাকা ধরিতে হইবে, এই বিষয়ের প্রশ্ন।

(খ) ডিক্রী অনুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ডিক্রী জারী করণের তারিখ পর্য্যন্ত কিম্বা ডিক্রের তারিখ অবধি তিন বৎসর অবসান না হওন পর্য্যন্ত, বিবাদীয় বিষয়ের উপর ওয়াসিলাৎ কি সুদ দেওনের আজ্ঞা থাকিলে, যত টাকা ওয়াসিলাৎ কি সুদ ধরিতে হইবে, এই বিষয়ের প্রশ্ন।

(গ) যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা হইয়াছে, সেই মোকদ্দমার পক্ষগণের বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তগণের মধ্যে এবং ঐ ডিক্রী জারী করা, পরিশোধ করা বা শোধ বোধ করা বা উহার জারী করণ স্থগিত রাখা সম্বন্ধে অপর যে প্রশ্ন উত্থত হয়, তাহা।

এই ধারার প্রয়োজনার্থ কোন পক্ষের স্থলাভিষিক্তকে যদি এই প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে, আদালত হয় যে পর্য্যন্ত পৃথক মোকদ্দমায় এই প্রশ্নের মীমাংসা না হয়, সে পর্য্যন্ত ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন, নয়, এই ধারানুসারে হুকুমক্রমে স্বয়ং এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন।

প্রথম মোকদ্দমা উপস্থিত করণ ও ঐ মোকদ্দমার ডিক্রী জারীকরণ সময়ের মধ্যে যে ওয়াসিলাৎ বর্ত্তে, ঐ ডিক্রীতে তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করা না গেলে, এই ধারার কোন কথায় সেই ওয়াসিলাতের নিমিত্ত স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা নাই।

ঙ।—ডিক্রী যে প্রকারে জারী করা যাইবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্র পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৫ ধারা। আদালত ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্র পাইলে ২৩৫ ও ২৩৬ ও ২৩৭ ও ২৩৮ ধারার যে যে আদেশ ঐ মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তে, সেই সেই আদেশ পালন হইয়াছে কি না, ইহা নির্ণয় করিবেন এবং ঐ ঐ আদেশ পালন করা না হইয়া থাকিলে, আদালত প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিতে, কিংবা উক্ত আদেশ পালন নিমিত্ত ফিরাইয়া দিতে, কিংবা তৎকালে কি তৎস্থানে কিংবা আদালত যে সময় ধার্য্য করেন, সেই সময় মধ্যে সংশোধন করিয়া দিবার অনুমতি করিবেন, সেই প্রার্থনাপত্র এইরূপে সংশোধিত না হইলে তাহা অগ্রাহ্য করা যাইবে।

এই ধারামতে যে যে কথা সংশোধন করা যায়, তাহাতে বিচারপতির স্বাক্ষর করিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে, আদালত মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে ঐ প্রার্থনা হওয়ার কথা ও যে তারিখে করা যায়, তাহা লিখিয়া ঐ প্রার্থনাপত্রের ভাবানুসারে ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে যত টাকার ডিক্রী হয়, সাধ্যমতে তাহার অধিক কি ন্যূন মূল্যের সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে না।

টাকার ডিক্রীজারীতে স্ত্রীলোকের গ্রেপ্তার বা কারাবদ্ধ করণ নিষেধের কথা।

"২৪৫ক ধারা। ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারায় বা এই আইনের অপর কোন ধারায় যাহা কিছু

আছে, তাহা সত্বেও আদালত টাকার ডিক্রীজারীতে কোন স্ত্রীলোককে ধৃত বা কারাবদ্ধ করিবার হুকুম দিবেন না।

কারাবদ্ধ করণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য অপর ডিক্রীমত দেনদারকে বিবেচনামত অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

২৪৫খ ধারা। (১) টাকার ডিক্রীজারীর প্রার্থনাপত্রক্রমে যে ডিক্রীমত দেনদারকে ধৃত করা যাইতে পারে, সেই ডিক্রীমত দেনদারকে ধৃত ও কারাবদ্ধ করিয়া টাকার ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্র প্রদত্ত হওয়ার স্থলে ২৪৫ ধারায় বা এই আইনের অপর কোন ধারায় যাহা কিছু আছে, তাহা সত্বেও, আদালত তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পরওয়ানা না দিয়া তাঁহাকে এইরূপ আদেশ করিয়া একখানি নোটিস দিতে পারিবেন যে, ঐ নোটিসে যে দিবসের নির্দ্দেশ থাকে, সেই দিবসে তিনি আদালতে উপস্থিত হন এবং ডিক্রীজারীক্রমে তিনি কেন কারাবদ্ধ হইবেন না, তাহার কারণ প্রদর্শন করেন।

(২) নোটিস অনুসারে যদি উপস্থিত হওয়া না হয়, তাহা হইলে ডিক্রীদার যদি বলেন, তবে আদালত ডিক্রীমত দেনদারকে ধরিবার জন্য পরওয়ানা দিবেন।

পরস্পরের বিপক্ষ ডিক্রীর কথা।

২৪৬ ধারা। আদালতে টাকার নিমিত্ত দুই পক্ষের পরস্পর বিপক্ষ ডিক্রী উপস্থিত করা গেলে, যিনি অধিক টাকার ডিক্রীদার তিনিই অন্য ডিক্রীর অল্পতর টাকা বাদে কেবল অবশিষ্ট টাকার নিমিত্ত ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন, এবং অধিক টাকার ডিক্রীর উপর ঐ অল্প টাকা শোধ হওয়ার, ও অল্প টাকার ডিক্রীর উপর ঐ টাকা শোধ পাইবার কথা লেখা যাইবে।

সমান টাকার দুই ডিক্রী হইলে, উভয় ডিক্রীর উপর টাকা শোধ হওয়ার কথা লেখা যাইবে।

প্রথম ব্যাখ্যা।—যে যে ডিক্রী একই সময়ে একই আদালত দ্বারা জারী করা যাইতে পারে, সেই সেই ডিক্রী এই ধারার লক্ষ্য।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। কোন এক পক্ষ নিরূপণক্রমে উক্ত কোন এক ডিক্রী প্রাপ্ত হইলেও এই ধারা খাটে, এবং নিরূপণক্রমে প্রাপ্ত ব্যক্তির ডিক্রীমত ঋণের ও আসল নিরূপণকারীর ডিক্রীমত ঋণের প্রতি সমানরূপে খাটে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা।—এই ধারা নিম্নলিখিত স্থলে খাটে না,

যে যে মোকদ্দমায় ঐ ঐ ডিক্রী করা গেল, তন্মধ্যে কোন এক মোকদ্দমার ডিক্রীদার যদি অন্য মোকদ্দমার ডিক্রীমত দেনদার না হন, ও উভয় মোকদ্দমার প্রত্যেক জনের এইরূপ সম্বন্ধ না থাকে, এবং—

দুই ডিক্রীমতে যে টাকা পাওনা হয়, তাহা যদি নিশ্চিত না থাকে।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের বিপক্ষে আনন্দের ১০০০৲ টাকার ডিক্রী আছে। ও আনন্দ ভাবী কোন দিনে বলরামকে অমুক অমুক দ্রব্য না দিলে ঐ আনন্দের বিপক্ষে বলরামেরও

১০০০৲ টাকা পাইবার ডিক্রী আছে। বলরাম এই ধারামতে আপনার ডিক্রী বিপক্ষ-ডিক্রী বলিয়া মানিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ ও বলরাম একই মোকদ্দমায় সহবাদী হইয়া চন্দ্রের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী পান, চন্দ্রও কেবল বলরামের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার অন্য ডিক্রী পান। চন্দ্র এই ধারামতে আপনার ডিক্রী অন্য ডিক্রীর বিপক্ষ বলিয়া মানিতে পারিবেন না।

(গ) আনন্দ বলরামের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী পান। চন্দ্র বলরামের সপক্ষ ন্যাসধারী হইয়া বলরামের সপক্ষে আনন্দের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী পান। বলরাম এই ধারামতে চন্দ্রের ডিক্রী বলিয়া মানিতে পারিবেন না।

একই ডিক্রীমতে পরস্পর বিপক্ষ দাওয়ার কথা।

২৪৭ ধারা। দুই পক্ষ একই ডিক্রীমতে পরস্পরের স্থানে ন্যূনাধিক টাকা পাইবার স্বত্ববান হইলে, যে ব্যক্তি অন্য অপেক্ষা অল্প টাকার স্বত্ববান, তিনি ঐ অন্যের বিপক্ষে ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন না, কিন্তু ডিক্রীর উপর অল্প টাকা শোধ পাওয়ার কথা লেখা যাইবে।

উভয় ডিক্রী সমান টাকার হইলে, কোন পক্ষ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন না, এক এক ডিক্রীর টাকা শোধ হওয়ার কথা সেই সেই ডিক্রীর উপর লেখা যাইবে।

ডিক্রী জারী করিতে না হওয়ার কারণ দেখাইবার নোটিস দিবার কথা।

২৪৮ ধারা। (ক) ডিক্রীর তারিখের ও তাহা জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের তারিখের মধ্যে এক বৎসরের অধিককাল গত হইলে, কিম্বা

(খ) যে মোকদ্দমার ডিক্রী করা গেল, সেই মোকদ্দমার এক পক্ষের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রী প্রবল করিবার প্রার্থনা হইলে,

যাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিতে প্রার্থনা করা যায়, আদালত মিয়াদ নিরূপণ করিয়া তাঁহার নামে নোটিস দিয়া যে যে হেতুতে তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী জারী করা উচিত না হয়, সেই মিয়াদের মধ্যে এমত হেতু দেখাইয়া দিতে আজ্ঞা করিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু এই এই স্থলে তদ্রূপ নোটিস দেওনের প্রয়োজন নাই,

ডিক্রীর তারিখ ও ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের তারিখের মধ্যে এক বৎসরের অধিক গত হইলেও, যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, তাহার উপর আপীল হইয়া যে ডিক্রী করা যায়, যদি সেই ডিক্রীর তারিখ অবধি, কিম্বা যাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিতে প্রার্থনা করা যায়, তৎপূর্ব্বে ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া তাঁহার বিপক্ষে শেষ যে আজ্ঞা করা যায়, যদি ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ প্রার্থনা হইয়া থাকে, কিম্বা

ডিক্রীমত দেনদারের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে প্রার্থনা হইলেও, যদি তৎপূর্ব্বে সেই ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া আদালত তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার "আদালত" শব্দে যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহাকে জানিতে

হইবে। কিন্তু ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত অন্য আদালতে পাঠান গিয়া থাকিলে ঐ খরচ সেই অন্য আদালতকে জানিতে হইবে।

নোটিস জারী হইবার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৯ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারামতে কোন ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া গেলেও, তিনি উপস্থিত না হইলে, কিম্বা যে হেতুকে ডিক্রীজারী করা উচিত নয়, আদালতের হৃদ্বোধমতে এমত হেতু না দেখাইলে, আদালত সেই ডিক্রী জারী করিতে আজ্ঞা করিবেন।

তিনি ঐ ডিক্রী প্রবল করিবার কোন আপত্তি করাইলে, আদালত সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন, করিবেন।

পরওয়ানা যে সময়ে বাহির হইতে পারিবে, তাহার কথা।

২৫০ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে পত্রে স্থলীয় যে কার্য্যের প্রয়োজন হয়, তাহা করা গেলে পর, আদালত অন্যরূপ কার্য্য করিবার কারণ না দেখিলে, ২৪৫ ক ও ২৪৫ খ ধারার বিধানের অধীনে ডিক্রীজারী করিবার পরওয়ানা দিবেন।

তাহাতে তারিখ দিবার ও স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিবার কথা।

২৫১ ধারা। ঐ পরওয়ানা যে দিনে বাহির হয়, সেই দিনের তারিখ তাহাতে দেওয়া যাইবে, ও বিচারপতি কিংবা এতদর্থে কার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। তাহাতে আদালতের মোহরও মুদ্রিত হইবে ও জারী করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মকারকের হস্তে দেওয়া যাইবে।

ও যে দিনে বা যে দিনের পূর্ব্বে ঐ পরওয়ানা জারী করিতে হইবে, এমত দিন নির্দ্ধারিত থাকিবে, ও যে দিনে যে প্রকারে জারী করা গেল, উপযুক্ত কর্ম্মকারক পরওয়ানার পৃষ্ঠে তাহা লিখিয়া কিংবা জারী করা না গেলে জারী না হওয়ার কারণ লিখিয়া যে আদালত হইতে বাহির হইল, তথায় সেই পৃষ্ঠলিপি সমেত ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া পাঠাইবেন।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে টাকা দিবার জন্য তাঁহার স্থলাভিষিক্তের বিরুদ্ধে ডিক্রীর কথা।

২৫২ ধারা। মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্তরূপে কোন পক্ষের বিপক্ষে ডিক্রী জারী হইলে, এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে টাকা দিবার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, উক্ত কোন সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবে।

তদ্রূপ কোন সম্পত্তি ডিক্রীমতে দেনদারের অধিকার না থাকিলে, ও মৃত ব্যক্তির যে সম্পত্তি ডিক্রীমত দেনদারের অধিকারগত হইল বলিয়া প্রমাণ করা যায়, তিনি ঐ সম্পত্তি নিয়মমতে যে প্রয়োগ করিয়াছেন, এই কথা আদালতের হৃদ্বোধমতে জানাইতে না পারিলে, সম্পত্তির যে অংশ তাঁহার দ্বারা নিয়মমতে প্রয়োগ হয় নাই, সেই অংশ পর্য্যন্ত, নিজ তাঁহারই বিপক্ষে ডিক্রী হওয়ার ন্যায়, ডিক্রীমত দেনদারের বিপক্ষে ঐ ডিক্রী হওয়ার ন্যায় ডিক্রীমত দেনদারের বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবে।

জামিনের বিপক্ষে ডিক্রীর কথা।

২৫৩ ধারা। প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমার ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ঐ ডিক্রীমতে

কিম্বা তাহার একাংশমতে কার্য্য হইবার প্রতিভূস্বরূপ দায়ী হইলে, প্রতিবাদির বিপক্ষে যেরূপে ডিক্রী জারী হইতে পারে, ঐ ব্যক্তি আপনাকে যতদূর দায়ী করিলেন, তাঁহার বিপক্ষে সেই ডিক্রী জারী হইতে পারিবে।

কিন্তু আদালত প্রত্যেক স্থলে যে প্রকারের নোটিস প্রচুর জ্ঞান করেন, প্রতিভূকে এমত নোটিস লিখিয়া দিতে হইবে।

টাকার নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৫৪ ধারা। যে ডিক্রী কি আজ্ঞা দ্বারা কোন পক্ষের প্রতি হানিপূরণ কি খরচা-স্বরূপ, কিংবা ডিক্রী কি আজ্ঞানুযায়ী অন্য কোন উপকারের পরিবর্ত্তে, কি অন্য প্রকারে, টাকা দেওয়ার আদেশ থাকে, ডিক্রীমত দেনদারকে কারারুদ্ধকরণ কিংবা নিম্নলিখিত বিধানমতে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণদ্বারা, কিংবা ঐ উভয় প্রকারে, ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা প্রবল করা যাইতে পারিবে।

ওয়াসিলাতের কিংবা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক ডিক্রীর কথা।

২৫৫ ধারা। ওয়াসিলাতের কিংবা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ টাকাতে নির্ণয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ের ডিক্রী হইলে, ডিক্রীমত দেনদারের স্থানে ডিক্রীক্রমে যত টাকা পাওনা হয়, তাহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে, টাকার সাধারণ ডিক্রী হওয়ার ন্যায় তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারিবে।

১০০০ টাকার অধিকের ডিক্রী না হইলে অগৌণেই তাহা জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৫৬ ধারা। কেবল টাকার ডিক্রী হইলে ও এক সহস্র টাকার অধিকের ডিক্রী না হইলে, ও ডিক্রীমত দেনদার আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকিলে, আদালত ঐ ডিক্রী করণ সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনমতে দেনদারকেই ধরিবার, কিংবা সেই সীমার অন্তর্গত তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরওয়ানা দিয়া অগৌণেই ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত টাকা যে যে রূপে দেওয়া যাইবে, তাহার কথা।

২৫৭ ধারা। ডিক্রীমতে যে সকল টাকা দেয় হয় তাহা এই এই প্রকারে দেওয়া যাইবে,

(ক) সেই ডিক্রী জারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য সেই আদালতে, কিংবা

(খ) আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে, কিংবা

(গ) যে আদালত ডিক্রী করেন, তিনি অন্য যদ্রূপ আজ্ঞা করেন, তদ্রূপে।

ডিক্রীমত দেনদারকে সময় দিবার চুক্তির কথা।

২৫৭ক ধারা। প্রবৃত্তি না থাকিলেও যে আদালত ডিক্রী দেন, তাঁহার অনুমতি না হইলে, ও উক্ত আদালত ঐ প্রবৃত্তি ভাবগতিক বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান না করিলে, ডিক্রীতে ঋণ পরিশোধার্থে সময় দিবার যে প্রত্যেক চুক্তি করা যায়, তাহা অসিদ্ধ হইবে।

ডিক্রীমত ঋণ পরিশোধার্থ চুক্তির কথা।

ডিক্রীমতে যত টাকা পাওনা থাকে, কি হয়, ডিক্রীমত ঋণ পরিশোধার্থে স্পষ্টরূপে, কি চক্রান্তে তদতিরিক্ত টাকা দিবার প্রত্যেক চুক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমতি না লইয়া করা গেলে অসিদ্ধ হইবে।

এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন টাকা দেওয়া গেলে, ডিক্রীমত ঋণ পরিশোধার্থে তাহা প্রয়োগ করা যাইবে, এবং কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে, ডিক্রীমত দেনদার তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

ডিক্রীদারকে টাকা দিবার কথা।

২৫৮ ধারা। ডিক্রীমতে দেয় কোন টাকা আদালতের বাহিরে দেওয়া গিয়া থাকিলে, কিম্বা ডিক্রীদারের সুবোধমতে ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ অন্য প্রকারে মিটাইয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ২৫৭ক ধারার লিখিত প্রকারের চুক্তিমতে কোন টাকা দেওয়া গেলে, ঐ ডিক্রী জারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য, ডিক্রীদার সেই আদালতে ঐ টাকা দেওয়ার কি মিটাইয়া দেওয়ার সার্টিফিকেট দিবেন।

ডিক্রীমত দেনদারও তদ্রূপ দেওয়ার, কি মিটাইয়া দেওয়ার সংবাদ আদালতে দিয়া ডিক্রীদারের প্রতি এই মর্ম্মের নোটিস জারী হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে সার্টিফিকেট পাওয়া গেল বলিয়া উক্ত দেওয়া কি মিটাইয়া দেওয়া কোন লিপিবদ্ধ করা যাইবে না, আদালত যে দিন অবধারিত করেন, সেই দিনে ডিক্রীদার ইহার কারণ দেখান, এবং উক্ত নোটিস নিয়মিত রূপে জারী করা গেলে, ডিক্রীদার যদি অবধারিত দিনে উপস্থিত না হন, কিম্বা সার্টিফিকেট পাওয়া গেল বলিয়া উক্ত দেওয়া কি মিটাইয়া দেওয়া কোন লিপিবদ্ধ করা যাইবে না, উপস্থিত হইয়াও যদি ইহার কারণ দেখাইতে না পারেন, তবে আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

"ঐরূপ দেওয়া বা মিটমাট সম্বন্ধে উপরোক্ত মতে সার্টিফিকেট না দেওয়া গেলে যে আদালত ডিক্রীজারী করেন, তাঁহার দ্বারা উহা দেওয়া বা মিটমাট বলিয়া গ্রাহ্য করা হইবে না।

বিশেষ অস্থাবর দ্রব্যের, কিম্বা স্ত্রী পুনঃপ্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৫৯ ধারা। যদি বিশেষ কোন অস্থাবর দ্রব্য, কিম্বা অস্থাবর দ্রব্যের কোন অংশ প্রাপণের কিম্বা স্ত্রী পুনঃপ্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রী হয়, তবে ঐ দ্রব্য কি অংশ ধৃত করিয়া লইতে পারিলে, তাহা ধৃত করিয়া যাঁহার পক্ষে ডিক্রী হইল তাঁহার প্রতি, কিংবা তিনি, আপনার পক্ষ হইয়া ঐ দ্রব্য গ্রহণার্থে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিয়া, কিংবা ডিক্রীমত দেনদারকে কারাবদ্ধ করিয়া, কিংবা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া, কিংবা আবশ্যক হইলে তাঁহাকে কারাবদ্ধ ও তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া, ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামত ক্রোক ছয় মাস প্রবল থাকিলেও যদি ডিক্রীমত দেনদার ডিক্রীর আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন ও ডিক্রীদার ঐ ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ার্থে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তবে

উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, এবং তদুৎপন্ন টাকা হইতে আদালত ডিক্রীদারকে ২০৮ ধারামতে টাকা ধার্য্য হইয়া থাকলে ঐ টাকা ও তদ্ব্যতীত ক্ষতিপূরণস্বরূপ যত টাকা দেওয়া উচিত বোধ করেন, তত টাকা দিতে পারিবেন, এবং উদ্বৃত্ত থাকিলে ডিক্রীমত দেনদারের প্রার্থনামতে তাহা তাঁহাকে দিবেন।

যদি ডিক্রীমত দেনদার ডিক্রীর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন ও ডিক্রীজারীর যে সকল খরচা দিতে বাধ্য ছিলেন, তৎসমুদয় দিয়া থাকেন কিম্বা ক্রোক করণের তারিখ অবধি ছয় মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রার্থনা না করিয়া গিয়া থাকেন কিংবা প্রার্থনা করিলে, তাহা গ্রাহ্য না হইয়া থাকে, তবে ক্রোক শেষ হইয়া যাইবে।

বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করণার্থ কিংবা দাম্পত্য স্বত্ব পুনঃপ্রাপণার্থ
ডিক্রী হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

২৬০ ধারা। কোন ব্যক্তির বপক্ষে চুক্তিমতে কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবার, কিম্বা দাম্পত্য-স্বত্ব পুনঃ প্রদান করিবার, কিম্বা অন্য কোন বিশেষ ক্রিয়া করিবার, কিম্বা অন্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার ডিক্রী হইলে, তাঁহার সেই ডিক্রী কি আজ্ঞামত কার্য্য করিবার সুযোগ থাকিলেও যদি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ ডিক্রী মানিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করণ, কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোককরণদ্বারা, কিম্বা উভয় কার্য্য দ্বারা ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামত ক্রোক এক বৎসর প্রবল থাকিলেও যদি ডিক্রীমত দেনদার ডিক্রীর আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন ও ডিক্রীদার ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে এবং তদুৎপন্ন টাকা হইতে আদালত ডিক্রীদারকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যত টাকা দেওয়া উচিত বোধ করেন, তত টাকা দিতে পারিবেন এবং উদ্বৃত্ত থাকিলে, ডিক্রীমত দেনদারের প্রার্থনামতে তাহা তাঁহাকে দিতে পারিবেন।

যদি ডিক্রীমত দেনদার ডিক্রীর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন ও যে সকল খরচা দিতে বাধ্য ছিলেন, তৎসমুদায় দিয়া থাকেন, কিম্বা ক্রোক করণের তারিখ অবধি এক বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রার্থনা করা গিয়া তাহা গ্রাহ্য হইয়া না থাকে, তবে ক্রোক শেষ হইয়া যাইবে।

হস্তান্তরকরণপত্র সম্পাদন করিবার কিম্বা ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে
লিখিবার ডিক্রীর কথা।

২৬১ ধারা। হস্তান্তরকরণপত্রে স্বাক্ষর করিবার কিংবা ক্রয়বিক্রয়ের নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিবার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে ও ডিক্রীমত দেনদার সেই ডিক্রীমতে কার্য্য করিতে তাচ্ছীল্য কি অস্বীকার করিলে, ডিক্রীদার ডিক্রীর নিয়মানুসারে হস্তান্তরকরণপত্রের কি পৃষ্ঠলিপির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আদালতে দিতে পারিবেন।

তাহা হইতে আদালত সমন জারী করিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে ডিক্রীমত দেনদারের নামে সেই পাণ্ডুলিপি ও তৎসহিত এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া জারী করাইবেন যে, তদ্বিষয়ে তাঁহার আপত্তি থাকিলে, তিনি এতৎপক্ষে আদালতের নিরূপিত অমুক সময়ের মধ্যে জানান।

আইনমতে সেই পাণ্ডুলিপিতে ইষ্টাম্প লাগিলে ডিক্রীদার উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখাইবার নিমিত্ত ঐ পাণ্ডুলিপির অন্য এক প্রতিলিপি দিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত দেনদারকে ঐ পাণ্ডুলিপি দত্তের প্রমাণ হইলে, আদালত কিম্বা এতৎপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কর্মকারক তদ্রূপে দেওয়া দ্বিতীয় প্রতিলিপিতে বিষয় আবশ্যক হইলে ঐ প্রতিলিপি যাহাতে ডিক্রীর নিয়মানুযায়ী হয়, এমতে পরিবর্তন করিয়া সেই পরিবর্তিত প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন।

কিন্তু পূর্ব্বোক্তমতে যে পাণ্ডুলিপি জারী করা যায়, কোন পক্ষ তদ্বিষয়ের আপত্তি করিলে, পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে, ঐ আপত্তি লিখিয়া দেওয়া ও আদালতের সম্মুখে তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা যাইবে, তাহা হইলে আদালত যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, তাহা করিয়া তদনুসারে ঐ পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন, কিংবা পরিবর্তন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

হস্তান্তরকরণপত্রে আদালতের যেরূপে স্বাক্ষর করিতে হইবে ও তাহার
যে ফল হইবে, তাহার কথা।

২৬২ ধারা। ইহার পূর্ব্বধারামতে হস্তান্তরকরণপত্রে আদালতের যে স্বাক্ষর করিতে, কিংবা ক্রেয় বস্তুর নিদর্শনপত্রের যে পৃষ্ঠলিপি লিখিতে হইবে, তাহা এই পাঠানুসারে লেখা যাইবে। আনন্দের নামে ঈশানের মোকদ্দমায় আনন্দের পক্ষে অমুক আদালতের জজ (কিম্বা বিষয়বিশেষে) শ্রীঅমুক। কিম্বা হাইকোর্ট সময়ে সময়ে অন্য কোন পাঠে লিখিতে আজ্ঞা করিলে সেই পাঠে লেখা যাইবে। ও যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিতে কিম্বা ঐ পৃষ্ঠলিপি করিতে আজ্ঞা হয়, তিনিই তাহা করিলে যে ফল হইত, আদালতকর্তৃক সেই হস্তান্তরকরণপত্রে স্বাক্ষর করিবার, কিম্বা সেই নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিবার সেই ফল হইবে।

স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৬৩ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ডিক্রী হইলে, যাঁহার সপক্ষে ডিক্রী হইল, তাঁহার কিম্বা তিনি আপনার পক্ষে তাহা গ্রহণার্থে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তাঁহার অধিকারে দেওয়া যাইবে। এবং ঐ ডিক্রীক্রমে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে, প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়া যাইবে।

স্থাবর সম্পত্তি প্রজার অধিকারে থাকিলে তাহা দেওয়াইবার কথা।

২৬৪ ধারা। প্রজার কিম্বা অন্য অন্য যে ব্যক্তির অধিকার করিবার স্বত্ব আছে ও যিনি ডিক্রীক্রমে উক্ত অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন, তাঁহার অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ডিক্রী হইলে আদালত ঐ সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য স্থানে পরওয়ানার এক কেতা নকল লাগাইয়া দিয়া, এবং উপযুক্ত কোন স্থানে ঢেড়রা দিয়া, কিম্বা রীতিমতে অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে, সেই প্রকারে দখলকারের নিকট ঐ সম্পত্তিবিষয়ক ডিক্রীর মর্ম্ম ঘোষণা করাইয়া ঐ সম্পত্তি সমর্পণ করাইতে আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু দখলকারের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিলে, তাঁহারই নামে সেই মর্ম্মের নোটিস জারী করিয়া দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই।

মহাল বিভাগ কি অংশ পৃথক করিবার কথা।

২৬৫ ধারা। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী কোন মহাল বণ্টন করিবার, কিম্বা অবিভক্ত মহালের একাংশের স্বতন্ত্র অধিকার পাইবার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, উক্ত মহাল বণ্টন করিবার কিম্বা মহালের ভিন্ন অংশের স্বতন্ত্র অধিকার দিবার সম্বন্ধে যৎকালে যে বিধি বলবৎ থাকে, সেই বিধিমতে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা মহাল বণ্টন কিম্বা অংশ পৃথক করা যাইবে।

চ।—সম্পত্তি ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

ডিক্রীজারীক্রমে যে যে প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে, তাহার কথা।

২৬৬ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে নিম্নলিখিত প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবে অর্থাৎ ভূমি, কোটা কি অন্য ঘর, মাল, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক নোট, চেক্, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, হুণ্ডী, প্রমিসরি নোট, গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী, খত কিম্বা টাকার অন্য প্রতিভূপত্র, ঋণ, কোন রেলওয়ের কি ব্যাঙ্কের কিম্বা প্রকাশ্য অন্য কোম্পানির কি সমাযিত সমাজের মূলধনের কি সংযুক্ত ধনের কি শেয়ার এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ভিন্ন ডিক্রীমত দেনদারের স্থাবর কি অস্থাবর অন্য যে সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে, কিংবা যে সম্পত্তির উপর কিংবা যাহার উপস্বত্বের উপর দেনদারের নিজ হিতার্থে বিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা নিজ তাঁহারই নামে ভোগ হইলে, কিংবা তাঁহার নিমিত্ত কি তাঁহার পক্ষে অন্যের দ্বারা ন্যস্তস্বরূপে ভোগ হইলেও, সেই দ্রব্য।

কিন্তু নিম্নলিখিত দ্রব্য তদ্রূপে ক্রোক কি নীলাম হইতে পারিবে না, যথা—

(ক) উক্ত মত দেনদারের ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদির পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং শয্যাদি।

(খ) কারিগরদের হাতিয়ার ও কৃষিকার্য্যসংক্রান্ত যন্ত্র ও ডিক্রীমত দেনদারের কৃষাণস্বরূপে জীবিকা চালাইবার নিমিত্ত আদালতের বিবেচনায় তাঁহার যে গবাদির এবং বীজশস্য দরকার আবশ্যক তাহা।

(গ) কৃষিকারীদের অধিকারে তাঁহাদের যে গৃহাদি থাকে, সেই গৃহাদির সরঞ্জাম।

(ঘ) খাতাপত্রী।

(ঙ) ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্যে নালিশ করিবার স্বত্বমাত্র।

(চ) নিজে সেবা করিবার কোন স্বত্ব।

(ছ) সৈনিক ও সিবিল সার্বিসের যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন পান, তাঁহাদের ঐ বৃত্তি, ও রাজনৈতিসংক্রান্ত পেনসন।

(জ) কোন সরকারী কর্ম্মচারীর বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরের বেতন—

(১) মাসিক কুড়ি টাকার অধিক না হইলে, সমস্ত বেতন।

(২) মাসিক কুড়ি টাকার অধিক হইলে ও চল্লিশ টাকার অধিক না হইলে, প্রতি মাসে কুড়ি টাকা।

(৩) অন্য রকম হইলে, উহার অর্দ্ধেক।

(ঝ) সিপাহীদের যুদ্ধ ক্রান্ত আইন যে ব্যক্তিদের প্রতি খাটে, তাঁহাদের বেতন ও উপরি টাকা।

(ঞ) মজুরদের ও ঘরের চাকরদের বেতন।

(ট) অন্যের মরণান্তে জীবিত থাকিলে, উত্তরাধিকারিত্বের ভাবি আশা কিংবা কেবল কোন ঘটনাধীন কি সম্ভাবিত অন্য স্বত্ব কি স্বার্থ।

(ঠ) উত্তরকালীন ভরণপোষণের অধিকার।

(ড) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত কোন গবর্ণর সাহেব বা লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কর্তৃক ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের প্রণীত কোন আইনে যে বৃত্তি কোন ডিক্রীজারীতে ক্রোক বা নীলাম হওয়ার দায় হইতে মুক্ত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে তাহা।

(ঢ) ভূমির রাজস্ব দিতে দায়ী ডিক্রীমত দেনদার যদি এমন কোন ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি খাটে এমন কোন আইনানুসারে যে অস্থাবর সম্পত্তি ঐরূপ বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত নীলাম হইতে মুক্ত তাহা।

ব্যাখ্যা।—(ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) (ড) এবং (ঢ) এই কয়েকটি প্রকরণে যে যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা প্রাপ্য হওয়ার পূর্ব্বে বা পরেও ক্রোক ও বিক্রয় হইতে মুক্ত পরন্তু—

(ক) থাকনার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রীজারীক্রমে, কোঠার ও অন্য গৃহাদির সরঞ্জাম ক্রোক কি বিক্রয় হইতে যে মুক্ত হইল, কিংবা

(খ) ১৮৮১ সালের সৈন্য সংক্রান্ত আইন কিংবা তদ্রূপ অন্য যে ব্যবস্থা যৎকালে প্রচলিত থাকে, তাহার যে বা তক্রম হইল,

এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।

২৬৭ ধারা। আদালত আপনার প্রবৃত্তি মতে কিংবা ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে যাঁহাকে আবশ্যক বোধ করেন, তাঁহাকে সমন করিয়া, ডিক্রীমত কার্য্যসাধন করিবার জন্যে যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, ও সেই সম্পত্তির বিষয়ক যে দলীল তাঁহার নিকটে কি অধিকারে থাকে, তাহা দেখাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও আপনার প্রবৃত্তিমতে সমন জারী করিবার পূর্ব্বে, যাহার পক্ষে সমন বাহির করান, তাঁহার নাম প্রচার করিবেন।

ঋণ ও শেয়ার ও অন্য যে সম্পত্তি ডিক্রীমত দেনদারের অধিকারে নাই, তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৬৮ ধারা। ঐ সম্পত্তি (ক) ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের দ্বারা অরক্ষিত ঋণ কিংবা (খ) কোন প্রকাশ্য কোম্পানির কি সমবায়িত সমাজের মূলধনের কোন শেয়ার কিংবা (গ) কোন আদালতে গচ্ছিত কি রক্ষিত সম্পত্তি ভিন্ন যে অস্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীমত দেনদারের অধিকারে না থাকে, তাহা লইয়া সম্পত্তি হইলে, নিম্নলিখিত প্রকারে নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞাদ্বারা

ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে যথা—

(ক) ঋণ হইলে, আদালত হইতে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত মহাজন ঐ ঋণ আদায় না করেন ও খাতক কাহাকেও সেই ঋণের টাকা না দেন,

(খ) শেয়ার হইলে, ঐ শেয়ার যাহার নামে থাকে তিনি অন্যের নিকট তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন, কিংবা তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড না লন,

(গ) পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য প্রকারের অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, তাহা যে ব্যক্তির অধিকারে আছে, তিনি উক্তমত দেনদারকে তাহা না দেন।

সেই নিষেধসূচক আজ্ঞার এক কেতা নকল আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও ঋণ হইলে ঐ আজ্ঞাপত্রের অন্য এক কেতা খাতকের নিকট, কিংবা শেয়ার হইলে কোম্পানির কিংবা সমবায়িত সমাজের উপযুক্ত কর্ম্মকারকের নিকট, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য অস্থাবর হইলে, তাহা যাহার অধিকারে থাকে, তাহার নিকট পাঠান যাইবে।

এই ধারার (ক) প্রকরণমতে খাতকের প্রতি নিষেধ হইলে, তিনি আদালতে ঐ ঋণের টাকা দিতে পারিবেন। তাহা দিলে, যে পক্ষের ঐ টাকা পাইবার স্বত্ব আছে, তাহাকেই দেওয়ার ন্যায় খাতকের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হইবে।

রাজকার্য্য কর্ম্মচারী কি কোন রেলওয়ে কোম্পানির চাকর হইলে, যে কার্য্যকারক বেতন দেন, তাঁহাকে লিখিত আজ্ঞা দিয়া, ক্রোককার্য্য সমাধা হইবে। ঐ আজ্ঞা দ্বারা আদালত বেতনের যে অংশ রাখিতে বলেন, যাবৎ আদালতের অন্য আজ্ঞা না হয়, মাসে মাসে সেই অংশ রাখিতে হইবে।

উক্তরূপ প্রত্যেক আজ্ঞার এক কেতা নকল আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে এবং যে কার্য্যকারককে উক্ত আজ্ঞা দেওয়া যায়, তাঁহার উপরও জারী করা যাইবে।

তদ্রূপ কার্য্যকারক উক্তরূপে যে কোন অংশ রাখেন, তাহা সময়ে সময়ে আদালতে দিতে পারিবেন, ও তদ্রূপে দিলে গবর্ণমেণ্ট কি স্থলবিশেষে রেলওয়ে কোম্পানি ডিক্রীমত দেনদারকে দিবার ন্যায় ফলবৎরূপে মুক্ত হইবেন।

দেনদারের অধিকারে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে, তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৬৯ ধারা। ২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির উল্লিখিত সম্পত্তি ভিন্ন দেনদারের অধিকারস্থ অন্য অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, ঐ দ্রব্যই ধৃত করিয়া ক্রোক করা যাইবে। ক্রোককারী কার্য্যকারক আপনার কিংবা আপন অধীন কোন এক জন কর্ম্মকারকের জিম্মায় ঐ সম্পত্তি রাখিবেন, ও তাহা উপযুক্তমতে রক্ষা করণ বিষয়ে তিনি দায়ী হইবেন।

কিন্তু ক্রোক করা সম্পত্তি স্বভাবতঃ অতি শীঘ্র ক্ষয় পায়, এমত দ্রব্য হইলে, কিম্বা সেই দ্রব্য রক্ষা করিবার খরচ দ্রব্যের মূল্য হইতেও অধিক হইলে, উপযুক্ত কর্ম্মকারক তৎকালেই তাহা বিক্রয় করিতে পারিবেন।

পশ্বাদি ক্রোক করা গেলে, তাহার আহারাদির বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

পশু পক্ষ্যাদি ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি যত দিন ক্রোকী অবস্থায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে তাহার তত দিন আহারাদি পাইবার ও রক্ষণাবেক্ষণের বিধি করিতে পারিবেন, এবং যে কার্য্যকারক এই ধারামতে সম্পত্ত ক্রোক করেন, এই ধারার পূর্ব্বভাগে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, তিনি ঐ বিধিমতে কার্য্য করিবেন।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ক্রোক করিবার কথা।

২৭০ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ও আদালতে গচ্ছিত না থাকিলে, সেই নিদর্শনপত্র ধৃত করিয়া ক্রোক করা যাইবে, ও সেই পত্র আদালতে আনা যাইবে, ও আদালতের অন্যরূপ আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত আটক রাখা যাইবে।

ঘরের মধ্যে দ্রব্য ধৃত করণ বিষয়ক কথা।

২৭১ ধারা। এই আইনমত কোন পরওয়ানার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা কি অনুমতি থাকিলে, যে ব্যক্তি সেই পরওয়ানা জারী করেন, তিনি সূর্য্যাস্তের পর ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করিবেন না, কিংবা কোন বাসগৃহের বহির্দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিবেন না। কিন্তু তদ্রূপ কোন ব্যক্তি নিয়মিতরূপে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করিতে পারিলে, ঐ গৃহের কোন ঘরের মধ্যে তদ্রূপ কোন সম্পত্তি আছে, তাঁহার এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি ঐ ঘরের দ্বারবন্ধন মুক্ত করিয়া খুলিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরের দ্রব্য ধৃতকরণ বিষয়ক কথা।

কিন্তু তৎকালে ঐ ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিলে, ও দেশাচার মতে প্রকাশ্য স্থানে যাইতে না পারিলে, যে ব্যক্তি পরওয়ানা জারী করেন, তিনি ঐ স্ত্রী লোককে চলিয়া যাইবার অনুমতির নোটিস দিবেন, ও ঐ স্ত্রীলোকের চলিয়া যাইবার উপযুক্ত সময় দিয়া ও তাঁহার চলিয়া যাইবার সঙ্গত সুবিধা করাইলে পর, তিনি ঐ দ্রব্য ধৃত করিবার জন্যে ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন, ইতিমধ্যে ঐ দ্রব্য যেন গোপনে স্থানান্তর করা না যায়, এই নিমিত্ত এই বিধানের সঙ্গত সদুপায় করিবেন।

সম্পত্তি আদালতে কি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের নিকট গচ্ছিত থাকিলে
নোটিস দিয়া তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৭২ ধারা। কোন আদালতে কিংবা রাজকীয় কার্য্যকারকের হস্তে ঐ সম্পত্তি আমানৎ কি গচ্ছিত থাকিলে তাহা ক্রোক করিবার নিয়ম এই, ঐ আদালতের যে কার্য্যকারকের নামে এই মর্ম্মের নোটিস দেওয়া যাইবে যে, উক্ত নোটিস যে আদালত হইতে বাহির হয়, সেই আদালতের অন্য আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত উক্ত আদালত কি কার্য্যকারক ঐ দ্রব্য, ও তাহার উপর সুদ কি ডিবিডেণ্ড পাওনা থাকিলে, তাহা আপন হস্তে রাখেন।

উপবিধি।

পরন্তু সেই দ্রব্য কোন আদালতে আমানৎ কি গচ্ছিত থাকিলে, ও কোন নিরূপণপত্রক্রমে কিম্বা ক্রোক করণের, কি অন্য কার্য্যের বলে, ডিক্রীমত দেনদার ভিন্ন ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থের

অন্য দাওয়াদরের ও ডিক্রীদারের মধ্যে স্বত্ব কি অগ্রগণ্যতাবিষয়ক কোন বিবাদ হইলে, সেই আদালত ঐ বিবাদ নির্ণয় করিবেন।

টাকার ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা।

২৭৩ ধারা। যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিক্রীকারী আদালতের টাকার জন্য ডিক্রী লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, শেষ ডিক্রীর টাকা শোধ করিবার জন্যে যেন পূর্ব্ব ডিক্রীর উৎপন্ন টাকা প্রযোগ হয়, আদালতের এই মর্ম্মের আজ্ঞা দ্বারা ঐ ডিক্রী ক্রোক করা যাইবে।

যদি অন্য আদালতের টাকার ডিক্রী লইয়া সম্পত্তি হয়, তবে যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা থাকে, সেই ডিক্রীকারী আদালতের বিচারপতি আপন স্বাক্ষর ক্রমে ঐ অন্য আদালতের নামে নোটিস লিখিয়া দিয়া, যে আদালত হইতে নোটিস পাঠান গেল, তাঁহার দ্বারা ঐ নোটিস রহিত না হওন পর্য্যন্ত, আপন ডিক্রীজারীর কার্য্য স্থগিত করিতে আদেশ করিবেন। তাহা হইলে,—

(ক) যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিক্রীকারী আদালত যত দিন ঐ নোটিস রহিত না করেন, কিম্বা

(খ) যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিক্রীদার ঐ নোটিস প্রাপ্ত আদালতে আপন ডিক্রী জারী করিতে যত দিন প্রার্থনা না করেন, ঐ নোটিসপ্রাপ্ত আদালত তত দিন ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবেন।

আদালত উক্ত প্রকারে প্রার্থনাপত্র পাইলে, ঐ ডিক্রী জারী করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, তাহার পরিশোধে উক্ত ডিক্রীর উৎপন্ন টাকা প্রযোগ করিবেন।

অন্য ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা।

অন্য কোন প্রকারের ডিক্রী হইলে ক্রোক করিবার নিয়ম এই—যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিক্রীকারী আদালতের বিচারপতি যে ডিক্রী ক্রোক করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিক্রীদারের নামে স্বীয় স্বাক্ষরিত নোটিস লিখিয়া, তাঁহাকে কোন প্রকারেই সেই ডিক্রী হস্তান্তর করিতে কি তাহার উপর কোন দায় বর্ত্তাইতে নিষেধ করিবেন, এবং অন্য আদালতের ঐ ডিক্রী হইলে, সেই আদালতের নামেও সেই প্রকারে নোটিস লিখিয়া পাঠাইয়া যে আদালত হইতে পাঠান যায়, সেই আদালত ঐ নোটিস রহিত না করিলে, যে ডিক্রী ক্রোক করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিক্রী জারী না করিতে আদেশ করিবেন। কোন আদালত সেই প্রকারের নোটিস পাইলে, যত দিন ঐ নোটিস রহিত না করা যায়, তত দিন তাহা প্রবল করাইবেন।

ডিক্রীদারের সন্ধান জানাইতে হইবার কথা।

এই ধারামতে কোন ডিক্রী ক্রোক করা গেলে সেই ডিক্রীদার ঐ ডিক্রীজারী করণীয় আদালতের প্রতি সম্ভবমত আদেশানুসারে সন্ধান জানাইতে ও তাঁহার সাহায্য করিতে আবদ্ধ হইবে।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

২৭৪ ধারা। সম্পত্তি স্থাবর হইলে, ডিক্রীমত দেনদার কোন প্রকারে তাহা যেন হস্তান্তর

না করেন বা তাহার উপর কোন দায় না বর্ত্তান, এবং কোন ব্যক্তি যেন তাঁহার স্থানে ক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য প্রকারে তাহা গ্রহণ না করেন, এই মর্ম্মের নিষেধসূচক আজ্ঞা দ্বারা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

ঐ সম্পত্তি যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে কি তাহার নিকটে ঢেঁড়রা দিয়া, কি সচরাচর অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে, ঐ আজ্ঞা ঘোষণা করা যাইবে, ও ঐ সম্পত্তির এবং আদালত-ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ আজ্ঞাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

গবর্ণমেণ্ট রাজস্বদায়ী ভূমি ঐ সম্পত্তি হইলে, ভূমি যে জিলায় থাকে, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতেও আজ্ঞাপত্রের নকল লাগাইয়া দিতে হইবে।

ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন হইলে পর, ক্রোক উঠাইয়া লইবার আজ্ঞার কথা।

২৭৫ ধারা। যত টাকা ডিক্রী হইল, খরচাসুদ্ধ এবং কোন সম্পত্তি ক্রোক করণ প্রযুক্ত সকল খরচখরচাসুদ্ধ সেই সমুদয় টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, কিম্বা আদালতের দ্বারা ডিক্রী-মত কার্য্য অন্য কোন প্রকারে সাধন করা গেলে, কিম্বা ডিক্রী অসিদ্ধ কি ব্যর্থ করা গেলে, ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থবিশিষ্ট কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করা যাইবে।

ক্রোক হইবার পর সম্পত্তি গোপনে হস্তান্তর করা গেলে, তাহা ব্যর্থ হওয়ার কথা।

২৭৬ ধারা। সম্পত্তি ধৃত করণ দ্বারা কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিত আজ্ঞা নিয়মিতরূপে জ্ঞাত ও প্রচার করণদ্বারা ক্রোক করা গেলে পর, যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গোপনে বিক্রয় কি দান কি বন্ধক ক্রমে কিংবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করা যায়, ও ক্রোক হইয়া থাকন সময়ে যদি ডিক্রীমত দেনদারকে ঋণের কি ডিবিডেণ্ডের টাকা কি শেয়ার দেওয়া যায়, তবে ক্রোকের বলে যে সকল দাওয়া প্রবল করা যাইতে পারে, তৎপক্ষে ঐ হস্তান্তরকরণ কি ঐ টাকা প্রভৃতি দেওন ব্যর্থ হইবে।

মুদ্রা কি নোট ক্রোক করা গেলে তাহা পাইবার সত্ত্ববান ব্যক্তিকে দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৭৭ ধারা। যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা মুদ্রা কি নোট হইলে, ডিক্রীমতে যে পক্ষের তাহা পাইবার স্বত্ব থাকে, আদালত ঐ ক্রোক প্রবল থাকনের কোন সময়ে ঐ পক্ষকেই সেই মুদ্রা কি নোট কিম্বা তাহার উপযুক্ত যে অংশদ্বারা ডিক্রীমত কার্য্য সাধন হইতে পারে, সেই অংশ দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়ার ও ক্রোক করিবার আপত্তির অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

২৭৮ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে, তাহা ক্রোক হওয়ার যোগ্য নয় বলিয়া সেই সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া, কিম্বা তাহার ক্রোক হওয়ার কোন আপত্তি উপস্থিত করা গেলে, আদালত সেই দাওয়ার কি আপত্তির অনুসন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হইবেন।

সেই দাওয়াদার কি আপত্তিকারক মোকদ্দমায় এক পক্ষ হইলে আদালতের যে ক্ষমতা থাকিত, তাঁহার সাক্ষ্য লওন বিষয়ে ও অন্য সকল বিষয়ে সেই ক্ষমতা থাকিবে।

কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা অনাবশ্যকমতে সেই দাওয়া কি আপত্তি করিতে বিলম্ব হইয়াছে, আদালতের এমন বোধ হইলে তদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া যাইবে না।

নীলাম স্থগিত রাখনের কথা।

যে সম্পত্তির উপর ঐ দাওয়া কি আপত্তি করা যায়, তাহার নীলাম হইবার ইশতিহার হইয়া থাকিলে, নীলামের আজ্ঞাকারক আদালত ঐ দাওয়ার কি আপত্তির অনুসন্ধান হওনের অপেক্ষায় ঐ নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

দাওয়াদারের যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক কথা।

২৭৯ ধারা। সম্পত্তি যে তারিখে ক্রোক করা যায়, সেই তারিখে সেই ক্রোকী সম্পত্তিতে দাওয়াদারের কি আপত্তিকারকের কোন স্বার্থ ছিল, কিংবা সেই সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে ছিল, তাঁহার ইহা দেখাইবার প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে।

ক্রোক হইতে সম্পত্তি মুক্ত করিবার কথা।

২৮০ ধারা। ঐ দাওয়া কি আপত্তিপত্রের উল্লিখিত কারণে সেই সম্পত্তি ক্রোককরণ সময়ে ডিক্রীমত দেনদারের অধিকারে, কিংবা তাঁহার পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ অন্য ব্যক্তির অধিকারে, কিংবা তাঁহাকে যে প্রজা কি অন্য ব্যক্তি খাজনা দিয়া থাকেন, তাঁহার অধিকারে ছিল না, কিংবা সেই সময়ে ডিক্রীমত দেনদারের অধিকারে থাকিলেও তাঁহার নিজের নিমিত্ত কিম্বা নিজ সম্পত্তি বলিয়া, নয় অন্যের নিমিত্ত কিংবা অন্যের পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ, কিংবা অংশতঃ নিজের ও ও অংশতঃ অন্যের পক্ষে তাঁহার অধিকারে ছিল, আদালত পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান লইয়া ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ক্রোক হইতে সম্পূর্ণরূপে কিংবা যতদূর উচিত বোধ করেন, ততদূর ঐ সম্পত্তি মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন।

ক্রোক করা সম্পত্তির মুক্ত হওয়ার দাওয়া অগ্রাহ্য করিবার কথা।

২৮১ ধারা। ঐ সম্পত্তি ক্রোককরণ সময়ে অন্য কাহারও নিমিত্ত না হইয়া ডিক্রীমত দেনদারের নিজ সম্পত্তি বলিয়া তাঁহার অধিকারে কিংবা তাঁহার পক্ষে ন্যস্তরূপ অন্য ব্যক্তির অধিকারে ছিল, কিংবা তাঁহাকে যে প্রজা কি অন্য ব্যক্তি খাজনা দিয়া থাকেন, তাঁহার অধিকারে ছিল, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ঐ দাওয়া অগ্রাহ্য করিবেন।

অন্য ব্যক্তির দাওয়ার অধীনে সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

২৮২ ধারা। ঐ সম্পত্তি বন্ধকক্রমে কিংবা যাহার অধিকারে নাই এমত কোন ব্যক্তির কোন স্বত্বাধীনে অন্যের অধিকারে আছে, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে ও ক্রোক প্রবল রাখা উচিত বোধ করিলে, ঐ বন্ধক কি ঐ অন্য ব্যক্তির স্বত্ব প্রবল রাখিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রোকী অবস্থায় রাখিবেন।

ক্রোকী সম্পত্তির উপর স্বত্বস্থাপন করিবার মোকদ্দমা হইতে পারিবার কথা।

২৮৩ ধারা। ২৮০ কি ২৮১ কি ২৮২ ধারামত কোন আজ্ঞা যাঁহার বিপক্ষে করা যায়,

তিনি বিবাদীর সম্পত্তির উপর যে স্বত্বের দাওয়া রাখেন, তাহা স্থাপনার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ মোকদ্দমায় যে ফল হয়, তাহা প্রবল মানিয়া উক্ত আজ্ঞা সিদ্ধান্ত হইবে।

ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বত্ববান ব্যক্তিদিগকে টাকা দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

২৮৪ ধারা। যে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, কোন আদালত ঐ সম্পত্তি, কিংবা ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিবার জন্যে তাহার যে অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক, সেই অংশ বিক্রয় করিবার, ও তদুৎপন্ন টাকা কিংবা তাহার উপযুক্ত অংশ ডিক্রীমতে পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নানা আদালতের ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

২৮৫ ধারা। একের অধিক আদালতের ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে ও সেই সম্পত্তি কোন আদালতে আটক না থাকিলে, ঐ ঐ আদালতের মধ্যে যেটী উচ্চতম শ্রেণীর, সেই আদালত কিম্বা ঐ ঐ আদালতের শ্রেণীর ইতরবিশেষ না থাকিলে, যে আদালতের ডিক্রীমতে সম্পত্তি প্রথম ক্রোক করা যায়, সেই আদালত ঐ সম্পত্তি গ্রহণ বা আদায় করিবেন, ও তৎপক্ষে কোন দাওয়া ও ক্রোক করণ বিষয়ক কোন আপত্তি নির্ণয় করিবেন।

ছ।—সম্পত্তি বিক্রয় ও সমর্পণ করণবিষয়ক বিধি।

(ক)।—সাধারণ বিধি।

যাঁহার দ্বারা যেরূপে নীলাম হইবে তাহার কথা।

২৮৬ ধারা। আদালতের কোন একজন কার্য্যকারকের দ্বারা, কিম্বা আদালত অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় হইবে, এবং ২৯৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন নিম্নলিখিত মতে প্রকাশ্য নীলাম করিয়া বিক্রয় করা যাইবে।

নীলাম দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণার কথা।

২৮৭ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি প্রকাশ্যরূপে নীলাম করিবার আজ্ঞা হইলে, আদালত নিজ আদালতের চলিত ভাষায় ঐ প্রস্তাবিত নীলামের কথা ঘোষণা করাইবেন। যে সময়ে ও স্থানে নীলাম হইবে ঘোষণাপত্রের মধ্যে তাহা ব্যক্ত থাকিবে ও নিম্নলিখিত কথা সাধ্যানুসারে স্পষ্ট ও শুদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইবে। যথা—

(ক) যে সম্পত্তি নীলাম হইবে তাহা।

(খ) যে সম্পত্তি নীলাম করা যাইবে তাহা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী মহালগত কিম্বা মহালের একাংশগত স্বার্থ হইলে, ঐ মহালের কিম্বা সেই অংশের যত রাজস্ব ধার্য্য আছে তাহা।

(গ) ঐ সম্পত্তির উপর কোন দায় থাকিলে তাহা।

(ঘ) যত টাকা আদায়ের জন্যে নীলামের আজ্ঞা হয় তাহা।

(ঙ) সম্পত্তি ভাব ও মূল্য বুঝিয়া লইবার জন্যে আদালতের বিবেচনায় ক্রেতার আর যে যে কথা জানা প্রয়োজন তাহা।

উক্ত যে যে বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে তাহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবার জন্যে, আদালত যাঁহাকে আবশ্যক বোধ করেন, তাঁহার নামে সমন দিয়া উক্ত কোন বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ও সেই বিষয়সম্পর্কীয় যে কোন দলীল তাঁহার নিকটে কিম্বা অধিকারে থাকে, তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

হাইকোর্টের বিধি করিবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হওনের পর হাইকোর্ট সাধ্যমতে ত্বরায় এই ধারামতে নানা আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্যের পদ্ধতি দর্শাইবার বিধি করিবেন। ও তদ্রূপে যে যে বিধি করা যায় হাইকোর্ট সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তনও করিতে পারিবেন। উক্ত সকল বিধি স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। করা গেলে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ হইবে। এই প্রকরণের তাৎপর্য্যক্রমে রাঙ্গুনের রেকর্ডর সাহেবকে আপনার আদালতের ও রাঙ্গুনের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের পক্ষে হাইকোর্ট বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

কোন মোকদ্দমার ডিক্রীজারী করিবার কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

বিচারপতি প্রভৃতির নিষ্কৃতি পাইবার কথা।

২৮৮ ধারা। ২৮৭ ধারামত ঘোষণাপত্রের মধ্যে কোন ভ্রম কি অযথা বর্ণন কি চুক থাকিলেও, তাহা কুটিলভাবে করা না গেলে, তজ্জন্যে কোন বিচারপতি কি রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক দায়ী হইবেন না।

ঘোষণা যেরূপে করা যাইবে, তাহার কথা।

২৮৯ ধারা। ২৭৪ ধারার বিধানমত ঘোষণা করা যাইবে। ও তাহার এক কেতা নকল আদালত-ঘরে ও গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি হইলে, কালেক্টর সাহেবের কাছারীতেও লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

আদালত আজ্ঞা করিলে, স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে এবং স্থানীয় কোন সম্বাদপত্রেও সেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে ও তাহা প্রকাশ করিবার খরচ নীলামের খরচ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

নীলাম হইবার সময়ের কথা।

২৯০ ধারা। ২৬৯ ধারার উপবিধিতে যে সম্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের দ্রব্য, অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি হইলে, যে বিচারপতি নীলাম করিতে আজ্ঞা করেন, তাঁহার আদালত-ঘরে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দিবার তারিখ অবধি অন্যূন ত্রিশ দিন গত না হইলে, ও অস্থাবর সম্পত্তি হইলে অন্যূন পঞ্চদশ দিন গত না হইলে, ডিক্রীমত দেনদারের লিখিত অনুমতি বিনা এই অধ্যায়মতে নীলাম করা যাইবে না।

নীলামের দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা।

২৯১ ধারা। আদালত আপন বিবেচনামতে এই অধ্যায়মত কালেক্টরসাহেবের নীলাম ভিন্ন অন্য

কোন নীলাম নির্দ্দিষ্ট তারিখ ও ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন, এবং যে কার্য্যকারক তদ্রূপ কোন নীলামের কার্য্য চালান, তিনি আপনার বিবেচনামতে অন্য দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবেন ও তাহার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু আদালত ঘরের কি বাটীর সীমার মধ্যে নীলাম হইলে, আদালতের অনুমতি বিনা অন্য দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত করা যাইবে না। এই ধারামতে সাত দিনের অধিক কাল নীলাম স্থগিত রাখা গেলে, ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে হইবে; কিন্তু ডিক্রীমত দেনদার সম্মত হইলে এরূপ করিতে হইবে না।

ঋণ ও খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে ও দেওয়ার প্রমাণ হইলে নীলাম স্থগিত করণের কথা।

লাট বিক্রয় হওন সূচক খা মারিবার পূর্ব্বে ঐ কার্য্যকারকের নিকট ঋণ ও (নীলামের খরচা সুদ্ধ) খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে কিম্বা যে আদালত নীলামের আজ্ঞা করিলেন, সেই আদালতে ঐ ঋণের ও খরচার টাকা দেওয়া গিয়াছে, তিনি ইহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ পাইলে, উক্ত নীলাম স্থগিত হইবে।

ডিক্রীজারীক্রমে নীলামে যে কার্য্যকারকেদের সম্পর্ক থাকে, বিক্রীত সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাদের না ডাকিবার ও তাহা ক্রয় না করিবার কথা।

২৯২ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন নীলাম সম্পর্কে যে কার্য্যকারকের কোন কর্ম্ম করিতে হয় তিনি ঐ নীলামে বিক্রীত কোন সম্পত্তিগত কোন স্বার্থের নিমিত্ত স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে ডাকিবেন না, ও কোন স্বার্থ প্রাপ্ত হইবেন না, ও প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবেন না।

পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া কম মূল্য পাওয়া গেলে ত্রুটিকারী ক্রেতার দায়ী হইবার কথা।

২৯৩ ধারা। ক্রয়ের টাকা দেওনে ক্রেতার ত্রুটিহেতু এই আইনমতে সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূনমূল্যে পাওয়া গেলে যে কার্য্যকারক নীলাম করেন, তিনি আদালতে মূল্যের ন্যূনতা ও পুনশ্চ বিক্রয়ের সমস্ত খরচ শংসিতমতে জানাইবেন,

এবং এই অধ্যায়ে টাকার ডিক্রীজারী করিবার যে বিধি আছে, ডিক্রীমত মহাজনের কিম্বা ডিক্রীমত দেনদারের অনুরোধে অবশিষ্ট টাকা ও খরচা সেই বিধিমতে বাকীদারের স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

ডিক্রীদার অনুমতি না পাইলে সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিতে কি সম্পত্তি ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

২৯৪ ধারা। যে ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়, সেই ডিক্রীদার আদালতের স্পষ্ট অনুমতি না পাইলে, সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিবেন না ও ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিবেন না।

ডিক্রীদার ক্রয় করিলে মূল্য পরিশোধে ডিক্রীর টাকা লওয়ার কথা।

ডিক্রীদার যদি সেই অনুমতি পাইয়া ক্রয় করেন, তবে তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে ক্রয়ের টাকা ও ডিক্রীমত তাঁহার পাওনা টাকা এই উভয়ের এক হইতে এক বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে, ও যে আদালত ডিক্রী জারী করেন, তিনি তদনুসারে ডিক্রীর সমুদায় টাকা কি তাহার একাংশ শোধ হওয়ার কথা লিখিয়া দিবেন।

তদ্রূপ অনুমতি ব্যতিরেকে ডিক্রীদার স্বয়ং কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা ক্রয় করিলে, আদালত উচিত বোধ করিলে ডিক্রীমত দেনদারের কিম্বা ঐ বিক্রয়ে যাঁহার স্বার্থ থাকে এরূপ অন্য কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে আজ্ঞা দিয়া বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন; ও তদ্রূপ প্রার্থনার ও আজ্ঞার খরচা ও পুনর্বিক্রয়ের মূল্যের যে ন্যূনতা ঘটে, তাহা ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় ব্যয়ের টাকা ডিক্রীদারের দিতে হইবে।

ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা হারাহারীমতে ডিক্রীদারদের মধ্যে বাঁটিয়া দিবার কথা।

২৯৫ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম হইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে টাকা আদায় হইলে এবং যে আদালতের নিকট ঐ ধন থাকে ঐ টাকা আদায় হইবার পূর্ব্বে একের অধিক ব্যক্তি সেই আদালতের ডিক্রীমত একই খাতকের বিপক্ষে টাকার ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনা করিয়া থাকিলে, ও আপনাদের প্রাপ্য সেই ডিক্রীর শোধ পাইতে না পারিলে, সেই ধন আদায় করিবার খরচ বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হারাহারিমতে ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া যাইবে।

বন্ধকী-সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তদ্বিষয়ক উপবিধি।

পরন্তু যথা—

(ক) কোন সম্পত্তি বন্ধকের কি অন্য প্রকারের দায়যুক্ত হইয়া বিক্রয় হইলে, বন্ধক-গ্রহীতা কিম্বা ঐ দায়ক্রমে লভ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ বন্ধক-গ্রহীতাস্বরূপে ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকার উদ্বৃত্তের কোন অংশ পাইবার স্বত্ববান হইবেন না। আরও

(খ) ডিক্রীজারীক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার যোগ্য তাহার উপর বন্ধকের কি অন্য প্রকারের দায় থাকিলে, আদালত বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা দায়ক্রমে লভ্য প্রাপ্তার অনুমতিক্রমে, ঐ সম্পত্তি বন্ধক কি দায় হইতে মুক্তভাবে বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিয়া বিক্রীত সম্পত্তির উপর বন্ধকগ্রহীতার কিংবা দায়ক্রমে লভ্য প্রাপ্তার যে স্বত্ব ছিল, নীলাম দ্বারা উৎপন্ন টাকার উপর তাঁহার প্রতি সেই স্বত্ব প্রদান করিবেন।

(গ) কোন দায় পরিশোধার্থ বিক্রয়ের আজ্ঞাসূচক ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হইলে, বিক্রয়োৎপন্ন টাকা পশ্চাল্লিখিতরূপে প্রয়োগ করা যাইবে।

প্রথমতঃ বিক্রয়ের খরচা দিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত দায়ের সুদ ও আসল যত দেয় হয়, তাহা পরিশোধ করিতে হইবে,

তৃতীয়তঃ পরবর্ত্তী কোন দায় থাকিলে তৎক্রমে দেয় সুদ ও আসল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, ও

চতুর্থতঃ ডিক্রীমত দেনদারের বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রী পাইয়া যে সকল ডিক্রীদার উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইবার পূর্ব্বে তদ্রূপ আজ্ঞাসূচক ডিক্রী যে আদালত দেন, সেই আদালতে আপন আপন ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনা করিয়া ডিক্রীর টাকা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে হারাহারিমতে ঐ টাকা ভাগ করিয়া দিতে হইবে। উৎপন্ন টাকা পাইতে যাহার স্বত্ব

নাই, এমত ব্যক্তিকে তৎসমুদয় কি তাহার কোন অংশ দেওয়া গিয়া থাকিলে, পূর্ব্বোক্তমতে যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে, তিনি ঐ টাকা ফিরিয়া দেওয়াইবার জন্যে সেই অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

এই ধারার কোন কথাক্রমে গবর্ণমেণ্টের কোন স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না।

(খ)।—অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।

ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ও প্রকাশ্য কোম্পানির শেয়ারের বিধি।

২৯৬ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইবে, তাহা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র কিংবা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির কি সমবায়িত সমাজের শেয়ার হইলে, আদালত সেই পত্র প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা করিতে আজ্ঞা না দিয়া, দালালের দ্বারা বাজার দরে ঐ নিদর্শনপত্র কি শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অন্যপ্রকারের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার টাকা দিবার কথা।

২৯৭ ধারা। অন্য প্রকারের অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, বিক্রয় হইবার সময়েই কিম্বা যে কার্য্যকারক নীলাম করেন, তিনি তাহার পর যত শীঘ্র আজ্ঞা করেন, তৎকালেই, এক এক লাটের মূল্য দেওয়া যাইবে। না দেওয়া গেলে সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে ধরিয়া বিক্রয় করা যাইবে।

ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলেই যে কার্য্যকারক নীলাম করেন, তিনি ঐ টাকার রসীদ দিবেন ও বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়কালে দাঁড়ার হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ না হইবার
কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ করিতে পারিবার কথা।

২৯৮ ধারা। অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইবার ইশতিহার দেওনে কি বিক্রয় করণে দাঁড়ার কোন ব্যতিক্রম হইলেও বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু দাঁড়ার সেই ব্যতিক্রম প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তাঁহার নামে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা, কিম্বা সেই ব্যক্তি ক্রেতা হইলে, ঐ বিশেষ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার ও না পাওয়া গেলে হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

প্রকৃতরূপে অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত হইলে তাহা দিবার কথা।

২৯৯ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়, তাহা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, ও তাহা ধৃত করিয়া লওয়া গেলে, ক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইবে।

ডিক্রীমত দেনদার অন্যের দাওয়ার অধীনে যে অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ববান হন
তাহা দিবার কথা।

৩০০ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা অস্থাবর হইলে, ও অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারের পর ডিক্রীমত দেনদারের অধিকার পাইবার স্বত্ব থাকিলে ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে, তিনি ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে যেন ঐ সম্পত্তির অধিকার না দেন, তাঁহার নামে এই মর্ম্মের নোটিস দিয়া ক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইবে।

ঋণ ও প্রকাশ্য কোম্পানির শেয়ার দেওয়া যাইবার কথা।

৩০১ ধারা। ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্ররূপ প্রতিভূক্রমে যে ঋণ রক্ষিত না হয়, এমত ঋণ কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির শেয়ার লইয়া ঐ বিক্রীত সম্পত্তি হইলে মহাজন ঐ ঋণ কি তাহার উপর কোন সুদ যেন গ্রহণ না করেন ও খাতক ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে ঐ ঋণ শোধ করিয়া না দেন, অথবা ঐ শেয়ার যে ব্যক্তির নামে থাকে, তিনি ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তির নামে তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন, কিম্বা তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড কি সুদ গ্রহণ না করেন, ও ঐ কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কি উপযুক্ত অন্য কর্ম্মকারক ক্রেতা ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন, পূর্ব্বোক্ত কোন টাকা না দেন, আদালত এই মর্ম্মের নিষেধসূচক আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া ক্রেতাকে ঐ ঋণ কি শেয়ার দেওয়াইবেন।

ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র ও শেয়ার হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

৩০২ ধারা। ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির শেয়ার যে ব্যক্তির নামে থাকে, হস্তান্তর করিবার জন্যে ঐ ব্যক্তির সেই নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি কিম্বা হস্তান্তর-পত্র লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইলে, বিচারপতি সেই নিদর্শনপত্রের কিম্বা শেয়ারের সার্টিফিকেটের পৃষ্ঠলিপি লিখিতে, কিম্বা অন্য যে দলীল করা আবশ্যক তাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

সেই পৃষ্ঠলিপি কি সেই স্বাক্ষর এই পাঠে কি মর্ম্মানুসারে করা যাইবে যথা—

আনন্দের নামে ঈশানের মোকদ্দমায় অমুক আদালতের জজ (কিম্বা বিষয়বিশেষে) শ্রীঅমুকের দ্বারা শ্রীআনন্দ।

সেই নিদর্শনপত্র কি শেয়ার যত দিন হস্তান্তর করিয়া না দেওয়া যায়, তাহার উপর যে সুদ কি ডিবিডেণ্ড পাওয়া হয়, আদালত আজ্ঞা করিয়া ততদিনের নিমিত্ত ঐ সুদ কি ডিবিডেণ্ড লইবার ও তাহার রসীদে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও উক্ত প্রকারে যে পৃষ্ঠলিপি করা যায়, কিম্বা দলীলে যে দস্তখৎ করা যায়, কিম্বা রসীদে যে স্বাক্ষর করা যায় তাহা সকল কার্য্য পক্ষে নিজ ঐ পক্ষের দ্বারা লেখার কি দস্তখৎ করার কি স্বাক্ষর করার ন্যায় সিদ্ধ ও সফল হইবে।

অন্য সম্পত্তির অর্পণ করণসূচক আজ্ঞার কথা।

৩০৩ ধারা। ইহার পূর্ব্বে যে অস্থাবর সম্পত্তির কোন বিধান হয় নাই, এমত সম্পত্তি হইলে, আদালত ক্রেতার প্রতি, কিম্বা ক্রেতা যে প্রকারে আদেশ করেন, সেই সম্পত্তি বর্ত্তিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও তদনুসারে সম্পত্তি বর্ত্তিবে।

(গ)। স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।

কোন্ কোন্ আদালত ভূমিবিক্রয়ের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩০৪ ধারা। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত ভিন্ন অন্য কোন আদালত ডিক্রী জারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদী যেন ডিক্রীর টাকা তুলিতে পারেন, এই কারণে বিলম্বে ভূমি বিক্রয়ের কথা।

৩০৫ ধারা। স্থাবরসম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করা গেলে এবং ঐ সম্পত্তি কি তাহার একাংশ কিম্বা ডিক্রীমত দেনদারের অন্য স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক কিম্বা পাট্টা করিয়া দিলে কিম্বা আপোস বিক্রয় করিলে, ডিক্রীর টাকা তুলিতে পারা যাইবে, ডিক্রীমত দেনদার এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, তিনি যেন সেই টাকা তুলিতে পারেন, এই কারণে তাঁহার প্রার্থনামতে আদালত যত দিন উচিত বোধ করেন, ততদিন ঐ নীলামের আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত সম্পত্তির বিক্রয় বিলম্ব করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত দেনদারকে সার্টিফিকট দিবার কথা।

তদ্রূপ স্থলে আদালত ডিক্রীমত দেনদারকে সার্টিফিকেট দিয়া, তাঁহাকে ঐ সার্টিফিকটের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২০৬ ধারা লিখিত অন্য প্রকারের বিধান সত্ত্বেও প্রস্তাবিতমতে ঐ ভূমি বন্ধক কিম্বা পাট্টা করিয়া দিতে কি বিক্রয় করিতে অনুমতি দিবেন। কিন্তু ঐ বন্ধক কি পাট্টা কি বিক্রয়ক্রমে যে সকল টাকা দেওয়া হয়, তাহা আদালতে দিতে হইবে, ডিক্রীমত দেনদারকে নয়।

কিন্তু আদালত কর্তৃক দৃঢ় করা না গেলে, এই ধারামতে কোন বন্ধক কি পাট্টা কি বিক্রয় একেবারে সিদ্ধ হইবে না।

স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতার দ্বারা আমানতের কথা।

৩০৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় করা গেলে, কোন ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা গেলেই তিনি, যে কার্য্যকারক নীলাম করিতেছেন তাঁহার নিকট ক্রয়ের টাকার শতকরা পঁচিশ টাকা আমানৎ করিবেন। ঐ টাকা আমানৎ না করিলে ঐ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় করা যাইবে।

সমুদয় টাকা দিবার সময়ের কথা।

৩০৭ ধারা। সম্পত্তি বিক্রয় হইবার দিন ছাড়া পঞ্চদশ দিনে, ও সেই পঞ্চদশ দিন রবিবার কিম্বা অন্য বন্ধের দিন হইলে, ঐ পঞ্চদশ দিনের পর প্রথম যে দিনে কাছারী খোলা থাকে, সেই দিনে ক্রেতা কাছারী বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিবেন।

টাকা দেওয়া না গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০৮ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত মিয়াদের মধ্যে ঐ টাকা না দেওয়া গেলে, আমানতী টাকা হইতে নীলামের খরচ বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা গবর্ণমেণ্টে জমা হইবে, ও সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করা যাইবে, ও সম্পত্তির উপর কিম্বা পশ্চাৎ তাহা যত টাকাতে বিক্রয় হয়, তাহার কোন অংশের উপর ত্রুটিকারী ক্রেতার কোন দাওয়া থাকিবে না।

স্থাবর সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করিতে হইলে জ্ঞাপনপত্রের কথা।

৩০৯ ধারা। ক্রয়ের টাকা দিবার মিয়াদের মধ্যে ঐ টাকা না দেওয়াতে স্থাবর সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করিতে হইলে, পূর্ব্ব বিধানমতে নীলামের জ্ঞাপনপত্র যে প্রকারে ও যত দিন

প্রকাশ করা যায়, সেই প্রকারে ও ততদিন নূতন জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ হইবার পর ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করা যাইবে।

ডিক্রীজারীক্রমে অবিভক্ত মহালের একাংশ বিক্রয় হইলে মূল্য ডাক করণে সহ অংশীর অগ্রগণ্য হওয়ার কথা।

৩১০ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় হইলে ও নীলামে ডাক দেওনের সময়ে যদি দুই কি তদধিক জন একই মূল্য ডাকেন ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন ঐ সম্পত্তির সহ অংশী হন, তবে সেই ডাকটী ঐ সহ অংশীর ডাক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বেদাঁড়াপ্রযুক্ত ভূমি বিক্রয় অসিদ্ধ করাইবার প্রার্থনার কথা।

৩১১ ধারা। ডিক্রীদার কিম্বা এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হয়, তিনি সেই নীলামের কথা প্রকাশ করণে কিম্বা নীলামের কার্য্য চালাওনে গুরুতর বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া আদালতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

কিন্তু সেই বেদাঁড়াপ্রযুক্ত প্রার্থকের যে গুরুতর হানি হইয়াছে, তিনি আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করিতে না পারিলে, বেদাঁড়াপ্রযুক্ত নীলাম অসিদ্ধ হইবে না।

আপত্তি অগ্রাহ্য কিম্বা গ্রাহ্য হওয়ার ফলের কথা।

৩১২ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত কোন প্রার্থনা করা না গেলে, কিম্বা করা গেলেও আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে, আদালত মোকদ্দমার উভয় পক্ষ ও ক্রেতা সম্পর্কে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হওনের আজ্ঞা করিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলেও আপত্তি গ্রাহ্য হইলে, আদালত ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ হওনের আজ্ঞা করিবেন।

এই ধারামতে যে পক্ষের বিপক্ষে যে আজ্ঞা করা যায়, তিনি সেই আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার জন্যে পূর্ব্বোক্ত বেদাঁড়ার হেতু ধরিয়া কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

ডিক্রীমত দেনদারের বিক্রয়ের স্বার্থ না থাকা হেতু বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৩১৩ ধারা। তদ্রূপ কোন নীলামে যে ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল, সেই সম্পত্তিতে তাঁহার বিক্রয়ের স্বার্থ ছিল না বলিয়া ক্রেতা আদালতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং আদালত যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন। কিন্তু বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞার বিপরীত ডিক্রীমত দেনদারের ও ডিক্রীদারের কথা শুনিবার সুযোগ না হইলে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

বিক্রয় দৃঢ় করণের কথা।

৩১৪ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তির নীলাম আদালত কর্ত্তৃক দৃঢ় করা না গেলে একেবারে সিদ্ধ হইবে না।

বিক্রয় অসিদ্ধ হইলে ক্রেতাকে ফিরিয়া দিবার কথা।

৩১৫ ধারা। ৩১২ বা ৩১৩ ধারামতে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ করা গেলে, কিম্বা যে

সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহাতে ডিক্রীমত দেনদারের বিক্রেয় স্বার্থ না থাকাতে ক্রেতা তাহাতে বঞ্চিত হইলেন ইহা দৃষ্ট হইলে

ক্রয়ের টাকা যে ব্যক্তিকে দেওয়া গেল, তাঁহার স্থানে ক্রেতা আদালতের আজ্ঞানুসারে সুদ সহিত কি সুদ বিনা ঐ ক্রয়ের টাকা ফিরিয়া পাইতে স্বত্ববান হইবেন।

এই আইনে টাকার ডিক্রীজারী করিবার যে যে বিধি আছে, ক্রয়ের টাকা ফিরিয়া দেওয়ার এবং আদালত সুদের অনুমতি দিলে সেই সুদ দেওয়ার আজ্ঞা সেই সেই বিধিমতে ঐ ব্যক্তির উপর প্রবল করা যাইতে পারিবে।

স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে সার্টিফিকেট দিবার কথা।

৩১৬ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় পূর্ব্বোক্ত মতে সিদ্ধ করা গেলে, আদালত সার্টিফিকেট দিবেন, তাহাতে বিক্রীত সম্পত্তির বর্ণনা ও নীলামের সময়ে যে ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা যায় তাঁহার নামে লেখা থাকিবে। বিক্রয় যে তারিখে দৃঢ় করা যায়, সার্টিফিকেটে সেই তারিখে লেখা যাইবে, এবং মোকদ্দমার উভয়পক্ষের ও তাঁহাদের অধীন দাওয়াদারদের সহিত যতদূর সম্পর্ক থাকে, বিক্রীত সম্পত্তির স্বত্ব বিক্রেতার প্রতি উক্ত সার্টিফিকেটের তারিখ অবধি বর্ত্তিবে, তৎপূর্ব্ব নহে। কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে, যে ডিক্রীক্রমে নীলাম হয়, তাহা উক্ত তারিখে বলবৎ থাকে।

বেনামী খরিদদারের বিরুদ্ধে নালিশ না হইবার কথা।

৩১৭ ধারা। অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত কিম্বা ঐ অন্য ব্যক্তির যাহার দ্বারা দাওয়া রাখেন, তাঁহারই নিমিত্ত ক্রয় করা গেল বলিয়া, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ক্রেতার বিপক্ষে কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ক্রেতার নাম প্রতারণাক্রমে কিম্বা প্রকৃত ক্রেতার অনুমতি বিনা যে লেখা গেল, এই ধারাক্রমে এই কথা নির্ণয় করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা নাই।

ডিক্রীমত দেনদারের অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি দিবার কথা।

৩১৮ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়, তাহা ডিক্রীমত দেনদারের কিম্বা তৎপক্ষ অন্য ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, কিম্বা ডিক্রীমত দেনদার ঐ সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার পরে যে স্বত্ব সৃষ্ট করিলেন, সেই স্বত্বক্রমে কোন দাওয়াদারের অধিকারে থাকিলে, ও ৩১৬ ধারামতে তদ্বিষয়ের সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে, আদালত ক্রেতার প্রার্থনামতে ক্রেতাকে, কিম্বা তিনি, আপনার পক্ষে অধিকার লওনের জন্যে অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তাহাকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইয়া ও কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে সম্মত না হইলে প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া, ঐ সম্পত্তি ক্রেতার হস্তগত করিতে আজ্ঞা দিবেন।

প্রজার অধিকারস্থ স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।

৩১৯ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা প্রজার, কিংবা অধিকার করিবার স্বত্ববান অন্য ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, ও ৩১৬ ধারামতে তদ্বিষয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া গিয়া থাকিলে, ঐ সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য স্থানে নীলামের সার্টিফিকেটের নকল লাগাইয়া, এবং ঢেঁড়রা দিয়া কিংবা সচরাচর অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে, সেই প্রকারে উপযুক্ত কোন স্থানে, দেনদারের

সম্পর্ক ক্রেতার প্রতি হস্তান্তর করা গিয়াছে, এই কথা প্রজার নিকট ঘোষণা করাইয়া ঐ সম্পত্তি তাঁহার অন্তর্গত করিবার আজ্ঞা করিবেন।

ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয়ের কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করিবার
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

৩২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে, কোন স্থানের সীমার মধ্যে কোন আদালত স্থাবরসম্পত্তি বিক্রয় করিবার যে ডিক্রী করেন, কিংবা তদ্রূপ ডিক্রীর মধ্যে কোন বিশেষ প্রকারের যে ডিক্রী করেন, কিম্বা কোন বিশেষ প্রকারের স্থাবর সম্পত্তি কিংবা ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থ বিক্রয় করণের যে ডিক্রী করেন, সেই ডিক্রীজারীকরণকার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করা যাইবে এবং তদ্রূপ কোন নির্দ্দেশ বাক্য রহিত কি মতান্তর করিতেও পারিবেন।

ডিক্রী পাঠাইবার ও জারী করিবার ও ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি
প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

আরও ইতিপূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে আদালত হইতে কালেক্টর সাহেবের নিকট ডিক্রী পাঠাইবার, ও ঐ ডিক্রী জারী করণে কালেক্টর সাহেবের ও তাহার অধীন কর্ম্মকারকদের কার্য্য প্রণালীর বিধান করিবার ও কালেক্টর সাহেব হইতে আদালতে ডিক্রী ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি করিতে পারিবেন।

কোন ডিক্রীর জারী করণ কার্য্য কালেক্টর সাহেবের কাছে উঠাইয়া না দেওয়া গেলে, আদালত ঐ জারীকরণ কার্য্যে যে সকল বা যে কোন ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন, তাহা এবং ২৯৪ ও ৩১২ ধারানুযায়ী আদালতের সমস্ত ক্ষমতা এই ধারানুসারে প্রণীত বিধিক্রমে কালেক্টর সাহেবকে বা কালেক্টর সাহেবের অধীন কোন গেজেট হওয়া কর্ম্মচারীকে প্রদান করা যাইতে পারিবে, এবং ডিক্রী কালেক্টর সাহেবের কাছে উঠাইয়া দেওয়া না গেলে এই আইনানুসারে বা উপস্থিত সময়ের প্রচলিত অপর কোন আইনানুসারে আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হুকুম বা আপীলক্রমে ঐরূপ হুকুম সম্বন্ধে প্রদত্ত হুকুম যেরূপ আপীল আদালতে আপীলের বা পুনরালোচক আদালত কর্ত্তৃক পুনরালোচনার অধীন হইত, কালেক্টর সাহেব বা কালেক্টর সাহেবের অধীন কোন গেজেট হওয়া কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হুকুম বা আপীলে ঐরূপ হুকুম সম্বন্ধে প্রদত্ত হুকুম যতদূর সম্ভব সেইরূপ উপরিতন রিবিনিউ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আপীলের এবং তৎকর্ত্তৃক পুনরালোচনার অধীন করিবার জন্য এই ধারানুসারে প্রণীত বিধিতে বিধান করা যাইতে পারিবে।

বিধিক্রমে কালেক্টর সাহেবের বা কালেক্টর সাহেবের অধীন কোন গেজেট হওয়া কর্ম্মচারীর উপর অথবা কোন আপীল বা পুনরালোচক কর্ত্তৃপক্ষকে যে ক্ষমতা প্রদান করা যায়, তাহা আদালত কর্ত্তৃক বা আদালতের ডিক্রী বা হুকুম সম্বন্ধে যে আদালতের আপীল শুনিবার বা পুনরালোচনা করিবার অধিকার আছে, সেই অধিকার পরিচালনাক্রমে সেই আদালত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে পারিবে না।

এই ধারানুসারে যে ডিক্রী কালেক্টর সাহেবের নিকট উঠাইয়া দেওয়া হয়, কালেক্টর সাহেব এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণ যখন তাহা জারী করিবেন, তখন এইরূপ বিবেচনা করা যাইবে যে, তাঁহারা (বিচারকর্ত্তাদের রক্ষাকরণের আইন) ১৮৫০ সালের ১৮ আইনের অর্থানুসারে বিচারক ভাবে কার্য্য করিতেছেন।

ডিক্রীজারীকরণ কার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩২১ ধারা। ডিক্রীজারী করণ কার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে কালেক্টর সাহেব,

(ক) আদালত ৩০৫ ধারামতে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেন, সে প্রণালীতে কার্য্য করিতে পারিবেন, কিংবা

(খ) যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, সেই সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ পণগ্রহণ পূর্ব্বক চিরকালের কি নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের নিমিত্ত পাট্টা করিয়া দিয়া, কিংবা বন্ধক রাখিয়া, টাকা তুলিতে পারিবেন, কিংবা

(গ) যে সম্পত্তি বিক্রয়ের আজ্ঞা হয়, সেই সম্পত্তি কিংবা তাহার যে অংশ আবশ্যক হয়, বিক্রয় করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারীকরণ কার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে, কালেক্টর সাহেবের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২২ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রতি নির্দ্দিষ্ট যে চুক্তি বর্ত্তে, তদনুসারে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করণের আজ্ঞাসূচক ডিক্রী না হইয়া, টাকার ডিক্রী হইলে, ও সেই ডিক্রী সাধন করিবার জন্যে আদালত স্থাবরসম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিলে, যদি সেই ডিক্রীজারীর কার্য্য উক্ত প্রকারে হস্তান্তর করা যায়, তবে ডিক্রীমত দেনদারের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় না করিলেও তাহার ডিক্রীমত ঋণ শোধ হইতে পারে, কালেক্টর সাহেব যেরূপ তদন্ত লওয়া আবশ্যক বোধ করেন, তদ্রূপ তদন্ত লইয়া তাহার এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি পশ্চাল্লিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

ডিক্রীদারদিগকে ও সম্পত্তির উপর দাওয়াদারদিগকে নোটিস দিবার কথা।

৩২২ ক ধারা। ৩২২ ধারার লিখিত স্থলে কালেক্টর সাহেব নোটিস প্রচার করিয়া আদেশ দিবেন যে,

(ক) ডিক্রীমত দেনদারের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা যে ডিক্রী সাধন হইতে পারে, তদ্বিরুদ্ধে এরূপ টাকার ডিক্রী যে ব্যক্তির আছে, সেই ডিক্রীদার তদ্রূপে সেই ডিক্রী সাধন করিবার ইচ্ছা যদি করেন, এবং যে টাকার ডিক্রীর সাধন নিমিত্ত উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত থাকে, সেই ডিক্রীদার ডিক্রীর নকল ও যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন, কি তাহা সাধন করিতেছেন, তৎক্রমে প্রাপ্য টাকার নির্দ্দেশক সেই আদালতে সার্টিফিকেট কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করেন।

(খ) যে প্রত্যেক ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তির উপর দাওয়া আছে, তিনি উক্ত দাওয়ার বর্ণনা-

পত্র কালেক্টর সাহেবকে দেন, ও তাহার প্রমাণ স্বরূপ কোন দলীল থাকিলে তাহা উপস্থিত করেন।

উক্ত নোটিস জিলার চলিত ভাষায় লেখা যাইবে, এবং তাহা প্রচার হইবার তারিখ অবধি যাইট দিনের মধ্যে তদনুসারে কার্য্য হইবার সময় দেওয়া যাইবে যে আদালতে ৩০৪ ধারামতে মূল আজ্ঞা করেন, ঐ নোটিস সেই আদালতঘরে ও কালেক্টর সাহেব অন্য অন্য স্থান উপযুক্ত বোধ করিলে, সেই সেই স্থানে লাগাইয়া, প্রচার করা যাইবে, তদ্রূপ কোন ডিক্রীদারের কি দাওয়াদারের ঠিকানা জানা থাকিলে, নোটিসের এক কেতা নকল ডাকযোগে কি প্রকারান্তরে তাহার নিকট পাঠান যাইবে।

টাকার ডিক্রীর পরিমাণ নির্ণয় করিবার ও তৎপরিশোধার্থে যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে, তাহার কথা।

৩২২ খ ধারা। উক্ত সময় গত হইলে ডিক্রীমত দেনদার ও ডিক্রীদার কি দাওয়াদার থাকিলে তাঁহারা যে যে কথা বলিতে চাহেন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত, এবং উক্ত ডিক্রীর ও দাওয়ার ভাব ও পরিমাণ ও ডিক্রীমত দেনদারের স্থাবর সম্পত্তির বিষয় অবগত হওনার্থে যে তদন্ত লওয়া আবশ্যক জ্ঞান হয়, সেই তদন্ত লইবার নিমিত্ত, কালেক্টর সাহেব দিন ধার্য্য করিবেন, ও সময়ে সময়ে ঐ শ্রবণ কি তদন্ত কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

কালেক্টর সাহেব যে সকল ডিক্রীর কি দাওয়ার কথা অবগত হন, ডিক্রীমত দেনদারের তৎসম্পর্কীয় দায়ের সত্তা কি পরিমাণ সম্বন্ধে কিংবা ঐ ঐ ডিক্রীর কি দাওয়ার আপেক্ষিক পূর্ব্ববর্ত্তিতা সম্বন্ধে কিংবা ঐ ঐ ডিক্রী কি দাওয়া পরিশোধার্থে তদ্রূপ কোন সম্পত্তির দায় সম্বন্ধে কোন বিবাদ না থাকিলে, কালেক্টর সাহেব একখণ্ড বিবরণপত্র প্রস্তুত করিবেন, তাহাতে ঐ ঐ ডিক্রী পরিশোধার্থে যত টাকা দিতে হইবে, যে আজ্ঞা ক্রমে ঐ ঐ ডিক্রী ও দাওয়া পরিশোধ করিতে হইবে, ও তদর্থে যে স্থাবর সম্পত্তি আছে, এই এই কথা লেখা থাকিবে।

তদ্রূপ কোন বিবাদ উত্থিত হইলে, যে আদালত ৩০৪ ধারামতে মূল আজ্ঞা করেন, কালেক্টর সাহেব সেই আদালতে উক্ত বিবাদ অর্পণ করিবেন ও তৎসঙ্গে তাহার বর্ণনা ও আপনার মত দিবেন ও অর্পণ করণান্তর তদ্বিষয় সম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন। ঐ বিষয় আপন বিচারাধিপত্যের অন্তর্গত হইলে, উক্ত আদালত বিবাদের মীমাংসা করিবেন, নতুবা মীমাংসা নিমিত্ত উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন, ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কালেক্টর সাহেবকে জানান যাইবে। তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব উক্ত নিষ্পত্তি অনুসারে উপরি নির্দ্দিষ্ট বিবরণপত্র প্রস্তুত করিবেন।

জিলার আদালত কখন নোটিস দিবেন ও তদন্ত লইবেন, তাহার কথা।

৩২২ গ ধারা। কালেক্টর সাহেব, নিজে ৩২২ ক ও ৩২২ খ ধারার আদেশমতে নোটিস না দিয়া ও তদন্ত না লইয়া, ডিক্রীমত দেনদারের ও তাহার স্থাবর সম্পত্তির অবস্থা কালেক্টর সাহেবের যত জানা থাকে, অথবা তাঁহার আফিসের কাগজপত্র দৃষ্টে যেরূপ বোধ হয়, তদ্বিষয়ক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা জিলার আদালতে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে

উক্ত আদালত নোটিস দিবেন ও তদন্ত লইবেন, ও ৩২২ ক ও ৩২২ খ ধারার আদেশমত বিবরণপত্র প্রস্তুত করিবেন,—ও উক্ত বিবরণপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

৩২২ খ কি ৩২২ গ ধারামতে বিবাদ উত্থিত হইলে, আদালতের নিষ্পত্তির ফলের কথা।

৩২২ ঘ ধারা। ৩২২ খ কি ৩২২ গ ধারামতে কোন বিবাদ উত্থিত হইলে, আদালত যে নিষ্পত্তি করেন, তাহা বিবাদের উভয়পক্ষ সম্বন্ধে ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও আপীলযোগ্য হইবে।

টাকার ডিক্রী পরিশোধার্থে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২৩ ধারা। যে টাকা আদায় করিতে হইবে ও যে সম্পত্তি প্রযোগ যোগ্য থাকে, ৩২২ খ কি ৩২২ গ ধারার বিধানমতে তাহা নির্ণয় করা গেলে, কালেক্টর সাহেব—

(১) যদি দেখেন যে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যায় না, তবে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, অথবা যদি দেখেন যে, ঐ টাকা ও ডিক্রীমত সুদ থাকিলে, ঐ সুদ কিংবা ডিক্রীমত সুদ না থাকিলে তিনি যে হার যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন, সেই হারে সুদ, তদ্রূপ বিক্রয় না করিয়া, আদায় করা যাইতে পারে, তবে

(২) ৩০৪ ধারামত প্রকারান্তরের আজ্ঞা থাকিলেও এই এই প্রকারে সুদসহ ঐ টাকা তুলিতে পারিবেন, অর্থাৎ

(ক) ঐ সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ পণ গ্রহণ পূর্ব্বক, চিরকালের কি নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের নিমিত্ত পাট্টা করিয়া দিয়া, কিম্বা

(খ) ঐ সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বন্ধক রাখিয়া, কিম্বা

(গ) ঐ সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় করিয়া, কিম্বা

(ঘ) বিক্রয় করিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি বিশ বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ ইজারা দিয়া, কিম্বা আপনি কি অন্যের দ্বারা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়া, কিম্বা

(ঙ) অংশতঃ এরূপ কোন এক প্রকারে ও অংশতঃ এরূপ অন্য কি অন্য অন্য প্রকারে।

(৩) এই ধারামতে ঐ সমস্ত সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থে কালেক্টর সাহেব ঐ সম্পত্তির স্বামীর সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

(৪) প্রয়োগযোগ্য সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের বিক্রয়ের মূল্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, কিম্বা তাহা ইজারা দেওন কার্য্যের কি কার্য্যাধ্যক্ষতার অধিকতর উপযোগী করিবার নিমিত্ত, কিংবা কোন দায় শোধার্থ বিক্রয় হইতে তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত, কালেক্টর সাহেব কোন দায় প্রাপ্তার দাওয়া পরিশোধনীয় হইলে তাহা পরিশোধ করিতে পারিবেন, কিম্বা পরিশোধনীয় হউক কি না হউক তাহার রফা করিতে পারিবেন, এবং তদ্রূপ পরিশোধ কি রফা করণার্থে ধন সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত উক্ত সম্পত্তির যে কোন অংশ উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তাহা বন্ধক রাখিতে কি ইজারা দিতে কি বিক্রয় করিতে পারিবেন। এই প্রকরণমতে কালেক্টর সাহেব যে দায় লইয়া কার্য্য করিবার প্রস্তাব করেন, তৎক্রমে প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হইলে, তিনি হয় নিজ নামে, না হয় ডিক্রীমত দেনদারের নামে হিসাব পাইবার প্রার্থনা করিয়া,

উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, অথবা তিনি দুই পক্ষের মনোনীত দুই জন সালীসদ্বারা কিম্বা সালীসদের নির্ব্বাচিত একজন মধ্যস্থ দ্বারা নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত ঐ বিবাদ অর্পণ করিতে সম্মত হইতে পারিবেন।

রাজস্ববিষয়ক প্রধান তত্ত্বাবধায়ক কর্ত্তৃপক্ষ এতদর্থে সময়ে সময়ে এই আইন মদত যে বিধি প্রণয়ন করেন, কালেক্টর সাহেব এই ধারার (২) ও (৩) ও (৪) প্রকরণ মতে কার্য্যকরণ-কালে সেই বিধি মানিয়া চলিবেন।

ইজারা দেওনের কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের পর কোন টাকা বাকী থাকিলে তাহা আদায় করিবার কথা।

৩২৪ ধারা ৩২৩ ধারামত ইজারা দেওনের কি কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের মিয়াদ অতীত হইলে ও যে টাকা আদায় করিতে হইবে তাহা পাওয়া না গেলে, কালেক্টর সাহেব ডিক্রীমত দেনদারের কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত স্থলাভিষিক্তের নামে লিখিয়া তাঁহাকে সেই কথার নোটিস দিয়া, সেই সময়ে ইহাও জানাইবেন যে ঐ টাকা পূর্ণ করণার্থ বাকী যে টাকা আবশ্যক হয় তাহা ঐ নোটিসের তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে কালেক্টর সাহেবকে না দেওয়া গেলে, তিনি উক্ত সম্পত্তি কি তাহার যে অংশ প্রয়োজন হয়, সেই অংশ বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই ছয় সপ্তাহ গত হইলেও ঐ টাকা না দেওয়া গেলে, কালেক্টর সাহেব তদনুসারে ঐ সম্পত্তি কি তাহার অংশ বিক্রয় করিবেন।

কালেক্টর সাহেবের দেওয়ানী আদালতে হিসাব দিবার কথা।

৩২৪ ক ধারা। যে আদালত ৩০৪ ধারামত মূল আজ্ঞা করেন, কালেক্টর সাহেবের হাতে যত টাকা আসে ও এই অধ্যায়ের বিধানমতে তাঁহার প্রতি যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত ও যে যে কর্ত্তব্য ভার অর্পিত হইল, সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে ও সেই সেই কর্ত্তব্য ভার পালন করিতে তাঁহার যে যে খরচ হয়, তাহার হিসাব সময়ে সময়ে তিনি সেই আদা-লতে দিবেন ও বাকী টাকা উক্ত আদালতের আজ্ঞাধীন রাখিবেন।

উক্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টে যে ঋণের ও দায়ের টাকা দেয় হয়, ও উক্ত সম্পত্তি কি তাহার অংশ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে উপবিষ্ট পাট্টাদারকে যদ কিছু খাজানা দিতে হয়, ও কালেক্টর সাহেব যে সাক্ষীদের সমন দেন (তিনি আদেশ করিলে) তাহাদের যে খরচা দিতে হয়, তৎসমুদয় পূর্ব্বোক্ত খরচের অন্তর্গত হইবে।

বাকী টাকা প্রয়োগের কথা।

বাকী টাকা আদালত নিম্নলিখিতমতে প্রয়োগ করিবেন।

প্রথমতঃ—ডিক্রীমত দেনদারের পরিবারের কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকারী হইলে তদ্রূপ প্রত্যেকের নিমিত্ত আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তাহার ভরণপোষণার্থ তত টাকা দিবেন, ও

দ্বিতীয়তঃ—কালেক্টর সাহেব ৩২১ ধারামত কার্য্য করিয়া থাকিলে, যে মূল ডিক্রীজারীক্রমে আদালত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের আজ্ঞা দেন, সেই ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবেন, কিম্বা ২৯৫ ধারামতে আদালত যেরূপ আদেশ করেন, তদ্রূপ কার্য্য করিবেন, কিম্বা

তৃতীয়তঃ—কলেক্টর সাহেব ৩২২ ধারামতে কার্য্য করিয়া থাকিলে, সম্পত্তির উপর যে

দায় থাকে, তাহার সুদ বৃদ্ধি হইতে দিবেন না, ও ডিক্রীমত দেনদারের জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য উপযুক্ত উপায় না থাকিলে, তাহার জীবিকা নির্ব্বাহার্থে আদালত যত টাকা ও অন্য যে উচিত বোধ করেন তত টাকা দিবেন, ও মূল ডিক্রীদারের দাওয়ার টাকা ও অন্য যে ডিক্রীদারের পূর্ব্বোক্ত নোটিসের নিয়ম পালন করাতে তাঁহাদের দাওয়া আদেয় টাকার অন্তর্গত করিবার আজ্ঞা হইয়াছিল, তাঁহাদের দাওয়ার টাকা হারহারিমতে পরিশোধ করিবেন।

ও যে সকল ডিক্রীদার তদ্রূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হন যাবৎ তাঁহাদের টাকা পরিশোধ না হয়, অন্য কোন টাকার ডিক্রীদার উক্ত সম্পত্তি কি বাকী টাকা হইতে কিছুই পাইবার স্বত্ববান হইবেন না,

ও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা ডিক্রীমত দেনদারকে কিম্বা আদালত অন্য কোন ব্যক্তিকে দিবার আদেশ করিলে তাহাকে দেওয়া যাইবে।

বিক্রয় যে প্রকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

৩২৫ ধারা। কালেক্টর সাহেব যখন এই ধারামতে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করেন, আপনার যেমন উচিত বোধ হয় তদনুসারে তাহা এক কি একাধিক লাটে প্রকাশ্য নীলামে ধরাইবেন, ও

(ক) প্রত্যেক লাটের যুক্তিমত নির্দিষ্ট মূল্য ধার্য্য করিতে পারিবেন,

(খ) সম্পত্তির ন্যায্য মূল্য পাইবার নিমিত্ত বিক্রয় স্থগিত রাখা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ স্থগিত রাখিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যুক্তিমত সময়ের নিমিত্ত বিক্রয় স্থগিত রাখিতে পারিবেন,

(গ) বিক্রয়ার্থে যে সম্পত্তি উপস্থিত করা যায়, তাহা ক্রয় করিতে পারিবেন, ও যেরূপে উচিত বোধ করেন, হয় প্রকাশ্য নীলামদ্বারা, না হয় কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তিক্রমে, তাহা পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত দেনদারের কি তাহার স্থলাভিষিক্তের হস্তান্তর করণ সম্বন্ধে বাধার ও ডিক্রীদারের প্রতিকার প্রাপ্তির কথা।

৩২৫ ক ধারা। ৩২২ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারায় কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত কি যে যে কর্ত্তব্যের ভার অর্পিত হইয়াছে, যতকাল ডিক্রীমত দেনদারের স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব তদন্তর্গত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে কি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে ডিক্রীমত দেনদার কি তাঁহার স্বার্থগত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি কি তাহার অংশ বন্ধক রাখিতে পারিবেন না, কিংবা তাহার উপর কোন দায় বর্ত্তাইতে, কি তাহার পাট্টা দিতে, কি তাহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, এবং টাকার ডিক্রী জারীক্রমে কোন দেওয়ানী আদালত উক্ত সম্পত্তি কি তাহার অংশের উপর কোন পরওয়ানা দিবেন না।

যে ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব ৩২৩ ধারামতে বিধান করিয়াছেন, সেই ডিক্রীসম্বন্ধে সেই সময়ে কোন দেওয়ানী আদালত ডিক্রীমত দেনদারের কি তাহার সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী করিবার কোন পরওয়ানা দিবেন না।

এই ধারার বিধানমতে ডিক্রীদার কোন ডিক্রীজারী সম্বন্ধে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কোন প্রতিকার পাইতে না পারিলে, উক্ত ডিক্রীজারী করিবার মিয়াদ কালের হিসাব ধরিতে গেলে, সেই সময় বাদ দিতে হইবে।

সম্পত্তি কয়েক জিলায় থাকিলে, বিধানের কথা।

৩২৫ খ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হয়, সেই সম্পত্তি একাধিক জিলায় থাকিলে, ৩২১ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারায় কালেক্টার সাহেবের প্রতি যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত ও যে যে কর্ত্তব্য ভার অর্পিত হইয়াছে, সাধারণ বিধি কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা ঐ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবদের মধ্যে যাহার প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করেন তিনি সময়ে, সময়ে সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন ও সেই সেই কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

পক্ষদিগকে ও সাক্ষীদিগকে ও দলীলসমূহ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩২৫ গ ধারা। ৩২২ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারায় কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্যকরণ সময়ে পক্ষদিগকে ও সাক্ষীদিগকে ও দলীলসমূহ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত তাঁহার দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকিবে।

আদালত যে স্থলে কালেক্টর সাহেবকে ভূমির নীলাম স্থগিত করিবার অনুমতি দিতে পারেন তাহার কথা।

৩২৬ ধারা। কোন স্থানের সীমার মধ্যে ৩২০ ধারামত নির্দ্দেশ বাক্য প্রবল না থাকিলে, যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি ভূমি কি ভূমির একাংশ হয়, এবং ঐ ভূমি কি তাহার ঐ অংশ নীলাম করিবার আপত্তি থাকে, ও কিয়ৎকালের নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে কিংবা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করা গেলে সঙ্গত সময়ের মধ্যে ঐ ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন হইতে পারিবে, কালেক্টর সাহেব যদি আদালতে ইহা দেখাইয়া দেন, তবে আদালত ঐ ভূমি কি ঐ অংশ নীলাম না করিবা কালেক্টর সাহেবকে আপনার পরামর্শানুসারে ডিক্রীমত কার্য্যসাধনের বিধান করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। এমত স্থলে ৩২০ ধারার দ্বিতীয় পদ অবধি ৩২৫ গ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধান যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ভূমি বিক্রয়ের স্থানীয় বিধির কথা।

৩২৭ ধারা। কোন সীমান্তর্গত স্থানের ভূমিগত কোন স্বার্থ অনিশ্চিত ও অনির্ণিত থাকাতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় তাহার মূল্য নিরূপণ করা অসাধ্য হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে সেই স্থানের নিমিত্ত বিশেষ বিধি করিয়া, টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ভূমিগত কোন শ্রেণীর স্বার্থ বিক্রয় করণে নিয়ম ধার্য্য করিতে পারিবেন,

এই আইন কোন সীমান্তর্গত স্থানের মধ্যে প্রচলিত হওন সময়ে যদি তন্মধ্যে ডিক্রীজারীক্রমে ভূমি বিক্রয়ের কোন বিশেষ বিধি প্রবল থাকে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই বিধি প্রবল রাখিতে পারিবেন, কিংবা সময়ে সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অনুমতিক্রমে তাহা মতান্তর করিতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে সকল বিধি করা যায়, কি প্রবল রাখা যায়, তাহাও ঐ ঐ বিধি মতান্তরের উক্ত কথা স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, তাহা হইলে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

ছ।—ডিক্রীজারী করার প্রতিকূলাচরণবিষয়ক বিধি।

ডিক্রীজারী করিবার বাধা দেওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২৮ ধারা। সম্পত্তির অধিকার পাইবার ডিক্রীজারী করণ সময়ে, কোন ব্যক্তি পরওয়ানা জারীর কার্য্যকারকের প্রতিকূলাচরণ করিলে কি বাধা দিলে, ডিক্রীদার সেই প্রতিকূলাচরণের কি বাধকতা হওয়ার সময়াবধি এক মাসের মধ্যে কোন সময়ে আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

আদালত সেই নালিশের তদন্ত লইবার দিন নিরূপণ করিয়া যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইল, তাঁহাকে উত্তর দিবার জন্যে সমন করিবেন।

ডিক্রীমত দেনদারের দ্বারা কি তাঁহার প্রবৃত্তিক্রমে বাধকতা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২৯ ধারা। ডিক্রীমত দেনদারের দ্বারা কিংবা তাঁহার প্রবৃত্তি হেতুক অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধকতা কি প্রতিকূলাচরণ হইয়াছে, আদালত ইহা সুবোধমতে জানিতে পারিলে, নালিশের মর্ম্মের তদন্ত লইয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

বাধা হইতে থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩০ ধারা। উক্ত প্রতিকূলাচরণ কি বাধা করিবার কোন ন্যায্য কারণ ছিল না, ও ঐ ডিক্রীমত দেনদারের দ্বারা কিংবা তাঁহার প্রবৃত্তিক্রমে অন্য ব্যক্তির দ্বারা বাদীর সম্পত্তির অধিকার পাইবার প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা করা যাইতে থাকে, আদালত ইহা সুবোধমতে জানিতে পারিলে, ডিক্রীদারের অনুরোধে ঐ ডিক্রীমত দেনদারকে কিংবা ঐ অন্য ব্যক্তিকে ত্রিশ দিনের অনধিক কালের নিমিত্ত কারাগারে সমর্পণ করিতে ও সম্পত্তি ডিক্রীদারের অধিকার করাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা করা প্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে কিম্বা অন্য কোন আইন মতে ঐ ডিক্রীমত দেনদারের কি অন্য ব্যক্তির যে দণ্ড হইতে পারে, তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে না।

ডিক্রীমত দেনদার ভিন্ন কোন দাওয়াদার সরলমনে বাধকতা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩১ ধারা। ডিক্রীমত দেনদার ভিন্ন কোন ব্যক্তি আপনার কিম্বা ডিক্রীমত দেনদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত সরলমনে ঐ সম্পত্তির অধিকারের উপর দাওয়া রাখিয়া ঐ প্রতিকূলাচরণ করাইলে কি বাধকতা জন্মাইলে, ডিক্রীদারকে বাদী ও ঐ দাওয়াদারকে প্রতিবাদী করিয়া মোকদ্দমার ন্যায় সেই দাওয়ায় নম্বর দিয়া রেজিষ্টরী করা যাইবে।

এবং ডিক্রীদার ৫ অধ্যায়ের বিধানমতে ঐ দাওয়াদারের নামে ঐ সম্পত্তির জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, আদালত যে প্রকারে ও যে ক্ষমতানুসারে করিতেন, সেই প্রকারে সেই ক্ষমতানুসারে ঐ দাওয়ার তদন্ত লইতে প্রবৃত্ত হইবেন ও ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির আইনমতে কিম্বা তদ্রূপ প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা করিবার দণ্ডবিধায়ক অন্য কোন আইনমতে ঐ দাওয়াদারের প্রতিকূলে অন্য যে কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারে, তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে না।

ও আদালত সেই ডিক্রী জারী কি স্থগিত করিবার যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা ডিক্রীবৎ বলবৎ হইবে এবং আপীল ও অন্যান্য বিষয়ে ডিক্রীর নিয়ম ধরা থাকিবে।

যে ব্যক্তিকে বেদখল করা গেল, তিনি ডিক্রীদারের অধিকার পাইবার স্বত্ব বিষয়ে বিবাদ করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩২ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত দেনদার ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তির অধিকারচ্যুত করা গেল এবং ঐ সম্পত্তি সরলভাবে আপনার নিমিত্তে কিম্বা ডিক্রীমত দেনদার ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে আপন অধিকারে আছে ও তাহা ডিক্রীর মধ্যে ধরা যায় নাই, কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে ধরা গেলেও যে মোকদ্দমায় ঐ ডিক্রী করা যায়, তাঁহাকে সেই মোকদ্দমার এক পক্ষ করা যায় নাই, এই কারণে ঐ ডিক্রীমতে তাঁহাকে ঐ সম্পত্তি হইতে ডিক্রীদারের বেদখল করিবার স্বত্ব নাই বলিয়া ঐ ব্যক্তি আপত্তি করিলে তিনি আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে পর তাহার সেই প্রার্থনা করিবার সম্ভাবিত হেতু দেখিতে পাইলে ঐ বিবাদীয় বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং এই ধারার প্রথম পদোল্লিখিত হেতু আছে স্থির করিলে, আদালত আজ্ঞা করিবেন যে, প্রার্থক ঐ সম্পত্তির অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তদ্রূপ স্থির না করিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন।

এই ধারামতে প্রার্থনা শ্রবণ সময়ে বিবাদের যে যে হেতু উপরে নির্দ্দিষ্ট হইল, আদালত কেবল সেই সেই হেতুর বিচার করিবেন।

এই ধারামতে যে পক্ষের বিরুদ্ধে আজ্ঞা প্রদত্ত হয়, তিনি উক্ত সম্পত্তির বর্ত্তমান অধিকার পাইবার যে স্বত্বের দাওয়া করেন, স্বত্ব সংস্থাপনার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন কিন্তু উক্ত মোকদ্দমা করিয়া যদি কোন ফল হয়, সেই ফল সাপেক্ষ থাকিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পরে ডিক্রীমত দেনদার সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহার কথা।

৩৩৩ ধারা। যে মোকদ্দমার ডিক্রী হইয়াছে, সেই মোকদ্দমা হইবার পরে ডিক্রীমত দেনদার কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিলে উক্ত ব্যক্তি প্রতি ৩৩১ কি ৩৩২ ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

ক্রেতাদের স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার বাধার কি প্রতিকূলাচরণের কথা।

৩৩৪ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে যে স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হয়, ডিক্রীমত দেনদার কি তাঁহার স্বপক্ষ কোন ব্যক্তি ক্রেতার সেই সম্পত্তির অধিকার পাইবার প্রতিকূলাচরণ করিলে কি বাধা দিলে ডিক্রীদারের যে সম্পত্তি পাইবার আজ্ঞা হয়, এই অধ্যায়ে তাহার অধিকার পাইবার প্রতিকূলাচরণ কি বাধা সম্পর্কে যে যে বিধান খাটে, উক্ত স্থলেও সেই সেই বিধান খাটিবে।

ডিক্রীমত দেনদার ভিন্ন কোন দাওয়াদার বাধক হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৩৫ ধারা। ডিক্রীমত দেনদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তি সরলভাবে ঐ সম্পত্তির বর্ত্তমান অধিকার

স্বত্বের দাওয়া করিয়া ঐ সম্পত্তির ক্রেতার প্রতিকূলাচরণ করিলে কি প্রতিবন্ধক হইলে কিম্বা ঐ সম্পত্তির অধিকার দিতে গিয়া তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে বে দখল করা গেলে ঐ ক্রেতা কিম্বা যাহাকে বে দখল করা গেল, তিনি নালীশ করিলে আদালত সেই প্রতিকূলাচরণের কিম্বা স্থলাবশেষে সেই প্রতিবন্ধকতার, কি বে দখল করণের বিষয়ে অনুসন্ধান লইয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন, করিবেন।

যে ব্যক্তির বিপক্ষে সেই আজ্ঞা করা যায়, তিনি ঐ সম্পত্তিতে আধুনিক অধিকারের স্বত্বের দাওয়া স্থাপন করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ মোকদ্দমার যে ফল হয়, তাহা প্রবল মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

জ।—ধৃত ও কারাবদ্ধকরণবিষয়ক বিধি।

ডিক্রীমত দেনদার যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে তাহার-কথা।

৩৩৬ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত দেনদারকে কোন দিনের কোন সময়ে ধরা যাইতে পারিবে, তাঁহাকে সাধ্যমতেত্বরায় আদালতের সমক্ষে আনা যাইবে ও যে আদালত তাঁহার কারাবদ্ধ হওয়ার আজ্ঞা করেন, সেই আদালত যে জিলার অন্তর্গত, সেই জিলার দেওয়ানী জেলে তাহাকে বদ্ধ করা যাইতে পারিবে। কিম্বা সেই জেলে তাহার থাকিবার উপযুক্ত স্থান না থাকিলে জিলার আদালত কোন ব্যক্তির কারাবদ্ধ হওয়ার আজ্ঞা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কারাবদ্ধ হওয়ার জন্য যে স্থান নিরূপণ করেন, তাঁহাকে সেই স্থানে বদ্ধ করা যাইবে।

উপবিধি।

(ক) কিন্তু এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত, সূর্য্যাস্তের পর পর কিম্বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কোন বাস গৃহে প্রবেশ করা যাইবে না, কিম্বা কোন বাসগৃহের বহির্দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলা যাইবে না। কিন্তু ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক নিয়ম মতে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করিতে পাইলে ডিক্রীমত দেনদার যে ঘরে আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তিনি সেই ঘরের দ্বারবন্ধন মুক্ত করিয়া খুলিতে পারিবেন, কিন্তু যিনি ডিক্রীমত দেনদার নহেন, ও দেশাচার মতে প্রকাশ্য স্থলে উপস্থিত হন না, উক্ত ঘরে প্রকৃত পক্ষে এরূপ স্ত্রীলোক থাকিলে তাঁহার চলিয়া যাইবার অনুমতি আছে, ঐ কার্য্যকারক তাঁহাকে এই সম্বাদ দিবেন এবং তাঁহার চলিয়া যাইবার যুক্তিসিদ্ধ সময় দিয়া ও সর্ব্বপ্রকার যুক্তিসিদ্ধ সদুপায় করিয়া দিয়া, তদ্রূপ ধৃত করণার্থে ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(খ) আরও ডিক্রীমত দেনদারকে যে ডিক্রীজারীক্রমে ধরা যায়, তাহা টাকার ডিক্রী হইলে, ও যে কার্য্যকারক তাঁহাকে ধরেন, ঐ ডিক্রীমত দেনদার তাঁহাকে ঐ ডিক্রীর টাকা ও ধৃত করণের খরচ দিলে, ঐ কার্য্যকারক তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সরকারীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত দেনদারকে ধরিয়া এই ধারা মতে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, আদালত তাঁহাকে এই কথা জানাইবেন যে, বিংশ অধ্যায়মতে তিনি

আপনাকে ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আপনার সেই প্রার্থনার বিষয় লইয়া তিনি কুটিলভাবে না থাকিলে ও আদালতের নিযুক্ত গ্রাহকের হস্তে আপনার সকল সম্পত্তি সমর্পণ করিলে তাঁহাকে মুক্ত করা যাইবে।

সেই জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেলে পর, ডিক্রীমত দেনদার তদ্রূপ প্রার্থনা করিবার মানস জানাইলে, ও কোন সময়ে আহ্বান করা গেলেও উপস্থিত হইবেন ও

৩৪৪ ধারামতে ঋণ শোধ করিবার অক্ষম বলিয়া নির্ণয় হওয়ার নিমিত্ত এক মাসের মধ্যে প্রার্থনা করিবেন, ইহার উপযুক্ত জামিন দিলে, আদালত তাঁহাকে গ্রেপ্তার হইতে মুক্ত করিবেন।

কিন্তু তিনি তদ্রূপে প্রার্থনা না করিলে আদালত সেই জামিনের টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে তাঁহাকে জেলে পাঠাইতে পারিবেন। কোন জামীন দেওয়া হইলে ২৫৩ ধারার বিধানিত প্রকারে ঐরূপ জামীনের টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে।

ধরিয়া আনিবার পরওয়ানায় ডিক্রীমত দেনদারকে আনিবার আজ্ঞা থাকার কথা।

৩৩৭ ধারা। ডিক্রীমত দেনদারকে ধরিবার প্রত্যেক পরওয়ানায় ঐ পরওয়ানা জারীর কার্য্যকারকের প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে, ডিক্রীমত দেনদারের যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল, তিনি সুদ শুদ্ধ ও খরচার দায়ী হইলে, খরচা শুদ্ধ সেই টাকা না দিলে, তাঁহাকে সুবিধামতে ত্বরায় আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করেন।

২৪৫ খ ধারানুযায়ী নোটিসক্রমে ডিক্রীমত দেনদার উপস্থিত হইলে, অথবা টাকার ডিক্রীজারীতে গ্রেপ্তারের পর যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৩৭ ক ধারা। (১) যদি কোন ডিক্রীমত দেনদার ২৪৫ খ ধারানুসারে প্রদত্ত নোটিস অনুসারে আদালতে উপস্থিত হন, অথবা টাকার ডিক্রীজারীতে ধৃত হইয়া আদালতে আনীত হন, এবং আদালত যদি দেখেন যে, দরিদ্রতা বা অন্য কোন উপযুক্ত কারণ বশতঃ ডিক্রীমত দেনদার ডিক্রীর টাকা, অথবা ঐ টাকা কিস্তিমত দেয় হইলে, উহার কোন কিস্তির টাকা দিতে অক্ষম, তাহা হইলে আদালত যদি কোন স্বত্ব নিরূপণ করেন, তবে যেরূপ স্বত্ব নিরূপণ করা উপযুক্ত মনে করেন, সেইরূপ স্বত্বে তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাবদ্ধ করণের প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার অথবা তাঁহার মুক্তির আদেশ করিবার যেখানে যেমন হয়, সেখানে সেইরূপ করিবার হুকুম প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) নিম্নলিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে ডিক্রীদার যাহা বলেন (১) প্রকরণানুসারে হুকুম প্রদান করিবার অগ্রে আদালত তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিবেন অর্থাৎ—

(ক) যে টাকার ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে, ডিক্রীমত দেনদার ট্রষ্টী বলিয়া বা অন্য কোন রকম ট্রষ্টসম্পর্কীয় ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন বলিয়া তাহার হিসাব দিতে বাধ্য, এই বিষয় সম্বন্ধে।

(খ) যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা হইয়াছে, তাহা উপস্থিত করিবার তারিখের পর, ডিক্রীমত দেনদার ডিক্রীদারের ডিক্রীজারীর প্রতিবন্ধক বা বিলম্ব ঘটাইবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার সম্পত্তির কোন অংশ হস্তান্তর, গোপন বা স্থানান্তর করিয়া থাকিলে অথবা তাঁহার সম্পত্তি সম্বন্ধে অপর কোন দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্য করিয়া থাকিলে, অথবা ঐরূপ হস্তান্তর, গোপন বা স্থানান্তর করিবার অথবা দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্য করিবার ফলস্বরূপ ডিক্রীদারের ডিক্রীজারীর প্রতিবন্ধক বা বিলম্ব থাকিলে সেই বিষয় সম্বন্ধে।

(গ) ডিক্রীমত দেনদার তাঁহার অপর কোন মহাজনের প্রতি অযথা বা অসঙ্গত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকিলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে।

(ঘ) ডিক্রীর টাকা বা উহার কোন অংশ দিবার উপায় থাকা বা ডিক্রীর তারিখের পর হইয়া থাকা স্বত্বে তিনি তাহা দিতে অস্বীকার অবহেলা করিলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে।

(ঙ) এই প্রকরণের (খ) দফায় যে অভিপ্রায়ে উল্লেখ আছে, সেই অভিপ্রায়ের তাঁহার পলায়ন করিবার বা আদালতের এলাকা ছাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, অথবা এই প্রকরণের (গ) দফায় যে ফলের উল্লেখ আছে, তাঁহার পলায়ন করিবার বা আদালতের এলাকা ছাড়িয়া যাইবার দরুণ সেই ফল ফলিবে এরূপ হইলে, সেই বিষয়ের সম্বন্ধে।

(৩) ২ প্রকরণের লিখিত কোন বিষয় যতক্ষণ বিবেচনাধীন থাকে, ততক্ষণ আদালত আপন বিবেচনানুসারে ডিক্রীমত দেনদারকে কারাবদ্ধ রাখিবার হুকুম দিতে পারিবেন, অথবা তাঁহাকে আদালতের কোন কর্ম্মচারীর হেফাজতে রাখিয়া দিতে পারিবেন, অথবা আদালতের আদেশমতে উপস্থিত হইবার জন্য তিনি যথেষ্ট সিকিউরিটি দিলে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারানুসারে যে ডিক্রীমত দেনদারকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাঁহাকে পুনরায় ধরা যাইতে পারিবে।

(৫) ১ প্রকরণে যেরূপ হুকুমের কথা লেখা আছে, আদালত যদি সেরূপ হুকুম না দেন, তাহা হইলে ডিক্রীমত দেনদার ধৃত না হইয়া থাকিলে, আদালত তাঁহাকে ধৃত করাইবেন, এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের অধীনে তাঁহাকে জেলে পাঠাইবেন।

যে হারে খোরাকী পাওয়া যাইবে, তাহার কথা।

৩৩৮ ধারা। ডিক্রীমত দেনদারের শ্রেণী ও বংশ ও জাতি বিবেচনায় মাসে মাসে তাহাদের খোরাকী যে হারে দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে ইহার ফর্দ্দ নিরূপণ করিবেন।

ডিক্রীমত দেনদারের খোরাকীর কথা।

৩৩৯ ধারা। ডিক্রীমত দেনদারের ধৃত হওনের সময়াবধি যত দিন তাঁহাকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করান যাইতে পারে, বিচারপতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ফর্দ্দ অনুসারে তাঁহার তত দিনের খোরাকীর যত টাকা প্রচুর বোধ করেন, ডিক্রীদার আদালতে তত টাকা না দিলে, যত কাল না দেন, তত কাল ডিক্রীমত দেনদারকে ডিক্রীজারীক্রমে ধরা যাইবে না।

ডিক্রীমত দেনদারকে ডিক্রীজারীক্রমে কারাবদ্ধ করা গেলে, পূর্ব্বোক্ত ফর্দ্দ অনুসারে মাসে মাসে তাঁহার যত খোরাকী পাইবার অধিকার থাকে, আদালত ইহার নির্দ্ধার্য্য করিবেন, কিম্বা

তদ্রূপ ফদ্দ নির্দ্ধারিত না থাকিলে ঐ ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোক হন তদ্বিবেচনায় আদালত যত টাকা প্রচুর বোধ করেন তাঁহার মাসিক তত টাকা খোরাকী ধার্য্য করিবেন।

যে পক্ষের প্রার্থনামতে ডিক্রীজারী করা যায়, তিনি প্রতি মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে আদালতের নির্দ্ধারিত মতে ঐ মাসের খোরাকী অগ্রিম দিবেন।

চলিত মাসের যত দিন বাকী থাকে, প্রথমবার ততদিনের খোরাকী ডিক্রীমত দেনদারকে কারাবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের হস্তে দিতে হইবে এবং পরে খোরাকী দিতে হইলে, তাহা কারাগারের অধ্যক্ষতার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের হস্তে দিতে হইবে।

ডিক্রীর টাকার উপর খোরাকী চড়াইয়া দিবার কথা।

৩৪০ ধারা। কারাবদ্ধ ডিক্রীমত দেনদারকে খোরাকীর জন্যে ডিক্রীদার যত টাকা দেন, তাহা মোকদ্দমার খরচ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু উক্ত ব্যয়িত খোরাকীর টাকার নিমিত্তে ডিক্রীমত দেনদারকে কারাগারে আটক রাখা কি ধৃত করা যাইবে না।

ডিক্রীমত দেনদারকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩৪১ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে ডিক্রীমত দেনদারকে জেল হইতে মুক্ত করা যাইবে;

(ক) কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টে যে টাকা লিখিত থাকে, জেলের অধ্যক্ষকে সেই টাকা দেওয়া গেলে, কিংবা

(খ) প্রকারান্তরে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে শোধ হইলে, কিংবা

(গ) যে ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা গেল, তাঁহার প্রার্থনামতে কিম্বা

(ঘ) ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞানুসারে খোরাকী দিতে ত্রুটি করিলে, কিম্বা

(ঙ) পশ্চাল্লিখিত বিধানানুসারে ডিক্রীমত দেনদারকে ঋণশোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেলে, কিংবা

(চ) ৩৪২ ধারামতে তাঁহার কারাবদ্ধ থাকার নিরূপিত মিয়াদ পূর্ণ হইলে

পরন্তু এই ধারার উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও পঞ্চম স্থলে, আদালতের আজ্ঞা না হইলে ডিক্রীমত দেনদারকে মুক্ত করা যাইবে না।

ছয় মাসের অধিককাল কারাবদ্ধ না থাকার কথা।

৩৪২ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে কোন ব্যক্তি ছয়মাসের অধিক কাল কারাবদ্ধ হইবেন না।

কিংবা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনধিকের ডিক্রী হইলে, ছয় সপ্তাহের অধিক কাল কারাবদ্ধ হইবেন না।

পরওয়ানার পৃষ্ঠলিপির কথা।

৩৪৩ ধারা। পরওয়ানা জারী করিতে যে কার্য্যকারককে দেওয়া যায়; তিনি যে দিনে ও যে প্রকারে তাহা জারী করিলেন পরওয়ানার পৃষ্ঠে এই এই কথা, এবং পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার নির্দ্ধারিত শেষ দিন অতীত হইয়া থাকিলে বিলম্বের কারণ, কিংবা জারী না হইয়া থাকিলে জারী না হওয়ার কারণ লিখিয়া সেই পৃষ্ঠলিপি সহিত ঐ পরওয়ানা আদালতে ফিরিয়া দিবেন।

উক্ত কার্য্যকারক পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন না, এই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি থাকিলে, আদালত তাঁহাকে শপথ করাইয়া তাঁহার সেই কথিত অক্ষমতার বিষয়ে পরীক্ষা লইবেন, ও উচিত বোধ করিলে সেই অক্ষমতাবিষয়ক সাক্ষীদিগকে সমন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও সেই পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিবেন।

বিংশ অধ্যায়।

ডিক্রীমত দেনদার ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

ঋণশোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার প্রার্থনা করণের ক্ষমতার কথা।

৩৪৪ ধারা। টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত দেনদারকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা গেলে, কিংবা তদ্রূপ ডিক্রীজারীক্রমে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হইলে, তিনি ঋণশোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত দেনদারকে ঋণশোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, টাকার ডিক্রীদার এরূপ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন।

যে জিলার আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ডিক্রীমত দেনদার বাস করেন, কি আবদ্ধ থাকেন, সেই আদালতে তদ্রূপ প্রত্যেক প্রার্থনাপত্র দিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

৩৪৫ ধারা। ডিক্রীমত দেনদারের প্রার্থনাপত্র হইলে, তাহাতে এই এই কথা লেখা থাকিবে,

(ক) ঐ ব্যক্তিকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা গেল, কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গিয়াছে, ও যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা যায়, কিংবা যদ্দ্বারা ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা যায়, ও ধৃত কি কারাবদ্ধ হইলে, তিনি যে স্থানে আবদ্ধ আছেন, এই এই কথা।

(খ) তাঁহার যত ও যে যে প্রকারের সম্পত্তি আছে, তাহার বিশেষ কথা ও টাকা ভিন্ন তদ্রূপ কোন সম্পত্তির মূল্য।

(গ) যে বা যে যে স্থানে ঐ সম্পত্তি পাওয়া যাইবে এই কথা।

(ঘ) তাঁহার সেই সম্পত্তি আদালতের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ার কথা।

(ঙ) তাঁহার উপর যে সকল টাকার দাওয়া থাকে, তাহা সর্ব্বশুদ্ধ সবিশেষ কত টাকা এই কথা।

(চ) তাঁহার মহাজনদের নাম ও বাসস্থান যতদূর জানেন, কি জানিয়া লইতে পারেন, ততদূর ঐ কথা।

টাকার ডিক্রীদারের প্রার্থনাপত্র হইলে তাহাতে ডিক্রীর তারিখ যে আদালত ডিক্রী দেন, তৎক্রমে যত টাকা পাওনা থাকে ও যে স্থানে ডিক্রীমত দেনদার বাস করেন, কি আবদ্ধ থাকেন, এই এই কথা লেখা থাকিবে।

ঐ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষরকরণের ও সত্যপাঠের কথা।

৩৪৬ ধারা। পূর্ব্ব বিধানে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠের কথা লিখিবার যে আজ্ঞা আছে, প্রার্থক সেই প্রকারের ঐ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সত্যপাঠের কথা লিখিবেন।

প্রার্থনাপত্রের নকল ও নোটিস দিবার কথা।

৩৪৭ ধারা। আদালত ঐ প্রার্থনা শুনিবার দিন নিরূপণ করিয়া ঐ প্রার্থনাপত্রের নকল ও তাহা যে সময়ে ও স্থানে শুনা যাইবে, ইহার লিখিত নোটিস আদালত-ঘরে লাগাইয়া দিবেন ও প্রার্থকের খরচে,—

ডিক্রীমত দেনদার প্রার্থক হইলে, যে ডিক্রীজারীক্রমে তাঁহাকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা যায়, কিংবা সম্পত্তিক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, সেই ডিক্রীদারের কিংবা তাঁহার উকীলের উপর ও প্রার্থনাপত্রে অন্য কোন মহাজনদের নাম লেখা থাকিলে তাঁহাদের উপর জারী করাইবেন,

ডিক্রীদার প্রার্থক হইলে, ডিক্রীমত দেনদারের কি তাঁহার উকীলের উপর জারী করাইবেন।

আদালত বিহিত বোধ করিলে, যে রাজকীয় গেজেটে ও প্রকাশ্য সংবাদপত্রে উচিত বোধ করেন, প্রার্থকের খরচে সেই সেই পত্রেও ঐ প্রার্থনাপত্র প্রকাশ করাইতে পারিবেন।

যেস্থলে ডিক্রীমত দেনদার প্রার্থক হন, সেস্থলে এই ধারামত খরচ দিতে তিনি অক্ষম আছেন, প্রতীতি হইলে আদালত তাঁহাকে সেই খরচ দেওয়া হইতে নিস্কৃতি দিতে পারিবেন।

অন্য মহাজনদিগকে নোটিস দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪৮ ধারা। আরও অন্য কোন ব্যক্তি আপনাকে প্রার্থকের মহাজন বলিয়া জানাইলে ও প্রার্থনাপত্রের বিষয়ে আপনার কথা শুনা যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে আদালত বিহিত বোধ করিলে, তাঁহারও নামে সেই প্রকারের নকল ও নোটিস জারী করাইতে পারিবেন।

আসন্ন প্রার্থকের বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৩৪৯ ধারা। ডিক্রীমত দেনদার এই আইনের পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানানুসারে হেফাজতে থাকিলে আদালত ৩৫০ ধারামতে শ্রবণের অপেক্ষায় তাঁহাকে তৎকালেই কারাগারে রাখিতে আজ্ঞা দিতে কিংবা পরওয়ানা জারী করিবার ভার যে কার্য্যকারককে দেওয়া গেল তাহারই হেফাজতে থাকিতে দিতে পারিবেন, কিংবা তাঁহাকে আদেশ করিলেই উপস্থিত হইবেন, ইহার যথাপযুক্ত জামিন লইয়া মুক্ত করিবেন।

শ্রবণের সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৫০ ধারা। যে ব্যক্তিদিগকে ঐ নোটিস দেওয়া যায়, আদালত সেই নিরূপিত দিনে কিংবা তৎপশ্চাৎ ঐ বিষয় শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিলে সেই দিনে তাঁহাদের কি তাঁহাদের উকীলদের সাক্ষাতে ডিক্রীমত দেনদার তৎকালীন অবস্থার বিষয়ে ও ভাবীকালে টাকা শোধ করিবার সঙ্গতি বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন ও উক্ত ডিক্রীদার ও প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত অন্য মহাজনেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা আপনাদিগকে মহাজন বলিয়া জানাইলেন, তাঁহারা ডিক্রীমত দেনদারের মুক্ত হওয়ার বিপক্ষে যাহা বলিতে চাহেন, তাহাও

শুনিবেন এবং ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া ডিক্রীমত দেনদারের নির্ণয় হওয়ার কোন অধিকার নাই, উক্ত ডিক্রীদার ও অন্য মহাজনেরা কি ব্যক্তিরা ইহা দেখাইবার প্রমাণ যেন উপস্থিত করেন, এই নিমিত্ত আদালত বিহিত বোধ করিলে তাঁহাদিগকে অবকাশ দিতে পারিবেন।

ঋণ শোধ করণের ক্ষমতা প্রকাশ করণের ও গ্রাহককে (রিসিবরকে) নিযুক্ত করিবার কথা।

৩৫১ ধারা। (ক) প্রার্থনাপত্রের লিখিত সকল কথা বাস্তবে সত্য,

(খ) যে ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত দেনদারকে ধরা কি কারাবদ্ধ করা যায়, কিম্বা ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা যায়, ঐ ডিক্রী যে মোকদ্দমায় করা গেল, সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর ও তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে তিনি মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার কল্পনায় আপনার সম্পত্তির কোন অংশ লুকাইয়া রাখেন নাই ও হস্তান্তর কি স্থানান্তর করেন নাই,

(গ) আপনাকে সমস্ত ঋণ শোধ করিতে অক্ষম জানিয়া দুঃসাহসে ঋণ গ্রহণ করেন নাই কিংবা মহাজনদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে টাকা দিয়া কিংবা সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া অন্যায়মতে এক মহাজন অপেক্ষা অন্যকে অগ্রগণ্য করেন নাই,

(ঘ) ও প্রার্থনাপত্রের বিষয় লইয়া কুটিলভাবে অন্য কোন কর্ম্ম করেন নাই,

আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, তাঁহাকে ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্ণয় করিতে পারিবেন ও উচিত বোধ করিলে তাঁহার সম্পত্তিগ্রাহক (রিসিবর) নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন কিংবা সম্পত্তি গ্রাহককে নিযুক্ত না করিলে ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

যদি আদালতের ঐরূপ হৃদ্বোধ না হয়, তবে তিনি এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিবেন।

মহাজনদের প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে হইবার কথা।

তফসীল করিবার কথা।

৩৫২ ধারা। পূর্ব্বে প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত মহাজনেরা এবং অন্য ব্যক্তিরা ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাদিগকে জানাইলে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির উপর যত টাকার দাওয়া রাখেন, তাহার ও আপন আপন দাওয়ার সবিশেষ কথার প্রমাণ উপস্থিত করিবেন এবং যাহারা ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাদিগকে ও আপন আপন প্রাপ্য সপ্রমাণ করেন, আদালত আজ্ঞাক্রমে তাঁহাদিগকে নির্ণয় করিবেন ও তাঁহাদিগের নামের ও ঋণের তফসীল প্রস্তুত করিবেন ও ৩৫১ ধারামতে যে নির্ণয় করা যায়, উক্ত প্রত্যেক মহাজনের উক্ত ঋণ সম্পর্কে ঐ নির্ণয়টী ঐ ঐ মহাজনদের স্বপক্ষ ডিক্রী বলিয়া জ্ঞান হইবে।

উক্ত প্রত্যেক তফসীলের নকল আদালত-ঘরে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

কুঠী ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ কুঠীর কোন অংশী কিংবা ঋণ শোধ করণের অক্ষমতার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ঐ কুঠীর মহাজনদের প্রতিযোগী হইয়া প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে স্বত্ববান হইবেন না।

তফসীল না করা মহাজনদের প্রার্থনাপত্রের কথা।

৩৫৩ ধারা। ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির কোন মহাজনের নাম ঐ তফসীলে লেখা না থাকিলে তিনি ঐ ব্যক্তির স্থানে আপনার যত টাকার দাওয়া থাকে, তাহার ও ঐ দাওয়ার বিশেষ কথার প্রমাণ উপস্থিত করণার্থে ও ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাকে প্রমাণ করিলে, সেই প্রমাণীকৃত ঋণের উপলক্ষে মহাজন বলিয়া ঐ তফসীলে আপনার নাম লেখাইবার আজ্ঞা হওনার্থে আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ তফসীলে যে মহাজনের নাম লেখা থাকে, তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা কিংবা ঋণের ভাব কি বৃত্তান্ত ধরিয়া যে যে কথা লেখা গেল, তদ্বিষয়ে ঐ তফসীল পরিবর্ত্তন করণার্থে কিংবা অন্য মহাজনের নাম উঠাইয়া দেওনার্থে কিংবা অন্য মহাজনের প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা কিংবা ঐ ঋণের ভাব কি বৃত্তান্ত ধরিয়া যে কথা লেখা গেল, তদ্বিষয়ে ঐ তফসীল পরিবর্ত্তন করণার্থে আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন প্রার্থনা করা গেলে আদালত ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির ও অন্য মহাজনদের নামে যে যে নোটিস জারী করা উচিত বোধ করেন প্রার্থকের খরচে তাহা জারী করিয়া ও তাঁহারা আপত্তি করিলে সেই আপত্তি শুনিয়া ঐ প্রার্থনামতে কার্য্য করিবেন কিংবা তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।

গ্রাহককে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞার ফলের কথা।

৩৫৪ ধারা। ৩৫১ ধারামতে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, তাহা রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও রিসিবর নিযুক্ত করিবার জন্য ঐ ধারানুসারে যে হুকুম দেওয়া হয়, তাহার এই ফল হইবে যে (২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য ভিন্ন) ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার প্রার্থনাপত্রের মধ্যে ধরা গেলে বা না গেলেও ঐ গ্রাহকের প্রতি বর্ত্তিবে।

গ্রাহকের জামিন দিয়া স্থিত আদায় করিবার কথা।

৩৫৫ ধারা। উক্তরূপে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন, তিনি আদালতের আদেশানুসারে জামিন দিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ভিন্ন ঐ সকল সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইবেন।

ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মুক্ত হওয়ার কথা।

ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তি তাঁহার অধিকারে ঐ সকল বিষয় দিয়াছেন, কিংবা তৎপক্ষে যাহা করিতে পারিলেন তাহাই করিয়াছেন, গ্রাহক এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলে, আদালত কোন নিয়ম করা উচিত বোধ করিলে, সেই নিয়মানুসারে ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন।

গ্রাহকের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৩৫৬ ধারা। গ্রাহক আদালতের আদেশানুসারে,

(ক) সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিবেন।

(খ) গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তির ঋণ ও অর্থদণ্ড ও খরচ দেয় হইলে ঐ টাকা হইতে তাহা শোধ করিবেন।

(গ) উক্ত ডিক্রীদারের খরচা দিবেন।

(ঘ) যে যে ঋণের প্রতিভূস্বরূপ ঐ ঋণ শোধকরণাক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি বন্ধক থাকে, সেই সেই ঋণের অগ্রগণ্যতানুসারে যথাক্রমে তৎসমুদায় পরিশোধ করিবেন।

(ঙ) তফসীলে যে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে, তাঁহাদের এক জনকে অন্যের অগ্রগণ্য না করিয়া প্রত্যেক জনের প্রাপ্য অনুসারে হারাহারী-মতে অবশিষ্ট টাকা বিলি করিবেন।

তাঁহার পারিশ্রমিক পাইবার স্বত্বের কথা।

যে অবশিষ্ট টাকা তদ্রূপে বিলি করা যায় তাহার উপর আদালত শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক যত নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ গ্রাহক আপনা। উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার পারিশ্রমিক বলিয়া তত টাকা কমিশুন লইবেন (ও যে কমিশুন গৃহীত হইল তাহাও ঐ বিলি করা টাকা বলিয়া জ্ঞান হইবে)।

উদ্বৃত্ত দেওনের কথা।

ও উদ্বৃত্ত থাকিলে ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে কিংবা তাঁহার আইন স্থলাভিষিক্তকে দিবেন।

পরন্তু যে কোন স্থানীয় সীমার মধ্যে ৩২০ ধারামতে নির্দ্দেশপত্র করা গিয়া তাহা বলবৎ থাকে, গ্রাহক গবর্ণমেণ্টে রাজস্বদায়ী কিংবা কৃষিকার্য্যার্থে ভোগ করা কি ইজারা বিলি করা তন্মধ্যস্থ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন না, কিন্তু তিনি ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিলে পর (ক) যে টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বাদ দিলে তফসীলের লিখিত মহাজনদের দাওয়ার টাকা পরিশোধার্থ যত টাকার আবশ্যক ও (খ) ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির যে স্থাবর সম্পত্তি অবিক্রীত আছে ও (গ) তাহার উপর যদি কোন দায় থাকে, এই কথা নির্ণয় করিয়া আদালত উক্ত বিশেষ বৃত্তান্তসহ বিবরণপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি ৩২২ অবধি ৩২৫ ধারায় যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা উচিত বোধ করেন, তদনুসারে কার্য্য করিয়া এবং ঐ ঐ ধারার বিধান যত দূর বর্ত্তিতে পারে, উক্ত বিধান মানিয়া তিনি তদ্রূপ আবশ্যক টাকা তুলিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং উক্ত রূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিলে তাঁহার হাতে যে টাকা আসে, তাহা তিনি আদালতের আজ্ঞাধীন রাখিবেন।

মুক্ত হওয়ার ফলের কথা।

৩৫৭ ধারা। ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তিকে ৩৫১ কিংবা ৩৫৫ ধারামতে মুক্ত করা গেলে ঐ তফসীলের উল্লিখিত কোন ঋণ হেতুক তাঁহাকে ধরা কি কারাবদ্ধ করা যাইবে না, কিন্তু যাবৎ তফসীলের লিখিত মহাজনদের প্রাপ্য ঋণের টাকার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পরিশোধ করা না যায়, অথবা যাবৎ ৩৫১ কি ৩৫৫ ধারামত মুক্ত করিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি দ্বাদশ বৎসর গত না হয়, ৩১৮ ধারায় বিধান প্রবল মানিয়া ২৩৩ ধারার প্রথম উপবিধির নির্দ্দিষ্ট বিশেষ

দ্রব্য ও গ্রাহকের হস্তগত দ্রব্য ভিন্ন তিনি তৎপূর্ব্বে বা তৎপশ্চাৎ যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা আদালতের আজ্ঞাক্রমে ক্রোক ও নীলাম হইবার যোগ্য থাকিবে।

ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তিকে দায় হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবার কথা।

৩৫৮ ধারা। তফসীলের লিখিত ঋণ মোটে ২০০৲ দুই শত টাকা কি তাহার কম হইলে, ঋণ শোধ করণাক্ষম যে ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে মুক্ত করা যায়, আদালত তাঁহাকে সেই সকল ঋণের উপলক্ষে অন্য দায় হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন এবং তফসীলের লিখিত ঋণের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পরিশোধ হইলে পর, কিংবা মুক্ত করিবার আজ্ঞা করণাবধি দ্বাদশ বৎসর গত হইলে পর, অন্য দায় হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিবেন।

প্রার্থকের কুটিলাচরণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৫৯ ধারা। ৩৫০ ধারানুযায়ী শ্রবণ সময়ে প্রার্থক,—

(ক) যে প্রার্থনাপত্র দিলেন, তন্মধ্যে আপনার ঋণের, কিংবা অধিকৃত কি সম্ভাবিত কিংবা আপনার পক্ষে অন্যের নিকট ন্যস্ত সম্পত্তির কোন মিথ্যা কথা গোপন রাখনের, কিংবা সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইচ্ছা করিয়া কোন মিথ্যা কথা কহনের অপরাধী আছেন, কিম্বা

(খ) প্রতারণা করিয়া কোন সম্পত্তি গোপন রাখিলেন কি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিলেন, কিংবা।

(গ) প্রার্থনাপত্রের বিষয় সম্পর্কে কুটিলভাবে অন্য কোন কর্ম্ম করিলেন,

ইহা প্রমাণ হইলে, তাহার কোন মহাজনের অনুরোধে আদালত আজ্ঞাপত্র লিখিয়া কারাগারে দেওনের তারিখ অবধি তাঁহার এক বৎসরের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

কিংবা আদালত উচিত বোধ করিলে, তাঁহাকে লইয়া আইনমত কার্য্য হওয়ার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

অন্যান্য আদালতের প্রতি জিলার আদালতের ক্ষমতা প্রদান করিবার ও মোকদ্দমা স্থানান্তর করিয়া দিবার কথা।

৩৬০ ধারা। ৩৪৪ অবধি ৩৫৯ পর্য্যন্ত সকল ধারাক্রমে জিলার নানা আদালতের প্রতি যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া জিলার আদালত ভিন্ন অন্য কোন আদালতের প্রতিও সেই সেই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও ৩৪৪ ধারামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, জিলার জজ সাহেব আপনার জিলার অন্তর্গত সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালতে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন।

এইরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের কৃত টাকার ডিক্রীজারীতে যে ব্যক্তিকে ধৃত বা কারাবদ্ধ করা হয়, বা যে ব্যক্তির সম্পত্তির বিরুদ্ধে ক্রোকের হুকুম প্রদান করা হয়, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ৩৪৪ ধারানুসারে প্রদত্ত দরখাস্ত ঐ আদালত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত দেনদারের সম্পত্তির মূল্য ২, ৫০০ দুই হাজার পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে,

কিম্বা তাঁহার বিরুদ্ধে মোট দাওয়ার টাকা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হইলে, কিংবা উক্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ ব্রিটিস ব্রহ্মদেশের বাহিরে থাকিলে, রাঙ্গুন ও মোলমেন ও আকারের ওঁবেসিন নগরের বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত কোন আদালতের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

প্রেসিডেন্সি নগরে এই অধ্যায় না খাটিবার কথা।

৩৬০ক ধারা। কলিকাতা, মান্দ্রাজ বা বোম্বাই নগরের সীমার মধ্যে যে আদালতের এলাকা থাকে, এই অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে, তাহা তৎপ্রতি খাটিবে না।

দ্বিতীয় ভাগ।

নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

একবিংশ অধ্যায়।

কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণশোধ করণের অক্ষমতা হইলে, তদ্বিষয়ক বিধি।

এক পক্ষের মৃত্যু হইলেও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকিলে, মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা।

৩৬১ ধারা। বাদীর কি প্রতিবাদীর মৃত্যু হইলেও যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকে, তবে মোকদ্দমা রহিত হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্রের নিকট এই নিয়ম করেন যে, চন্দ্র যত দিন বাঁচিয়া থাকেন তত দিন বলরামকে বার্ষিক বৃত্তি দিব। আনন্দের স্থানে ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত বলরাম ও চন্দ্র তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ডিক্রীর পূর্ব্বে বলরামের মৃত্যু হয়। এমত স্থলে চন্দ্রের পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকে ও মোকদ্দমা রহিত হইবে না।

*(খ) উক্ত উদাহরণের স্থলে, ডিক্রীর পূর্ব্বে উভয় পক্ষের সকল ব্যক্তি মরিলেও বলরামের ও চন্দ্রের উত্তরজীবির স্থলাভিষিক্তের পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল আছে ও আনন্দের স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন।

(গ) আনন্দ অপবাদকরণ হেতুক বলরামের নামে নালিশ করিলেন। আনন্দ মরিলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকে না ও মোকদ্দমা রহিত হইবে।

(ঘ) মিতাক্ষরার ব্যবস্থামতে সাধারণ হিন্দুপরিবারের অন্তর্গত আনন্দ নামে এক ব্যক্তি পরিবারীয় সম্পত্তি বর্ণন করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ উত্তরাধিকারী স্বরূপ

বলরাম নামক অপ্রাপ্তব্যবহার সন্তানকে রাখিয়া মরিলে বলরামের পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকে ও মোকদ্দমা রহিত হইবে না।

অনেক জন বাদীর কি প্রতিবাদীর মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলেও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৬২ ধারা। দুই কি তদধিক জন বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলেও যদি কেবল অবশিষ্ট বাদীর কি বাদীদের পক্ষে, কিংবা কেবল অবশিষ্ট প্রতিবাদীর কি প্রতিবাদীদের বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে সেই মর্ম্মের কথা লেখাইবেন এবং অবশিষ্ট বাদীর কি বাদীদের স্বত্বে কিংবা অবশিষ্ট প্রতিবাদীর কি প্রতিবাদীদের নামে মোকদ্দমা চলিবে।

একাধিক জন বাদীর মধ্যে একজন মরিলে এবং কেবল মাত্র উত্তরজীবী বাদিগণের পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল না হইলে যে, কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কথা।

৩৬৩ ধারা। একাধিক জন বাদী থাকিলে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ মরিলে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব কেবল মাত্র উত্তরজীবী বাদী বা বাদিগণের পক্ষে প্রবল না হইয়া মৃত বাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্তের সংযোগে ঐ বাদী বা বাদিগণের পক্ষে প্রবল হইলে, মৃত বাদীর যদি কোন আইনমত স্থলাভিষিক্ত থাকে, তবে আদালত তাহাকে মোকদ্দমার এক পক্ষকরাইতে পারিবেন এবং তদনন্তর মোকদ্দমার নথিতে সেই মর্ম্মের কথা লেখাইবেন এবং মোকদ্দমার বিচার চালাইয়া দিবেন।

মৃত বাদীর স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬৪ ধারা। মৃত বাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কোন দাওয়াদার আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে প্রার্থনা না করিলে অবশিষ্ট বাদীর কি বাদীদের স্বত্বে মোকদ্দমা চলিবে।

সবে মাত্র এক জন বাদীর বা সবে মাত্র এক জন উত্তরজীবী বাদীর মৃত্যু হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কথা।

৩৬৫ ধারা। সবে মাত্র এক জন বাদীর বা সবে মাত্র এক জন উত্তরজীবী বাদীর মৃত্যু হইলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকা স্থলে মৃতব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমার নথিতে মৃত বাদীর স্থানে আপন নাম লেখাইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং আদালত তদনন্তর তাঁহার নাম লিখিবেন এবং মোকদ্দমার বিচার চালাইয়া দিবেন।

মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে মোকদ্দমা রহিত হইবার কথা।

৩৬৬ ধারা। মৃত বাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কোন দাওয়াদার আইনের নির্দ্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আদালতে তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে, আদালত প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে মোকদ্দমা রহিত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া মোকদ্দমার উত্তর দেওনে প্রতিবাদীর যত খরচ হইল, উক্ত মৃত বাদীর সম্পদ্ হইতে তাঁহার ঐ খরচ আদায় করিবার আজ্ঞা করিবেন।

কিম্বা প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে আদালত বিহিত বোধ করিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া উক্ত মৃত বাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে আনাইবার কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমা চালাইবার কি ঐ দুই কার্য্যপক্ষ অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকট কিম্বা ঋণ আদায় করিবার সার্টিফিকট পাইলেও কেবল তৎক্রমে মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত হন না, কিন্তু উক্ত কোন সার্টিফিকটধারী তদ্দারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে ঐ সম্পত্তির উপলক্ষে আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া তাঁহাকে লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

মৃত বাদীর স্থলাভিষিক্ত কে হন, এই বিষয়ের বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৬৭ ধারা। মৃত বাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত কে হন, এই বিষয় লইয়া কোন বিবাদ হইলে অন্য মোকদ্দমায় সেই বিষয় নির্ণয় না হওন পর্য্যন্ত আদালত মোকদ্দমায় স্থগিত রাখিতে পারিবেন, অথবা মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কাহাকে গ্রাহ্য করা যাইবে, মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে কি তৎপূর্ব্বে ইহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

অনেক প্রতিবাদীর মধ্যে এক জনের কিম্বা একই কিম্বা উত্তরজীবী একই প্রতিবাদীর মৃত্যু হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৬৮ ধারা। দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে ও তাহাদের মধ্যে এক জন ডিক্রীর পূর্ব্বে মরিলে ও কেবল উত্তরজীবী প্রতিবাদীর কি প্রতিবাদীদের বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকিলে,

এবং একই কিম্বা উত্তরজীবী একই প্রতিবাদীর মৃত্যু হইলেও মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব প্রবল থাকিলে,

বাদী যাহাকে ঐ মৃত প্রতিবাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কহেন ও যাহাকে মৃত প্রতিবাদীর পরিবর্ত্তে প্রতিবাদী করিয়া চাহেন, তাঁহার নাম ও বর্ণনা ও নিবাস নির্দ্দেশ করিয়া আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে ঐ প্রতিবাদীর স্থানে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নাম লিখিয়া,

মোকদ্দমার উত্তর দিবার জন্যে সমনের লিখিত দিনে উপস্থিত হওনার্থে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নামে সমন দিবেন।

তাহা হইলে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি প্রথমেই এক জন প্রতিবাদী হইলেও তৎপূর্ব্বে মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক পক্ষ হইলে মোকদ্দমা যদ্রূপে চলিত, তদ্রূপেই চলিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তিকে তদ্রূপে প্রতিবাদী করা যায়, তিনি মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত নই বলিয়া আপত্তি করিতে অথবা উক্ত প্রকারের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া যদ্রূপ উত্তর দেওয়া উচিত তদ্রূপ উত্তর দিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা করিবার যে সময় নির্দ্দেশ আছে, যদি বাদী সেই সময় মধ্যে প্রার্থনা না করিবার উপযুক্ত কারণ থাকা পক্ষে আদালতের হৃদ্বোধ না জন্মান, তবে ঐরূপ মিয়াদ মধ্যে প্রার্থনা না করিলে মোকদ্দমা রহিত হইবে।

কোন মৃত প্রতিবাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি মৃত প্রতিবাদীর স্থানে আপনাকে প্রতিবাদী করাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন এবং এই ধারার বিধান যতদূর খাটিতে পারে ততদূর ঐ দরখাস্ত সম্বন্ধে এবং ঐ দরখাস্ত হইতে উদ্ভূত কার্য্য ও ফলাফল সম্বন্ধে খাটিবে।

এক পক্ষ স্ত্রী হইলে তাহার বিবাহহেতুক মোকদ্দমা রহিত না হওয়ার কথা।

৩৬৯ ধারা। বাদিনীর কি প্রতিবাদিনীর বিবাহ প্রযুক্ত মোকদ্দমা রহিত হইবে না। বিবাহ হইলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত চালান যাইতে পারিবে ও প্রতিবাদিনীর বিপক্ষের ডিক্রী হইলে স্বামী ভিন্ন কেবল তাঁহারই বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে।

যে মোকদ্দমার স্বামী আইনমতে স্ত্রীর ঋণের দায়ী হন, এমত মোকদ্দমা হইলে আদালতের অনুমতি লইয়া ঐ ডিক্রী স্বামীর বিপক্ষেও জারী করা যাইতে পারিবে। স্ত্রীর স্বপক্ষে ডিক্রী হইলে ও যে বিষয়ের ডিক্রী হয়, আইনমতে স্বামীর সেই বিষয় পাইবার অধিকার থাকিলে আদালতের অনুমতি লইয়া স্বামীর প্রার্থনামতে ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

বাদী দেউলিয়া কিম্বা ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে মোকদ্দমা করিবার বাধা হওয়ার কথা।

৩৭০ ধারা। কোন মোকদ্দমার বাদী দেউলিয়া কিম্বা ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলেও তাঁহার এসাইনী কিম্বা ৩৫১ ধারামতে নিযুক্ত গ্রাহক যদি মহাজনদের হিতার্থে ঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারেন, তবে সেই মোকদ্দমা চালাইতে ও আদালত যে সময় নিরূপণ করেন, সেই সময়ের মধ্যে মোকদ্দমার খরচার জামিন দিতে অসম্মত না হইলে, ঐ মোকদ্দমা চলিবার বাধা নাই।

এসাইনী মোকদ্দমা চালাইতে কি জামিন দিতে ত্রুটি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

এসাইনী কি গ্রাহক ঐ মোকদ্দমা চালাইতে ও আজ্ঞার নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ জামিন দিতে তাচ্ছীল্য কি অস্বীকার করিলে, বাদীর দেউলিয়া কি ঋণশোধ করিতে অক্ষম হওয়া প্রযুক্ত প্রতিবাদী মোকদ্দমা ডিসমিস হওয়ার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। এবং আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারিবেন ও মোকদ্দমার উত্তর দেওয়াতে প্রতিবাদীর যত খরচা লাগিল, তাঁহার সেই খরচ পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। বাদীর সম্পত্তির বিপরীত ঋণস্বরূপ ঐ খরচের প্রমাণ করিতে হইবে।

মোকদ্দমা রহিত বা ডিসমিস হইলে উভয় পক্ষের স্বত্ব পক্ষে যে ফল হয় তাহার কথা।

৩৭১ ধারা। এই অধ্যায়মতে মোকদ্দমা রহিত হইলে কি ডিসমিস করা গেলে, নালিশের সেই হেতুমূলক নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস করিবার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

কিন্তু যে ব্যক্তি দেউলিয়া কি ঋণ পরিশোধ করণাক্ষম কিংবা মৃত বাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া দাওয়া রাখেন, তিনি মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ

করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ও বিশেষ কোন কারণে তাঁহার মোকদ্দমা চালাইতে বাধা হইয়াছিল ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন, এমত নিয়ম করিয়া মোকদ্দমা রহিত কি ডিস্‌মিস্‌ হওয়ার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবেন।

মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে সম্পত্তি নিরূপণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭২ ধারা। অন্য কোন স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে কোন স্বার্থ নিরূপণ কি সৃষ্ট কি উত্তরাধিকারীর হস্তগত করা গেলে, সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে, কিংবা তাঁহাদের নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর, ও আপত্তি থাকিলে, তাঁহাদের আপত্তি শুনিলে পর আদালত অনুমতি দিলে, ঐ স্বার্থ যাঁহার হস্ত হইতে হস্তান্তর করা যায়, মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকেও লইয়া কিংবা তাঁহার পরিবর্ত্তে ঐ স্বার্থপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কিংবা তাঁহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালান যাইতে পারিবে।

কোন কোন আবেদন সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ বাড়াইয়া দিবার আদালতের ক্ষমতার কথা।

৩৭২ ক ধারা। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৫ ধারায় যে সকল বিধান আপীল সম্বন্ধে খাটে, তাহা ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৮ ও ৩৭১ ধারানুযায়ী দরখাস্ত সম্বন্ধে খাটিবে

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

বাদীর প্রতি নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৭৩ ধারা। (ক) দাঁড়ামত কোন কার্য্যের দোষ হেতুক, মোকদ্দমা অবশ্যই হারা হইবে, কিংবা (খ) বাদীকে সেই মোকদ্দমা হইতে অবসর হইবার কিংবা দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়া বিবাদীয় বিষয়ের কিংবা আপনার সেই ত্যক্ত অংশের সম্পর্কে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দেওয়ার প্রচুর কারণ আছে, আদালত মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পর কোন সময়ে বাদীর প্রার্থনাক্রমে ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, এমত নিয়ম করিয়া ঐ অনুমতি দিতে পারিবেন।

বাদী সেই অনুমতি না পাইয় ও মোকদ্দমা হইতে অবসর হইলে, কিংবা আপন দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিলে, আদালত যে খরচার আজ্ঞা করেন, তিনি সেই খরচার দায়ী হইবেন, ও সেই বিষয়ের কিংবা সেই ত্যক্ত অংশের সম্পর্কে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

অনেক জন বাদী থাকিলে, আদালত অন্যদের সম্মতি বিনা এক ব্যক্তিকে মোকদ্দমা হইতে অবসর হইবার অনুমতি দিতে যে সক্ষম হন, এই ধারার কোন কথায় এমত ভাব জানিতে হইবে না।

প্রথম মোকদ্দমা হেতুক মিয়াদের আইনের ব্যাঘাত না হইবার কথা।

৩৭৪ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারামতে অনুমতি পাইয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, বাদী পূর্ব্ব মোকদ্দমা উপস্থিত না হওয়ার ন্যায় মিয়াদের আইনদ্বারা বদ্ধ থাকিবেন।

আপোসে সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ মোকদ্দমা মিটাইয়া দিবার কথা।

৩৭৫ ধারা। আইনমতে একরার কি রাজীনামা করিয়া সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ মোকদ্দমা মিটাইয়া দেওয়া গেলে, কিংবা প্রতিবাদী মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ বাদীর তৃপ্তি জন্মাইলে, সেই একরার কি রাজীনামা কি তৃপ্তিজনক কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও ঐ মোকদ্দমার সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক থাকে, আদালত তত দূর তদনুসারে ডিক্রী করিবেন, ও উক্ত একরারে কি রাজিনামায় কি তৃপ্তিজনক কথায় মোকদ্দমার যে বিষয় লইয়া কার্য্য হয় তৎসম্পর্কে সেই ডিক্রী চূড়ান্ত হইবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি।

দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া প্রতিবাদীর টাকা আমানৎ করিবার কথা।

৩৭৬ ধারা। ঋণ কি হানিপূরণ আদায় করিবার কোন মোকদ্দমায়, প্রতিবাদী দাওয়ার সম্পূর্ণ পরিশোধ বলিয়া যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে আদালতে তত টাকা আমানত করিতে পারিবেন।

আমানৎ করিবার নোটিসের কথা।

৩৭৭ ধারা। প্রতিবাদী বাদীকে ঐ টাকা আমানৎ হইবার লিখিত নোটিস আদালত দ্বারা দিবেন। ও আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, বাদীর প্রার্থনামতে তাঁহাকে আমানতী টাকা দেওয়া যাইবে।

নোটিস পাইলে পর সে আমানতী টাকার উপর বাদীর সুদ না পাইবার কথা।

৩৭৮ ধারা। প্রতিবাদী যত টাকা আমানৎ করেন, তাহা সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ হইলে কিংবা ন্যূন পড়িলেও, ঐ নোটিস পাইবার তারিখ অবধি বাদীর প্রতি সেই টাকার উপর সুদ পাইবার অনুমতি হইবে না।

বাদী আপন দাওয়ার একাংশের শোধে ঐ আমানৎ গ্রাহ্য করিলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা। বাদী আপন দাওয়ার অংশমাত্রের পরিশোধে ঐ আমানতের টাকা গ্রাহ্য করিলে, বাকী টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন। এবং প্রতিবাদী যে টাকা আমানত করিলেন, আদালত সেই টাকা বাদীর সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া নিষ্পত্তি করিলে, ঐ টাকা আমানৎ হওয়ার পর মোকদ্দমার যত খরচা হয়, এবং আমানৎ হওয়ার পূর্ব্বেও বাদীর দাওয়ার আধিক্য প্রযুক্ত যত খরচ হইল, তাহাও বাদীর দিতে হইবে।

সেই আমানতের টাকা সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া গ্রাহ্য করিলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

বাদী আপনার সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে সেই টাকা গ্রাহ্য করিলে, আদালত সেই মর্ম্মের

বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবেন, ও সেই বর্ণনাপত্র গাঁথিয়া দেওয়া যাইবে, ও আদালত তদনুসারে বিচার জানাইবেন, ও যাঁহার যত টাকা খরচা দিতে হইবে, ইহার আজ্ঞা করিতে গেলে, ঐ বিবাদ উপস্থিত করণে কোন্ পক্ষের দোষ অধিক, আদালত ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ আজ্ঞা করিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের ১০০০৲ টাকা ধারেন। বলরাম তাঁহার স্থানে সেই টাকা না চাহিয়া ও চাহিলে যে বিলম্ব হইতে পারে, তদ্দ্বারা তাঁহার হানি যে হইবে, এমত বোধ করিবার কোন কারণ না জানিয়া, আনন্দের নামে সেই টাকা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আবেদনপত্র দেওয়া গেলেই আনন্দ আদালতে টাকা গচ্ছিত করিলেন। বলরাম আপনার সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ টাকা গ্রাহ্য করেন। কিন্তু তাহার খরচা পাইবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য নয়, যে হেতুক তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন কারণ ছিল না, ইহার অনুমান হইতে পারে।

(খ) (ক) উদাহরণের উল্লিখিত ভাগবত্তিকে বলরাম আনন্দের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, ও আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, আনন্দ প্রথমে সেই দাওয়ার প্রতিবাদ করিয়া, পরে আদালতে ঐ টাকা গচ্ছিত করেন। বলরামও আপন সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ টাকা লন। এই স্থলে বলরামের মোকদ্দমার খরচাও পাইবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য, যেহেতুক আনন্দের আচরণ দ্বারা সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করা আবশ্যক বলিয়া দেখা গেল।

(গ) আনন্দ বলরামের ১০০ টাকা ধারেন ও মোকদ্দমা বিনা তাঁহাকে সেই টাকা দিতে সম্মত হন। বলরাম ১৫০ টাকার দাওয়া করিয়া তজ্জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, আনন্দ আদালতে ১০০ টাকা গচ্ছিত করিয়া বাকী ৫০ টাকার দায়ী নই বলিয়া প্রতিবাদ করেন। পরে বলরাম সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ ১০০ টাকা গ্রহণ করিলে, তাঁহার প্রতি আনন্দের খরচাও দিবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে বাদীর স্থানে খরচার জামিন যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে, তাহার কথা।

৩৮০ ধারা। এক জন বাদী হইলে, তিনি, কিম্বা একাধিক জন বাদী থাকিলে, তাঁহারা সকলে, ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করেন, ও মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লিপ্ত আছে, তদ্ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ বাদীর, কি বাদীদের কোন ব্যক্তির প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি নাই, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের কিম্বা পশ্চাৎ মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে আদালত ইহা জানিতে পাইলে, আপন প্রবৃত্তিমতে কিম্বা কোন প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন প্রতিবাদীর যত টাকা খরচ হইয়াছে, ও আর যত হইবার সম্ভাবনা, বাদী কি বাদীরা ঐ আজ্ঞাপত্রের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তত টাকা খরচা শোধের জামিন দেন।

কোন টাকার মোকদ্দমার বাদী স্ত্রীলোক হইলে, আদালতের যদি এরূপ হৃদ্বোধ হয় যে, যে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা ব্রিটিষ ভারতবর্ষে ঐ বাদিনীর তাহা হইতে স্বতন্ত্র যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তি নাই, তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমার কোন প্রতিবাদীর আবেদনমতে আদালত মোকদ্দমায় যে কোন অবস্থায় সেইরূপ একটী হুকুম প্রদান করিতে পারিবেন।

জামিন না দিবার ফলের কথা।

৩৮১ ধারা। ঐ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই জামিন না দেওয়া গেলে, এবং ৩৭৩ ধারার বিধানমতে ঐ বাদী কি বা বাদিগণ মোকদ্দমা হইতে অপসৃত হইবার অনুমতি না পাইলে, অথবা ঐ সময় বাড়াইয়া দিবার পক্ষে বিশিষ্ট কারণ না দেখাইলে, আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস্ করিবেন। কিন্তু ঐ বাদী কি বাদিগণ ঐ সময় বাড়াইবা দিবার পক্ষে বিশিষ্ট কারণ দেখাইলে, আদালত তাহা বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

এই ধারানুসারে যে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করা গেলে, বাদী ঐ ডিস্মিস্ করিবার হুকুম রদ করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন। এবং যদি আদালতের সন্তোষজনকরূপে এরূপ প্রমাণ হয় যে, তিনি কোন যথেষ্ট কারণে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে জামিন দিতে পারেন নাই, তাহা হইলে জামিন খরচা বা প্রকারান্তর সম্বন্ধে যেরূপ স্বত্ব করা আদালত উপযুক্ত মনে করেন, সেইরূপ স্বত্বে আদালত ডিস্মিস্ করিবার হুকুম রদ করিবেন, এবং মোকদ্দমার বিচার চালাইবার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিবেন।

বাদী যদি প্রতিবাদীর উপর তাঁহার দরখাস্তের লিখিত নোটিস জারী না করেন, তাহা হইলে ডিস্মিস্ করিবার হুকুম রদ করা যাইবে না।

১০৩ ধারানুযায়ী দরখাস্ত সম্বন্ধীয় ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের বিধান সকল এবং ঐরূপ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া যে হুকুম দেওয়া যায়, তদ্বিরুদ্ধে যে আপীল করা হয়, তৎসম্বন্ধীয় এই আইনের বিধান সকল কোন মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিবার হুকুম রদ করিবার জন্য এই ধারানুযায়ী দরখাস্ত সম্বন্ধে এবং এইরূপ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া যে হুকুম দেওয়া যায়, তদ্বিরুদ্ধে যে আপীল করা হয়, তৎসম্বন্ধে যতদূর খাটান যাইতে পারে, ক্রমান্বয়ে ততদূর খাটিবে।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করার অর্থের কথা।

৩৮২ ধারা। কোন ব্যক্তি ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে যে ভাবগতিকে চলিয়া যান, তদ্বিবেচনায় খরচা দিবার আজ্ঞা হইলে, তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারিবে না, সঙ্গতমতে এমত অনুভব থাকিলে, ৩৮০ ধারার মর্ম্মানুসারে তাঁহাকে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানবাসী বলিয়া জ্ঞান হইবে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

ক।—সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতার কথা।

যে স্থলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৮৩ ধারা। কোন আদালতের এলাকার সীমার মধ্যবাসী যে ব্যক্তিরা এই আইনমতে

আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত হন, কিংবা পীড়া কি দুর্বলতাপ্রযুক্ত আদালতে যাইতে না পারেন, আদালত কোন মোকদ্দমায় প্রশ্নক্রমে কিংবা প্রকারান্তরে তাঁহাদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন।

কোন পক্ষের প্রার্থনামতে কিংবা আদালতের নিজ বিবেচনামতে ক্ষমতাপত্র দিবার আজ্ঞার কথা।

৩৮৪ ধারা। আদালত আপনার প্রবৃত্তিমতে, কিংবা মোকদ্দমার কোন পক্ষের কিংবা যে ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে হইবে, তাঁহার আফিডেবিটক্রমে, কি অন্যরূপে প্রতিপোষিত প্রার্থনামতে, ঐ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাক্ষী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৮৫ ধারা। যে আদালত হইতে ক্ষমতাপত্র বাহির হয়, সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যবাসী কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার জন্যে দেওয়া গেলে, আদালত ঐ ক্ষমতাপত্র অনুযায়ী কার্য্য করণার্থে যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহার নামে ঐ পত্র দেওয়া যাইতে পারে।

যাহাদের সাক্ষ্য লইতে ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায়, তাহাদের কথা।

৩৮৬ ধারা। কোন আদালত কোন মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন,—

(ক) ঐ আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানবাসী কোন ব্যক্তির,

(খ) আদালতে যে তারিখে সাক্ষ্য দিবার আদেশ থাকে, সেই তারিখের পূর্ব্বে যে ব্যক্তিরা উক্ত সীমার বাহিরে যাইতে উদ্যত হন, তাঁহাদের, ও

(গ) বিচারপতি বিবেচনামতে গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানী (সিবিল) ও সৈনিক যে কার্য্যকারকেরা রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মাইয়া আদালতে উপস্থিত হইতে না পারেন তাঁহাদের।

হাইকোর্ট কি রাঙ্গুনের রিকর্ডারের কোর্ট ভিন্ন অন্য যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উক্ত ব্যক্তি বাস করেন, ঐ পত্র সেই আদালতের প্রতি,

কিংবা পত্রদায়ী আদালত এতৎপক্ষে হাইকোর্টের কোন বিধির অধীনে যে উকীল বা অপর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উপযুক্ত মনে করেন, তাঁহার প্রতি দেওয়া যাইবে।

আদালত এই ধারামতে কোন ক্ষমতাপত্র দিলে, আপনার নিকট কিম্বা অধীন কোন আদালতের নিকট ঐ ক্ষমতাপত্র ফিরিয়া আনিতে হইবে, এই বিষয়ের আজ্ঞা করিবেন।

সাক্ষী ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকিলে তাহার কথা।

৩৮৭ ধারা। যে ব্যক্তি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে বাস না করেন কোন আদালতের নিকট এমত ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিবার প্রার্থনা হইলে, সেই আদালত ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক বলিয়া স্ববোধমতে জ্ঞান করিলে, উক্তরূপ ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন।

বা তাঁহার অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে যে বিষয় অর্পিত হইল সেই বিষয়ে আপনার অভিমতেরও রিপোর্ট করিবেন, ঐ উপদেশপত্রে এই কথা স্পষ্ট লেখা থাকিবে।

আমীনের রুবকারী প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য কিংবা আরও অনুসন্ধানের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

আমীনের রুবকারী মোকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু তাহাতে আদালতের সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণ থাকিলে, আর যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক, তাহা লইবার আজ্ঞা করিবেন।

ঘ।—বন্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

যে স্থাবর সম্পত্তি রাজস্বদায়ী নয়, তাহা বন্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৯৬ ধারা। যে স্থাবর সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী নয়, কোন মোকদ্দমায় তাহা বন্টন করা আদালতের বিবেচনায় আবশ্যক হইলে, ঐ সম্পত্তিতে যে যে ব্যক্তির স্বার্থ আছে ও যাঁহার যে স্বত্ব থাকে, আদালত ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইয়া, যে যে ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তাঁহাদের নামে সেই সেই স্বত্বানুসারে সম্পত্তি বন্টন করণের ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন।

আমীনদিগের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আমীনেরা ঐ সম্পত্তি নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরীক্ষণ করিবেন, ও যে আজ্ঞাপত্রক্রমে ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায়, তন্মধ্যে যত ভাগ করিবার আদেশ থাকে, তত ভাগ করিয়া ঐ ব্যক্তিদের প্রতি আপন আপন ভাগ নিরূপণ করিয়া দিবেন, এবং ঐ আজ্ঞাক্রমে অনুমতি পাইয়া থাকিলে ঐ ঐ ভাগের মূল্য সমান করিবার জন্যে যাঁহার যত টাকা দিতে হইবে, তাহারও মীমাংসা করিবেন।

পরে আমীনেরা রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, কিংবা একবাক্য হইতে না পারিলে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রিপোর্ট লিখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ নিরূপণ করিবেন, ও উক্ত আজ্ঞাপত্রে আদেশ থাকিলে, এক এক ভাগের পরিমাণ ও চতুঃসীমা নির্ণয় করিবেন। ঐ বা ঐ ঐ রিপোর্ট ক্ষমতাপত্রের সহিত সংযোগ করিয়া আদালতে পাঠান যাইবে। পরে কোন পক্ষ উক্ত এক বা কয়েক রিপোর্টের বিষয়ে যে আপত্তি করেন, আদালত তাহা শুনিয়া হয় সেই কার্য্য ব্যর্থ করিয়া নূতন ক্ষমতাপত্র দিবেন, কিম্বা আমীনেরা একবাক্য হইয়া রিপোর্ট লিখিলে, তদনুসারে ডিক্রী করিবেন।

ঙ।—সাধারণ বিধান।

আমীনের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা।

৩৯৭ ধারা। যে পক্ষের যে অনুরোধে কিংবা যাঁহার হিতার্থে উক্ত ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায়, আদালত তৎসম্পর্কীয় খরচা ধরিলে, যত টাকা সঙ্গত বোধ করেন, এই অধ্যায়মতে ক্ষমতাপত্র দেওনের অ.দালত যে সময় ধার্য্য করেন, সেই সময়ের মধ্যে ঐ পক্ষের তত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আমীনের ক্ষমতার কথা।

৩৯৮ ধারা। নিযুক্ত করণের আজ্ঞাপত্রক্রমে অন্য রূপ আদেশ না থাকিলে, এই অধ্যায়মতে নিযুক্ত কোন আমীন—

(ক) উভয় পক্ষের সাক্ষ্য, ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তি যে সাক্ষীকে উপস্থিত করেন, তাঁহার সাক্ষ্য, এবং আমীন আপনার প্রতি অর্পিত বিষয়ে অন্য যাহাকে সাক্ষ্য দিতে আদেশ করা উচিত বোধ করেন, তাঁহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন,

(খ) দলীল এবং অনুসন্ধান লওনীয় বিষয়সংক্রান্ত অন্য কোন দ্রব্য আনাইয়া দেখিতে পারিবেন, ও

(গ) সঙ্গত কোন সময়ে ঐ আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত কোন ভূমিতে কি বাটীতে যাইতে বা প্রবেশ করিতে পারিবেন।

আমীনের সম্মুখে সাক্ষীদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও দণ্ডের কথা।

৩৯৯ ধারা। এই আইনের মধ্যে সাক্ষীদের নামে সমন দেওনের ও তাঁহাদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও পারিশ্রমিক পাইবার এবং তাঁহাদের উপর যে দণ্ডধার্য্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ের যে যে বিধান আছে, এই অধ্যায়মতে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল আনিয়া দেখাইবার আদিষ্ট ব্যক্তিদেরও প্রতি সেই সেই বিধান খাটিবে, ও যে ক্ষমতাপত্রানুসারে তাঁহাদের প্রতি সেই সেই কার্য্য করিতে আদেশ হয় তাহা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার অন্তর্গত বা বহির্ভূত স্থানে স্থাপিত আদালত হইতে বাহির হইলেও ঐ বিধান খাটিবে।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে আমীনকে দেওয়ানী বিচার সংক্রান্ত আদালত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

আমীনের সম্মুখে উভয় পক্ষকে হাজীর হইতে আদালতের আজ্ঞা দিবার কথা।

৪০০ ধারা। এই অধ্যায়মতে ক্ষমতাপত্র দেওয়া গেল, আদালত মোকদ্দমার উভয় পক্ষের প্রতি নিজে, কিম্বা আপন আপন মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা আমীনের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন।

একতরফা কার্য্যপ্রণালীর কথা।

উভয় পক্ষ তদ্রূপে উপস্থিত না হইলে আমীন এক পক্ষের উপস্থিত হওনমতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

তৃতীয় ভাগ।

বিশেষ বিশেষ স্থলের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

পাপরদের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

৪০১ ধারা। পাপর নিম্নলিখিত বিধি মানিয়া কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—আইনমতে মোকদ্দমার আবেদনপত্রের যে ফী নির্দ্ধারিত আছে কোন ব্যক্তির সেই ফী দিবার উপযুক্ত সঙ্গতি না থাকিলে, কিম্বা তদ্রূপ ফী ধার্য্য না হইলে, যিনি গাত্রের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় ভিন্ন এক শত টাকা মূল্যের সম্পত্তির স্বত্ববান নহেন, তিনিই "পাপর"।

যে যে প্রকারের মোকদ্দমা বর্জ্জিত হইবে, তাহার কথা।

৪০২ ধারা। জাতিভ্রষ্ট হওন কি অপবাদ কি অখ্যাতি কি গ্লানি কি আক্রমণ করণ দ্বারা যে হানি হয়, পাপর সেই হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবার কথা।

৪০৩ ধারা। পাপরের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে। ৫০ ধারামতে মোকদ্দমার আবেদনপত্রে যে যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে, ঐ প্রার্থনাপত্রে সেই সেই বৃত্তান্ত থাকিবে।

প্রার্থনাপত্রের মার্ম্মের কথা।

প্রার্থক র স্থাবর কি অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি থাকে ও তাহার অনুমান যত মূল্য হয়, ইহার তফশীল ঐ প্রার্থনাপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। এবং আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠের কথা লিখিবার যে নিয়ম পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে ঐ প্রার্থনাপত্রেও সেই স্বাক্ষর করা ও সত্যপাঠের কথা লেখা যাইবে।

প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার কথা।

৪০৪ ধারা। ৩৬ ধারায় ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও প্রার্থক আপনি আদালতে গিয়া প্রার্থনাপত্র দিবেন। কিন্তু ৬৪০ বা ৬৪১ ধারামতে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকিলে, নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে মোক্তার ঐ প্রার্থনাসম্পর্কীয় সকল ভারি ভারি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এবং তিনি যে পক্ষের প্রতিনিধি হন, সেই পক্ষ নিজেই উপস্থিত হইলে তাঁহার সাক্ষ্য যে রূপে লওয়া যাইতে পারিত, সেই রূপে যাহার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে, এমত মোক্তারের দ্বারা ঐ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণের কথা।

৪০৫ ধারা। প্রার্থনাপত্র ৪০৩ ও ৪০৪ ধারার নির্দ্ধারিতমতে লেখা না গেলে কি উপস্থিত করা না গেলে আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।

প্রার্থকের পরীক্ষা লওয়ার কথা।

৪০৬ ধারা। প্রার্থনাপত্র দাঁড়ামতে লেখা গেলে ও নিয়মমতে উপস্থিত করা গেলে, বিচারপতি বিহিত বোধ করিলে প্রার্থকের দাওয়ার দোষগুণের ও সম্পত্তির বিষয়ে প্রার্থককে কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইলে মোক্তারের পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে আমীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

প্রার্থনাপত্র মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে, এই আইনের বিধানমতে অনুপস্থিত সাক্ষীর পরীক্ষা যে রূপে লওয়া যাইতে পারে, আদালত বিহিত বোধ করিলে সেইরূপে আমীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের কথা।

৪০৭ ধারা। (ক) প্রার্থক পাপর নহেন, কিম্বা

(খ) তিনি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করণের পূর্ব্ব দুই মাসের মধ্যে প্রতারণাক্রমে কিম্বা এই অধ্যায়মতে উপকার পাইবার আশায় কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

(গ) তাঁহার কথাদ্বারা ঐ আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব দেখা যায় না কিম্বা

(ঘ) প্রস্তাবিত মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ে অন্য ব্যক্তি যাহাতে স্বার্থ প্রাপ্ত হইলেন, বাদী সেই বিষয় সম্পর্কীয় এমত কোন নিয়ম করিয়াছেন,

আদালত ইহা দেখিতে পাইলে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন।

প্রার্থকের দীনতার প্রমাণ লওনের দিনের নোটিসের কথা।

৪০৮ ধারা। আদালত ৪০৭ ধারা লিখিত কোন হেতুতে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ না দেখিলে, প্রার্থক আপনার দৈন্য দশায় যে প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা লইবার ও তাঁহার দৈন্যদশার অপ্রমাণ করিতে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আদালত দিন নিরূপণ করিয়া ন্যূনকল্পে দশ দিন থাকিতে বিপক্ষকে ও গবর্ণমেণ্টের উকীল ঐ দিনের নোটিস দিবেন।

শুনিবার সময়ে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

৪০৯ ধারা। সেই নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাহার পর সুবিধামতে ত্বরায় কোন পক্ষ সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিলে, আদালত তাঁহাদের পরীক্ষা ও প্রার্থকের ও তাঁহার মোক্তারের কূটপরীক্ষা লইয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যের মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া লইবেন।

আরও ৪০৭ ধারায় বাধাজনক যে যে কথা নির্দ্দিষ্ট হইল, প্রার্থনাপত্রের অভিমুখে ও আদালত এই ধারামতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে সেই সাক্ষ্য দ্বারাই তন্মধ্যে কোন কথা প্রার্থকের প্রতি অর্শে কি না, এই বিষয়ে উভয় পক্ষ যে তর্কবিতর্ক করিতে চাহেন, আদালত তাহা শুনিবেন।

পরে প্রার্থককে পাপররূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অনুমতি দিবেন বা নাই দিবেন।

প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে পর কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪১০ ধারা। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে, তাহাতে নম্বর দেওয়া যাইবে, ও তাহা রেজিষ্টরী করা যাইবে, ও মোকদ্দমার আবেদনপত্র বলিয়া জ্ঞান হইবে, এবং অন্য সকল বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়-মতে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় তাহার কার্য্য চলিবে। কেবল বিশেষ এই যে পরওয়ানা জারী করিবার ফী ছাড়া কোন দরখাস্ত কি উকীল নিযুক্ত করণ কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য কার্য্য বিষয়ে, আদালতের কোন ফী বাদীর লাগিবে না।

পাপর জিতিলে খরচার কথা।

আদালতে ফী আদায় করিবার কথা।

৪১১ ধারা। ঐ মোকদ্দমায় বাদী জিতিলে, পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না হইলে আদালতে তাঁহার যত রসুম দিতে হইত, আদালত উহার হিসাব করিবেন, ও সেই টাকা মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ের উপর প্রথম দায় হইবে, ও ডিক্রীক্রমে যে পক্ষের সেই ফী দিতে অজ্ঞা হয়, এই আইন অনুসারে মোকদ্দমার খরচা যেরূপে আদায় হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট সেইরূপে ঐ পক্ষের স্থানে ঐ ফী আদায় করিতে পারিবেন।

পাপর না জিতিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪১২ ধারা। বাদী যদি ঐ মোকদ্দমায় না জিতেন, কিংবা পাপরস্বরূপ তাঁহার মোকদ্দমা করিবার অনুমতি যদি রহিত করা যায়, কিংবা যদি ৯৭ কি ৯৮ ধারামতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করা যায়, তবে পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না হইলে, আদালতের যে রসুম তাঁহার দিতে হইত, আদালত তাঁহাকে কিংবা ৩২ ধারামতে যাঁহাকে মোকদ্দমার সহবাদী করা যায়, তাঁহাকে সেই রসুম দিবার আজ্ঞা করিবেন।

ও আদালত সেই মোকদ্দমা তুচ্ছ বা ক্লেশজনকমাত্র জ্ঞান করিলে, বাদীর এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিংবা এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড, কিংবা ঐ উভয় দণ্ড করিতে পারিবেন।

প্রার্থককে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না দেওয়াই পশ্চাৎ তাহার সেইরূপ প্রার্থনা করিবার বাধা হওয়ার কথা।

৪১৩ ধারা। প্রার্থককে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ ৪০৯ ধারামতে অনুমতি না দিবার আজ্ঞা হইলে, তিনি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সেই স্বত্ব সম্পর্কে আর সেই প্রকারের প্রার্থনা করিতে পারিবেন না। কিন্তু পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতির প্রার্থনা-পত্রের প্রতিবাদ করণের গবর্ণমেণ্টের কোন খরচা লাগিলে, প্রার্থক প্রথমে সেই খরচা দিয়া, সেই স্বত্বসম্পর্কে রীতিমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করণের কথা।

৪১৪ ধারা। প্রতিবাদী কিংবা গবর্ণমেণ্টের উকীল এক সপ্তাহ থাকিতে বাদীর কাছে নোটিস লিখিয়া দিয়া আদালতে অনুরোধ করিলে, আদালত নিম্নলিখিত স্থলে ঐ বাদীর পাপর-স্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ

(ক) মোকদ্দমা চলন সময়ে বাদী বিরক্তিজনক কি অনুচিত আচরণ করিলে, কিম্বা

(খ) তাঁহার যে সঙ্গতি আছে, তদ্বিবেচনায় তাঁহার পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা চালান আর উচিত না হইলে, কিংবা

(গ) মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তি যাহাতে স্বার্থ প্রাপ্ত হইলেন, বাদী সেই বিষয় সম্পর্কীয় এমত কোন নিয়ম করিয়া থাকিলে।

খরচার কথা।

৪১৫ ধারা। পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের অনুমতি প্রার্থনা করিবার ও দৈন্য-দশার অনুসন্ধান লইবার খরচ খরচার মধ্যে ধরা যাইবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের কিংবা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা করিবার কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা কি তাঁহার নামে মোকদ্দমা বিষয়ক কথা।

৪১৬ ধারা। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কিংবা গবর্ণমেণ্টের নামে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা কিম্বা বিষয়-বিশেষে তাঁহারই নামে উপস্থিত করা যাইবে।

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ম্ম করিতে সক্ষম, তাঁহাদের কথা।

৪১৭ ধারা। যে ব্যক্তিরা স্ব স্ব পদোপলক্ষে কিংবা প্রকারান্তরে আদালতের কোন কার্য্য সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাদিগকে এই আইনমতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপস্থিত হইবার ও কার্য্য করিবার ও প্রার্থনাপত্র দিবার স্বীকৃত কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মোকদ্দমার আবেদন-পত্রের কথা।

৪১৮ ধারা। ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আবেদনপত্রে বাদীর নাম ও বর্ণনা ও নিবাস না লিখিয়া "ভারতবর্ষের পক্ষ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত সেক্রেটরী সাহেব" এই মাত্র লিখিলে চলিতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্টের সপক্ষ কর্ম্মকারকের পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার কথা।

৪১৯ ধারা। কোন আদালত হইতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নামে পরওয়ানা বাহির হইলে, সেই আদালতের গবর্ণমেণ্টের উকীল অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অপর যে ব্যক্তিকে সেই আদালতের নিমিত্ত পক্ষে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তি ঐ পরওয়ানা লইবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ কর্ম্মকারক হইবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের উপস্থিত হওনের ও উত্তর দেওনের কথা।

৪২০ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব যে দিন আবেদনপত্রের উত্তর দিবেন, আদালত সেই দিন নিরূপণ করিতে গেলে, উপযুক্ত প্রণালীমতে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রয়োজনীয় লিখন-পঠন করণের এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের উকীলের প্রতি উপদেশ দেওনের উপযুক্ত সময় ধরিয়া ঐ দিন নিরূপণ করিবেন এবং আপনার বিবেচনামতে সেই সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়ার কথা।

৪২১ ধারা। আর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্বপক্ষে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় ভারি ভারি প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের উকীলের সঙ্গে না থাকিলে, আদালত তদ্রূপ ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রাজকীয় কর্ম্মকারকদের নামে সমনজারী করিবার কথা।

৪২২ ধারা। প্রতিবাদী রাজকীয় কার্য্যকারক হইলে, তিনি যে আফিসে কর্ম্ম করেন, সেই আফিসের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে সমন পাঠাইলে, তাহা সুবিধামতে জারী হইতে পারিবে, আদালতের এমত জ্ঞান থাকিলে, আদালত প্রতিবাদীকে দিবার জন্যে ঐ প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমনের নকল পাঠাইবেন।

কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই নিমিত্ত সময় বাড়াইয়া দিবার কথা।

৪২৩ ধারা। ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক সমন পাইলে পর, আবেদনপত্রের উত্তর দেওনের পূর্ব্বে, গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করিলে, উপযুক্ত প্রণালীমতে জিজ্ঞাসা করিবার ও তদ্বিষয়ের আজ্ঞা পাইবার জন্যে, যত দিন আবশ্যক, সমনের নির্দ্ধারিত সময় ততদিন বাড়াইয়া দিতে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে আদালত যত দিন আবশ্যক বোধ করেন, তত দিন ঐ সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে নোটিস দেওয়ার কথা।

৪২৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে দুই মাস থাকিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটরী সাহেবকে কিম্বা জিলার কালেক্টর সাহেবকে, কিম্বা তাঁহার আফিসে ঐ নালিশের হেতুর ও প্রস্তাবিত বাদীর নামের ও বাসস্থানের তিনি যে প্রতিকারের দাওয়া করেন, তাহার নোটিস এবং রাজকীয় কার্য্যকারক আপন পদসম্পর্কে কোন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে। তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার আফিসে সেই মর্ম্মের নোটিস্ দিতে বা রাখিয়া

আসিতে হইবে। নতুবা মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না ও ঐ নোটিস যে দেওয়া বা রাখিয়া আসা গিয়াছে, আবেদনপত্রে এই কথা থাকিবে।

তদ্রূপ মোকদ্দমায় ধৃত করিবার কথা।

৪২৫। ধারা। তদ্রূপ মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব অনুমতি লিখিয়া না দিলে, ধৃত করিবার কোন পরওয়ানা বাহির হইবে না।

গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিতে স্বীকার করিলে প্রার্থনার কথা।

৪২৬ ধারা। গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে উপস্থিত মোকদ্দমার উত্তর দিতে স্থির করিলে, গবর্ণমেণ্টের উকীল উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্রের উত্তর দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে আদালতে প্রার্থনা করিবেন। তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে আদালত রেজিষ্টরের মধ্যে তাঁহার সেই ক্ষমতার সংক্ষেপ কথা লেখাইয়া রাখিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা না হইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

বিচার হওয়ার পূর্ব্বে প্রতিবাদীর ধৃত হইতে না পারিবার কথা।

৪২৭ ধারা। নোটিসে প্রতিবাদীর উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্রের উত্তর দিবার যে দিন ধার্য্য হইল, গবর্ণমেণ্টের উকীল সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে উক্ত প্রকারে প্রার্থনা না করিলে, সাধারণ দুই পক্ষের মধ্য মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা চলিবে, কেবল বিশেষ এই যে, ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, প্রতিবাদীকে ধৃত কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারিবে না।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের নিজে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতির কথা।

৪২৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন কার্য্যহেতুক রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে ও তিনি স্বয়ং কর্ম্মে না গেলে রাজকীয় কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে আদালতে হৃদ্বোধমতে ইহা জানাইলে, আদালত তাঁহার স্বয়ং না আসিবার অনুমতি দিবেন।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে

কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২৯। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন কার্য্য হেতুক রাজকীয় কার্য্যকারকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে, ঐ ডিক্রীমত কার্য্য যে সময়ের মধ্যে সাধন করিতে হইবে, ডিক্রীর মধ্যে এমত সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ও সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ ডিক্রীমত কার্য্য সাধন না হইলে আদালত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্যে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

সেই রিপোর্টের তারিখ অবধি যদি তিন মাস পর্য্যন্ত ডিক্রীমত কার্য্য সাধন না হইয়া থাকে, তবে সেই ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবে, নতুবা নয়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্ন দেশীয় বা এতদ্দেশীয় সরদারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরা যেস্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে, তাহার কথা।

৪৩০ ধারা। ভিন্ন জাতীয় শত্রুগণ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল সাহেবের অনুমতিক্রমে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে বাস করিলে তাঁহারা এবং ভিন্ন জাতীয় মিত্রগণ, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজার ন্যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

ভিন্ন জাতীয় কোন শত্রু উক্ত অনুমতি বিনা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবাসী হইলে, কিম্বা ভিন্ন দেশে বাস করিলে, উক্ত কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

ব্যাখ্যা—যে ভিন্ন দেশীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রেটব্রিটন ও আয়রলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন, সেই ভিন্ন দেশবাসী কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন একজন ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের, কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটরী সাহেবের স্বাক্ষরক্রমে ঐ রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়াদি করিবার লাইসেন্স না পাইয়া ব্যবসায়াদি করিলে, এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের কার্য্যপক্ষে তাঁহাকেই ভিন্ন দেশবাসী ভিন্ন জাতীয় শত্রু বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ভিন্ন দেশীয় রাজ্যাধিকার যে স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন, তাহার কথা।

৪৩১ ধারা। ভিন্ন দেশীয় রাজ্যাধিকার এই এই স্থলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, বিশেষতঃ,

(ক) শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজ্যাধিকার বলিয়া ঐ রাজ্যাধিকার স্বীকার করিলে ও

(খ) ভিন্ন দেশীয় সেই রাজ্যাধিকারের সরদারের কি প্রজাদের স্বকীয় স্বত্ব প্রবল করা ঐ মোকদ্দমার উদ্দেশ্য হইলে,

ভিন্ন দেশীয় রাজ্যাধিকার শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কর্ত্তৃক কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলে, আদালত বিচারকালে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিবেন।

রাজার কি সরদারের মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বিশেষমতে নিযুক্ত ব্যক্তির নালিশ করিবার ও উত্তর দিবার কথা।

৪৩২ ধারা। স্বাধীন রাজা, কি সরদার অধীনতা মানিয়া কি প্রকারান্তরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইলে ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত বা বহির্ভূত স্থানেও বাস করিলে তাঁহার প্রার্থনামতে অথবা গবর্ণমেণ্টের মতে যে ব্যক্তি ঐ রাজা কি সরদারের পক্ষে কার্য্য করিতে সমর্থ, তাঁহার প্রার্থনামতে যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে তৎপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত কি মোকদ্দমার প্রতিবাদ করণার্থে বিশেষমতে নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগকে এই আইন-

মতে সেই রাজার কি সরদারের পক্ষে উপস্থিত হওনের ও কার্য্যকরণের ও প্রার্থনাপত্র দেওনের নিমিত্ত স্বীকৃত কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

স্বাধীন রাজা, সরদার, রাজদূত ও রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

৪৩৩ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সম্মতি দিলে এবং সেই সম্মতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটরী আপন স্বাক্ষরক্রমে সার্টিফিকেট দিলে এইরূপ কোন রাজা বা সরদারের নামে এবং কোন ভিন্ন দেশীয় রাজ্যাধিকারের রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির নামে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, কিন্তু ঐরূপ সম্মতি ব্যতীত পারিবে না।

(২) ঐরূপ সম্মতি একটী নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা বা অনেকগুলি নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা সম্বন্ধে অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর সমস্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং যে আদালতে ঐ রাজার, সরদারের, রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, কোন মোকদ্দমা বা কোন শ্রেণীর মোকদ্দমা সম্বন্ধে ঐ সম্মতিতে তাহার নির্দ্দেশ থাকিতে পারিবে। কিন্তু—

(ক) যে ব্যক্তি ঐ রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নামে যদি তিনি আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকেন, কিম্বা

(খ) ঐ রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধি যদি স্বয়ং বা অপরের দ্বারা আদালতের এলাকার স্থানীয় সীমার মধ্যে ব্যবসা না চালান, কিম্বা

(গ) যদি ঐ রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধি ঐ সীমার মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির দখলে না থাকেন এবং ঐ দখল সম্বন্ধে বা যে টাকার জন্য ঐ সম্পত্তির উপর দায়ী থাকেন, সেই টাকা সম্বন্ধে যদি তাঁহার নামে মোকদ্দমা করিতে না হয়, তাহা হইলে সম্মতি দেওয়া যাইবে না।

(৩) এইরূপ কোন রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধিকে এই আইনানুসারে ধৃত করা যাইতে পারিবে না, এবং উপরোক্তমতে সার্টিফিকেটবিশিষ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে ভিন্ন এইরূপ কোন রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধির সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে না।

(৪) পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকরণানুসারে ক্রমান্বয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটরীর প্রতি যে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ঐ বিজ্ঞাপনে যে রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধির নাম থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে সেই সেই কার্য্য করিবার অনুমতি কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে ও সেই গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটারীকে দিতে পারিবেন।

(৫) যে ব্যক্তি কোন রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধির অধীনে স্থাবর সম্পত্তি

রাখেন বা রাখেন বলিয়া দাওয়া করেন, তিনি এই ধারায় যেরূপ সম্মতির কথা লেখা আছে, সেইরূপ সম্মতি ব্যতীত ঐ সম্পত্তির প্রজাস্বরূপ ঐ রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

স্বাধীন রাজা ও সরদারদিগকে যে নামে মোকদ্দমার পক্ষ করিতে হইবে, তাহার কথা।

৪৩৪ ধারা। কোন স্বাধীন রাজা বা সরদার তাঁহার রাজ্যাধিকারের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং তাঁহার রাজ্যাধিকারের নামে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

কিন্তু ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারায় যে সম্মতির কথা আছে, তাহা দিবার সময় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠীত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি সম্মতি দেন, তিনি এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, এইরূপ কোন রাজা বা সরদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এজেণ্টের নামে বা অন্য কোন নামে উপস্থিত করিতে হইবে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ও সত্যপাঠের কথা।

৪৩৫ ধারা। সমবায়িত সমাজের মোকদ্দমায়, কিম্বা কোন কোম্পানির পক্ষে কোন কর্ম্মকারক, কি ট্রষ্টী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, কিম্বা তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি থাকিলে, সেই মোকদ্দমার যে আবেদনপত্র দেওয়া যায়, ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কি অন্য প্রধান কার্য্যকারক মোকদ্দমার সকল বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হন, তিনিই ঐ সমাজের কি কোম্পানির স্বপক্ষে ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে পারিবেন।

সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির নামে সমন দিবার কথা।

৪৩৬ ধারা। সমবায়িত সমাজের নামে কিম্বা কোম্পানির পক্ষে কোন কর্ত্তৃপক্ষ কি ট্রষ্টী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন, কি তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত কোম্পানির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে,

(ক) ঐ সমাজের কি কোম্পানির রেজিষ্টরী আফিস থাকিলে, সেই আফিসে সমন রাখিয়া গিয়া কিম্বা

(খ) সমনপত্রে বন্ধ করিয়া ঐ সমাজে কি কোম্পানির আফিসে (কিম্বা দুই কি তদধিক আফিস থাকিলে, ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রধান আফিসে) ঐ কর্ত্তৃপক্ষের, কি ট্রষ্টীর নামে শিরোনামা লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া, কিম্বা

(গ) ঐ সমবায়িত সমাজের, কি কোম্পানির কোন কার্য্যাধ্যক্ষকে কি সেক্রেটরীকে, কিম্বা প্রধান অন্য কার্য্যকারককে দিয়া সমন জারী করা যাইতে পারিবে,

এবং ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির কি কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কিম্বা প্রধান অন্য যে কার্য্যকারক মোকদ্দমাসংক্রান্ত ভারি ভারি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, আদালত তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকের দ্রব্য নিরূপণাধিকারীদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

ট্রষ্টী প্রভৃতির নিকট যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে, তদ্বিষয়ক মোকদ্দমায় স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধির কথা।

৪৩৭ ধারা। ট্রষ্টীর কি উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকের কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর হস্তে যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে, তৎসম্পর্কীয় সকল মোকদ্দমায় ঐ সম্পত্তিগত লাভজনক স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত তৃতীয় ব্যক্তির বিবাদ হইলে ঐ ট্রষ্টী কি উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী তদ্রূপ স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন ও তাঁহাদিগকে সচরাচর মোকদ্দমার এক পক্ষ করা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু আদালত বিহিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিদিগকে কিংবা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিদিগকে এক পক্ষ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারীদের সংযোগের কথা।

৪৩৮ ধারা। উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদক ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারী অনেকজন থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে তাঁহাদের সকলকে ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ করা যাইবে।

কিন্তু উইলক্রমে নিরূপিত যে কর্ম্মসম্পাদকেরা ঐ পত্রলেখকের উইলের প্রমাণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে ও আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানের উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদিগকে ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারীদিগকে এক পক্ষ করণের প্রয়োজন নাই।

বিবাহিতা স্ত্রী উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদিকা হইলে, তাহার সঙ্গে স্বামীকে সংযোগ না করিবার কথা।

৪৩৯ ধারা। বিবাহিতা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিণী কিংবা উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদিকা যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, কিংবা তাহার নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, আদালতের আজ্ঞা না হইলে, তাঁহার স্বামী মোকদ্দমার একপক্ষ হইবেন না।

একত্রিংশ অধ্যায়।

নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

আসন্নবন্ধু দ্বারা নাবালগের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা।

খরচার কথা।

৪৪০ ধারা। নাবালগের প্রত্যেক মোকদ্দমা তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে। সেই মোকদ্দমায় ঐ ব্যক্তিকে নাবালগের আসন্নবন্ধু বলা যাইবে ও বাদী হওয়ার ন্যায় তাঁহার প্রতি মোকদ্দমার কোন খরচা দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

আসন্ন বন্ধুর কিংবা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের প্রার্থনাপত্র দিতে হইবার কথা।

৪৪১ ধারা। আদালতে নাবালগের পক্ষে ৫৫১ ধারামতে প্রার্থনাপত্র কিংবা যে যে প্রার্থনা করা যায়, তাঁহার আসন্নবন্ধুর কিংবা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের সেই সেই প্রার্থনা করিতে হইবে।

আসন্নবন্ধু ছাড়া আবেদনপত্র উপস্থিত করা গেলে, নথী হইতে উঠাইয়া দিবার কথা।

খরচার কথা।

৪৪২ ধারা। আসন্নবন্ধু বিনা নাবালগের দ্বারা কি তাঁহার পক্ষে আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, প্রতিবাদী সেই আবেদনপত্র নথী হইতে উঠাইয়া দিবার এবং উকীলের কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ আবেদনপত্র উপস্থিত করিলেন, তাঁহারই প্রতি খরচা দিবার আজ্ঞা হওনের প্রার্থনা করিতে পারিবেন। প্রতিবাদী ঐ ব্যক্তিকে সেই প্রার্থনাপত্রের নোটিস দিবেন ও তিনি আপত্তি করিলে আদালত তাঁহার আপত্তি শুনিলে পর তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন, করিবেন।

মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবককে আদালতে নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৪৩ ধারা। মোকদ্দমার প্রতিবাদী নাবালক হইলে, আদালত তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়ার কথা হুবোধমতে জানিলে তাঁহার পক্ষে উত্তর দেওনার্থে ও সাধারণমতে মোকদ্দমার কার্য্য চলনে তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করণার্থে ঐ মোকদ্দমার উপলক্ষে ঐ নাবালগের অভিভাবক স্বরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

মোকদ্দমার উপলক্ষে যিনি অভিভাবক তিনি ভারতবর্ষীয় বয়ঃপ্রাপ্তিবিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ৩ ধারার মর্ম্মানুসারে ব্যক্তির কি সম্পত্তির অভিভাবক নহেন।

আসন্নবন্ধু কি অভিভাবক বিনা আজ্ঞা পাওয়া গেলে তাহা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবার কথা।

খরচার কথা।

৪৪৪ ধারা। আদালতের সম্মুখে মোকদ্দমায়, কি যে কোন প্রার্থনাপত্রে, নাবালগের কোন প্রকারের সম্পর্ক থাকে, কিম্বা তাঁহার লাভালাভ হয়, আসন্নবন্ধু কিম্বা বিষয়বিশেষে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক ঐ নাবালগের স্থলাভিষিক্ত না হইলে, ঐ মোকদ্দমায় কি ঐ প্রার্থনাপত্রমতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে ও যে পক্ষের অনুরোধে ঐ আজ্ঞা পাওয়া যায়, তাঁহার উকীল ঐ ব্যক্তিকে নাবালক বলিয়া জানিলে কিম্বা সঙ্গতমতে জানিতে পারিলে, খরচা তাঁহারই দিতে হইবে।

কিরূপ ব্যক্তি আসন্নবন্ধু হইতে পারে, ইহার কথা।

৪৪৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সুস্থমনা ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নাবালগের আসন্নবন্ধু হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহা প্রয়োজন যে তাঁহার নিজ স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ না হয় ও তিনি মোকদ্দমার প্রতিবাদী না হন।

আসন্নবন্ধুকে অবসর করিবার কথা।

৪৪৬ ধারা। নাবালগের আসন্নবন্ধুর স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ হইলে, অথবা যে প্রতিবাদীর স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ আছে, তাঁহার সঙ্গে ঐ বন্ধুর যদ্রূপ সম্পর্ক থাকে তাহাতে তাঁহারই দ্বারা ঐ নাবালগের স্বার্থ উপযুক্তমতে রক্ষা হওয়া অসম্ভব হইলে, কিম্বা তিনি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, কিংবা ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিতে গেলে, এই এই কারণে কিম্বা বিশিষ্ট অন্য কোন কারণে ঐ নাবালগের স্বপক্ষে কিংবা প্রতিবাদীর দ্বারা ঐ বন্ধুর অবসর হওয়ার প্রার্থনা করা যাইতে পারিলে ও সে কারণ থাকা হয় আদালত তাহা সন্তোষমতে প্রমাণ জানিলে, তদনুসারে আসন্নবন্ধুর অবসর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আসন্নবন্ধুর কর্ম্ম ত্যাগ করণের কথা।

৪৪৭ ধারা। আদালত অন্য আজ্ঞা না করিলে, আসন্নবন্ধু আপনার স্থানে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে না রাখিয়া ও মোকদ্দমার তৎপূর্ব্বে যত টাকা খরচ লাগিয়াছে, তাহার জামিন না দিয়া আপনার প্রার্থনামতে কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না।

নূতন আসন্নবন্ধুকে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনার কথা।

নূতন আসন্নবন্ধুকে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা হইলে, যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়, তিনিই উপযুক্ত ও নাবালগের বিপক্ষ তাঁহার কোন স্বার্থ নাই, এই মর্ম্মের আফিডেবিট দ্বারা ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতিপোষণ করিতে হইবে।

আসন্নবন্ধু মরিলে কি অবসর হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত থাকার কথা।

৪৪৮ ধারা। নাবালগের আসন্নবন্ধুর মৃত্যু হইলে, কিম্বা তাঁহাকে অবসর করা গেলে তাঁহার স্থানে আসন্নবন্ধু নিযুক্ত না হওন পর্য্যন্ত মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কার্য্য স্থগিত থাকিবে।

নূতন আসন্নবন্ধু নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিবার কথা।

৪৪৯ ধারা। ঐ নাবালগের উকীল সঙ্গত সময়ের মধ্যে নূতন আসন্নবন্ধুকে নিযুক্ত করা-

ইতে উদ্যোগ না করিলে, নাবালগের পক্ষে কিংবা বিবাদীয় বিষয়ে যাহার স্বার্থ থাকে, এমত কোন ব্যক্তি আদালতে বন্ধু নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন ও আদালত যাহাকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বাদী কিংবা প্রার্থক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫০ ধারা। অপ্রাপ্তব্যবহার বাদী কিংবা মোকদ্দমার এক পক্ষ নহেন, এমত যে নাবালগের পক্ষে প্রার্থনাপত্র উপস্থিত থাকে, তিনি সেই মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্রঘটিত কার্য্য চালাইবেন কি না, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার এই কথা স্থির করিতে হইবে।

চালাইতে স্থির করিলে, তদ্বিষয়ক কথা।

৪৫১ ধারা। চালাইতে স্থির করিলে, তিনি আসন্নবন্ধুকে মুক্ত করিবার ও আপনার নামে কার্য্য চালাইবার, আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন।

তদ্রূপ স্থলে মোকদ্দমার কি প্রার্থনাপত্রের নাম এমন সংশোধন করা যাইবে, যেন সেই অবধি এইরূপ পাঠ করা যায়।

আসন্নবন্ধু শ্রীঅমুকের দ্বারা ভূতপূর্ব্ব নাবালগ কিন্তু এইক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রীঅমুক।

ত্যাগ করিতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা।

খরচার কথা।

৪৫২ ধারা। মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র ত্যাগ করিতে স্থির করিলে, তিনি একক বাদী কিংবা একাই প্রার্থক হইলে, প্রতিবাদী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের যত খরচ হইয়াছে, কিংবা তাঁহার আসন্নবন্ধু যত টাকা খরচ করিয়াছেন, তাহা ফিরিয়া দিলে, মোকদ্দমা কি প্রার্থনা ডিসমিস হইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন।

৪৫১ বা ৪৫২ ধারামত প্রার্থনাপত্র করণ ও প্রমাণের কথা।

৪৫৩ ধারা। ৪৫১ বা ৪৫২ ধারামতে ঐ প্রার্থনা এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে, করা যাইতে পারিবে ও যিনি নাবালক ছিলেন, তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আফিডেবিটক্রমে ইহার প্রমাণ করিতে হইবে।

নাবালক সহবাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মোকদ্দমা প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিবার কথা।

৪৫৪ ধারা। নাবালগ সহবাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই মোকদ্দমা প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছুক হইলে সহবাদী বলিয়া আপনার নাম উঠাইয়া দেওনার্থে তাঁহার প্রার্থনা করিতে হইবে, আদালত সেই ব্যক্তির এক পক্ষ হইয়া থাকা আবশ্যক নাই বোধ করিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, এমত নিয়ম করিয়া তাঁহাকে মোকদ্দমা হইতে অবসর করিতে পারিবেন।

খরচের কথা।

যেমন প্রতিবাদীর নামে, তেমনি আসন্ন বন্ধুরও নামে ঐ প্রার্থনাপত্রের নোটিস দেওয়া যাইবে, এবং যিনি নাবালগ ছিলেন, তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আফিডেবিটের দ্বারা ইহার প্রমাণ করিলে, আদালত ঐ প্রার্থনাপত্র সম্পর্কীয় সকল পক্ষের খরচ, এবং সেই কাল পর্য্যন্ত

উক্ত মোকদ্দমায় আনুষ্ঠানিক সকল কি কোন কার্য্যের খরচ যাহাদের দিবার আজ্ঞা করেন, তাঁহাদের দিতে হইবে।

ঐ মোকদ্দমায় ভূতপূর্ব্ব নাবালগের এক পক্ষ হওয়া আবশ্যক হইলে, আদালত তাঁহাকে প্রতিবাদী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪৫৫ ধারা। আসন্নবন্ধু নাবালগের নাম ধরিয়া যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন, তাহা অসঙ্গত কি অনুচিত, ঐ নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করিতে পারিলে, তিনি একা বাদী হইলে, সেই মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবার প্রার্থনা করিতে পারেন।

খরচের কথা।

মোকদ্দমা সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তির নামে ঐ প্রার্থনা হওয়ার নোটিস দেওয়া যাইবে, এবং আদালত ঐ মোকদ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত বলিয়া হৃদ্বোধমতে জানিলে, সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া আসন্নবন্ধুর প্রতি সেই প্রার্থনাপত্র সম্পর্কীয় সকল পক্ষের খরচ ও মোকদ্দমায় যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্তের কথা।

৪৫৬ ধারা। নাবালগের নামে কি পক্ষে কিম্বা বাদী প্রার্থনাপত্র দিলে, মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা পাওয়া যাইতে পারিবে। সেই মোকদ্দমায় যে যে বিষয়ের সম্পর্ক থাকে, সেই সেই বিষয়ে নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষে প্রস্তাবিত অভিভাবকের কোন স্বার্থ নাই, ও তিনি তৎপদে নিযুক্ত হওনের উপযুক্ত ব্যক্তি, এই কথা সত্যপাঠাথে ঐ প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় আফিডেবিট দিতে হইবে।

মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকরূপে কার্য্য করিতে অভিলাষী একপ অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি না থাকিলে, আদালত আপনার কোন কার্য্যকারককে তদ্রূপ অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু একপ স্থলে আবশ্যক যে উক্ত নাবালগের বিরুদ্ধে ঐ কার্য্যকারকের কোন স্বার্থ না থাকে।

মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক কে হইতে পারেন, ইহার কথা।

৪৫৭ ধারা। সহপ্রতিবাদী সুস্থমনা ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ও নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষে তাঁহার কোন স্বার্থ না থাকিলে, তিনি মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক বলিয়া নিযুক্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু বাদী, কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রী তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

অভিভাবক কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করিলে তাঁহাকে অবসর করিতে পারিবার কথা।

খরচার কথা।

৪৫৮ ধারা। অপ্রাপ্তব্যবহার প্রতিবাদীর মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করিলে, কিম্বা অন্য বিশিষ্ট কারণ প্রকাশ করা গেলে, আদালত তাঁহাকে অবসর করিতে পারিবেন, ও তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করণ দ্বারা কোন পক্ষের যত খরচা লাগে, তাঁহার ঐ খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে অভিভাবক মরিলে নূতন অভিভাবক নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৫৯ ধারা। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক মরিলে, কিম্বা আদালতের দ্বারা অবসর করা গেলে, আদালত তাঁহার স্থানে নূতন অভিভাবককে নিযুক্ত করিবেন।

মৃত ডিক্রীমত দেনদারের নাবালগ স্থলাভিষিক্ত হইলে, মোকদ্দমা সংক্রান্ত অভিভাবকের কথা।

৪৬০ ধারা। মৃত এক পক্ষের অপ্রাপ্ত ব্যবহার উত্তরাধিকারীর কিম্বা স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রী প্রবল করিবার প্রার্থনা হইলে, আদালত ঐ নাবালগের মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত করিবেন, ও ডিক্রীদার ঐ অভিভাবকের নামে সেই প্রার্থনা হওয়ার নোটিস জারী করিবেন।

ডিক্রীর পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি বিনা ও জামিন না দিয়া আসন্নবন্ধুর কি মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকের টাকা গ্রহণ না করিবার কথা।

৪৬১ ধারা। যিনি কোন সময়ে আসন্নবন্ধু কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক হন, ডিক্রী কি আজ্ঞা হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালতের অনুমতি না পাইলে, ও তাঁহার হাতে যে টাকা কি অন্য দ্রব্য দেওয়া যায়, আদালতের হুকুমমতে ঐ নাবালগকে তাহার উপযুক্ত হিসাব দিবার ও ঐ নাবালগের হিতার্থে তাহা রাখিবার জামিন না দিলে, তিনি নাবালগের পক্ষে কোন টাকা কি অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না বা লইবেন না।

আদালতের অনুমতি বিনা আসন্নবন্ধুর কি মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকের রাজীনামা না করিবার কথা।

৪৬২ ধারা। আসন্নবন্ধু কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক যে মোকদ্দমায় আসন্নবন্ধু কি অভিভাবকস্বরূপ কর্ম্ম করেন, আদালতের অনুমতি না পাইলে তিনি নাবালগের সপক্ষে সেই মোকদ্দমা লক্ষ্য করিয়া কোন একরার নামা কি রাজীনামা করিবেন না।

অনুমতি না পাইলে রাজীনামা ব্যর্থ হওয়ার কথা।

আদালতের অনুমতি বিনা উক্ত প্রকারের কোন একরার নামা কি রাজীনামা করা গেলে, নাবালগ ভিন্ন অন্য সকল পক্ষের বিরুদ্ধে তাহা ব্যর্থ হইতে পারিবে।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের প্রতি ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত ধারা খাটাইবার কথা।

৪৬৩ ধারা। ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, তদনুসারে যাঁহাদিগকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া নির্ণয় করা যায়, ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত সকল ধারার কয়েক শব্দ প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিলে, তাঁহাদের প্রতি সেই সেই ধারার বিধান খাটিবে।

কোর্ট ওয়ার্ডসের কথা।

স্বাধীন রাজা ও সরদার ও আদালতের ওয়ার্ডদিগের কথা।

৪৬৪ ধারা। যে স্বাধীন রাজা বা সরদার আপন রাজ্যাধিকারের নামে মোক-

দ্দমা উপস্থিত করেন, বা যাঁহার বিরুদ্ধে সেই রাজ্যাধিকারের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরেল সাহেবের কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে যাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা কোন এজেণ্টের নামে বা অন্য কোন নামে উপস্থিত করা হয়, তাঁহার প্রতি এই অধ্যায়ের কোন বিধান খাটিবে না এবং

কোর্ট ওয়ার্ডসের দ্বারা, কিম্বা স্থানীয় কোন আইনক্রমে, দেওয়ানী আদালতের দ্বারা, যে নাবালকের কিম্বা ক্ষিপ্তসম্পত্তির অভিভাবক কি কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা যায়, তাঁহার প্রতি ৪৪২ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত ধারার কোন কথা খাটে না।

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়।

সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

সেনাপতিরা কি সেনারা ছুটী পাইতে না পারিলে, আপনাদের নিমিত্ত বাদ প্রতিবাদ করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৪৬৫ ধারা। গবর্ণমেণ্টের সৈনিক পদে প্রকৃতপ্রস্তাবে কর্ম্মকারী কোন সেনাপতি কি সেনা মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে, ও আপনি মোকদ্দমায় বাদ প্রতিবাদ করিবার জন্যে অবকাশ পাইতে না পারিলে, আপনার পক্ষে বাদ কি প্রতিবাদ করণার্থ কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

সেই ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া যাইবে; এবং ঐ সেনাপতি কি সেনা (ক) সৈন্যাধ্যক্ষের সাক্ষাতে কিম্বা সেই অধ্যক্ষই বাদী কি প্রতিবাদী হইলে তাঁহার অব্যবহিত অধীন সেনাপতির সাক্ষাতে কিম্বা (খ) ঐ সেনাপতি কি সেনা সৈন্যসংক্রান্ত ষ্টাফ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে যে আফিসে কর্ম্ম করেন, তাহার প্রধান কিম্বা উপবিষ্ট অন্য কার্য্যকারকের সাক্ষাতে ঐ ক্ষমতাপত্র করিবেন। ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ কিম্বা অন্য কার্য্যকারক ঐ ক্ষমতাপত্রে ক্রোড়স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে ঐ ক্ষমতাপত্র উপযুক্তমতে সম্পাদন হইয়াছে, এবং যে সেনাপতি কি সেনা তাহা দিলেন, তিনি আপনি ঐ মোকদ্দমায় বাদ কি প্রতিবাদ করিবার জন্যে অবকাশ পাইতে পারিলেন না, ঐ ক্রোড়স্বাক্ষরই ইহার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

ব্যাখ্যা।—উক্ত সেনাপতি কি সেনা যে পল্টনে কি দলে কি ডিটাচমেণ্টে কি ডিপোতে থাকেন, যে সেনাপতি তৎকালে প্রকৃতরূপে সেই পল্টন প্রভৃতির অধ্যক্ষতা করেন, এই অধ্যায়ে সৈন্যাধ্যক্ষ শব্দে সেই সেনাপতিকে জানিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

৪৬৬ ধারা। সেনাপতি কি সেনা যে ব্যক্তিকে আপনার পরিবর্ত্তে মোকদ্দমায় বাদ কি প্রতিবাদ করিতে ক্ষমতা প্রদান করেন, ঐ সেনাপতি কি সেনা আপনি উপস্থিত হইলে যে

প্রকারে করিতে পারিতেন, ঐ ব্যক্তিও সেই প্রকারে মোকদ্দমায় স্বয়ং বাদ কি প্রতিবাদ করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ সেনাপতির কি সেনার পক্ষে মোকদ্দমায় বাদ কি প্রতিবাদ করিবার জন্যে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির কি তাঁহার উকীলের নামে পরওয়ানা প্রভৃতি জারী হইলে উপযুক্তমতে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৪৬৭ ধারা। কোন ব্যক্তি ৪৬৫ ধারামতে কোন সেনাপতির কি সেনার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে কিম্বা ঐ সেনাপতির কি সেনার নিমিত্ত, কি তৎপক্ষে ঐ ব্যক্তির পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কোন উকীলকে যে পরওয়ানা দেওয়া যায়, তাহা নিজ সেই পক্ষকে কিম্বা তাহার উকীলকে দেওয়ার ন্যায় সফল হইবে।

সেনাপতিকে ও সৈন্যদিগকে পরওয়ানা দিবার কথা।

৪৬৮ ধারা। সেনাপতি কি সেনা প্রতিবাদী হইলে, আদালত তাঁহার নামে জারী করিবার জন্যে তাঁহার দলের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট সমনের নকল পাঠাইবেন।

যে সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট নকল পাঠান যায়, তিনি যাঁহার নামে সমন লেখা গেল, সাধ্যমত তাঁহাকে দেওয়াইয়া, ঐ নকলের পৃষ্ঠে তৎপ্রাপণের লিখিত স্বীকারপত্র সহিত ঐ নকলখানি আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন।

কোন কারণে ঐ নকল তদ্রূপ দেওয়া যাইতে না পারিলে, যে কারণে দেওয়া যাইতে পারিল না, সেই কারণের এক লিপি সমেত ঐ সমন যে আদালত হইতে বাহির হইল, সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবে।

সেনানিবেশস্থান প্রভৃতিতে ধৃত করণের পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৪৬৯ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে কোন সেনানিবেশস্থানের কি গড়ের কি সৈনিক মোকামের কি সৈনিক বাজারের সীমার মধ্যে ধৃত করবার কিম্বা অন্য পরওয়ানা জারী করিতে হইলে, সেই পরওয়ানা জারি করণার্থে যে কার্য্যকারককে দেওয়া যায়, তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবকে ঐ পরওয়ানা দিবেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিবেন, ও ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট হইলে পরওয়ানায় যাঁহার নাম লেখা থাকে, সেই ব্যক্তি তাঁহার কর্তৃত্বাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে, তিনি তাঁহাকে ধরাইয়া ঐ পরওয়ানা জারী করিবার ভার প্রাপ্ত কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করাইবেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা স্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারে, তাহার কথা।

৪৭০ ধারা। ধনে কি সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির পণধারীস্বরূপ স্বার্থ ভিন্ন অন্য স্বার্থ না থাকে, তিনি প্রকৃত স্বামীকে তাহা দিতে চেষ্টা করিলেও, যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি তাঁহার স্থানে

ঐ ধন কি সম্পত্তি পাইবার পরস্পর বিপরীত দাওয়া রাখেন, তবে সেই ধন কি সম্পত্তি কাহাকে দিতে হইবে, ইহা নিষ্পত্তি করিবার ও আপনার পক্ষে নিষ্কৃত পাইবার নিমিত্ত ঐ পণধারী সকল দাওয়াদারের নামে বাদপতিবাদার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু সকল পক্ষের স্বত্ব যাহাতে উপযুক্তমতে নির্ণয় হইতে পারে, এমত মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে, ঐ পণধারী বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

তদ্রূপ মোকদ্দমায় আবেদনপত্রের কথা।

৪৭১ ধারা। আবেদনপত্রে অন্য যে যে বর্ণন লেখা আবশ্যক, তদতিরিক্ত বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে এই এই কথাও লিখিতে হইবে,—

(ক) যে বিষয়ে দাওয়া হইয়াছে, সেই বিষয়ে বাদীর পণধারী স্বরূপ যে স্বার্থ থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য স্বার্থ নাই এই কথা।

(খ) প্রতিবাদীরা পৃথক পৃথক যে দাওয়া করেন তাহা। ও

(গ) এই বিষয়ে বাদীর ও প্রতিবাদীদের কোন ব্যক্তির মধ্যে যোগ নাই।

যে বিষয়ের দাওয়া হয়, তাহা আদালতে দিবার কথা।

৪৭২ ধারা। যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে, তাহা আদালতে দেওয়া যাইতে কিম্বা আদালতের সংরক্ষণে রাখা যাইতে পারিলে, বাদী সেই বিষয় আদালতে না দিলে বা অর্পণ না করিলে, ঐ মোকদ্দমায় কোন আজ্ঞা পাইবার সত্ববান হইবেন না।

প্রথম শ্রবণের সময়ে কার্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৩ ধারা। প্রথম শ্রবণের সময়ে, (ক) যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে, তৎসম্পর্কে প্রতিবাদীদের নিকট বাদীকে সকল দায় হইতে মুক্ত করা গেল, আদালত ইহা প্রকাশ করিয়া খরচা পাইবার আজ্ঞা করিয়া, তাঁহাকে মোকদ্দমা হইতে অবসর করিতে পারিবেন,

অথবা ন্যায়বিচার কি সুবিধার জন্যে প্রয়োজন জ্ঞান করিলে,

(খ) মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত সকল পক্ষকে রাখিতে পারিবেন।

এবং উভয় পক্ষের স্বীকার দ্বারা কিম্বা অন্য প্রমাণক্রমে করিতে পারেন দৃষ্টি করিলে,

(গ) যে বিষয়ের দাওয়া হয়, তাহার উপর স্বত্ব নির্ণয় করিবেন, অথবা

(ঘ) প্রতিবাদীরা যে আদালতের সম্মুখে আপন আপন দাওয়া উপস্থিত করেন, এই নিমিত্ত বর্ণনাপত্র অর্পণ করিয়া ও প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও উক্ত দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবেন।

কর্ম্মকারক ও প্রজা যে স্থলে বাদ প্রতিবাদার্থ মোকদ্দমা করিতে পারেন,

তাহার কথা।

৪৭৪ ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথার বলে, মুখ্য ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার কি ভূম্যধিকারীদের অধীন দাওয়াদার ভিন্ন কোন ব্যক্তিদের পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করাইবার জন্যে ঐ মুখ্য ব্যক্তিদের পক্ষ কর্ম্মকারকেরা তাঁহাদের নামে, কিম্বা প্রজারা ভূম্যধিকারীদের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ আপনার পক্ষ চিরদিন কর্ম্মকারক বলিয়া বলরামের নিকট অলঙ্কারের বাক্স রাখেন। আনন্দ অন্যায়মতে আমার নিকট হইতে ঐ আভরণ লইয়াছেন বলিয়া চন্দ্র বলরামের স্থানে সেই আভরণের দাওয়া করেন। বলরাম ঐ আনন্দের ও চন্দ্রের নামে বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ আপনার পক্ষ কর্ম্মকারক বলিয়া বলরামের নিকট অলঙ্কারের বাক্স রাখেন। চন্দ্রের নিকট আনন্দের টাকা দেনা হওয়াতে তিনি চন্দ্রের নিকট ঐ ঋণের জামিনস্বরূপ ঐ অলঙ্কার রাখিবার কথা লিখিলেন। পরে চন্দ্রের নিকট আমার দেনা শোধ হইয়াছে, আনন্দ এই কথা কহিলে চন্দ্র তাহা স্বীকার করিলেন না ও দুই জনে বলরামের স্থানে ঐ অলঙ্কারের দাওয়া করেন। এই স্থলে বলরাম আনন্দের ও চন্দ্রের নামে বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

বাদীর খরচা পাইবার কথা।

৪৭৫ ধারা। মোকদ্দমা উপযুক্তরূপে উপস্থিত করা গেলে, যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে, আদালত সেই বিষয় বাদীর স্বত্বাধীনে রাখিয়া কিম্বা ফলজনক অন্য কোন উপায়ে তাঁহার খরচ পাইবার বিধান করিবেন।

প্রতিবাদী ঐ পণধারীর নামে নালিশ করিতেছেন এমত স্থলে কার্য্য প্রণালির কথা।

৪৭৬ ধারা। বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমার প্রতিবাদীদের মধ্য কোন ব্যক্তি যদি তৎকালে সেই মোকদ্দমার বিষয় লইয়া ঐ পণধারীর নামে মোকদ্দমা করিয়া থাকেন তবে ঐ পণধারীর নামে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে, সেই আদালত ঐ বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমায় পণধারীর সপক্ষে যে ডিক্রী করিলেন সেই আদালত হইতে ঐ ডিক্রী হওয়ার কথা নিয়মমতে জানিতে পাইলে, তাঁহার বিপক্ষ মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবেন। ও

খরচার কথা।

ঐ স্থগিত করা মোকদ্দমায় তাঁহার যে খরচা হইয়াছে, ঐ মোকদ্দমায় সেই খরচার বিধান করা যাইতে পারিবে, কিন্তু সেই মোকদ্দমায় ঐ খরচার বিধান না হইলে ও যতদূর না হয়, ততদূর সেই খরচ বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমায় তাঁহার খরচার সঙ্গে সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে।

চতুর্থ ভাগ।

নৈমিত্তিক প্রতিকারবিষয়ক বিধি।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণবিষয়ক বিধি।

(ক) নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃতকরণবিষয়ক বিধি।।

বাদী যে স্থলে জামিন লওয়ার প্রার্থনা করিতে পারেন, তাহার কথা।

৪৭৭ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার মোকদ্দমা ভিন্ন কোন মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে প্রতিবাদী বাদীকে দেখা না দিবার, কিম্বা তাহার বিলম্ব জন্মাইবার জন্যে কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা এড়াইবার জন্যে কিম্বা তাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইলে, তাহা জারী হইবার বাধা কি বিলম্ব জন্মাইবার জন্যে—

(ক) পলায়ন করিয়াছেন কিংবা আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন, কিংবা

(খ) পলায়ন করিতে কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে যাইতে উদ্যত আছেন কিংবা

(গ) আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিয়াছেন, কিংবা আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থান হইতে স্থানান্তর করিয়াছেন, কিংবা

প্রতিবাদী ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে যে ভাবগতিকে চলিয়া যাইতে উদ্যত আছেন, তদ্দৃষ্টে মোকদ্দমায় ঐ প্রতিবাদীর বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী জারীকরণে বাদীর বাধা কি বিলম্ব হইবে, কি হইতে পারে, ইহার সঙ্গত সম্ভাবনা আছে,

বাদী আফিডেবিট করিয়া কি অন্যরূপে এই এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলেই মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে উত্তর দেওনের জন্যে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার জামিন লইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

জামিন না দিবার কারণ দর্শাইবার জন্যে প্রতিবাদীকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞার কথা।

৪৭৮ ধারা। আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে, ও অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত জ্ঞান করেন, তাহা হইলে পর,

প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত কোন অভিপ্রায়ে,

(ক) পলায়ন করিয়াছেন, কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন, কিম্বা

(খ) পলায়ন করিতে কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে যাইতে উদ্যত আছেন, কিম্বা

(গ) আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর কি আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থান হইতে স্থানান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

শেষোক্ত ভাবগতিকে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত আছেন,

ইহা সুবোধমতে জানিলে, প্রতিবাদীর উপস্থিত হইবার জামিন না দেওনের কারণ দর্শাইবার জন্যে তাঁহাকে ধৃত করিয়া আদালতের সম্মুখে আনিবার আজ্ঞা প্রচার করিবেন।

প্রতিবাদী কারণ দর্শাইতে না পারিলে তাঁহাকে টাকা গচ্ছিত করিতে, কি জামিন দিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭৯ ধারা। প্রতিবাদী তদ্রূপ কারণ দর্শাইতে না পারিলে, তাঁহার বিপক্ষে যে দাওয়া উপস্থিত করা গেল, আদালত তাঁহাকে সেই দাওয়ার পরিশোধের উপযুক্ত টাকা কি অন্য সম্পত্তি আদালতে গচ্ছিত করিতে আজ্ঞা করিবেন, কিম্বা মোকদ্দমা যতকাল উপস্থিত থাকে, ও মোকদ্দমায় তাঁহার বিপরীত ডিক্রী হইলে, যতকাল সেই ডিক্রী জারী কিম্বা তদনুসারে কার্য্য সাধন না হয়, ততকাল তাঁহাকে কোন সময়ে আহ্বান করা গেলেই তিনি উপস্থিত হইবেন, ইহার প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইতে পারে, তিনি উক্ত প্রকারে উপস্থিত না হইলে, প্রতিভূ তত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ হইবেন।

প্রতিভূ মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮০ ধারা। প্রতিবাদীর উপস্থিত হওনের প্রতিভূ যে আদালতে প্রতিভূ হইলেন, কোন সময়েই সেই আদালতে আপনার সেই প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে, আদালত প্রতিবাদীর নামে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন, কিম্বা উচিত বোধ করিলে প্রথমেই তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার পরওয়ানা দিবেন।

প্রতিবাদী ঐ সমন কি পরওয়ানামতে উপস্থিত হইলে, কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে সমর্পণ করিলে, আদালত প্রতিভূর প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইবার আজ্ঞা দিয়া প্রতিবাদীকে নূতন প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন।

প্রতিবাদী প্রতিভূ না দিলে কি নূতন প্রতিভূ পাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮১ ধারা। প্রতিবাদী ৪৭৯ বা ৪৮০ ধারামত কোন আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম না করিলে আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত কিম্বা প্রতিবাদীর বিপক্ষে বিচার হইলে, ডিক্রী জারী না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিবাদীকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কোন ব্যক্তির কোন স্থলেই ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ড ও যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয়, তাহা পঞ্চাশ টাকার কি পঞ্চাশ টাকার মূল্যের অধিক না হইলে, ছয় সপ্তাহের অধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে না।

কিন্তু কোন ব্যক্তি তদ্রূপ আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলে পর, তাঁহাকে এই ধারামতে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে না।

প্রতিবাদীকে ধৃত করা গেলে তাহার খোরাকির কথা।

৪৮২ ধারা। ডিক্রীমত দেনদারের খোরাকী দেওন বিষয়ে ৩৩৯ ধারার বিধান এই অধ্যায়-মতে ধৃত সকল প্রতিবাদীর প্রতি খাটিবে।

খ।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোককরণের কথা।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে প্রতিবাদীর ডিক্রীমত কার্য্যসাধনের জামিন দিতে ও জামিন না দিলে তাঁহার নিষ্পত্তি ক্রোক করিতে প্রার্থনার কথা।

৪৮৩ ধারা। প্রতিবাদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া তিনি ডিক্রী জারীর বাধা কিম্বা বিলম্ব ঘটাইবার অভিপ্রায়ে—

(ক) আপন সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিতে, কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে, সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছেন, কিংবা

(খ) আদালতের এলাকার মধ্যে আপনার কোন সম্পত্তি রাখিয়া সেই এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন,

মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়েই বাদী আফীডেবিট করিয়া কি অন্যরূপে এই এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া তিনি সেই ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন করিবার জামিন দেন, ও জামিন না দিলে যত দিন আদালতের অন্য আজ্ঞা না হয়, ততদিন আদালতের এলাকার অন্তর্গত তাহার ঐ সম্পত্তির কোন অংশ ক্রোক করা যায়, বাদী আদালতের এমন আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

প্রার্থনার মর্ম্মের কথা।

আদালত অন্য প্রকারের আজ্ঞা না করিলে সেই প্রার্থনাপত্রে যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হয়, তাহা বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে, ও তাহার আনুমানিক মূল্যও লিখিত হইবে।

প্রতিবাদীকে আদালতের জামিন দিবার কি কারণ দর্শাইবার অনুমতি করিতে পারিবার কথা।

৪৮৪ ধারা। মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া সেই ডিক্রী জারীর বাধা কি বিলম্ব ঘটাইবার জন্যে তিনি আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছেন, কিম্বা আদালতের মধ্যে আপনার কিছু সম্পত্তি রাখিয়া উক্ত অভিপ্রায়ে আপনি ঐ এলাকা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ও আর যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন, তাহা লইলে পর, ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে সময় নিরূপণ করিয়া তাঁহার প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, আদেশ করা গেলেই আপনার উক্ত সম্পত্তি কি তাহার মূল্য কিম্বা ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন করিবার জন্যে ঐ সম্পত্তির যে অংশ প্রচুর হয়, সেই অংশ উপস্থিত করিয়া আদালতের আজ্ঞাধীনে রাখিবার জামিন বলিয়া ঐ আজ্ঞাপত্রে যত টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তিনি সেই সময়ের মধ্যে তত টাকা জামিন দেন, কিংবা উপস্থিত হইয়া সেই জামিন না দেওনের কারণ দর্শান।

আরও আদালত ঐ আজ্ঞাপত্রের মধ্যে প্রার্থনাপত্রের নির্দিষ্ট সমুদায় সম্পত্তি কিংবা তাহার কোন অংশ নিয়মাধীনে ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কারণ দর্শান না গেলে কিংবা জামিন দেওয়া না গেলে ক্রোক করিবার কথা।

৪৮৫ ধারা। প্রতিবাদী জামিন না দেওনের কারণ দর্শাইতে না পারিলে কিংবা আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে আদেশমত জামিন না দিলে, প্রার্থনাপত্রে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল, আদালতে সেই সম্পত্তি কিংবা মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইতে পারে, সেই ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন করিবার জন্যে ঐ সম্পত্তির যে অংশ প্রচুর বোধ হয়, সেই অংশ ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

প্রতিবাদী উক্ত কারণ দর্শাইলে কিম্বা আদেশমতে জামিন দিলে ও প্রার্থনাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি কিংবা তাহার কোন অংশ ক্রোক করা গিয়া থাকিলে, আদালত ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

যে প্রকারে ক্রোক করা যাইবে, তাহার কথা।

৪৮৬ ধারা। এই আইনে টাকার ডিক্রী জারী করিবা সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে বিধান আছে, ঐ সম্পত্তি সেই বিধানমতে ক্রোক করা যাইবে।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহার উপর দাওয়া হইলে অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

৪৮৭ ধারা। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহার উপর কোন দাওয়া উপস্থিত করা গেলে, এই আইনে টাকার ডিক্রি জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তাহার উপর দাওয়ার অনুসন্ধান লইবার যে বিধান হইয়াছে, সেই বিধানমতে উক্ত দাওয়ারও অনুসন্ধান লওয়া যাইবে।

জামিন দেওয়া গেলে কিংবা মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

৪৮৮ ধারা। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করিবার আজ্ঞা হওয়া থাকিলে, প্রতিবাদী আদেশমতে জামিন ও ক্রোক করিবার খরচার জামিন দিলেই, কিংবা মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইলেই যে আদালত ঐ আজ্ঞা করিলেন, সেই আদালত ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবেন।

ক্রোক হইলে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদের স্বত্বের হানি না হওনার কিম্বা নীলাম হওনার্থে ডিক্রীদারের প্রার্থনা করিবার বাধা না হওয়ার কথা।

৪৮৯ ধারা। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করা গেলেও যাঁহারা মোকদ্দমার কোন পক্ষের মধ্যে নহেন, ক্রোক হওয়ার পূর্ব্বে এমত ব্যক্তিদের যে স্বত্ব ছিল, তাহার হানি হইবে না, কিংবা কোন ব্যক্তি প্রতিবাদীর বিপক্ষ ডিক্রীদার হইলে, তাঁহার ঐ ডিক্রী জারীক্রমে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি নীলাম হইবার প্রার্থনা করিতে বাধা নাই।

এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তি ডিক্রী জারীক্রমে পুনশ্চ ক্রোক করিতে না হইবার কথা।

৪৯০ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানের বলে সম্পত্তির ক্রোক হইয়া থাকিলে, ও বাদীর সপক্ষে ডিক্রী হইলে, ঐ ডিক্রীজারীক্রমে ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ ক্রোক করিবার আবশ্যক নাই।

গ।—অনুপযুক্ত কারণে ধৃত কি ক্রোক হইলে হানিপূরণ বিষয়ক বিধি।

বিশিষ্ট কারণ না থাকিলেও, ধৃত কি ক্রোক করিবার আজ্ঞা পাওয়া গেলে হানিপূরণের কথা।

৪৯১ ধারা। কোন মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তিকে ধৃত কি সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তবে বিশিষ্ট কারণ না থাকিলেও, ঐ ধৃত কি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইয়াছিল, আদালত এমন জ্ঞান করিলে,

কিংবা বাদী মোকদ্দমা হারিলে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন সম্ভব কারণ ছিল না, আদালত এমত জ্ঞান করিলে,

ধৃত কি ক্রোক করণ দ্বারা প্রতিবাদীর যে খরচ কি হানি হইয়াছে, আদালত প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে তাঁহার হানিপূরণস্বরূপ এক সহস্র টাকার অনধিক যত সঙ্গত বোধ করেন, বাদীর বিপক্ষ ডিক্রীর মধ্যে প্রতিবাদীর তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু হানিপূরণের মোকদ্দমায় ঐ আদালত যত টাকা ডিক্রী করিতে পারিতেন, এই ধারামতে তদধিক টাকার আজ্ঞা করিবেন না।

এই ধারামতে আজ্ঞা হইলে পর, উক্ত ধৃত কি ক্রোককরণপ্রযুক্ত হানিপূরণ পাইবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধবিষয়ক ও মোকদ্দমার চলন্‌কালীন বিষয়ক বিধি।

ক।—কিয়ৎকালীন নিষেধ বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধের আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে, তাহার কথা।

৪৯২ ধারা। (ক) মোকদ্দমায় যে সম্পত্তির বিষয়ে বিবাদ হইতেছে, মোকদ্দমার কোন পক্ষের দ্বারা তাহার অপচয় কি হানি হওয়ার কিম্বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়ার কিংবা কোন ডিক্রীজারীক্রমে অন্যায় মতে নীলাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিংবা

(খ) মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিবাদী আপনার সম্পত্তি স্থানান্তর কি হস্তান্তর করিব বলিয়া ভয় দেখান, কিংবা তাহা করিতে উদ্যত আছেন,

কোন মোকদ্দমায় এফিডেবিটক্রমে কি অন্য প্রকারে ইহার প্রমাণ হইলে,

আদালত আজ্ঞাপত্রদ্বারা সেই কার্য্য নিবারণ করিতে কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিংবা সম্পত্তির অপচয় কি হানি কি স্থানান্তর কি বিক্রয় কি হস্তান্তর

কি পরহস্তগত করা স্থগিত ও নিবারণ করণার্থে অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন। অথবা সেই নিষেধসূচক বা অন্য আজ্ঞা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

চুক্তিভঙ্গ পুনশ্চ কি পর পর না করিবার নিষেধের কথা।

৪৯৩ ধারা। প্রতিবাদীর চুক্তিভঙ্গ কি অন্য অপকার নিবারণার্থ মোকদ্দমায় হানিপূরণের দাওয়া হইলে বা না হইলেও, যে চুক্তিভঙ্গের কি অপকারের নালিশ হয়, বাদী মোকদ্দমার আরম্ভের পর কোন সময়েই ও নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বা পরেও, প্রতিবাদীর সেই চুক্তিভঙ্গ বা অপকার নিবারণার্থে, কিংবা সেই চুক্তি হইতে কি সেই সম্পত্তি কি সত্বসম্বন্ধে সেই প্রকারের যে কোন চুক্তিভঙ্গ বা অপকার জন্মে, তাহা বারণ করণার্থে আদালতে কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

সেই নিষেধ যতদিন প্রবল থাকিবে, তদ্বিষয়ের কিংবা হিসাব রাখিবার কি জামিন দেওনের নিয়মে কিংবা আদালত অন্য বিষয়ের যে নিয়ম করা উচিত বোধ করেন, সেই নিয়মানুসারে আজ্ঞাপত্রদ্বারা ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কিংবা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন

এই ধারা কিংবা ৪৯২ ধারামতে নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, প্রতিবাদী সেই আজ্ঞা না মানিলে, তাঁহাকে ছয় মাসের অনধিক কাল কারাবদ্ধ করণ কিংবা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করণ দ্বারা কি ঐ উভয় কার্য্যদ্বারা সেই আজ্ঞা প্রবল করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে যে ক্রোক করা যায়, তাহা এক বৎসরের অধিক কাল প্রবল থাকিবে না।

সেই সময়ের অবশেষে যদি প্রতিবাদী সেই আদেশমত কার্য্য না করিয়া থাকেন, তবে ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে ও আদালত তদুৎপন্ন টাকা হইতে বাদীর হানিপূরণস্বরূপ যত টাকা পাওয়া উচিত বোধ করেন, দিতে পারিবেন, ও উদ্বর্ত্ত থাকলে তাহা প্রতিবাদীকে দিতে পারিবেন।

নিষেধসূচক আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষ পক্ষকে নোটীস দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৯৪ ধারা। আদালত সর্ব্বদাই নিষেধসূচক আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা হওয়ার নোটিস দিতে আজ্ঞা করিবেন, কিন্তু বিলম্ব হইলে, ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা দেওনের অভিপ্রায় নিষ্ফল হইবে, এমত বোধ করিলে ঐ নোটিস দেওয়ার আজ্ঞা করিবেন না।

সমবায়িত সমাজের প্রতি নিষেধসূচক যে যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, তাহা ঐ সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের ও কার্য্যকারকদের উপর প্রবল হওয়ার কথা।

৪৯৫ ধারা। সমবায়িত সমাজের কি প্রকাশ্য কোম্পানির প্রতি নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা কেবল ঐ সমাজ কি কোম্পানি আবদ্ধ হইবেন তাহা নয়, কিন্তু ঐ সমাজ কি কোম্পানিগত যে সকল ব্যক্তির ও কর্ম্মকারকদের কার্য্য বারণ করিতে চেষ্টা হয়, তাঁহারাও আবদ্ধ হইবেন।

নিষেধসূচক আজ্ঞা রহিত কি মতান্তর কি অসিদ্ধ করিবার কথা।

৪৯৬ ধারা। নিষেধসূচক যে আজ্ঞা করা যায়, কোন পক্ষ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আদালতে প্রার্থনা করিলে, আদালত তাহা স্থগিত কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন।

বিশিষ্ট কারণ বিনা নিষেধসূচক আজ্ঞা হইলে প্রতিবাদীর হানিপূরণের কথা।

৪৯৭ ধারা। আদালত যে নিষেধসূচক আজ্ঞা দিলেন, অপ্রচুর কারণে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা করা গেল, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে কিংবা নিষেধসূচক আজ্ঞা বাহির হইলে পর মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইলে, কিংবা ক্রটিপ্রযুক্ত কি অন্য কারণে বাদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে, ও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন সম্ভব হেতু ছিল না, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে,

ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞার দ্বারা প্রতিবাদীর যে খরচ কি হানি হইয়াছে, আদালত প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে তাঁহার ঐ হানিপূরণস্বরূপ এক সহস্র টাকার অনধিক যত সঙ্গত বোধ করেন, বাদীর বিপক্ষ ডিক্রীর মধ্যে প্রতিবাদীর তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু হানিপূরণের মোকদ্দমায় ঐ আদালত যত টাকার ডিক্রী করিতে পারিতেন, এই ধারামতে তদধিক টাকার আজ্ঞা করিবেন না।

এই ধারামতে আজ্ঞা হইলে পর ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা হয়নোপলক্ষে হানিপূরণ পাইবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

খ।—মোকদ্দমার চলনকালীন আজ্ঞা।

কাঁচা দ্রব্য বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দেওনের ক্ষমতার কথা।

৪৯৮ ধারা। অস্থাবর যে দ্রব্য স্বভাবতঃ ত্বরায় ক্ষয় পায়, এমত দ্রব্য লইয়া বিবাদ হইলে, ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, আদালত যে যে প্রকারে ও যে নিয়ম করা উচিত বোধ করেন, সেই প্রকারের ও সেই নিয়মানুসারে আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

বিবাদীয় বিষয় আটক প্রভৃতি করিবার আজ্ঞা ও প্রবেশ করণের ও নমুনা লওনের অনুমতি লওনের ও পরীক্ষা করণের অনুমতি দেওনের ক্ষমতার কথা।

৪৯৯ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে, আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, এমত নিয়মানুসারে,

(ক) ঐ মোকদ্দমার বিবাদীয় কোন সম্পত্তি আটক রাখিবার, কিংবা রক্ষা করিবার, কি দেখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) এবং পূর্ব্বোক্ত সকল কি কোন অভিপ্রায়ে ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষের অধিকারগত কোন ভূমিতে কি ঘরে কোন ব্যক্তি যাইবার কি প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। ও

(গ) পূর্ব্বোক্ত সকল কি কোন অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ সন্ধান কি প্রমাণ পাইবার জন্য যে নমুনা লওয়া কিংবা যে যে বিষয়ের সমালোচনা করা কি পরীক্ষা করা আবশ্যক বা বিহিত বোধ হয়, তাহা লওয়ার কি করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

এই আইনের পূর্ব্বভাগে পরওয়ানা জারী করিবার যে যে বিধান আছে, তাহার কয়েক শব্দ প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিলে, সেই সেই বিধান এই ধারামতে প্রবেশ করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি খাটিবে।

নোটিস দেওয়ার পর তদ্রূপ আজ্ঞা প্রার্থনা করা যাইবার কথা।

৫০০ ধারা। সমন জারী হওয়ার পর কোন সময়ে প্রতিবাদীর নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর, বাদী ৪৯৮ বা ৪৯৯ ধারামত আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

বাদীর নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর ও প্রার্থকের উপস্থিত হওয়ার পর কোন সময়ে প্রতিবাদীও সেই প্রকারে আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

যখন অগৌণেই কোন পক্ষকে বিবাদীয় ভূমির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে, তাহার কথা।

৫০১ ধারা। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি কিম্বা যে তালুকাদি বিক্রয় হইতে পারে, তাহা লইয়া মোকদ্দমা হইলে, সেই ভূমি কি তালুকাদি যাঁহার অধিকারে থাকে, তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব কিম্বা বিষয়বিশেষে ঐ তালুকাদির ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজনা দিতে তাচ্ছীল্য করেন, ও যদি তৎপ্রযুক্ত ঐ ভূমি কি তালুকাদি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমার অন্য যে কোন পক্ষ ঐ ঐ ভূমিতে কি তালুকাদিতে স্বার্থের দাওয়া রাখেন, তিনি বিক্রয়ের পূর্ব্বে (আদালতের বিবেচনামতে জামিন দিয়া বা না দিয়াও) ঐ বাকী রাজস্ব কি খাজানা দিলে, তাঁহাকেই অগৌণেই ঐ ভূমির কি তালুকাদির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে।

এবং আদালত যে হিসাবে সুদ ধরা উচিত বোধ করেন, আপন ডিক্রীতে বাকীদারের বিপক্ষে সেই হিসাবমতে সুদশুদ্ধ তদ্রূপ দত্ত টাকার ডিক্রী দিতে পারিবেন, কিংবা মোকদ্দমায় যে ডিক্রী করা যায়, তন্মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার আদেশ থাকিলে, আদালত যে হারে আজ্ঞা করেন, তদ্রূপ দত্ত টাকার উপর সেই হারে সুদও ধরিতে পারিবেন।

আদালতে টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত করিবার কথা।

৫০২ ধারা। যদি টাকা কিম্বা অন্য যে বিষয় অর্পণ করা যাইতে পারে, তাহা লইয়া মোকদ্দমা হইয়া থাকে, ও মোকদ্দমার কোন পক্ষ অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত ন্যাসধারিস্বরূপে ঐ টাকা কি অন্য বিষয় রাখিতেছেন, কিম্বা তাহা অন্য ব্যক্তির কি অন্যের প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে আদালত জামিন লইয়া বা না লইয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা হওয়ার অপেক্ষায় ঐ টাকা কি বিষয় আদালতে গচ্ছিত করিবার, কিম্বা শেষোক্ত ব্যক্তিকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

গ্রাহকদের নিযুক্ত করণবিষয়ক বিধি।

গ্রাহকদিগকে আদালতের নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০৩ ধারা। স্থাবর কি অস্থাবর যে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হয়, কিংবা যাহা ক্রোক করা যায়, সেই সম্পত্তি আদায় বা রক্ষা করণের কিম্বা তাহার উত্তমরূপে সংরক্ষণের বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের জন্যে আদালতের বিবেচনায় আবশ্যক হইলে ঐ আদালত,—

(ক) ঐ সম্পত্তির গ্রাহক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে,

(খ) ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে কি সংরক্ষণে থাকে, তাঁহাকে ঐ সম্পত্তির অধিকার কি সংরক্ষণ হইতে অবসর করিতে ও

(গ) উক্ত গ্রাহকের সংরক্ষণে কি অধ্যক্ষতায় ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিতে পারিবেন ও

(ঘ) ঐ সম্পত্তির খাজানার ও উপস্বত্বের উপর তাঁহার পারিশ্রমিক বলিয়া যত টাকা কী কি কমিশ্যন উচিত বোধ করেন, ঐ গ্রাহককে তাহা দিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত ও তাঁহার প্রতিপাদকরণার্থে ও সম্পত্তির আদায় ও কার্য্যাধ্যক্ষতা ও সুবন্দ ও সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করণার্থে ও তাহার খাজানা ও উপস্বত্ব আদায় করণার্থে ও সেই খাজানা ও উপস্বত্ব প্রয়োগ ও ব্যয়াদি করণার্থে এবং লিখিত নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষর করণার্থে স্বামীর নিজের যে ক্ষমতা থাকে, ঐ গ্রাহককে সেই সকল কিম্বা আদালত তন্মধ্যে যে যে ক্ষমতা উচিত বোধ করেন, তাহা প্রদান করিতে পারিবেন।

গ্রাহকের দায়ের কথা।

তদ্রূপে যে প্রত্যেক জন গ্রাহক নিযুক্ত হন,

(ঙ) তিনি সেই সম্পত্তি সম্পর্কে যাহা প্রাপ্ত হইবেন, তাহার হিসাব নিয়মিতরূপে দেওনের জামিন দিতে হইলে, আদালত যে জামিন উচিত বোধ করেন, তিনি তাহা দিবেন।

(চ) ও আদালত যে যে সময়ে ও যে পাঠে হিসাব দেখাইবার আজ্ঞা করেন, সেই সেই সময়ে ও সেই পাঠে দেখাইবেন,

(ছ) ও তদনুসারে তাঁহার স্থানে যে উদ্বৃত্ত টাকা পাওনা থাকে, তাহা আদালতের আজ্ঞামতে দিবেন,

(জ) ও তাঁহার ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটি কিংবা ঘোরতর তাচ্ছীল্য দ্বারা সম্পত্তির হানি হইলে তিনি তাহার দায়ী হইবেন।

ক্রোক করা সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে বা রক্ষণে থাকে, তাঁহাকে মোকদ্দমার সকল পক্ষের কি তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন জনের কি কোন এক জনের অবসর করিবার আধুনিক স্বত্ব না থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহার অধিকার কি রক্ষণ হইতে আদালতের সেই সম্পত্তি অবসর করিবার ক্ষমতা নাই।

কালেক্টর সাহেব যেস্থলে গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন, তাহার কথা।

৫০৪ ধারা। গবর্ণমেণ্টে যে ভূমি রাজস্ব দেয়, কিম্বা যাহার রাজস্ব নিরূপিত কি পরিক্রীত হইয়াছে, এমত ভূমি লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ও কালেক্টর সাহেবের অধ্যক্ষতায় থাকিলে ঐ

সম্পত্তি সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের স্বার্থ সাধন হইবে, আদালত এমত বোধ করিলে কালেক্টর সাহেবের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে ঐ ভূমির গ্রাহকতা পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মতে যে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, তদ্বিষয়ের কথা।

৫০৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল, কেবল হাইকোর্ট ও জিলার আদালত সেই সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতের বিচারপতি আপনার সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় গ্রাহকের নিযুক্ত হওয়া বিহিত বোধ করিলে, তিনি যাঁহাকে সেই পদের যোগ্য জ্ঞান করেন, এমত ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে মনোনীত করিবার কারণ সহিত তাঁহার নাম জিলার আদালতে পাঠাইবেন, ও জিলার আদালত সেই বিচারপতির প্রতি ঐ মনোনীত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দিবেন, কিম্বা তদ্বিষয়ের অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন।

পঞ্চম ভাগ।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ক বিধি।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সালীসীতে অর্পণকরণ বিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমার উভয়পক্ষের অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পরিবার কথা।

৫০৬ ধারা। মোকদ্দমা সংক্রান্ত উভয়পক্ষের মধ্যে যে যে বিষয় লইয়া অনৈক্য হয়, সকলেই তাহা সালীসীতে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহারা বিচার প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালতে স্বয়ং কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে লিখনক্রমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আপন আপন উকীলের দ্বারা মোকদ্দমা সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রত্যেক প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও বিশেষ যে বিষয় অর্পণ করিতে চেষ্টা হয়, তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রে ব্যক্ত থাকিবে।

সালীস মনোনীত করিবার কথা।

৫০৭ ধারা। উভয়পক্ষ একবাক্য হইয়া যে প্রকারে স্থির করেন, তাঁহাদেরই দ্বারা সেই প্রকারে সালীস মনোনীত করা যাইবে।

যে স্থলে আদালত সালীসীকে মনোনীত করিবেন তাহার কথা।

সালীস বলিয়া মনোনীত করা যাইবে, এই বিষয়ে উভয়পক্ষের ঐক্য হইতে না পারিলে কিংবা যাহাকে মনোনীত করেন, তিনি ঐ সালীসের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলেও আদালতের দ্বারা সালীস মনোনীত করা যায়, উভয়পক্ষের এই ইচ্ছা থাকিলে, আদালত সালীস মনোনীত করিবেন।

অর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।

৫০৮ ধারা। বিবাদীয় যে বিষয় সালীসের নির্ণয় করিতে হইবে, আদালত আজ্ঞা পত্রক্রমে তাঁহার প্রতি সেই বিষয় অর্পণ করিয়া মীমাংসা জানাইবার যে সময় সঙ্গত বোধ করেন, এমত সময় নিরূপণ করিবেন ও আজ্ঞাপত্রে সেই সময় নির্দ্দেশ করিবেন।

কোন বিষয় একবার সালীসীতে অর্পণ করা গেলে পশ্চাল্লিখিত বিধানের স্থল ভিন্ন আদালত সেই বিষয় লইয়া সেই মোকদ্দমায় কার্য্য করিবেন না।

দুই কি ততোধিক জন সালীসের প্রতি অর্পণ করা গেলে, মতের অনৈক্যের সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহার বিধান করিবার কথা।

৫০৯ ধারা। দুই কি তদধিকজন সালীসের প্রতি অর্পণ করা গেলে, তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইতে পারে বলিয়া ঐ আজ্ঞাপত্রে এই এই বিধান করা যাইবে,—

(ক) প্রমাণপুরুষকে নিযুক্ত করা যাইবে, কিম্বা

(খ) সালীসের অধিকাংশ ব্যক্তি একবাক্য হইলে, সেই অধিকাংশের নিষ্পত্তি প্রবল হওয়ার আজ্ঞা করা যাইবে, কিম্বা

(গ) সালীসদের প্রতি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, কিম্বা

(ঘ) উভয়পক্ষ একবাক্য হইয়া অন্য যেরূপ বিধান করেন, সেইরূপে করা যাইবে, তাঁহারা একবাক্য হইতে না পারিলে আদালত যেরূপে নির্ণয় করেন, সেইরূপে করা যাইবে।

প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইলে, যদি তাঁহার কার্য্য করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে আদালত তাঁহার মীমাংসা জানাইবার যে সময় সঙ্গত জ্ঞান করেন, এমত সময় নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

সালীসদের কি প্রমাণপুরুষের মৃত্যু কি অক্ষমতা প্রভৃতি হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৫১০ ধারা। সালীস কিম্বা একজনের অধিক সালীস থাকিলে তাহাদের মধ্যে কেহ কিম্বা প্রমাণপুরুষ মরিলে কিম্বা কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে কি তাচ্ছীল্য করিলে কিম্বা অশক্ত হইলে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে ও যে ভাবগতিকে গমন করেন তৎপ্রযুক্ত তাহার অল্প দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা না থাকিলে, আদালত স্বীয় বিবেচনামতে সেই মৃত বা অসম্মত বা তাচ্ছল্যকারী বা কার্য্য করিতে অশক্ত কি ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত ব্যক্তির স্থানে নূতন সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ সালীসী কার্য্য নিবৃত্ত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন।

আদালতের দ্বারা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হওয়ার কথা।

৫১১ ধারা। সালীসীতে অর্পণ করণের আজ্ঞানুসারে সালীসেরা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া তাহা না করিলে, মোকদ্দমার কোন পক্ষ সালীসদের নামে লিখিয়া প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার নোটিস দিতে পারিবেন। সেই নোটিস দেওয়া গেলে পর সাত দিনের মধ্যে কিম্বা আদালত প্রত্যেক স্থলে আর যত সময় দিতে পারেন, সেই সময়ের মধ্যে প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করা না গেলে, যে পক্ষ পূর্ব্বোক্ত নোটিস দিলেন, তিনি প্রার্থনা করিলে আদালত প্রমাণপুরুষকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৫০৯ কি ৫১০ কি ৫১১ ধারামতে যে সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হন, তাঁহার ক্ষমতার কথা।

৫১২ ধারা। ৫০৯ কি ৫১০ কি ৫১১ ধারামতে যে সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হন, সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্রে তাঁহারই লেখা থাকার ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে।

সাক্ষীদিগকে সমন করিবার কথা।

৫১৩ ধারা। আদালত আপনার সম্মুখে বিচার করা মোকদ্দমায় যে যে পরওয়ানা দিতে পারেন, সালীসেরা কি প্রমাণপুরুষ যে পক্ষের ও যে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইতে চাহেন, তাঁহাদের নামেও সেই প্রকারের পরওয়ানা দিবেন।

ত্রুটি প্রভৃতি হেতুক দণ্ডের কথা।

কোন ব্যক্তিরা সেই পরওয়ানামতে উপস্থিত না হইলে কিম্বা অন্য প্রকারে ত্রুটি করিলে কিম্বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিলে কিংবা সালীস কিংবা প্রমাণপুরুষের প্রতি অর্পিত বিষয়ের তদন্ত লওন সময়ে কোন প্রকারে সালীসের কি প্রমাণপুরুষের অবজ্ঞা করণের অপরাধী হইলে, আদালতের সম্মুখে বিচার করা মোকদ্দমায় তদ্রূপ অপরাধ করিলে তাঁহাদের যে অনিষ্ট ও অর্থদণ্ড হইত সালীসের কি প্রমাণপুরুষের আবেদনক্রমে আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহাদের সেই অর্থদণ্ড ও অন্য দণ্ড হইতে পারিবে।

মীমাংসা করিবার সময় বৃদ্ধির কথা।

৫১৪ ধারা। আবশ্যকমত প্রমাণের কি সন্ধানের অভাবে কি অন্য কারণে সালীসেরা আজ্ঞাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মীমাংসা শেষ করিতে না পারিলে আদালত উচিত বোধ করিলে মীমাংসা জানাইবার আর সময় দিতে ও সময় সময়ে সেই সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিম্বা সালীসীকার্য্য নিরস্ত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া ঐ মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন।

সালীসদের পরিবর্ত্তে প্রমাণপুরুষের সালীসী করিতে পারিবার কথা।

৫১৫ ধারা। প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইলে, তিনি নিম্নলিখিত স্থলে সালীসদের পরিবর্ত্তে সেই অর্পিত বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, বিশেষতঃ—

(ক) সালীসরা মীমাংসা না করিয়া নিরূপিত সময় অতীত হইতে দিলে, কিংবা

(খ) তাঁহারা একবাক্য হইতে পারেন না আদালতে কিংবা প্রমাণপুরুষকে এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া দিলে।

মীমাংসাপত্র স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করিবার কথা।

৫১৬ ধারা। মোকদ্দমার মীমাংসা করা গেলে, যে ব্যক্তিরা তাহা করিলেন, তাঁহারা মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, আপনাদের সম্মুখে যে সাক্ষ্য লওয়া গেল ও যে দলীলের প্রমাণ হইল, তৎসহিত ঐ মীমাংসাপত্র আদালতে অর্পণ করাইবেন। মীমাংসাপত্র অর্পণ হওয়ার নোটিস উভয় পক্ষকে দেওয়া যাইবে।

সালীসদের কি প্রমাণপুরুষের বিশেষ বিষয় ব্যক্ত করিতে পারিবার কথা।

৫১৭ ধারা। আদালতের আজ্ঞাক্রমে কোন বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা গেলে সালীসের

কিম্বা প্রমাণপুরুষ সেই সম্পূর্ণ বিষয়ে কি তাহার একাংশে যে মীমাংসা করিলেন, আদালতের অনুমতি লইয়া আদালতের অভিমত জানিবার নিমিত্ত বিশেষ বিষয়স্বরূপ সেই মীমাংসা জানাইতে পারিবেন, ও আদালত তদ্বিষয়ে আপনার অভিমত জানাইবেন, ও সেই অভিমত মীমাংসায় সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহার একাংশ হইলে।

কোন কোন স্থলে প্রার্থনামতে আদালতে মীমাংসা মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবার কথা।

৫১৮ ধারা। আদালত আজ্ঞা করিয়া নিম্নলিখিত স্থানে মীমাংসা ও মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবেন,—

(ক) যে বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা যায় নাই, মীমাংসার একাংশ এমত বিষয় হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট হইলে কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন সেই অংশ অন্য অংশ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে ও তদ্দ্বারা সেই অর্পিত বিষয়ের নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম না হয়, কিংবা

(খ) মীমাংসা লিখিবার পাঠ অশুদ্ধ হইলে, কিংবা তন্মধ্যে কোন স্পষ্ট ভ্রম থাকিলে ও নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম না করিয়া সংশোধন করা যাইতে পারিলে।

সালীসীতে অর্পণ করণের খরচ বিষয়ক আজ্ঞার কথা।

৫১৯ ধারা। সালীসীতে অর্পণ করণের খরচার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, ও মীমাংসাপত্রে তদ্বিষয়ের প্রচুর বিধান না থাকিলে, আদালত ঐ খরচা বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

মীমাংসা কি সালীসীতে অর্পিত বিষয় যে স্থলে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে, তাহার কথা।

৫২০ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, সেই নিয়মানুসারে সেই সালীসদের কি প্রমাণ পুরুষের পুনর্বিবেচনার নিমিত্ত মীমাংসা কিংবা সালীসীতে অর্পিত কোন বিষয় ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন, বিশেষতঃ—

(ক) সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয় মীমাংসাপত্রে অনির্ণীত থাকিলে, কিম্বা সালীসীতে যাহা অর্পিত হয় নাই, এমত বিষয় নির্ণীত হইলে,

(খ) মীমাংসা অনিশ্চিত হওয়াতে তদনুসারে কার্য্য সাধন হইতে না পারিলে,

(গ) মীমাংসার অভিমুখেই তাহা আইনসিদ্ধ নয় বলিবা আপত্তি দৃষ্ট হইলে,

মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার হেতুর কথা।

৫২১ ধারা। ৫২০ ধারামতে মীমাংসাপত্র ফিরিয়া দেওয়া গেলে, যদি সালীসেরা কি প্রমাণপুরুষ তাহা পুনর্বিবেচনা করিতে অস্বীকার করেন, তবে তাহা ব্যর্থ হইবে। কিন্তু নিম্নলিখিত কোন এক হেতু বিনা মীমাংসাপত্র অসিদ্ধ হইবে না, অর্থাৎ

(ক) সালীসের কি প্রমাণপুরুষের উৎকোচ গ্রহণ কি অসদাচরণ হেতুক।

(খ) কোন পক্ষের যে যে বিষয় প্রচার করা উচিত, এমত কোন বিষয় প্রতারণাক্রমে গোপনে রাখন কিম্বা ইচ্ছা করিয়া সালীসকে কি প্রমাণপুরুষকে ভুলাওন কি বঞ্চনা করণ হেতুক।

(গ) আদালত সালীসী কার্য্য নিরস্ত করিয়া মোকদ্দমা ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করিলে পর মীমাংসা হওন হেতুক।

আরও আদালত যে সময়ে অনুমতি দেন, মীমাংসা সেই সময়ের মধ্যে করা না গেলে, সিদ্ধ হইবে না।

মীমাংসানুসারে ডিক্রী হইবার কথা।

৫২২ ধারা। আদালত পুর্ব্বোক্তমতে মীমাংসা কিম্বা সালীসীতে অর্পিত কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্ত ফিরিয়া দিবার কোন হেতু দেখিতে না পারিলে এবং মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা না হইলে কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিলে,

সেই প্রার্থনা করিবার সময় অতীত হইলে পর আদালত মীমাংসা অনুসারে বিচার জানাইতে প্রবৃত্ত হইবেন।

কিংবা বিশেষ বিষয়স্বরূপ সেই মীমাংসা আদালতে অর্পণ করা গিয়া থাকিলে, সেই বিষয়ে আপনার অভিমতানুসারে বিচার জানাইতে প্রবৃত্ত হইবেন।

পরে ডিক্রী হইবার কথা।

তদ্রূপে যে বিচার জ্ঞাত করা যায়, তদনুযায়ী ডিক্রী হইবে ও এই আইনে ডিক্রীজারী করিবার যে বিধান আছে, তদনুসারে ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইবে। ঐ ডিক্রী যতদূর মীমাংসার অতিরিক্ত হয়, কিংবা তদনুযায়ী না হয়, কেবল ততদূর তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে নতুবা ঐ ডিক্রীর উপর আপীল নাই।

সালীসীতে অর্পণ করণের সম্মতিপত্র আদালতে অর্পণ করা যাইতে পারিবার কথা।

৫২৩ ধারা। কোন ব্যক্তিরা নিয়মপত্র লিখিয়া আপনাদের মধ্যে কোন বিবাদ ঐ নিয়মপত্রের উল্লিখিত কোন ব্যক্তির কিংবা নিয়মপত্র যে বিষয়সম্পর্কীয় হয়, সেই বিষয়ের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সালীসীতে অর্পণ করিতে সম্মত হইলে, সেই নিয়মপত্রের উভয় কি কোন পক্ষ ঐ আদালতে ঐ পত্র অর্পণ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনাপত্রে নম্বর দিয়া তাহা রেজিষ্টরী করিবার কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে ও উভয় পক্ষের সকল ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত করা গেলে স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কি স্বার্থবিশিষ্ট বলিয়া দাওয়াদারের এক কি কয়েক ব্যক্তিকে বাদী ও অন্য এক কি কয়েক ব্যক্তিকে প্রতিবাদী বলিয়া, কিংবা সকলে ঐ প্রার্থনা উপস্থিত না করিলে প্রার্থককে বাদী ও অন্য ব্যক্তিকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া ঐ প্রার্থনাপত্র রেজিষ্টারী করা যাইবে।

আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দেখাইবার নোটিসের কথা।

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে, আদালত প্রার্থক ভিন্ন ঐ নিয়মপত্রের অন্য সকল ব্যক্তিদের নামে তদ্বিষয়ের নোটিস দিবার আদেশ করিয়া ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দর্শাইতে আদেশ করিবেন।

বিশিষ্ট কারণ দর্শান না গেলে আদালত ঐ নিয়মপত্র গাঁথাইয়া রাখিবেন ও তদনুসারে

সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিবেন, ও তন্মধ্যে সালীসের নাম না থাকিলেও যাহাকে সালীস বলিয়া নিযুক্ত করিতে হইবে, এই বিষয়ে উভয়পক্ষ একবাক্য হইতে না পারিলে, আদালত সালীসকেও মনোনীত করিবেন।

সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞানুসারে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবার কথা।

৫২৪ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত সকল বিধান উক্ত প্রকারের অর্পিত নিয়মপত্রের সঙ্গে যতদূর সঙ্গত হয়, ৫২৩ ধারামতে সালীসীতে আদালতের অর্পণ করিবার আজ্ঞানুযায়ী সকল কার্য্যের প্রতি ও সালীসের মীমাংসার প্রতি ও তন্মূলক ডিক্রী প্রবল করণের প্রতি ততদূর খাটিতে পারিবে।

আদালতের হস্তক্ষেপ করণ বিনা সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা অর্পণ করিবার কথা।

৫২৫ ধারা। যদি আদালতের হস্তক্ষেপ করণ বিনা কোন বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা যায় ও তদ্বিষয়ের মীমাংসা হয়, তবে যে বিষয় সম্পর্কীয় মীমাংসা হইল, সেই বিষয়ে নিম্নতর যে আদালতের বিচারাধিপত্য থাকে, ঐ মীমাংসায় স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি সেই আদালতে মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া রাখিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

প্রার্থনাপত্রের নম্বর দিয়া তাহা রেজিষ্টারী করিবার কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে এবং প্রার্থককে বাদী ও অন্য ব্যক্তিদিগকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া সেই প্রার্থনাপত্র রেজিষ্টারী করা যাইবে।

সালীসীর উভয় পক্ষকে নোটিস দিবার কথা।

আদালত প্রার্থক ভিন্ন সালীসীর অন্য ব্যক্তিদের নামে নোটিস দেওয়াইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া না রাখিবার কারণ দেখাইতে আদেশ করিবেন।

ঐ মীমাংসা অর্পণ ও প্রবল করণের কথা।

৫২৬ ধারা। মীমাংসার বিপরীত ৫২০ কি ৫২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বা উল্লিখিত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া রাখিতে আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে এই অধ্যায়ের বিধানমতে মীমাংসার ন্যায় ঐ মীমাংসা ফলবৎ হইবে।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

আদালতের অভিমত জ্ঞাত হওয়ার জন্যে বর্ণনা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৭ ধারা। কোন ব্যক্তিরা বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কোন বিষয়ের নিষ্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত বলিয়া দাওয়া রাখিলে তাঁহারা নিয়মপত্র লিখিয়া আদালতের অভিমত জানিবার জন্যে বিশেষ বলিয়া সেই কথা ব্যক্ত করিয়া, এই মর্ম্মের বিধান করিতে পারিবেন যে, আদালত সেই বিষয়ের যাহা নির্ণয় করেন তদনুসারে,

(ক) তাঁহাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে উভয়ের নির্দ্ধারিত কি আদালতের নির্ণীত কতক টাকা দিবেন, কিংবা

(খ) নিয়মপত্রে স্থাবর কি অস্থাবর যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাঁহাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে তাহা দিবেন, কিংবা

(গ) নিয়মপত্রে বিশেষ যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাঁহাদের এক কি কয়েক ব্যক্তি তাহা করিবেন, কিংবা করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন।

এই ধারামতে যে বিষয়ের বর্ণনা করা যায় তাহা, ক্রমিক নম্বরযুক্ত নানা দফায় বিভক্ত হইবে, ও তদ্দ্বারা যে বিবাদ উত্থিত হয়, আদালতের তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবার নিমিত্ত যে যে বৃত্তান্তের ও দলীলের প্রয়োজন থাকে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত হইবে।

যে স্থলে বিষয়ের মূল্য ব্যক্ত হইবে, তাহার কথা।

৫২৮ ধারা। কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিবার, কিংবা বিশেষ কোন কার্য্য করিবার, কি করিতে ক্ষান্ত থাকিবার নিমিত্ত ঐ নিয়মপত্র হইয়া থাকিলে যে সম্পত্তি সমর্পণ করিতে হইবে, কিম্বা যে সম্পত্তির সঙ্গে উক্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সম্পর্ক থাকে, নিয়মপত্রে তাহার আনুমানিক মূল্য লিখিতে হইবে।

নিয়মপত্র মোকদ্দমার ন্যায় অর্পণ করিবার ও তাহার নম্বর দিবার কথা।

৫২৯ ধারা। নিয়মপত্র পূর্ব্বলিখিত বিধি অনুসারে লেখা গেলে পর নিয়মপত্রে উল্লিখিত বিষয় যত টাকার বা যত মূল্যের হয়, তত টাকার বা তত মূল্যের মোকদ্দমা বিচার করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, ঐ নিয়মপত্র সেই আদালতে গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

গাঁথিয়া দেওয়া গেলে, স্বার্থবিশিষ্ট বলিয়া দাওয়াদার এক কি কয়েক ব্যক্তিকে বাদী ও অন্য এক কি কয়েক ব্যক্তিকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া ঐ নিয়মপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবে। ও যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তাহা উপস্থিত করিলেন, তাঁহাদের ছাড়া নিয়মপত্রের ভাগী সকল ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া যাইবে।

উভয় পক্ষের আদালতের ক্ষমতাধীন থাকার কথা।

৫৩০ ধারা। ঐ নিয়মপত্র অর্পণ করা গেলে পর তৎপক্ষীয় ব্যক্তিরা আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন থাকিবেন ও নিয়মপত্রের অধীন থাকিবেন ও নিয়মপত্রের লিখিত কালক্রমে বদ্ধ থাকিবেন।

ঐ বিষয় শুনিবার ও নিষ্পত্তির কথা।

৫৩১ ধারা। সেই বিষয় ৫ পঞ্চম অধ্যায়মতে উপস্থিত করা মোকদ্দমার ন্যায় শুনিবার জন্যে লেখা যাইবে, ও সেই অধ্যায়ের বিধান সেই মোকদ্দমার প্রতি যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

আদালত উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইয়া কিম্বা যে প্রমাণ লওয়া উচিত বোধ করেন, তাহা লইয়া।

(ক) ঐ নিয়মপত্র তাঁহাদের দ্বারা যথোচিতরূপে সম্পাদন করা গেল, ও

(খ) তন্মধ্যে যে বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে, সেই বিষয়ে তাঁহাদের প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বার্থ আছে, ও

(গ) তাহা নিষ্প ত্ত করিবার যোগ্য এই কথা হুবোধ মতে জানিলে সাধারণ মোকদ্দমার যেরূপে করিয়া থাকেন, সেইরূপে ঐ বিষয়ে বিচার জানাইতে প্রবৃত্ত হইবেন, ও তদ্রূপে যে বিচার জানান, তদনুসারে ডিক্রী হইবে, ও এই আইনে ডিক্রীজারী করিবার যে বিধান আছে, সেই বিধানমতে ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইবে।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের উপর সবাসরী কার্য্যপ্রণালীর কথা।

বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির উপর সবাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

৫৩২ ধারা। বাদী এই অধ্যায়মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে চাহিলে, এই ধারা যে কোন আদালতের প্রতি বর্ত্তে, এই আইনের নির্দ্ধারিত পাঠে আবেদন উপস্থিত করিয়া সেই আদালতে বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিন্তু এই আইনের চতুর্থ তফসীলে ১৭২ নম্বরের যে পাঠ আছে, সমন সেই পাঠে কিংবা হাইকোর্ট সময়ে সময়ে অন্য যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে লেখা যাইবে।

আবেদনপত্র ও সমনপত্র সেই পাঠে লেখা গেলে, প্রতিবাদী নিম্নলিখিত মতে বিচারপতির নিকটে উপস্থিত হওনের ও উত্তর দেওনের অনুমতি না পাইলে, উপস্থিত হইবেন না ও মোকদ্দমার উত্তর দিবেন না।

ও সেই অনুমতি না পাইলে, কিংবা পাইয়াও তদনুসারে উপস্থিত হইয়া উত্তর না দিলে বাদী সমনপত্রের উল্লিখিত টাকার অনধিকের ডিক্রী ও সুদের হার নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ঐ ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত সেই হারে সুদের, ও হাইকোর্টের বিধিমতে নির্দ্ধারিত খরচের ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান হইবেন। কিন্তু বাদী ঐ নির্দ্ধারিত টাকার অধিক দাওয়া করিলে খরচা নিয়মমতে নিরূপণ করা যাইবে ও ডিক্রী অগৌণেই প্রবল করা যাইতে পারিবে।

সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে দিবার কথা।

প্রতিবাদীর উত্তর আপাততঃ সপ্রমাণ হইতে পারে না, আদালত এমত বোধ না করিলে, কিম্বা ঐ উত্তরের সরলতা বিষয়ে সঙ্গতমতে সন্দেহ না করিলে, প্রতিবাদীর প্রতি সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিতে কিংবা তজ্জন্যে জামিন দিতে আজ্ঞা হইবে না।

ব্যাখ্যা—যে বিলের কি হুণ্ডীর কি খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, কেবল মিয়াদ অতীত হওয়ার সংযোগে সেই বিল প্রভৃতির দ্বারাই যেস্থলে আপাততঃ টাকা পাইবার স্বত্ব স্থাপন হইতে পারে, এই ধারা কেবল সেই স্থলের প্রতি যে খাটে এমত নয়।

প্রতিবাদী দোষগুণ মূলক উত্তর দেখাইলে উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইবার কথা।

৫৩৩ ধারা। প্রতিবাদী প্রার্থনা করিলে, ও সমনে যত টাকার উল্লেখ হইল, তাহা আদালতে দিলে, কিম্বা যে আফিডেবিটক্রমে প্রতিবাক্য প্রকাশ হয়, বা নিদর্শনপত্রধারীর যাহাতে জিনিসর প্রাপণের প্রমাণ করা আবশ্যক এমত বৃত্তান্ত, কিম্বা ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতিযোগপার্থে

আদালত অন্য যে বৃত্তান্ত প্রচুর বলিয়া জ্ঞান করেন, এমন বৃত্তান্ত যদ্দ্বারা প্রকাশ পায়, আদালতের হৃবোধজনক এমত আফিডেবিট দিলে, আদালত জামিন দেওন ও ইস্যু নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করণ প্রভৃতি বিষয়ক যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, সেই নিয়মানুসারে, তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমায় উত্তর দিবার অনুমতি দিবেন।

ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৪ ধারা। ডিক্রী হইলে পর, আদালত গতিক বিশেষে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে, ও আবশ্যক হইলে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, এবং উত্তর দিবার অনুমতি দেওয়া সঙ্গত জ্ঞান করিলে, যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, সেই নিয়মানুসারে সমনমতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার উত্তর দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

কোর্টের কার্য্যকারকের হস্তে বিল ইত্যাদি রাখিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৫ ধারা। মোকদ্দমা যে বিল কি হুণ্ডী কি খৎমূলক হয়, আদালত এই অধ্যায়মতে কোন কার্য্যানুষ্ঠান কালে আদালতের কোন কার্য্যকারকের হস্তে সেই বিল প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা দিয়া, বাদী যতদিন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের খরচার জামিন না দেন, তত দিন ঐ সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবারও আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

বিল অমান্য হইলে অগ্রাহ্য হওয়ার বিষয় লিখিবার খরচ আদায়ের কথা।

৫৩৬ ধারা। যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি খৎ অমান্য করা যায়, তাহা যে ব্যক্তির হাতে থাকে, এই অধ্যায়মতে তাঁহার সেই বিলের কি খতের টাকা আদায় করিবার যে উপায় আছে, উক্ত প্রকারে অমান্য হওয়া প্রযুক্ত তাহা অগ্রাহ্য হওয়ার কথা, কি তাহার টাকা দেওয়া গেল না, এই কি অন্য কথা, লেখাইতে যে খরচ লাগে, তাহাও ফিরিয়া পাইবার জন্যে তাঁর সেই উপায় থাকিবে।

এই অধ্যায়মত মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৩৭ ধারা। ৫৩২ অবধি ৫৩৬ পর্য্যন্ত সকল ধারায় যে যে স্থলের বিধান হইয়াছে সেই সেই স্থল ভিন্ন, এই অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় মতে উপস্থিত করা মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর ন্যায় হইবে।

এই অধ্যায়ের বিধান বিস্তৃত করিবার কথা।

৫৩৮ ধারা। ৫৩২ অবধি ৫৩৭ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধান কেবল এই এই আদালতের প্রতি বর্ত্তে,—

(ক) কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট।

(খ) রাঙ্গুণের রেকর্ডর সাহেবের আদালত।

(গ) কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত, ও

(ঘ) কারাচির জজ সাহেবের আদালত ও

(ঙ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ ক্ষমতাপন্ন অন্য যে আদালতের প্রতি বর্ত্তান সেই আদালত।

তদ্রূপে বর্ত্তান গেলে সেই সেই বিধানসংক্রান্ত ক্ষমতার ও কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে যে ব্যক্তি

যে ক্ষমতানুসারে যে কার্য্য করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহারও আজ্ঞা করিতে ও তদ্রূপে যে যে বিধানবর্ত্তান যায়, তাহা প্রবল করণার্থে যে যে বিধি আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহাও প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

উক্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হওনের পর এক মাসের মধ্যে ঐ ঐ বিধান তদনুসারে বর্ত্তিবে ও পূর্ব্বোক্তমতে প্রণীত বিধি আইনের তুল্যবৎ হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত কোন জ্ঞাপনপত্র সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন কি রহিত করিতে পারিবেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাধারণের হিতার্থে দত্ত ধনবিষয়ক বিধি।

সাধারণের হিতার্থে দত্ত ধনবিষয়ক মোকদ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তদ্বিষয়ের কথা।

৫৩৯ ধারা। সাধারণের হিতজনক কার্য্যের নিমিত্ত স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ বিশ্বাসপূর্ব্বক ধন ন্যাস হইলে, সেই বিশ্বাস ভঙ্গ হইল বলিয়া কথিত হইলে, কিম্বা তদ্রূপ ন্যস্ত কোন সম্পর্কীয় কার্য্য নিরূপণার্থে আদালতের আদেশ থাকা আবশ্যক বোধ হইলে, আডবোকেট জেনরল সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে কিম্বা ঐ ন্যস্ত ধনে যাহাদের স্বার্থ থাকে, এমত দুই কি তদধিক ব্যক্তি আডবোকেট জেনরল সাহেবের লিখিত অনুমতি পাইয়া হাইকোর্টে কিম্বা উক্ত ন্যস্ত সমুদায় বিষয় কি তাহার কোন অংশ যে জিলার আদালতের দেওয়ানী এলাকার সীমার মধ্যে থাকে, সেই আদালতে নিম্নলিখিত ডিক্রী পাইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন,—

(ক) ঐ হিতজনক কার্য্যের নিমিত্ত দত্ত ধনের নূতন ন্যাসধারী নিযুক্ত করণার্থে,

(খ) ঐ দত্ত ধনের ন্যাসধারীদের প্রতি কোন সম্পত্তি বর্ত্তাইবার নিমিত্ত,

(গ) ধন যে যে কার্য্যার্থে দত্ত হইল, তন্মধ্যে যাহার প্রতি যে অংশ নিরূপণ হইবে, ইহা নির্ণয় করণার্থে,

(ঘ) ঐ দত্ত সমুদায় সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ পাট্টা কি ভাড়া করিয়া দিবার কি বিক্রয় করিবার কি বন্ধক রাখিবার কি বিনিময় করিবার অনুমতি দানার্থে,

(ঙ) ঐ দত্ত সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতার নিয়ম নিরূপণার্থে,

কিংবা বিষয় বিবেচনায় আর বা অন্য যে উপকার আবশ্যক, তাহা দানার্থে ডিক্রী।

এই ধারায় আডবোকেট জেনরল সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল, রাজধানী নগরের বাহিরের কালেক্টর সাহেবও কিংবা এতৎ কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

এতদ্দ্বারা ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ২ ধারা রহিত করা গেল।

ষষ্ঠ ভাগ।

আপীলবিষয়ক বিধি।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

মূল ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ না হইলে মূল সকল ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবার কথা।

৫৪০ ধারা। এই আইন কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, সেই আইনে ভাবান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রীর উপর কিম্বা ডিক্রীর কোন অংশের উপর ঐ ঐ আদালতের নিষ্পত্তির আপীল শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতে আপীল করা যাইতে পারিবে।

এই ধারানুসারে একতরফা মূল ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে।

আপীল লিখিবার পাঠের কথা।

মর্ম্মাত্মকপত্রের সঙ্গে ফি দিতে হইবে তাহার কথা।

৫৪১ ধারা। আপীল মর্ম্মাত্মকপত্রের ন্যায় লিখিত হইয়া আপেলাণ্টের দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে ও যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়, তাহার নকল ও ডিক্রী যে বিচারমূলক হয়, (আপীল আদালত তাহার নকল বিনা কার্য্যানুষ্ঠান করিবার অনুমতি না দিলে) তাহার নকল আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের সহিত দিতে হইবে।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের কথা।

আপীলের ঐ মর্ম্মাত্মকপত্রের বাদানুবাদ কি বৃত্তান্ত না লিখিয়া যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়, তদ্বিষয়ের আপত্তির হেতুমাত্র সংক্ষেপে ও ভিন্ন ভিন্ন দফা করিয়া লিখিতে হইবে ও প্রত্যেক হেতুর ক্রমিক নম্বর দেওয়া যাইবে।

যে যে হেতু ব্যক্ত থাকে, আপেলাণ্টের কেবল সেই সেই হেতু ধরিতে পারিবার কথা।

৫৪২ ধারা। আপেলাণ্ট আদালতের অনুমতি না পাইলে, আপত্তির অন্য কোন হেতু ব্যক্ত করিতে পারিবেন না ও অন্য হেতুর প্রতিপোষণে তাঁহার কথা শুনা যাইবে না। কিন্তু আপীলের নিষ্পত্তি করণে আদালত আপেলাণ্টের প্রকাশিত কেবল সেই সেই হেতু ধরিতে আবদ্ধ নহেন।

পরন্তু আপেলাণ্ট যে হেতু ব্যক্ত না করেন, রেস্পাণ্ডেণ্ট এমত হেতু ধরিয়া মোকদ্দমার উত্তর দিবার প্রচুর সুযোগ না পাইলে আদালত সেই হেতুর প্রতি নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন না।

মর্ম্মাত্মকপত্র অগ্রাহ্য হইবার কিংবা সংশোধন করিবার কথা।

৫৪৩ ধারা। আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টমত লেখা না গেলে তাহা অগ্রাহ্য হইতে

কিম্বা আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিবা দিবার জন্যে আপেলাণ্টকে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে, কিংবা তৎকালে তৎস্থানেই সংশোধন করা যাইতে পারিবে।

আদালত এই ধারামতে কোন মর্ম্মাত্মকপত্র অগ্রাহ্য করিলে, অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

এই ধারামতে আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র সংশোধন করা গেলে, বিচারপতি কিম্বা তিনি এতৎকার্য্যপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি সাক্ষিস্বরূপ ঐ সংশোধিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন।

অনেক বাদীর কি প্রতিবাদীর সাধারণ হেতুমূলক ডিক্রী হইলে, এক জনের সম্পূর্ণ ডিক্রী অন্যথা করাইতে পারিবার কথা।

৫৪৪ ধারা। মোকদ্দমায় একের অধিক জন বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে, ও যে হেতু ধরিয়া ডিক্রীর উপর আপীল হয়, সকল বাদীর কি সকল প্রতিবাদীর সেই হেতুতে সাধারণ সম্পর্ক থাকিলে, বাদীদের কিম্বা প্রতিবাদীদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ ডিক্রীর বিপক্ষে আপীল করিতে পারিবেন, এবং আপীল আদালত সকল বাদীর কিংবা বিষয়বিশেষে সকল প্রতিবাদীর স্বপক্ষে ঐ ডিক্রী অন্যথা কি মতান্তর করিতে পারিবেন।

ডিক্রীর উপর আপীল হইলে, তাহা স্থগিত ও জারীকরণবিষয়ক বিধি।

কেবল আপীল হওয়া প্রযুক্ত ডিক্রীজারী স্থগিত না হওয়ার কথা।

৫৪৫ ধারা। ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা গেলে, কেবল এই কারণে ডিক্রীজারী স্থগিত হইবে না। কিন্তু বিশিষ্ট কারণ থাকিলে, আপীল আদালত ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারে, আপীল করিবার সময় গত হওয়ার পূর্ব্বে সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার কথা।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারে, আপীল করিবার মিয়াদ অতীত হওয়ার পূর্ব্বে সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা হইলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন, তিনি বিশিষ্ট কারণে ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন, তিনি এই বিষয় হৃদ্বোধমতে না জানিলে এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না, বিশেষতঃ—

(ক) যে পক্ষ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করেন, ঐ আজ্ঞা না হইলে, তাঁহার গুরুতর হানি হইতে পারে ও

(খ) অসঙ্গত বিলম্ব না করিয়া ঐ প্রার্থনা করা গিয়াছে ও

(গ) প্রার্থক শেষে যে ডিক্রী কি আজ্ঞা মতে আবদ্ধ হইবেন, তাহা নিয়মমতে সাধন করিবার জামিন দেওয়া হইয়াছে।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়, তাহা জারী করিবার আজ্ঞা হইলে জামিনের কথা।

৫৪৬ ধারা। যে ডিক্রীর আপীল উপস্থিত থাকে, এমত ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আপেলাণ্ট বিশিষ্ট কারণ দেখাইলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন, তিনি ডিক্রীজারী-

ক্রমে কোন সম্পত্তি লওয়া গেলে, তাহা ফিরিয়া দেওনের কিম্বা ঐ সম্পত্তির মূল্য দেওনের ও আপীল আদালতে ডিক্রী কি আজ্ঞা নিয়মমতে সাধন করণের জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিংবা যে আদালত ঐ ডিক্রী করিলেন, আপীল আদালত উক্ত কারণে সেই আদালতের প্রতি ঐ জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এবং টাকার ডিক্রী জারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি সেই ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত থাকে, তবে ডিক্রীমত দেনদার প্রার্থনা করিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন, তাঁহার বিবেচনায় জামিন দেওন বিষয়ক যে নিয়ম উচিত হয়, তদনুসারে বা অন্য প্রকারে আপীলের নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত বিক্রয় স্থগিত করা যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের কি রাজকীয় কার্য্যকারকদের স্থানে জামিন লইতে না হইবার কথা।

৫৪৭ ধারা। ৫৪৫ ও ৫৪৬ ধারার যে জামিনের কথা আছে, ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্থানে তাহা লওয়া যাইবে না, কিংবা রাজকীয় কার্য্যকারক আপন পদসংক্রান্ত কোন কার্য্য করিলেন বলিয়া সেই কার্য্যহেতুক তাঁহার নামে নালিশ হইলে যদি গবর্ণমেণ্ট ঐ মোকদ্দমার উত্তর দিতে স্থির করেন, তবে ঐ কার্য্যকারকের স্থানে সেই জামিন লওয়া যাইবে না।

ডিক্রীর উপর আপীল হইলে কার্য্যপ্রণালীর বিধি।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র আপীলের রেজিষ্টরী বহীতে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৫৪৮ ধারা। আপীল রেজিষ্টরী করিবার একখানি বহী রাখিতে হইবে। আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র গ্রাহ্য হইলে আপীল আদালত কিংবা ঐ আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারক ঐ পত্রের পৃষ্ঠে তাহা উপস্থিত করার তারিখ লইয়া ঐ বহীতে রেজিষ্টরী করিবেন।

আপীলের রেজিষ্টরের কথা।

ঐ বহী আপীলের রেজিষ্টরী বহী নামে জানা যাইবে।

আপেলাণ্টকে খরচার জামিন দিতে আপীল আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪৯ ধারা। রেস্পাণ্ডেণ্টের প্রতি উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার আজ্ঞা হওয়ার পূর্ব্বে আপীল আদালত স্বীয় বিবেচনানুসারে কিংবা তৎপরে ও রেস্পাণ্ডেণ্টের প্রার্থনামতে আপেলাণ্টের স্থানে আপীলের কি মূল মোকদ্দমার কি উভয়ের খরচার জামিনের দাওয়া করিতে পারিবেন।

আপেলাণ্ট ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

কি আপেলাণ্ট ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করিলে ও (সম্পত্তিসম্পর্কীয় আপীল হইলে) তাঁহার সেই সম্পত্তি ভিন্ন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি না থাকিলে, ঐ আদালত এমত সকল স্থলে ঐ জামিনের দাওয়া করিবেন।

আদালত যে সময়ের আজ্ঞা করেন, সেই সময়ের মধ্যে ঐ জামিন দেওয়া না গেলে, আদালত আপীল অগ্রাহ্য করিবেন।

যদি এইরূপ জামিন দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে খরচার জন্য জামিনপাত্তা আপনাকে

আপনি দায়ী করেন, তাহা আপীল আদালতের ডিক্রী ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে ঠিক এই ভাবে আদায় করা যাইতে পারিবে, যেন তিনিই আপেলাণ্ট ছিলেন।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, সেই আদালতে আপীল আদালতের নোটিস দিবার কথা।

৫৫০ ধারা। আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র রেজিষ্টরী করা গেলে পর, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, আপীল আদালত সেই আদালতে আপীলের নোটিস পাঠাইবেন।

আপীল আদালতে কাগজপত্র পাঠাইবার কথা।

যে আদালতের কাগজপত্র আপীল আদালতে গচ্ছিত না হইয়া থাকে, এমত আদালত হইতে আপীল হইলে, যে আদালত উক্ত নোটিস পান, সেই আদালত সাধ্যমতে ত্বরায় মোকদ্দমার প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র, কিম্বা আপীল আদালত বিশেষ যে যে কাগজপত্র পাঠাইতে আজ্ঞা করেন, তাহা পাঠাইবেন।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, সেই আদালতে দস্তাবেজের নকলের কথা।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, কোন পক্ষ সেই আদালতে প্রার্থনাপত্র লিখিয়া সেই আদালতে গচ্ছিত যে যে কাগজপত্রের নকল করাইতে চাহেন, তাহা বিশেষ করিয়া জানাইতে পারিবেন। ঐ প্রার্থকের খরচে সেই সকল কাগপত্রের নকল প্রস্তুত করাইয়া তদনুসারে গচ্ছিত করা যাইবে।

নিম্ন আদালতে নোটিস না দিয়া আপীল ডিস্‌মিস্ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫১ ধারা। (১) আপীলাণ্ট বা তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিবার পর এবং তিনি ঐ দিবস উপস্থিত হইলে তাঁহার কথা তদনুসারে শ্রবণ করিবার পর, আপীল আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, যে আদালতে ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে, সে আদালতে আপীলের নোটিস প্রেরণ না করিয়া এবং রেস্পণ্ডেণ্টের বা তাঁহার উকীলের উপর নোটিস জারী না করিয়া আপীল ডিস্‌মিস করিতে পারিবেন।

(২) ১প্রকরণানুসারে যে দিবস ধার্য্য করা যায়, সেই দিবসে অথবা অপর যে দিবসে শুনানি হইবে বলিয়া মুলতবি থাকে, সেই দিবসে যদি আপীলাণ্ট স্বয়ং বা উকীল দিয়া উপস্থিত না হন, তাহা হইলে ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিস্‌মিস্ করা যাইবে।

(৩) যে আদালতের ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করা হয়, সেই আদালতকে এই ধারানুসারে আপীল ডিস্‌মিস্ হওয়ার কথা জানাইতে হইবে।

আপীল শুনিবার দিনের কথা।

৫৫২ ধারা। যদি আপীল আদালত ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারানুসারে আপীল ডিস্‌মিস্ না করেন, তাহা হইলে আপীল শুনিবার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিবেন।

আদালতের চলিত কার্য্য, ও রেস্পণ্ডেণ্টের বাসস্থান, ও আপীলের নোটিস জারী করিবার আবশ্যক সময় লক্ষ্য করিয়া, ঐ দিন এমন নিরূপণ করিতে হইবে, যেন রেস্পণ্ডেণ্টের সেই দিবস উপস্থিত হইয়া আপীলের উত্তর দিবার প্রচুর অবকাশ থাকে।

আপীল শুনিবার দিনের নোটিস প্রকাশ ও জারী করিবার কথা।

৫৫৩ ধারা। তদ্রূপে নির্দ্ধারিত দিনের নোটিস আপীল আদালতঘরে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, আপীল আদালত সেই আদালতেও সেই প্রকারের নোটিস পাঠাইবেন, এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিবাদীর নামে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার সমন যেরূপে জারী করিবার বিধান আছে, ঐ নোটিস সেই প্রকারে আপীল আদালতে রেস্পাণ্ডেণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের নামে জারী করা যাইবে, ও সেই সমনের প্রতি ও সমন জারী করণ সম্পর্কীয় সকল কার্য্যের প্রতি যে যে বিধি খাটে, ঐ নোটিস জারী করণের পক্ষেও সেই সেই বিধি খাটিবে।

আপীল-আদালতের নিজে ঐ নোটিস জারী করাইতে পারিবার কথা।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, আপীল আদালত সেই আদালতে ঐ নোটিস না পাঠাইয়া আপনি পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে রেস্পাণ্ডেণ্টের কিম্বা তাঁহার নামে ঐ নোটিস জারী করাইতে পারিবেন।

নোটিসের মর্ম্মের কথা।

৫৫৪ ধারা। রেস্পাণ্ডেণ্টকে যে নোটিস দেওয়া যায়, তন্মধ্যে এই কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে যে, তিনি পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে আপীল আদালতে উপস্থিত না হইলে, কেবল অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকিতে সেই আপীল শুনা যাইবে।

শ্রবণকালীন কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আরম্ভ করিবার স্বত্বের কথা।

৫৫৫ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে, কিম্বা শ্রবণ করিবার দিনান্তর নিরূপিত হইলে, সেই দিনে, আপীলের পোষকতায় আপেলাণ্টের কথা শুনা হইবে। আদালত যদি তখন একেবারে আপীল ডিসমিস না করেন, তাহা হইলে আপীলের বিরুদ্ধে রেস্পাণ্ডেণ্টের কথা শুনিবেন, এবং তদ্রূপ স্থলে আপেলাণ্টের প্রত্যুত্তর দিবার স্বত্ব থাকিবে।

আপেলাণ্টের ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিসমিস্ হইবার কথা।

৫৫৬ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে, কিম্বা আপীল শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে, আপেলাণ্ট স্বয়ং কিংবা উকীলের দ্বারা উপস্থিত না হইলে ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিস্মিস্ করা যাইবে।

এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে আপীল শুনিবার কথা।

আপেলাণ্ট উপস্থিত হইলে ও রেস্পাণ্ডেণ্ট উপস্থিত না হইলে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে কেবল অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকিতে আপীল শুনা যাইবে।

আপেলাণ্ট নোটিসের খরচা না দেওয়াতে নোটিস জারী না হইলে, আপীল ডিস্মিস্ করিবার কথা।

৫৫৭ ধারা। নোটিস জারীর খরচ বলিয়া যত টাকা প্রয়োজন, আপেলাণ্ট আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ টাকা আমানৎ না করাতে রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে নোটিস জারী করা যায় নাই, পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে, কিম্বা আপীল শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে সে দিনে ইহা জানিতে পাওয়া গেলে, আদালত আপীল ডিস্মিস্ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

উপবিধি।

কিন্তু রেস্পণ্ডেণ্টের নামে নোটিস জারী করা না গেলেও, যদি আপীল শুনিবার নির্দ্ধারিত দিনে তিনি আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা কিম্বা নিয়মমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা করা যায় না।

ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিস্মিস হইলে পর পুনশ্চ গ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৫৫৮ ধারা। ৫৫১ ধারা (২) প্রকরণমতে কি ৫৫৬ কি ৫৫৭ ধারামতে আপীল ডিস্মিস্ হইয়া গেলে পর আপেলাণ্ট আপীল আদালতে আপীল পুনশ্চ গ্রাহ্য করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ও আপীল শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব করা গেল, আপেলাণ্ট বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে কিম্বা প্রয়োজনমত পূর্ব্বোক্ত টাকা গচ্ছিত করিতে পারিলেন না, এই কথার প্রমাণ হইলে, আদালত তাঁহার পক্ষে খরচা ধার্য্যকরণের বা অন্য প্রকারের যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, এমন নিয়মানুসারে আপীল পুনরায় গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ করণে ও যাঁহাদিগকে স্বার্থী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাদিগকে রেস্পণ্ডেণ্টের মধ্যে আনিতে আদেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫৯ ধারা। যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, কোন ব্যক্তি তথায় মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলেও তাঁহাকে আপীলের এক পক্ষ করা যায় নাই, কিন্তু আপীলের ফলে তাহার স্বার্থ আছে, আদালত আপীল শুনিবার সময়ে ইহা দেখিতে পাইলে, আপীল শুনিবার জন্যে দিনান্তর নিরূপণ করিয়া ঐ ব্যক্তিকেও রেস্পণ্ডেণ্ট করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

এক পক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে রেস্পণ্ডেণ্টের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে, তাঁহার প্রার্থনামতে পুনশ্চ শুনিবার কথা।

৫৬০ ধারা। রেস্পণ্ডেণ্টের অনুপস্থিতিতে কেবল অন্য পক্ষের উপস্থিত থাকনকালে আপীল শুনা গিয়া রেস্পণ্ডেণ্টের বিপক্ষে বিচার হইলে, তিনি আপীল আদালতে আপীল পুনর্ব্বার শুনিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ও আপীল শুনিবার জন্য যে সময়ে তলব করা যায়, রেস্পণ্ডেণ্ট বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, কিংবা নোটিস নিয়মমতরূপে জারী করা হয় নাই, তিনি আদালতের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মাইয়া দিলে, আদালত রেস্পণ্ডেণ্টের খরচা প্রভৃতি ধার্য্যকরণের যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে আপীল পুনরায় শুনিতে পারিবেন।

শুনিবার সময়ে স্বতন্ত্র আপীল উপস্থিত করণের ন্যায় ডিক্রীর বিষয়ে রেস্পণ্ডেণ্টের আপত্তি করিতে পারিবার কথা।

৫৬১ ধারা। কিন্তু এমত স্থলে একটি প্রয়োজন হইবে যে, আপীল শুনিবার জন্য যে দিন অবধারিত হয়, ৫৫৩ ধারানুসারে তাঁহার উপর বা তাঁহার উকীলের উপর যে তারিখে সেই দিনের নোটিস জারী করা হয় সেই তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে কিংবা আপীল আদালত যে অতিরিক্ত সময় দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন, সেই অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে তিনি আপীল আদালতে ঐ আপত্তি দাখিল করেন।

রেস্পণ্ডেণ্ট যদি ঐ আপত্তির সঙ্গে আপীলাণ্ট বা তাঁহার উকীল কর্তৃক উহার নকল প্রাপ্তির একখানি স্বীকারপত্র দাখিল না করেন, তাহা হইলে আপত্তি দাখিল হওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব আপীল আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টের খরচে আপীলাণ্ট বা তাঁহার উকীলের উপর ঐরূপ একখানি নকল জারী করাইবেন।

৪৪ অধ্যায়ের বিধান সকল যতদূর খাটাইতে পারা যায়, এই ধারানুযায়ী আপত্তির সম্বন্ধে ততদূর খাটিবে।

নোটিস লিখিবার পাঠ ও তৎপ্রতি যে যে বিধান খাটে, তাহার কথা।

সেই নোটিস মর্ম্মাত্মকপত্রের পাঠে লেখা যাইবে, এবং আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের পাঠের ও মর্ম্মের বিষয়ে ৫৫১ ধারার বিধান যত দূর বর্ত্তে, ঐ নোটিসেরও প্রতি ততদূর বর্ত্তিবে।

আপীল আদালতের ঐ মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৫৬২ ধারা। যে আদালতের ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করা যায়, সেই আদালত প্রথম স্থলীয় কোন বিষয় ধরিয়া এমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকিলে, এবং প্রথম স্থলীয় সেই বিষয়ে যে ডিক্রী করিলেন, তাহা আপীলক্রমে অন্যথা করা গেলে, আপীল আদালত উচিত বোধ করিলে, আজ্ঞা করিয়া সেই আদালতে আপীলমতে ঐ আজ্ঞাপত্রের নকলের সঙ্গে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইয়া, রেজিষ্টরী বহির আসল নম্বরমতে ঐ মোকদ্দমা পুনরায় গ্রহণ করিয়া দোষগুণক্রমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে মোকদ্দমা তদ্রূপে ফিরিয়া পাঠান যায় তন্মধ্যে যে বা যে যে ইস্যুর বিচার হইবে, আপীল-আদালত উচিত বোধ করিলে ইহারও আদেশ করিতে পারিবেন

যে স্থলে অন্য প্রমাণ লইবার বাধা হয়, তাহার কথা।

৫৬৩ ধারা। উক্ত প্রকারের ত্যক্ত প্রমাণ লইবার আদেশ সহিত মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠান গেলে, যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠান যায়, সেই আদালত, পূর্ব্বোক্ত মতে গৃহীত প্রমাণ খণ্ডন করিবার যে প্রমাণ উপস্থিত করা যায়, তদ্ভিন্ন ঐ মোকদ্দমায় অন্য প্রমাণ লইবেন না।

ফিরিয়া পাঠাইবার সীমার কথা।

৫৬৪ ধারা। ৫৬২ ধারার বিধানমতে না হইলে, আপীল-আদালত দ্বিতীয়বার নিষ্পত্তি করিবার জন্যে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবেন না।

কাগজপত্রে যে প্রমাণ থাকে তাহা প্রচুর হইলে আপীল-আদালতের শেষ নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৫৬৫ ধারা। কাগজপত্রে যে প্রমাণ থাকে, আপীল আদালতের নিষ্পত্তি করিতে পারিবার জন্যে প্রচুর হইলে, ঐ আপীল আদালত আবশ্যক হইলে, পুনরায় ইস্যু নিরূপণ করিবেন ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, সেই আদালতে যে হেতু ধরিয়া বিচার করিলেন আপীল-আদালত সম্পূর্ণরূপে অন্য হেতু ধরিয়া বিচার করিলেও সেই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, আপীল-আদালত যেস্থলে ইস্যু নিরূপণ করিয়া সেই আদালতের বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারেন, তাহার কথা।

৫৬৬ ধারা। আপীল-আদালত দোষ-গুণানুসারে মোকদ্দমার ন্যায্যমতে নিষ্পত্তিকরণার্থে যে ইস্যু কি বৃত্তান্তঘটিত যে কথা অত্যাবশ্যক জ্ঞান করেন, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালত যদি উক্ত কোন ইস্যু ধার্য্য কি বিচার করিতে, কিংবা বৃত্তান্তঘটিত উক্ত কথা নির্ণয় করিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন, তবে আপীল-আদালত আবশ্যক হইলে

... করিয়া, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, সেই আদালত ... অর্পণ করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ স্থলে আর যে প্রমাণের প্রয়োজন থাকে, ঐ আদালতের প্রতি তাহা লইবার আজ্ঞা করিবেন,

ও ঐ আদালত ... ঐ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও তদ্বিষয়ের প্রমাণের সহিত আপনার নির্ণয়পত্র আপীল-আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন।

ঐ নির্ণয়পত্র ও প্রমাণ কাগজপত্রের মধ্যে রাখিবার কথা।

নির্ণয়ের উপর আপত্তির কথা।

৫৬৭ ধারা। ঐ নির্ণয়পত্র ও প্রমাণপত্র মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে, ও কোন পক্ষ আপীল আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে, ঐ নির্ণয়ের উপর আপত্তির মর্ম্মাত্মকপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন।

আপীল নিষ্পত্তির কথা।

ঐ মর্ম্মাত্মকপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে পর, আপীল-আদালত আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

আপীল আদালতে অন্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার কথা।

৫৬৮ ধারা। আপীল আদালতে আপীলের কোন পক্ষের বাচনিক কি লিখিত অন্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার অধিকার নাই। কিন্তু

(ক) যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, সেই আদালতের যে প্রমাণ গ্রাহ্য করা উচিত, তাহা যদি গ্রাহ্য করিতে স্বীকার না করিয়া থাকেন, কিংবা।

(খ) আপীল-আদালত বিচার করাইতে পারিবার জন্যে কিম্বা অন্য বিশিষ্ট কারণে যদি ... দলীল আনাইবার কিম্বা কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লইবার প্রয়োজন রাখেন,

তবে আপীল-আদালত সেই প্রমাণ উপস্থিত করিবার কিম্বা সেই দলীল গ্রাহ্য করিবার কিম্বা সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

আপীল আদালত অন্য প্রমাণ গ্রাহ্য করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্যপত্রে সেই প্রমাণ গ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

অন্য প্রমাণ লইবার নিয়মের কথা।

৫৬৯ ধারা। অন্য প্রমাণ লইবার অনুমতি হইলে আপীল-আদালত সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, অথবা যে যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, সেই আদালতের কিম্বা অধীন অন্য কোন আদালতের প্রতি ঐ প্রমাণ লইয়া আপীল-আদালতে পাঠাইতে আদেশ করিতে পারিবেন।

বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

৫৭০ ধারা। যে যে স্থলে অন্য প্রমাণ লইবার আদেশ বা অনুমতি দেওয়া যায়, সেই সেই স্থলে যে যে বিষয়মাত্রের প্রমাণ লওয়া যাইবে, আপীল আদালত তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যপত্রের মধ্যে সেই সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয় লিপিবদ্ধ করিবেন।

আপীলের বিচারবিষয়ক বিধি।

যে সময়ে ও স্থানে বিচার প্রচার করা যাইবে, তাহার কথা।

৫৭১ ধারা। আপীল আদালত উভয় পক্ষের কি তাঁহাদের উকীলের কথা শুনিলে পর, ও অনুক্রমে, কিম্বা যে আদালতের ডিক্রীর উপর ঐ আপীল করা যায় সেই আদালতের যে কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার কোন অংশ দৃষ্টি করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তাহা দৃষ্টি করিলে পর, হয় তৎকালেই, না হয় উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদের উকীলদিগকে অন্য দিনের নোটিস দিয়া সেই দিনে, মুক্তদ্বার আদালতে বিচার প্রচার করিবেন।

বিচার যে ভাষায় লেখা যাইবে, তাহার কথা।

৫৭২ ধারা। বিচারপত্র ইংরেজী ভাষায় লিখিতে হইবে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা বিচারপতির মাতৃভাষা না হইলে ও ইংরেজী ভাষায় বোধগম্যরূপ বিচারপত্র লিখিতে না পারিলে, তাঁহার মাতৃভাষায়, কিম্বা আদালতের চলিত ভাষায় সেই বিচারপত্র লিখিতে হইবে।

বিচার অনুবাদ করিবার কথা।

৫৭৩ ধারা। বিচারপত্র আদালতের চলিত ভাষায় লেখা না গেলে, ও কোন পক্ষের আদেশ থাকিলে ঐ বিচারপত্র সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইবে, ও সেই অনুবাদ ঠিক হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়মতে জানা গেলে পর, বিচারপতি কিম্বা এই কার্য্যার্থে তাঁহার নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারক সেই অনুবাদ স্বাক্ষর করিবেন।

বিচারপত্রের মর্ম্মের কথা।

৫৭৪ ধারা। আপীল আদালতের বিচারপত্রে এই এই কথা ব্যক্ত থাকিবে,—

(ক) নির্ণয় করিবার নানা বিষয়।

(খ) তাহার উপর নিষ্পত্তি।

(গ) ঐ নিষ্পত্তির হেতু। ও

(ঘ) যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, তাহা অন্যথা বা মতান্তর করা গিয়া থাকিলে, আপেলাণ্ট যে উপকার পাইবার স্বত্ববান হন তাহা,

তারিখের ও স্বাক্ষরের কথা।

ও বিচারপতি, কিম্বা যে যে বিচারপতি তাহাতে সম্মত হন, তাঁহারা বিচার প্রচার করিবার সময়ে তাহাতে তারিখ লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

দুই বা তদধিক জন বিচারপতি আপীল শুনিলে নিষ্পত্তির কথা।

৫৭৫ ধারা। দুই কি তদধিক জন, বিচারপতি একত্র বসিয়া আপীল শুনিলে সেই বিচারপতিদের, কিম্বা অধিকাংশের এক মত হইলে সেই অধিকাংশের মতানুসারে আপীল নিষ্পত্তি করা যাইবে।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়, তাহা মতান্তর কি অন্যথা করণের নিষ্পত্তিতে অধিকাংশ বিচারপতির সম্মতি না হইলে, ঐ ডিক্রী স্থির থাকিবে।

কিন্তু দুইয়ের অধিক জন বিচারপতি লইয়া যে আদালত হন তাঁহাদের দুই জন বিচারপতির একত্র বসিয়া আপীল শুনিলে, এবং আইনঘটিত কোন বিষয়ে ঐ দুই জনের মতের অনৈক্য

হইলে, সেই আদালতের অন্য এক কি কয়েক জন বিচারপতির প্রতি ঐ আপীল অর্পণ করা যাইতে পারিবে, ও যে বিচারপতিরা প্রথমে আপীল শ্রবণ করিলেন, তাঁহাদিগকেও লইয়া যত জন আপীল শুনিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির একমত থাকিলে, তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি হইবে।

যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, তাহা মতান্তর কি অন্যথাকরণের নিষ্পত্তিতে অধিকাংশ বিচারপতির সম্মত না হইলে ঐ ডিক্রী স্থির থাকিবে।

হাইকোর্ট এই ধারামতে আপীল অর্পণ করণের বিধান করণার্থে সময়ে সময়ে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

অসম্মতি লিখিতে হইবার কথা।

৫৭৬ ধারা। একের অধিক জন বিচারপতি আপীল শুনিলে, আদালতের বিচার বিষয়ে কোন বিচারপতির মতের অনৈক্য হইলে, তাঁহার বিবেচনায় আপীলের উপর যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হওয়া উচিত ছিল, তাহা লিখিবেন, ও সেই নিষ্পত্তির কারণও লিখিয়া জানাইতে পারিবেন।

বিচারপত্রে যেরূপ আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, তাহার কথা।

৫৭৭ ধারা। আদালতের যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, সেই ডিক্রী স্থির রাখিবার, কিম্বা মতান্তর কি অন্যথা করিবার বিচারপত্র হইতে পারিবে। অথবা আপীলক্রমে যে ডিক্রী হয়, তাহা যে প্রকারে করা যাইবে কিম্বা আপীলে যে আজ্ঞা করা যাইবে, তদ্বিষয়ে আপীলের উভয় পক্ষ একবাক্য হইলে, আপীল-আদালত তদনুসারে ডিক্রী কি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ভ্রম কি বেদাড়া প্রভৃতি দোষগুণের কি বিচার ধিপত্যের বিঘ্ন না ঘটিলে ডিক্রী অন্যথা কি মতান্তর না করিবার কথা।

৫৭৮ ধারা। মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি কিম্বা যে কোন আজ্ঞা করা যায় তন্মধ্যে কি অন্য বিষয়ে ভ্রম কি ত্রুটি কি বেদাড়া হইলেও, যদি তদ্দ্বারা মোকদ্দমার দোষগুণের বিঘ্ন। আদালতের বিচারাধিপত্যের কোন ব্যতিক্রম না হয়, তবে তৎপ্রযুক্ত ডিক্রী অন্যথা কিম্বা গুরুতররূপে মতান্তর করা যাইবে না, ও আপীলক্রমে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান যাইবে না।

আপীলে ডিক্রীবিষয়ক বিধি।

ডিক্রীর মর্ম্মের কথা।

৫৭৯ ধারা। বিচার যে দিনে প্রচার করা যায়, আপীল আদালতের ডিক্রীতে সেই দিনের তারিখ দিতে হইবে।

ঐ ডিক্রীর মধ্যে আপীলের নম্বর ও আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র ও আপেলাণ্টের ও রেস্পণ্ডেণ্টের নাম ও বর্ণনা লেখা থাকিবে ও যে উপকার করা যায়, কিম্বা আপীলের অন্য যেরূপ নির্ণয় হয়, তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

আরও অপীলে যত টাকা খরচা লাগে, তাহা এবং ঐ খরচা ও মোকদ্দমার খরচা যে যে পক্ষের যে যে অংশমতে দিতে হইবে, তাহাও ডিক্রীতে ব্যক্ত থাকিবে।

যে বা যে যে বিচারপতি ডিক্রী করেন, তিনি বা তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া তারিখ লিখিবেন।

বিচারে কোন বিচারপতি অসম্মত হইলে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার প্রয়োজনের কথা।

কিন্তু একের অধিক জন বিচারপতি থাকিলে ও তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইলে আদালতের বিচারে যে বিচারপতির মতে অনৈক্য হয়, ডিক্রীতে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার আবশ্যক নাই।

বিচারপত্রের ও ডিক্রীর নকল উভয়পক্ষকে দিবার কথা।

৫৮০ ধারা। আদালতে উভয়পক্ষের প্রার্থনামতে ও তাঁহাদের খরচে বিচারপত্রের ও ডিক্রীর সার্টিফিকেটযুক্ত নকল তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে।

যে আদালতে ডিক্রীর উপর আপীল হয়, সেই আদালতে ডিক্রীর সার্টিফিকেট-যুক্ত নকল পাঠাইবার কথা।

৫৮১ ধারা। বিচারের ও ডিক্রীর নকল আপীল আদালতের কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে ঐ আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারকের সার্টিফিকেটযুক্ত হইয়া যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, সেই আদালতে পাঠান যাইবে ও তদ্দ্বারা মোকদ্দমার আসল রুবকারীর সঙ্গে নথীর সামিল করা যাইবে ও আপীল আদালতের বিচার দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবে।

আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ন্যায় আপীল আদালতের ক্ষমতা হওয়ার কথা।

৫৮২ ধারা। পঞ্চম অধ্যায়মতে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তদ্বিষয়ে এ আইন-ক্রমে মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের প্রতি আপীললিপ্ত উভয়পক্ষের মৃত্যু, বিবাহ কিংবা ঋণশোধ অক্ষমতাজনিত কার্য্যানুষ্ঠানে যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত ও কর্ত্তব্য ভার অর্পিত হইয়াছে, এই অধ্যায়মত আপীলী মোকদ্দমায় আপীল আদালতের সেই সেই ক্ষমতা থাকিবে ও যতদূর সম্ভব সেই সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে এবং ২১ অধ্যায়ে বাদী এই শব্দে বাদী আপীলান্ট ও প্রতিবাদী এই শব্দে বাদী রেস্পাণ্ডেণ্ট বা প্রতিবাদী রেস্পাণ্ডেণ্টেরও এবং মোকদ্দমা এই শব্দে আপীলও বুঝায় বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

পূর্ব্বলিখিত সকল বিধান ও ৩৭২ ক ধারার বিধান সকল এই অধ্যায়মত আপীলের প্রতি যতদূর খাটিতে পারে, খাটিবে।

আপীল আদালতের ডিক্রীজারী করিবার কথা।

৫৮৩ ধারা। এই অধ্যায়মত আপীলক্রমে যে ডিক্রী করা যায়, তৎক্রমে সম্পত্তি ফিরিয়া পাওন বা অন্যরূপ কোন হিত প্রাপণের স্বত্ববান কোন পক্ষ সেই ডিক্রী জারী করাইতে চাহিলে যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা যায়, সেই আদালতে প্রার্থনা করিবেন ও পূর্ব্বভাগে মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিবার নির্দ্ধারিত বিধিমতে সেই আদালত আপীলমতে প্রদত্ত ঐ ডিক্রী জারী করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

আপীলী ডিক্রীর উপর আপীলবিষয়ক বিধি।

হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপীলের কথা।

৫৮৪ ধারা। এই আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে হাই-কোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল হইয়া যে সকল ডিক্রী করা যায়, তাহার উপর নিম্ন-লিখিত কোন হেতুতে হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে অর্থাৎ আপীল আদালতের এক-তরফা ডিক্রীর বিরুদ্ধে এই ধারানুসারে আপীল হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় আপীলের হেতুর কথা।

(ক) নিষ্পত্তি বিশেষ কোন আইনের কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচারের বিপরীত হওয়া হেতু

(খ) নিষ্পত্তিতে আইন কিংবা আইনের তুল্য বলবৎ আচারসম্পর্কীয় কোন গুরুতর ইস্থু নির্ণয় না হওয় হেতু

(গ) এই আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালীতে গুরুতর ভ্রম কিংবা দোষ হওয়া প্রযুক্ত দোষগুণানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণে ভ্রম কি দোষ হওয়ার সম্ভব হেতু।

অন্য কোন হেতুতে দ্বিতীয় আপীল না হইতে পারিবার কথা।

৫৮৫ ধারা। ৫৮৪ ধারার উল্লিখিত হেতু ভিন্ন কোন হেতুতে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না।

কোন কোন মোকদ্দমায় দ্বিতীয় আপীল না হইতে পারিবার কথা।

৫৮৬। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার ভাবাপন্ন মূল মোকদ্দমায় যে বিষয় লইয়া বিবাদ হয়, তাহা পাঁচশত টাকার অধিক পাঁচ শত টাকা মূল্যের অধিক না হইলে, সেই মোকদ্দমায় দ্বিতীয় আপীল নাই।

দ্বিতীয় আপীলবিষয়ক বিধান।

৫৮৭ ধারা। এই অধ্যায়মত আপীলের প্রতি ও ঐ আপীলক্রমে যে ডিক্রী করা যায়, তাহা জারী করণের প্রতি ৪১ অধ্যায়ের বিধান যতদূর খাটিতে পারে, খাটিবে।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞার উপর আপীলবিষয়ক বিধি।

যে যে আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারে, তাহার কথা।

৫৮৮ ধারা। এই আইন মত এই এই আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিবে এবং তদ্রূপ অন্য আজ্ঞার উপর নয়,—

(১) মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করণার্থ ২০ ধারার মত আজ্ঞা।

(২) বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া কোন ব্যক্তির নাম উঠাইয়া দেওন বা সংযোগ করণ বিষয়ক ৩২ ধারামত আজ্ঞা।

(৩) কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার আদেশসূচক ৩৬ কি ৬৬ ধারামত আজ্ঞা।

(৪) নালীশের অন্য হেতু সংযোগ করণার্থ ৪৪ ধারামত আজ্ঞা।

(৫) নালীশের কোন হেতু উঠাইয়া দেওনার্থ ৪৭ ধারামত আজ্ঞা।

(৬) সংশোধনার্থ কিংবা উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করণার্থ আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিবার আজ্ঞা।

(৭) এক ঋণ হইতে অন্য ঋণ বাদ দিবার কিংবা বাদ দিতে অস্বীকার করিবার ১১১ ধারামত আজ্ঞা।

(৮) যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে, তদ্রূপ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিবার আজ্ঞা অসিদ্ধ করণার্থ ১০৩ ধারামত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের আজ্ঞা।

(৯) কোন একতরফা ডিক্রী রদ করিবার আজ্ঞার জন্য ১০৮ ধারানুযায়ী দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা।

(১০) ১১৩ ও ১২০ ও ১৭৭ ধারামত আজ্ঞা।

(১১) বর্ণনাপত্র কিংবা ডিক্রীজারীর প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার কিংবা সংশোধনার্থে ফিরাইয়া দিবার ১১৬ কি ২৫৫ ধারামত আজ্ঞা।

(১২) কোন দ্রব্য আটক করিয়া রাখিবার আদেশসূচক ১৪৩ ও ১৪৫ ধারামত আজ্ঞা।

(১৩) অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয় করণার্থ ১৬২ ধারামত আজ্ঞা।

(১৪) সম্পত্তি ক্রোক করণার্থ ১৬৮ ধারামত আজ্ঞা ও ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করণার্থ ১৭০ ধারামত আজ্ঞা।

(১৫) হস্তান্তর করণপত্রের কি পৃষ্ঠলিপির পাণ্ডুলিপি লিখিবার আপত্তিবিষয়ক ২৬১ ধারামত আজ্ঞা।

(১৬) স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দৃঢ় করিবার কি অসিদ্ধ করিবার কি অসিদ্ধ করিতে অস্বীকার করিবার ২৯৪ ধারামত আজ্ঞা এবং ৩১২ ধারামত কি ৩১৩ কি ৩৪৭ ধারামত আজ্ঞা।

(১৭) ঋণ শোধ করণের অক্ষমতাবিষয়ে ৩৫ কি ৩৫২ কি ৩৫৩ ধারামত আজ্ঞা।

(১৮) ৩৬৬ ধারার দ্বিতীয় পদমত কিংবা ৩৬৭ কি ৩৬৮ ধারামত আজ্ঞা।

(১৯) মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণার্থ ৩৭০ ধারামত আজ্ঞা।

(২০) মোকদ্দমা রহিত কি ডিস্‌মিস্ হওয়া অসিদ্ধ করিবার অস্বীকারসূচক ৩৭১ ধারামত আজ্ঞা।

(২১) আপত্তি অগ্রাহ্য করণার্থে ৩৭২ ধারামত আজ্ঞা।

(২২) মোকদ্দমা নিমিত্ত আত্মবন্ধুর কি অভিভাবকের প্রতি খরচা দিবার আদেশসূচক ৪৪৪ কি ৪৫৫ কি ৪৪৮ ধারামত আজ্ঞা।

(২৩) বাদপ্রতিবাদার্থে মোকদ্দমায় ৪৭৩ ধারার ক [illegible] করণমত কিংবা ৪৭৫ কি ৪৭৬ ধারামত আজ্ঞা।

(২৪) ৪৭৯ কি ৪৮০ কি ৪৮৫ কি ৪৯২ কি ৪৯৩ কি ৪৯৬ কি ৪৯৭ কি ৫০২ কি ৫০৩ ধারামত আজ্ঞা।

২৫। সাক্ষীদিগের অর্পণকার্য্য নিরস্ত করণার্থ ৫১৪ ধারামত আজ্ঞা।

(২৬) মীমাংসা পরিবর্ত্তনার্থ ৫১৮ ধারামত আজ্ঞা।

(২৭) ৫৫৮ ধারামতে আপীল পুনঃ গ্রাহ্য করিতে বা ৫৬০ ধারামতে পুনঃ শ্রবণ করিতে অস্বীকার করণের আজ্ঞা।

(২৮) ৫৬২ ধারামতে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার আজ্ঞা।

(২৯) এই আইনের কোন বিধানানুসারে অর্থদণ্ড ধার্য্য করণের, কিংবা ডিক্রীজারীক্রমে কারাবন্ধন ছাড়া কোন ব্যক্তিকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করণের যে আজ্ঞা হয়, তাহা।

এই ধারামতে আপীল হইয়া যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা চূড়ান্ত হইবে।

যে যে আদালত আপীল শুনিবেন, তাহার কথা।

৫৮৯ ধারা। এই অধ্যায়ক্রমে কোন আজ্ঞার উপর আপীল করিবার অনুমতি থাকিলে, ঐ আজ্ঞা যে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় হয়, সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে, সেই আদালতে কিংবা হাইকোর্ট ভিন্ন কোন আদালত আপীলী মোকদ্দমার বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিয়া ঐ আজ্ঞা করিলে, হাইকোর্টে ঐ আপীল হইতে পারিবে।

আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৯০ ধারা। এই আইনমত আজ্ঞার উপর, কিংবা বিশেষ কি স্থানীয় কোন আইনে অন্যরূপ কার্য্যপ্রণালীর বিধান না থাকিলে সেই সেই আইনমত আজ্ঞার উপর যে আপীল হয়, তাহার প্রতি ৪১ অধ্যায়ের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

মোকদ্দমা চলনের সময়ে যে আজ্ঞা করা যায়, ডিক্রীর পূর্ব্বে তাহার উপর আপীল হইতে না পারিবার, কিন্তু ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তদন্তর্গত ভ্রম কি দোষ প্রকাশ করা যাইতে পারিবার কথা।

৫৯১ ধারা। এই অধ্যায়ে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, কোন আদালত আদৌ উপস্থিত বা আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া যে আজ্ঞা করেন, তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে না। কিন্তু কোন ডিক্রীর উপর আপীল করা গেলে, উক্ত কোন আজ্ঞার অন্তর্গত যে ভ্রম, কি দোষ, কি বেদাঁড়ার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিঘ্ন ঘটায়, আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রে তাহাও আপত্তির এক হেতু বলিয়া ব্যক্ত হইতে পারিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাপরদের আপীলবিষয়ক বিধি।

পাপরস্বরূপ যাঁহারা আপীল করিতে পারিবেন, তাঁহাদের কথা।

৫৯২ ধারা। এই কিম্বা অন্য কোন আইনমতে কোন ব্যক্তির আপীল করিবার অধিকার থাকিলে, ও আপীলের দরখাস্তের প্রয়োজনমত ফী দিতে অক্ষম হইলে, তিনি আপীলের

মর্ম্মাত্মকপত্রের সহিত প্রার্থনাপত্র অর্পণ করিয়া, ২৬ ও ৪১ ও ৪২ ও ৪৩ অধ্যায়ের বিধান যত দূর খাটিতে পারে, তত দূর সেই বিধান মানিয়া, পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতি পাইতে পারিবেন।

আপীল গ্রাহ্য করিবার প্রার্থনা হইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কিন্তু আদালত প্রার্থনাপত্র, এবং যে বিচারে ডিক্রীর উপর আপীল হয়, তাহা পাঠ করিলে পর, সেই ডিক্রী আইনের বিপরীত কিংবা আইনের তুল্য বলবৎ কোন আচারের বিপরীত, কিংবা প্রকারান্তরে ভ্রমাত্মক কি অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ না দেখিলে, সেই প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবেন।

দীনতার অনুসন্ধান লওন বিষয়ক কথা।

৫৯৩ ধারা। হয় আপীল আদালত, না হয় যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল করা যায়, আপীল আদালতের আদেশানুসারে সেই আদালত প্রার্থ.কর দৈন্যদশার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, প্রার্থক যদি সেই আদালতে পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা কি আপীল করিতে অনুমতি পাইয়া থাকেন, তবে আপীল আদালত তাঁহার দীনতার বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার বিশেষ কারণ না জানিলে, তদ্বিষয়ে আর অনুসন্ধান লওয়ার আবশ্যক নাই।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীলবিষয়ক বিধি।

ডিক্রী শব্দে অর্থ নির্ণয়ের কথা।

৫৯৪ ধারা। এই অধ্যায়ে বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে, ডিক্রী শব্দের মধ্যে বিচার এবং আজ্ঞাও ধরিতে হইবে।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যে যে স্থলে আপীল হইতে পারিবে, তাহার কথা।

৫৯৫ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সময়ে সময়ে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের নানা আদালত হইতে আপীলবিষয়ক যে যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই সেই বিধি ও নিম্নলিখিত বিধান মানিয়া,

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট এই এই ডিক্রীর উপর আপীল হইতে [illegible]বে,

(ক) হাইকোর্ট কিম্বা শেষ আপীল বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য আদালত আপীল-[illegible] ডিক্রী করেন, তাহার উপর,

(খ) হাইকোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া যে ডিক্রী করেন, তাহার উপর,

(গ) নিম্নলিখিত বিধানমতে কোন মোকদ্দমা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল হইবার উপযুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে, কোন ডিক্রীর উপর।

বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যের কথা।

৫৯৬ ধারা। ৫৯৫ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত প্রত্যেক স্থলে,

মোকদ্দমা প্রথম যে আদালতে উপস্থিত করা যায়, সেই আদালতে বিবাদীয় বিষয় বা তাহার মূল্য দশ সহস্র টাকা কি তাহার অধিক হওয়া আবশ্যক এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যে আপীল করা যায়, তন্মধ্যে বিবাদীয় টাকা কি বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য ততই, কি তাহার অধিক হওয়া আবশ্যক,

কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে তত টাকার, কিম্বা তত মূল্যের সম্পত্তির উপর কি তৎসম্পর্কে কোন দাওয়া কি বিবাদ থাকা আবশ্যক।

ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, সেই আদালত অব্যবহিত নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি স্থির করিয়া যে ডিক্রী করেন, তাহার উপর ঐ আপীল হইলে, আপীলী মোকদ্দমার মধ্যে আইনঘটিত কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকা আবশ্যক।

কোন কোন আপীল হওয়ার বাধার কথা।

৫৯৭ ধারা। ৫৯৫ ধারার ভাবান্তরের কথা থাকিলেও,

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের ১০৪ অধ্যায়ক্রমে স্থাপিত হাইকোর্টের এক জন জজের, কিম্বা ডিবিজন কোর্টের এক জজের, কিম্বা ঐ হাইকোর্টের দুই কি তদধিক জন জজদের, কিম্বা ঐ হাইকোর্টের দুই কি তদধিক জন জজ হইয়া যে ডিবিজন কোর্ট হয়, সেই কোর্টের জজদের মধ্যে যত জনের এক মত হয়, তত জনের বিপক্ষ মত থাকিলে ও তাঁহারা হাইকোর্টের তৎকালীন সমুদায় জজের অধিকাংশ না হইলে, তাঁহাদের নিষ্পত্তির উপর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল হইতে পারিবে না।

ও ৫৪৮ ধারামতে যে ডিক্রী চূড়ান্ত হয়, তাহার উপর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল নাই।

যে আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয়, তাঁহার নিকট প্রার্থনার কথা।

৫৯৮ ধারা। কোন ব্যক্তি এই অধ্যায় মতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল করিতে চাহিলে, যে আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয়, সেই আদালতে তাঁহার প্রার্থনা করিতে হইবে।

যে সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করিতে হইবে তাহার কথা।

৫৯৯ ধারা। সচরাচর ঐ ডিক্রীর তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐ প্রার্থনা করিতে হইবে।

কিন্তু আদালত বন্ধ থাকিবার কোন দিনে ঐ মিয়াদ ফুরাইলে যে দিনে পুনরায় খোলা যায়, সেই দিনে প্রার্থনা করা যাইতে পারিবে।

মূল্যের কি যোগ্যতার সার্টিফিকেটের কথা।

৬০০ ধারা। ৫৯৮ ধারামত প্রত্যেক দরখাস্তে আপীলের হেতু লিখিতে হইবে, এবং যত টাকার কি মূল্যের সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়, তাহাও মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে মোকদ্দমা ৫৯৬ ধারার বিধান অনুযায়ী, কিম্বা কারণান্তরে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল হওয়ার যোগ্য, এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট প্রার্থনা করিতে হইবে

আদালত ঐ দরখাস্ত পাইলে, ঐ সার্টিফিকেট না দেওনের কারণ দর্শাইবার জন্যে বিপক্ষ পক্ষের নামে নোটিস জারী করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করণের ফলের কথা।

৬০১ ধারা। সেই সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার হইলে দরখাস্ত ডিস্‌মিস্ হইবে।

পরন্তু যে ডিক্রীর উপর নালিশ হয়, তাহা যদি হাইকোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের শেষ ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ আদালত যে হাইকোর্টের অধীন হয় সেই হাইকোর্টে সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিবার আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে।

সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে জামিনের ও টাকা আমানতের কথা।

৬০২ ধারা। সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে, যে ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয় তাহার তারিখ অবধি ছয় মাস কিম্বা সার্টিফিকেট দেওনের তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ ইহার মধ্যে যেটি শেষে পড়ে, প্রার্থক সেই সময়ের মধ্যে—

(ক) রেস্পণ্ডেণ্টের খরচার জামিন দিবেন, ও

(খ) নিম্নলিখিত কয়েকখানি পত্র ছাড়া মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র অনুবাদ করিবার ও তাহার পরিশুদ্ধ প্রতিলিপি ও সূচীপত্র করিবার ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করিবার যত টাকা খরচ লাগে, তাহা আমানৎ করিবেন—বর্জ্জিত পত্র এই এই—

(১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে আজ্ঞা যৎকালে প্রচলিত থাকে, তদনুসারে কেবল দাঁড়ামত যে দলীল ত্যাগ করিবার আদেশ থাকে তাহা।

(২) উভয় পক্ষ একবাক্য হইয়া যে যে পত্র ত্যাগ করেন তাহা।

(৩) এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক যে যে হিসাব কি হিসাবের যে যে অংশ অনাবশ্যক জ্ঞান করেন ও উভয় পক্ষ যাহা ধরিবার জন্যে বিশেষমতে প্রার্থনা করেন নাই তাহা।

(৪) হাইকোর্ট অন্য যে দলীল ত্যাগ করিবার আদেশ করেন, তাহা।

আরও প্রার্থক পূর্ব্বোক্ত কয়েকখানি পত্র ভিন্ন অন্য সকল কাগজপত্রের নকল ভারতবর্ষে ছাপাইতে ইচ্ছা করিলেন ঐ নকল ছাপাইবার জন্যে যত টাকা খরচ লাগে, তিনি এই ধারার প্রথম প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই টাকাও গচ্ছিত করিবেন।

আপীল গ্রাহ্য হওনের ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬০৩ ধারা। আদালতের হৃদ্বোধনমতে উক্ত জামিন সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে ও টাকা গচ্ছিত করা গেলে, আদালত—

(ক) আপীল গ্রাহ্য হইল বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন ও

(খ) রেস্পণ্ডেণ্টকে তাহার নোটিস দিতে পারিবেন, তৎপরে

(গ) পূর্ব্বোক্ত কয়েকখানি পত্র ছাড়া অন্য সকল কাগজপত্রের পরিশুদ্ধ প্রতিলিপি আদালতের মোহরে অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করিবেন,

(ঘ) ও কোন পক্ষ মোকদ্দমার অন্তর্গত কোন কাগজপত্রের এক কি কয়েকখানি প্রামাণিক প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে ও তাহা প্রস্তুত করিবার সঙ্গত খরচ দিলে, তাঁহাকে দিবেন।

জামিন গ্রাহ্য হওয়া নিরাকরণ করিবার কথা।

৬০৪ ধারা। আপীল গ্রাহ্য হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে কারণ দর্শান গেলে, আদালত উক্ত কোন জামিন গ্রাহ্য হওয়া নিরাকরণ করিয়া তদ্বিষয়ের অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অন্য জামিন কি টাকা দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৬০৫ ধারা। আপীল গ্রাহ্য হওয়ার পর ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট পূর্ব্বোক্ত কয়েকখানি পত্র ভিন্ন অন্য কাগজপত্রের প্রতিলিপি প্রেরণের পূর্ব্বে কোন সময়ে উক্ত জামিন প্রচুর নয় বলিয়া বোধ হইলে,

কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কয়েকখানি পত্র ভিন্ন অন্য কাগজপত্র অনুবাদ করিবার ও তাহার প্রতিলিপি করিবার ও ছাপাইবার ও সূচীপত্র করিবার, তাহা প্রেরণ করিবার জন্যে আর টাকার প্রয়োজন থাকিলে,

আদালত আপেলাণ্টের প্রতি ঐ আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য ও প্রচুর জামিন দিবার কিম্বা সেই সময়ের মধ্যে আদেশমত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিবার ফলের কথা।

৬০৬ ধারা। আপেলাণ্ট সেই আজ্ঞামতে কার্য্য না করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করা যাইবে ও এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা না হইলে আপীলী কার্য্য চলিবে না।

ইতিমধ্যে যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল, সেই ডিক্রীজারী স্থগিত করা যাইবে না।

আমানতের উদ্বৃত্ত টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।

৬০৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কয়েকখান পত্র ভিন্ন অন্য কাগজপত্রের প্রতিলিপি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকটে প্রেরণ করা গেলে পর, আপেলাণ্ট ৬০২ ধারামতে যে টাকা আমানত করিলেন, তাহার মধ্যে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

আপীল উপস্থিত থাকিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৬০৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন আপীল গ্রাহ্য হইলেও যে আদালত আপীল গ্রাহ্য করিলেন, সেই আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল, তাহা নিয়ম ব্যতিরেকে প্রবল করা যাইবে।

কিন্তু মোকদ্দমায় স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন কারণ দেখাইলে কিম্বা আদালত কোন কারণ জানিয়া উচিত বোধ করিলে —

(ক) বিবাদীয় কোন অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ আটক রাখিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপীলমতে যে আজ্ঞা করেন, আদালত সেই আজ্ঞা যথোচিতরূপে সাধন হইবার যে জামিন বিহিত বোধ করেন, রেস্পণ্ডেণ্টের স্থানে এমত জামিন লইয়া যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, তাহা প্রবল হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন কিম্বা

(গ) যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল, তদনুসারে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহা-

রাণী আপীলমতে যে আজ্ঞা করেন, আদালত সেই আজ্ঞা যথোচিতরূপে সাধন হইবার যে জামিন বিহিত বোধ করেন, আপেলাণ্টের স্থানে সেই জামিন লইয়া যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন কিম্বা

(খ) আদালতের সাহায্য প্রার্থক কোন পক্ষের প্রতি যে যে নিয়ম বর্ত্তান উচিত বোধ করেন, তাহা বর্ত্তাইতে পারিবেন, কিম্বা যে বিষয় লইয়া আপীল হয়, তদ্বিষয়ের অন্য যে আদেশ করা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

জামিন প্রচুর নয় দেখা গেলে, তাহা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৬০৯ ধারা। কোন পক্ষ যে জামিন দিলেন, আপীল উপস্থিত থাকনের কোন সময়ে সেই জামিন প্রচুর নয় বোধ হইলে, আদালত অন্য পক্ষের প্রার্থনামতে অন্য জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যদি আদালতের আদেশানুসারে ঐ অধিক জামিন দেওয়া না যায়, তবে প্রথমোক্ত জামিন আপেলাণ্টের দ্বারা দেওয়া গিয়া থাকিলে, যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, আদালত রেস্পণ্ডেণ্টের প্রার্থনাক্রমে আপেলাণ্টের সেই জামিন না দেওনের ন্যায় ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ও প্রথমোক্ত জামিন রেস্পণ্ডেণ্টের দ্বারা দেওয়া গেলে, আদালত যতদূর পারেন ডিক্রীজারীর অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিয়া যে জামিন অপ্রচুর বলিয়া দৃষ্ট হইল, তাহা দেওন সময়ে উভয়পক্ষের যে যে অবস্থা ছিল, তাঁহাদিগকে পুনরায় সেই সেই অবস্থায় রাখিবেন, কিম্বা আপীলের বিষয় সম্পর্কে যে আদেশ উচিত বোধ করেন করিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা। *

৬১০ ধারা। কোন ব্যক্তি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল কি জারী করাইতে চাহিলে, যে আদালত হইতে শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীল করা যায়, তিনি সেই আদালতের দরখাস্ত দিবেন ও আপীলক্রমে যে ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায় ও যাহা প্রবল কি জারী করাইতে চেষ্টা করেন, দরখাস্তের সঙ্গে ঐ ডিক্রীর কি আজ্ঞার সর্টিফিকেট-যুক্ত নকলও দিবেন।

ঐ আদালত প্রথম যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, সেই ডিক্রীজারী আদালতে অথবা শ্রীশ্রীমতীর আজ্ঞাপত্রে অন্য আদালতে পাঠাইবার আদেশ থাকিলে সেই আদালতে শ্রীশ্রীমতীর ঐ আজ্ঞা প্রেরণ করিবেন ও কোন এক পক্ষের প্রার্থনামতে ঐ আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করাইবার প্রয়োজনমত উপদেশ দিবেন। ও ঐ আজ্ঞা উক্ত প্রকারে যে আদালতে প্রেরণ করা যায়, সেই আদালত ঐ উপদেশ মানিয়া, আপনার মূল ডিক্রী জারী করিবার নিয়মমতে ও তৎপ্রতি যে যে বিধি খাটে তদনুসারে, সেই আজ্ঞাও প্রবল কি সাধন করাইবেন।

আজ্ঞার যে অংশে রেস্পণ্ডেণ্টকে খরচা দিবার কথা থাকে, সেই অংশ আপীলাণ্টের বিরুদ্ধে যে প্রকারে জারী করা যাইতে পারে, ঠিক সেই প্রকারে খরচার জামীনদারের বিরুদ্ধে জামীনদার যে পরিমাণ আপনাকে দায়ী করিয়াছেন সেই পরিমাণে জারী করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু প্রত্যেক স্থলে আদালত যেরূপ লিখিতে নোটিস যথেষ্ট মনে করেন, জামীনদারকে সেইরূপ লিখিতে নোটিস দেওয়া চাই।

উক্ত আজ্ঞাক্রমে ভারতবর্ষে টাকা দিতে হইলে ও ব্রিটনদেশের চলিত মুদ্রার নাম উল্লেখ করিয়া তাহা ব্যক্ত থাকিলে, রাজকীয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে অর্থ সম্পর্কীয় ব্যাপার নিষ্পত্তিকরণকার্য্যের ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অর্থকোষের লার্ড কমিশ্যনর সাহেবদের সম্মতিক্রমে যৎকালে মুদ্রাবিনিময়ের যে নিয়ম ধার্য্য করেন, উক্ত টাকা সেই নিয়মানুসারে দেওয়া যাইবে।

ডিক্রীজারী করণসম্পর্কীয় আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৬১১ ধারা। যে আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করান, সেই আদালত আপনার ডিক্রী প্রবল কি সাধন সম্পর্কীয় কোন আজ্ঞা করিলে, তাহার উপর যে প্রকারে ও যে যে বিধিমতে আপীল হইতে পারে, শ্রীশ্রীমতীর ঐ আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করণ সম্পর্কীয় কোন আজ্ঞা করিলে, তাহার উপরও সেই প্রকারে ও সেই সেই বিধিমতে আপীল হইতে পারিবে।

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬১২ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত কার্য্যের বিধান করণার্থে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন, যথা—

(ক) ৬০০ ধারামতে নোটিস জারী করিবার বিধান।

(খ) হাইকোর্টের অধীন যে আদালতে শেষ আপীলসংক্রান্ত বিচারাধিপত্য থাকে, ৬০১ ও ৬০২ ধারামতে সার্টিফিকেট দেওন কি দিতে অস্বীকার করণবিষয়ক বিধান।

(গ) ৬০২ ও ৬০৫ ও ৬০৯ ধারামতে যত টাকার ও যে প্রকারে জামিন দিতে হইবে তাহার বিধান।

(ঘ) ঐ জামিনের পরীক্ষা লওনের বিধান।

(ঙ) কাগজপত্র নকল করিবার খরচের অনুমান করণের বিধান।

(চ) ঐ নকল প্রস্তুত ও পরীক্ষা করণের ও তাহাতে সার্টিফিকেট লিখনের বিধান।

(ছ) অনুবাদ পুনরালোচন ও প্রামাণিক করণের বিধান।

(জ) কাগজপত্রের প্রতিলিপির সূচীপত্র ও তন্মধ্যে যে যে পত্র ধরা যায় নাই, তাহার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করণের বিধান।

(ঝ) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল সংক্রান্ত যে খরচ লাগে, তাহা আদায় করিবার বিধান,

ও এই অধ্যায়ের বিধি প্রবল করণসংক্রান্ত অন্য অন্য বিষয়ের বিধান।

বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

উক্ত সকল বিধি স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। করা গেলে হাইকোর্টে ও তাঁহার অধীন শেষ আপীলের বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট আদালতে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

এইক্ষণে যে বিধি আছে, তাহা আইন সিদ্ধ করিবার কথা।

৬১৩ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীলসম্বন্ধীয় যে সকল বিধি ইতিপূর্ব্বে কোন হাইকোর্ট কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়া এই আইন প্রচলিত হওনের প্রাক্কালে বলবৎ ছিল, তাহা এই আইনের সঙ্গে যতদূর সঙ্গত হয়, ততদূর আইনমতে প্রণীত ও প্রকাশিত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রাঙ্গুনের রিকর্ডের সাহেবের কথা।

৬১৪ ধারা। ৪৯৫ ও ৬১২ ধারায় "হাইকোর্ট" শব্দের মধ্যে রাঙ্গুনের রেকর্ডার সাহেবও গণ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার প্রতি আপনার আদালত ভিন্ন অন্য আদালতের মাননীয় বিধি করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল না।

বঙ্গদেশীয় ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ৫ প্রকরণের অর্থের কথা।

৬১৫ ধারা। বঙ্গদেশীয় ১৮২৮ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৪ ধারার ৫ প্রকরণের যে যে বিধির ও নিষেধের উল্লেখ হইল, তাহা এই আইনমতে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের নিষ্পত্তির উপর আপীলের প্রতি বর্ত্তনীয় বিধি ও নিষেধ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

শ্রীশ্রীমতীর অভিমত রক্ষার কথা।

৬১৬ ধারা। (ক) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর স্বেচ্ছামতে আপীল গ্রাহ্য কি কি অগ্রাহ্য করণের কি অন্য কোন আজ্ঞা করণের যে সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ ক্ষমতা আছে, তাহার যে বাধকতা হইল, কিম্বা

ও জুডিশ্যাল কমিটীর সম্মুখে কার্য্য চলনের বিধি রক্ষার কথা।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীল উপস্থিত করণ বিষয়ে কিম্বা প্রিবি-কৌন্সেলেই জুডিশ্যাল কমিটীর সম্মুখে আপীল মোকদ্দমা চালাইবার বিষয়ে ঐ জুডিশ্যাল কমিটীর প্রণীত যে বিধি যে সময়ে প্রচলিত থাকে, তৎপ্রতি যে হস্তক্ষেপ করা গেল,

এই আইনের কোন কথার এমত ভাব বুঝিতে হইবে না।

আরও অপরাধের কিম্বা আডমিরলটির কি বৈস্ আডমিরলটির (অর্থাৎ সমুদ্রপথে কৃত কোন অপরাধের) বিচারাধিপত্যের প্রতি কিম্বা প্রাইজ কোর্টের আজ্ঞার ও ডিক্রীর উপর আপীলের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তে না।

সপ্তম ভাগ।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

হাইকোর্টে প্রশ্নকরণ ও পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি।

হাইকোর্টে প্রশ্নকরণ বিষয়ক কথা।

৬১৭ ধারা। যে মোকদ্দমায় কি আপীলের ডিক্রী চূড়ান্ত হয়, তাহা শ্রবণের পূর্ব্বে, কি শ্রবণ সময়ে, কিম্বা উক্ত কোন ডিক্রী জারীকরণ সময়ে, আইনঘটিত কিংবা আইনের তুল্য বলবৎ আচারঘটিত কোন প্রশ্ন, কিংবা যে দলীলের অর্থানুসারে মোকদ্দমার দোষগুণ সম্পর্কীয় ফল দর্শে, সেই দলীলের অর্থঘটিত কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, ও যে আদালত মোকদ্দমায় কি আপীলের বিচার বা ডিক্রী জারী করিতেছেন তাঁহার তদ্বিষয়ে সঙ্গতরূপ সন্দেহ থাকিলে ঐ আদালত আপনার প্রবৃত্তিক্রমে কিংবা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, ঐ মোকদ্দমার বৃত্তান্তের ও ঐ সন্দিগ্ধ বিষয়ের বর্ণনাপত্র লিখিয়া ঐ বিষয়ে আপনার অভিমত সহিত ঐ বর্ণনাপত্র হাইকোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টের অভিমতের অপেক্ষায় আদালতের ডিক্রী করিতে পারিবার কথা।

৬১৮ ধারা। আদালত মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত করিতে, কিংবা হাইকোর্টে প্রশ্ন উপস্থিত করা গেলেও কার্য্য চালাইতে পারিবেন, ও জিজ্ঞাসিত বিষয়ে হাইকোর্টের যে অভিমত হয়, তাহার সাপেক্ষ রাখিয়া ডিক্রী বা আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু হাইকোর্টে প্রশ্ন উপস্থিত করা গেলে, তদ্বিষয়ে ঐ কোর্টের বিচারের নকল না প্রাপণ পর্য্যন্ত, কোন স্থলেই ডিক্রী জারী, কি সম্পত্তি বিক্রয়, কি বা ক্রোক বারাবন্ধ করিতে হইবে না।

হাইকোর্টের বিচারপত্র পাঠাইবার ও তদনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৬১৯ ধারা। যে মোকদ্দমা সম্পর্কে ঐ প্রশ্ন করা যায়, হাইকোর্ট তাহার উভয় পক্ষের কি তাঁহাদের উকীলদের কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত অর্পিত বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন, ও আপনার বিচারপত্রের প্রতিলিপিতে রেজিষ্টার স্বাক্ষর করিলে, যে আদালত হইতে প্রশ্ন অর্পণ করা যায়, ঐ প্রতিলিপি সেই আদালতে পাঠাইবেন, তাহা পাইলে সেই আদালত হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

হাইকোর্টের অর্পণ করিবার খরচের কথা।

৬২০ ধারা। হাইকোর্টের অভিমত জানিবার জন্যে প্রশ্ন উপস্থিত করাতে খরচা লাগিলে, তাহা মোকদ্দমার খরচা বলিয়া ধরা যাইবে।

যে আদালত প্রশ্ন করেন, তাহার ডিক্রী পরিবর্ত্তনাদি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬২১ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন বিষয় হাইকোর্টে অর্পণ করা গেলে, হাইকোর্ট সেই [illegible] [illegible] করিবার জন্যে ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন, ও যে মোকদ্দমায় ঐ প্রশ্ন উত্থিত [illegible], সেই মোকদ্দমায় যে আদালত প্রশ্ন অর্পণ করেন, সেই আদালত যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা

করিলেন, হাইকোর্ট তাহা পরিবর্ত্তন, কি রহিত, কি পরিবর্ত্তিত করিয়া, তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টের আপীলের অযোগ্য মোকদ্দমার কাগজপত্র আনিবার ক্ষমতার কথা।

৬২২ ধারা। যে আদালত যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন, তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাইকোর্টে আপীল হইতে না পারিলেও, সেই আদালত আইনমতে আপনার প্রতি অনর্পিত ক্ষমতা ক্রমে কার্য্য করিলেন, কিংবা তদ্রূপ অর্পিত ক্ষমতা ক্রমে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলেন, কিংবা স্বীয় ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে কিংবা অবৈধমতে, কি গুরুতর অনিয়ম সহকারে কার্য্য করিয়াছেন দৃষ্ট হইলে, হাইকোর্ট সেই মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইয়া মোকদ্দমায় যে আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

অষ্টম ভাগ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিচারের সমালোচন বিষয়ক বিধি।

বিচারের সমালোচন হইবার প্রার্থনার কথা।

৬২৩ ধারা। (ক) যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর এতৎক্রমে আপীল হইবার অনুমতি থাকিলেও আপীল উপস্থিত করা যায় নাই, তদ্দ্বারা, কিম্বা

(খ) যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর এতৎক্রমে আপীল করিবার অনুমতি নাই, তদ্দ্বারা, কিংবা

(গ) ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত হইতে প্রশ্ন অর্পিত হইয়া যে বিচার করা যায়, তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করিলে,

ও ঐ ডিক্রী করণ, কিংবা ঐ আজ্ঞা হওন সময়ে, উপযুক্তমতে যত্ন করিলেও যে বিষয়ের কি প্রমাণের কথা জ্ঞাত ছিলেন না, কিংবা যাহা উপস্থিত করা যাইতে পারে নাই, এমত নূতন ও গুরুতর বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়াতে, কিংবা কাগজপত্রের অভিমুখেই যে ভুল কি ভ্রম দৃষ্ট হয় তৎপ্রযুক্ত, কিংবা বিশিষ্ট অন্য কোন কারণে, তিনি আপনার বিপক্ষ ডিক্রীর সমালোচন হওয়ার ইচ্ছুক হইলে,

যে আদালত ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা করিলেন সেই আদালতে, কিংবা উক্ত আদালতের কার্য্য অন্য আদালতে অর্পণ করা গিয়া থাকিলে, সেই আদালতে বিচারের সমালোচন হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন ব্যক্তি ডিক্রীর উপর আপীল না করিলে, অন্য ব্যক্তির আপীল উপস্থিত থাকিতেও তিনি ঐ বিচারের সমালোচন প্রার্থনা করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রার্থক ও আপেলাণ্ট এই উভয়ের পক্ষে আপীলের হেতু সাধারণ হইলে, কিংবা রেস্পণ্ডেণ্ট হওয়াতে

যে পক্ষ ঐরূপ সমালোচন প্রার্থনা করেন, তাহা আপীল-আদালতে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলে, ঐ সমালোচন প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

যাঁহার নিকট সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা হইতে পারিবে তদ্বিষয়ের কথা।

৬২৪ ধারা। যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত নূতন ও গুরুতর বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যায়, কিংবা ডিক্রীর আভমুখেই শব্দাদির কোন ভ্রম স্পষ্ট থাকে, এমত স্থল ভিন্ন হাইকোর্টের বিচার ছাড়া অন্য বিচারের সমালোচন প্রার্থনা হইলে, যে বিচারপতি বিচার প্রচার করিলেন, তদ্ভিন্ন কোন বিচারপতির নিকট সেই প্রার্থনা হইতে পারিবে না।

সমালোচন হওয়ার প্রার্থনাপত্র লিখিবার পাঠের কথা।

৬২৫ ধারা। আপীল করিবার পাঠের যে বিধি পূর্ব্বভাগে লেখা গেল, ও শব্দাদি প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিলে, সেই বিধি সমালোচনের প্রার্থনাপত্রের প্রতি খাটে।

প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণ বিষয়ক কথা।

৬২৬ ধারা। সমালোচন করিবার প্রচুর কারণ নাই, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন।

প্রার্থনা গ্রাহ্য করণ বিষয়ক কথা।

সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত, আদালতের এই অভিমত থাকিলে, তাহার অনুমতি দিবেন, ও বিচারপতি স্বহস্তে সেই অভিমতের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

উপবিধি।

পরন্তু—(ক) যে ডিক্রীর সমালোচন প্রার্থনা করা যায়, বিপক্ষ পক্ষ যে উপস্থিত হইয়া সেই ডিক্রীর প্রতিপোষক কথা শুনাইতে পারেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে নোটিস দেওয়া না গেলে, তদ্রূপ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না। এবং

(খ) প্রার্থক নিজ কথনমতে যাহা জানিতেন না, কিংবা ডিক্রী কি আজ্ঞা হওন সময়ে যাহা উপস্থিত করিতে পারিতেন না এমত নূতন বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়াপ্রযুক্ত সমালোচন প্রার্থনা হইলে, তাঁহার সেই উক্তির অতি দৃঢ় প্রমাণ না হইলে, ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না। এবং

(গ) যে বিচারপতি রায় প্রকাশ করেন ৬২৪ ধারানুসারে তাঁহার নিকট যে দরখাস্ত করা হয়, তাহার মীমাংসা ঐ বিচারপতি এই ধারার

(ঘ) নিয়মবিধি অনুসারে নোটিস দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে, তাঁহার উপরপদধারী কর্তৃক করা যাইতে পারিবে।

আদালতে দুই কি ততোধিক জন জজ থাকিলে, সমালোচনের প্রার্থনাপত্রের কথা।

৬২৭ ধারা। যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার সমালোচনের প্রার্থনা করা যায়, তাহা যে বা যে যে বিচারপতি করিলেন, তিনি কি তাঁহারা কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ঐ সমালোচনের প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করণ সময়ে ঐ আদালতে নিযুক্ত থাকিলে, ও প্রার্থনা হওয়ার অব্যবহিত পর ছয় মাস পর্য্যন্ত অনুপস্থানহেতুক, কি অন্য কারণে ঐ প্রার্থনার উল্লিখিত ডিক্রী কি আজ্ঞা বিবেচনা করিতে তাঁহার কি তাঁহাদের বাধা না থাকিলে, ঐ বিচারপতি কি বিচারপতিগণ কি

তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ঐ প্রার্থনা শুনিবেন, ও ঐ আদালতের অন্য বিচারপতি কি বিচারপতিরা ঐ প্রার্থনা শুনিবেন না।

প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবার চূড়ান্ত আজ্ঞা হওয়ার কথা।

৬২৮ ধারা। একের অধিক জন বিচারপতি সমালোচনের প্রার্থনা শ্রবণ করিলে ও তাঁহাদের যত জনের এক মত হয়, তত জনের বিপরীত মত থাকিলে, প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে।

অধিকাংশ ব্যক্তির এক মত থাকিলে, অধিক অংশের সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি হইবে।

অগ্রাহ্যের আজ্ঞা চূড়ান্ত এবং গ্রাহ্য করণের প্রতি আপত্তি হইবার কথা।

৬২৯ ধারা। আদালত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের যে আজ্ঞা করেন, তাহা চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু গ্রাহ্য হইলে নিম্নলিখিত কোন হেতুতে সেই গ্রাহ্য হওয়ার আপত্তি করা যাইতে পারিবে।

(ক) ঐ গ্রাহ্য করণের আজ্ঞা ৬২৪ ধারার বিধানের বিপক্ষ, কিংবা

(খ) ৬২৬ ধারার বিধানের বিপক্ষ, কিংবা

(গ) প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হইলে পর ও বিশিষ্ট কারণ না থাকিতেও গ্রাহ্য হওন হেতু

ঐ প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য করণের আজ্ঞার উপর ঐ আপত্তি তৎক্ষণাৎ আপীলক্রমে করা যাইতে পারিবে, কিংবা মোকদ্দমার শেষ ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর কোন আপীল হইলে, ঐ আপত্তি করা যাইতে পারিবে। কিংবা

প্রার্থকের উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে, তিনি সেই অগ্রাহ্য হওয়া প্রার্থনাপত্র পুনরায় নথির সামিল করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও সেই প্রার্থনাপত্র শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব করা যায়, প্রার্থক বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত খরচা বিষয়ে বা অন্য প্রকারের যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, এমত নিয়ম করিয়া ঐ প্রার্থনাপত্র পুনরায় নথীর সামিল করিতে আজ্ঞা করিয়া, শুনিবার দিন ধার্য্য করিবেন।

প্রার্থক বিপক্ষ পক্ষকে শেষোক্ত প্রার্থনা হওয়ার নোটিস লিখিয়া না দিলে, এই ধারামত কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

সমালোচন করিয়া, কিংবা সমালোচনের প্রার্থনাক্রমে যে আজ্ঞা করা যায়, সেই আজ্ঞার সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না।

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে রেজিষ্টারী করিবার ও পুনঃশ্রবণের আজ্ঞার কথা।

৬৩০ ধারা। সমালোচনের প্রার্থনাপত্র হইলে রেজিষ্টরী বহীতে সেই কথা সংক্ষেপে লেখা যাইবে, ও আদালত তৎকালেই মোকদ্দমা পুনঃশ্রবণ করিতে কিংবা পুনঃশ্রবণের বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

নবম ভাগ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

চার্টরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি।

কেবল কোন কোন হাইকোর্টের প্রতি এই অধ্যায় খাটিবার কথা।

৬৩১ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে হাইকোর্ট স্থাপন করণার্থ আইন নামক মহারাণী বক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে যে হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে বা পশ্চাৎ হইবে, এই অধ্যায় কেবল সেই সেই হাইকোর্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

হাইকোর্টের প্রতি এই আইন খাটিবার কথা।

৬৩২ ধারা। এই অধ্যায়ে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, এই আইনের বিধান পূর্ব্বোক্ত হাইকোর্টের প্রতি খাটিবে।

স্বীয় বিধিমতে হাইকোর্টের বিচার লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

৬৩৩ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে কোন বিধি করিয়া যেরূপে আদেশ করেন, সেইরূপে প্রমাণ লইবেন ও বিচার ও আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

খরচা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে ডিক্রীজারীর আজ্ঞা করিবার ও পশ্চাৎ খরচা সম্পর্কে জারী করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৩৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণ পক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ ক্ষমতাক্রমে যে ডিক্রী করা যায়, সেই মোকদ্দমায় যত খরচা লাগে, টাক্স করণের দ্বারা ইহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে সেই ডিক্রী প্রবল করা উচিত, হাইকোর্ট এমত বোধ করিলে, ডিক্রীর যে অংশে খরচাসম্পর্কীয় কথা আছে, তাহা ভিন্ন ঐ ডিক্রীর অন্য অংশ অগৌণেই জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ও ঐ ডিক্রীর যে অংশে খরচ সম্পর্কীয় কথা আছে, যত খরচ লাগিবে, টাক্স করণ দ্বারা ইহা নির্ণয় করা গেলেই, সেই অংশ সম্পর্কে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অনুমতি না পাইলে কোর্টের প্রতি ক্ষমতা অপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বক্তৃতা করিতে না পারিবার কথা।

৬৩৫ ধারা। কোর্টের প্রতি চার্টর ক্রমে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল, কোর্ট তদনুসারে কার্য্য করিয়া অনুমতি না দিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের সাধারণ ক্ষমতামত কার্য্যকারী কোর্টে কোন ব্যক্তির পক্ষ হইয়া অন্য ব্যক্তির বক্তৃতা করিবার কি সাক্ষীর সাক্ষ্য হইবার, কিম্বা আডবোকেট ও উকীল ও আটর্ণি বিষয়ে হাইকোর্টের বিধি করণের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা যে দেওয়া গেল, এই আইনের কোন কথাতে এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

মোকদ্দমার এটর্ণির দ্বারা হাইকোর্টের পরওয়ানা জারী হইতে পারিবার কথা।

৬৩৬ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ ক্ষমতা

সাধারণাতীত ক্ষমতামতে এবং বিবাহ ও উইলবিষয়ক বিচার ও যাঁহারা উইল না লিখিয়া মরেন, তাঁহাদের বিষয় বিচার করিবার ক্ষমতামতে কার্য্য হওনক্রমে ৬৪ ধারামত প্রতিবাদীদের নামে প্রচারিত সমন ভিন্ন ও ডিক্রী জারীর পরওয়ানা ও ৫৫৩ ধারামত নোটিস ভিন্ন দলীল আনিয়া দেখাইবার যে নোটিস ও সাক্ষীদের নামে যে সমন ও আদালত সম্পর্কীয় অন্য যে পরওয়ানা বাহির হয়, তাহা মোকদ্দমার এটর্নিদের দ্বারা কিংবা তাহাদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কিম্বা হাইকোর্ট সময়ে সময়ে কোন বিধি কি আজ্ঞাক্রমে অন্য যে ব্যক্তিদের দ্বারা জারী করিবার আদেশ করেন, তাঁহাদের দ্বারা জারী করিবার আদেশ করেন, তাঁহাদের দ্বারা জারী করা যাইতে পারিবে।

যে কার্য্য বিচার সম্পর্কীয় নয়, রেজিষ্ট্রারের দ্বারা সেই কার্য্য হইতে পারিবার কথা।

৬৩৭ ধারা। বিচারকার্য্য না হইয়া কিন্তু বিচারকার্য্যের ভাবাপন্ন যে কার্য্য এই আইনমতে বিচারপতির দ্বারা করা যাইবার আদেশ থাকে, তাহা এবং ৩৯৪ ধারামতে হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করণার্থ নিযুক্ত আমীনের দ্বারা যে কার্য্য করা যাইতে পারে, তাহা কোর্টের রেজিষ্ট্রারের দ্বারা কিংবা কোর্টের অন্য যে কার্য্যকারককে ঐ কোর্ট সেই কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন, তাঁহার দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারার মর্ম্মানুসারে যে যে কার্য্য বিচারকার্য্য নয়, ও যাহা বিচারকার্য্যের ভাবাপন্ন বলিয়া জানা যাইবে, হাইকোর্ট সময়ে সময়ে বিধি করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণের ক্ষমতাপক্ষে হাইকোর্টের প্রতি যে যে ধারা না খাটে, তাহার কথা।

৬৩৮ ধারা। হাইকোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণ পক্ষে সাধারণ বা সাধারণাতীত ক্ষমতামতে কার্য্য করিলে, তাঁহার প্রতি এই আইনের এই এই অংশ বর্ত্তিবে না, অর্থাৎ ১৬ ও ১৭ ও ১৯ ধারা ও ৫৪ ধারার ক ও (গ) প্রকরণ ও ৫৭ ও ১১৯ ও ১৬০ ও ১৮২ অবধি ১৮৫ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ১৮৭ ও ১৮৯ ও ১৯০ ও ১৯১ ও সাক্ষ্য লওনের নিয়ম বিষয়ে যতদূর সম্পর্ক থাকে, ততদূর ১৯২ ধারা ও ১৯৮ অবধি ২০৬ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও মর্ম্মাত্মকপত্র লেখন বিষয়ে যতদূর সম্পর্ক থাকে, ততদূর ৪০৯ ধারা,

এবং আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতাপক্ষে কার্য্যকরণকালে ৫৭৯ ধারা হাইকোর্টের প্রতি বর্ত্তিবে না।

ঋণশোধে অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারাধিপত্যের প্রতি এই আইন না বর্ত্তিবার কথা।

যোত্রহীন ঋণীদের বিচারার্থ আদালত স্বরূপ কোন হাইকোর্টের অন্যের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকরণ সম্পর্কে এই আইনের কোন কথা বিস্তৃত হইয়া বর্ত্তিবে না।

পাঠ নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৩৯ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে আপনার আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের বিবরণ লিখিবার পাঠের বিধান ও আমলাগণের যে যে বহী রাখিতে ও তন্মধ্যে যে যে কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে, তাহার বিধি করিতে সক্ষম হইবেন।

দশম ভাগ।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

কোন কোন স্ত্রীলোকদের আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকার কথা।

৬৪০ ধারা। দেশের আচার ও রীতানুসারে যে স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্ব্বক প্রকাশ্য স্থানে আনা উচিত নয় তাঁহারা স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকিবেন।

কিন্তু যে স্থলে এই আইনে স্ত্রীলোকদিগকে ধরা নিষিদ্ধ হয় নাই, সেই স্থলে দেওয়ানী পরওয়ানা জারী করণক্রমে ঐ প্রকারের স্ত্রীলোককে যে ধরা যাইতে পারে না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

কোন কোন ব্যক্তিকে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

৬৪১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তির শ্রেণী বিবেচনায় তাঁহাকে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকায় স্বত্ববান জ্ঞান করিলে, রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই অনুমতি রহিত করিতেও পারিবেন।

যাঁহাদিগকে মুক্ত করা যায়, নিম্ন আদালতে তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট রাখিবার কথা।

যাঁহাদিগকে তদ্রূপে মুক্ত করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে হাইকোর্টে তাঁহাদের নাম ও নিবাস জানাইবেন ও তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট সেই কোর্টে রাখা যাইবে ও তদ্রূপ যে ব্যক্তিরা হাইকোর্টের অধীন যে যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করেন, তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট সেই সেই অধীন আদালতে রাখিতে হইবে।

সেই অনুগ্রহের দাওয়া হইলে, আমীন নিযুক্ত করার প্রয়োজন হওয়াতে খরচের কথা।

তদ্রূপে মুক্ত করা কোন ব্যক্তি সেই মুক্তিরূপ অধিকারের দাওয়া করাতে যদি তাঁহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে আমীনকে নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, তবে যিনি তাঁহার সাক্ষ্য চাহেন, তিনি সেই আমীনের খরচা না দিলে ঐ ব্যক্তির নিজেই ঐ খরচ দিতে হইবে।

যাঁহারা দেওয়ানী পরওয়ানামতে আসেধ হইতে মুক্ত, তাঁহাদের কথা।

৬৪২ ধারা। কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট কি অন্য বিচারপতি যে সময়ে আপন আদালতে যাইতেছেন, কি অধিবেশন করেন, কি তথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছেন, সেই সময়ে তাঁহাকে দেওয়ানী পরওয়ানামতে ধৃত করা যাইতে পারিবে না।

ও ৩৩১ ক ধারার (৫) প্রকরণের এবং ২৫৬ ও ৬৪৩ ধারার নির্দিষ্ট স্থল ভিন্ন যে বিষয়ে যে আদালত বিচারাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিম্বা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বলিয়া সরলভাবে বিশ্বাস করেন, সেই আদালতে সেই বিষয় উপস্থিত থাকিলে, উভয়পক্ষ ও তাঁহাদের উকীল ও মোক্তার ও রেকগনিজড এজেন্ট ও স্বীকৃত কর্মকারক ও সমনক্রমে কার্য্যকারী তাঁহাদের সাক্ষিগণ বিষয়

উপলক্ষে যে সময়ে ঐ আদালতে যাইতেছেন, কি উপস্থিত থাকেন ও যে সময়ে ঐ আদালত হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে এই আইনমতে ধৃত করা যাইবে না।

কোন কোন অপরাধের স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৪১ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্য চলন সময়ে, কিম্বা কোন মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা যায়, তৎসম্পর্কে আদালতের বিবেচনায় ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০২, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ৪৬৩ ৪৭১, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬ কি ৪৭৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধের অভিযোগ মাজিষ্ট্রেটের তদন্ত করণার্থে প্রেরণ করিবার প্রচুর কারণ থাকিলে, আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতের উঠিয়া না যাওনের সময় পর্য্যন্ত আটক রাখিয়া প্রহরির জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার হাজিরজামিন লইতে পারিবেন।

আদালত মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ সংক্রান্ত প্রমাণ ও দলীল পাঠাইবেন ও কোন ব্যক্তিকে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট সেই অভিযোগ গ্রহণ করিয়া তৎসম্পর্কে আইন অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

চতুর্থ তফসীলের পাঠের কথা।

৬৪৪ ধারা। ৬৩৯ ধারার ও মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারার হাইকোর্টের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল, তাহা প্রবল মানিয়া এই আইনের চতুর্থ তফসীলের উল্লিখিত নানা পাঠের কথা প্রত্যেক স্থলের অবস্থাগতিকে প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ পাঠের উল্লিখিত কার্য্যপক্ষে ব্যবহার হইতে পারিবে।

অধীন আদালতের ভাষার কথা।

৬৪৫ ধারা। এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে হাইকোর্টের অধীন কোন আদালতে যে ভাষা চলন আছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত সেই অধীন আদালতে সেই ভাষা চলন থাকিবে।

কিন্তু যে ভাষাটী উক্ত কোন আদালতের চলন ভাষা হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা সময়ে সময়ে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

৬৪৫ ক ধারা। জলময় যান রক্ষাকরণ কিম্বা সুবিধার স্থানে আনয়ন কি পরস্পরের ধাক্কা লাগান সংক্রান্ত আড্মিরালটী বা বৈস্ আডমিরালটি মোকদ্দমার আদালত আদি বিচারের ক্ষমতা কি আপীলী ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া উপযুক্ত জ্ঞান করিলেও ঐ মোকদ্দমালিপ্ত কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে যে প্রকারে সময়ে সময়ে নিয়মক্রমে আদালত আদেশ করেন, সেই প্রকারে দুইজন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আসেসর আহ্বান করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আসেসরদ্বয় উপস্থিত হইয়া তদনুসারে সাহায্য করিবেন।

আদালত আসেসরদিগকে কিছু যে ফী নিয়মক্রমে দিবার আদেশ করেন সেইরূপ ফী প্রত্যেক আসেসর পাইবেন। প্রত্যেক স্থলে আদালত যে পক্ষকে সেই ফী দিতে আজ্ঞা করেন, সেই পক্ষ সাক্ষাৎ ঐ ফী প্রদত্ত হইবে।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রেজিষ্ট্রারদের মোকদ্দমার বর্ণনা করিবার কথা।

৬৪৬ ধারা। আইনঘটিত কিংবা আইনের তুল্য বলবৎ আচারঘটিত বিষয়ের কিংবা দলীলের যে অর্থ দ্বারা নিষ্পত্তির দোষগুণের পক্ষে ফল বর্ত্তিতে পারে, সেই অর্থবিষয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রেজিষ্ট্রারের কোন সন্দেহ থাকিলে, তিনি বিচারপতির অভিমত জানিবার নিমিত্ত সেই বিষয়ের বর্ণনা করিতে পারিবেন। এবং এই আইনে বিচারপতির কোন বিষয় বর্ণন করণ সম্পর্কে যে যে বিধান আছে, প্রয়োজনমতে শব্দাদি পরিবর্ত্তন করিলে, সেই সেই বিধান রেজিষ্ট্রারের উক্ত বিষয় বর্ণনা করণের প্রতি বর্ত্তিবে।

ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার এলাকা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হাইকোর্টে অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৪৬ ক ধারা। (১) যে আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, সেই আদালত নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে কোন সময়ে যদি ঐরূপ সন্দেহ করেন যে, ঐ মোকদ্দমা কোন ছোট আদালত কর্ত্তৃক বিচার্য্য কি না, তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহের হেতুর একটী বিবরণসহ তিনি হাইকোর্টে নথী অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) ঐ নথী এবং বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া হাইকোর্ট ঐ আদালতকে এইরূপ হুকুম করিতে পারিবেন যে, তিনি হয় ঐ মোকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, নয় ঐ মোকদ্দমা বিচারামলে আনিতে সমর্থ বলিয়া তিনি তাঁহার ঐ হুকুমে অপর যে আদালতকে ব্যক্ত করেন,সেই আদালতে দিবার জন্য আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিবেন।

ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার এলাকা সম্বন্ধে ভ্রমক্রমে আদালতে যে কার্য্য করা যায়, তাহা পুনরালোচনার্থ অর্পণ করিবার জন্য জিলার আদালতকে ক্ষমতা দিবার কথা।

৬৪৬ খ ধারা। (১) কোন জিলার আদালত যদি দেখেন যে, তাঁহার অধীন কোন আদালত কোন মোকদ্দমা কোন ছোট আদালতকর্ত্তৃক বিচার্য্য কি বিচার্য্য নয় বলিয়া ভুল মীমাংসা করিবার দরুণ আইনক্রমে উহাতে যে বিচারাধিকার অর্পিত হইয়াছে, তাহা পরিচালন করেন নাই, কিম্বা ঐ প্রকারে উহাতে যে বিচারাধিকার অর্পিত হয় নাই, তাহা পরিচালন করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ জিলার আদালত যে সকল হেতুতে মোকদ্দমার প্রকৃতি সম্বন্ধে অধীন আদালতের মত ভ্রান্ত বিবেচনা করেন, তাহার একটি বিবরণসহ নথী হাইকোর্টে অর্পণ করিতে পারিবেন, এবং কোন পক্ষ তাঁহাকে এইরূপ করিতে বলিলে এইরূপ করিবেন।

(২) ঐ নথী এবং বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া হাইকোর্ট মোকদ্দমায় যেরূপ হুকুম দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন, সেইরূপ হুকুম দিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারানুসারে হাইকোর্টে, যে মোকদ্দমা অর্পিত হয়, তাহাতে ডিক্রীর পরের কোন কার্য্য সম্বন্ধে হাইকোর্ট অবস্থা বিবেচনা করিয়া যেরূপ হুকুম করা ন্যায্য ও উচিত দেখেন, সেইরূপ হুকুম করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারানুসারে কার্য্য করণার্থ কোন জিলার আদালত কাগজপত্র বা সমাদ ... করিবার যে আদেশ করেন, ঐ আদালতের অধীন কোন আদালত তাহা পালন করিবেন।

মোকদ্দমাঘটিত বিবিধ কার্য্যের কথা।

৬৪৭ ধারা। এই আইনের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী যতদূর খাটিতে পারে, নালিশ ও আপীল ভিন্ন দেওয়ানী কোন আদালতে মোকদ্দমাঘটিত সকল কার্য্যে ততদূর খাটিবে।

আফিডেবিট প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য করিবার কথা।

কোন আফিডেবিট যে বিষয় সম্পর্কীয় হয়, উক্ত প্রকারের মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে হাইকোর্ট সময়ে সময়ে সেই সেই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ সেই আফিডেবিট গ্রাহ্য হইবার বিধি করিতে পারিবেন ও সেই সেই বিধি স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রচার করা গেলে, আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

যে ব্যক্তিকে ধৃত বা যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে, তাহা জিলার বহির্ভূত স্থানে থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৪৮ ধারা। ডিক্রীজারী সম্পর্কে না হইয়া এই আইনের কোন বিধানক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিতে কিম্বা কোন সম্পত্তি ক্রোক করিতে, কোন আদালতের ইচ্ছা হইলে এবং ঐ আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে উক্ত ব্যক্তির বাস হইলে(কি ঐ সম্পত্তি থাকিলে, আদালত আপন বিবেচনামতে ধৃত করিবার পরওয়ানা কিম্বা ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও যে জিলার আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ ব্যক্তি বা সম্পত্তি থাকে, সেই আদালতে আপন পরওয়ানার বা আজ্ঞার নকল ও ব্যক্তিকে ধৃত বা সম্পত্তি ক্রোক করিতে অনুমান যত খরচ লাগিবে, তাহাও পাঠাইবেন।

ঐ জিলার আদালত সেই নকল ও টাকা পাইলে আপনার আমলাগণের কিংবা আপনার অধীন কোন আদালতের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে ধৃত বা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করাইবেন, ও যে আদালত ঐ পরওয়ানা বা আজ্ঞা দিলেন বা করিলেন, সেই আদালতে ঐ ধৃত বা ক্রোক হওয়ার কথা জ্ঞাত করিবেন।

এবং এই ধারানুসারে যে আদালত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করেন, তিনি যে আদালত ধৃত করিবার পরওয়ানা বাহির করিয়াছিলেন, সেই আদালতে ধৃত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু কি জন্য তাঁহাকে শেষোক্ত আদালতে পাঠান হইবে না, প্রথমোক্ত আদালতের সন্তোষজনকরূপে তিনি যদি তাহা বুঝান, কিংবা শেষোক্ত আদালতে তাঁহার উপস্থিতির জন্য অথবা (মোকদ্দমাটী ৩৪ অধ্যায়ানুযায়ী হইলে) সেই আদালত তাঁহার বিরুদ্ধে যে ডিক্রী করেন, তাহা শোধ করিবার জন্য তিনি যদি যথেষ্ট জামিন দেন, তাহা হইলে যে আদালত ধৃত করেন, সেই আদালত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

এই ধারানুসারে যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে, তিনি বা যে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে, তাহা বঙ্গদেশের কোর্ট উইলিয়মস্থিত বা মান্দ্রাজ বা বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের অথবা রেঙ্গুনের রেকর্ডারের আদালতের সাধারণ আদিম দেওয়ানী এলাকার স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকিলে ধৃত করিবার পরওয়ানার বা ক্রোক করিবার হুকুমের নকল এবং ধৃত করিবার বা ক্রোক করিবার সম্ভবমত খরচের টাকা কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই বা রেঙ্গুণ এই কয়টী স্থানের মধ্যে যেস্থলে যে স্থানটি হয়, সে স্থলে সেই স্থানের ছোট আদালতে পাঠাইতে হইবে, এবং সেই

আদালত ঐ নকল ও টাকা প্রাপ্ত হইয়া এইভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন যে, তিনিই সেই জিলার আদালত।

ধৃত বা বিক্রয়করণার্থ কি টাকা দেওনার্থ সকল দেওয়ানী পরওয়ানার প্রতি এই বিধি খাটিবার কথা।

৬৪৯ ধারা। কোন দেওয়ানী আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে ব্যক্তিকে ধৃত বা সম্পত্তি বিক্রয় কি টাকা আদায় করণার্থে আদালত যে কোন পরওয়ানা জারী করিতে চাহেন, কি আজ্ঞা করেন, সেই পরওয়ানা জারী করণের প্রতি উনবিংশ অধ্যায়ের লিখিত বিধি খাটিবে।

পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ না পাইলে, উক্ত অধ্যায়ের আদালত ডিক্রী করেন, কি তদ্ভাবের কথায় যে ডিক্রী জারী করিতে হইবে, তাহা আপীলক্রমে ডিক্রী হইলেও যে আদালতের ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করা যায়, সেই আদালতকেও বুঝাইবে এবং যে ডিক্রী জারী করিতে হইবে, তাহা যে আদালতের ডিক্রী, সেই আদালত উঠিয়া গিয়া থাকিলে, যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছিল, ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করিবার সময়ে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে, যে আদালতের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিত, সেই আদালতকেও বুঝাইবে।

সাক্ষিবিষয়ক বিধি খাটিবার কথা।

৬৫০ ধারা। এই আইনমতে মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে যে সকল ব্যক্তির প্রতি সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার আদেশ থাকে, তাঁহাদের সকলের প্রতি সাক্ষীদের বিষয়ক চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিধান খাটিবে।

ভিন্নদেশীয় সমন জারী করিবার কথা।

৬৫০ ক ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানের কোন আদালত যে সমন বাহির করেন, তাহা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আদালতে পাঠান যাইতে পারিবে ও শেষোক্ত আদালতের সমনের ন্যায় জারী করা যাইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ স্থলে প্রয়োজন যে, যে আদালত ঐ সমন বাহির করেন, সেই আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ক্ষমতাক্রমে সংস্থাপিত বা রাখিয়া দেওয়া কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সেই আদালতের প্রতি এই ধারার বিধান বর্ত্তিবার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব তদ্রূপ বিজ্ঞাপনদ্বারা এই বিধানমতে কৃত কোন বিজ্ঞাপন রহিত করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐরূপ রহিতের পূর্ব্বে দেওয়া কোন সমন জারী করণ তদ্দ্বারা অসিদ্ধ করা যাইবে না।

এই আইন কি দেওয়ানী পরওয়ানামতে ধৃত হইয়া বা আটক থাকিয়া পলায়ন করণজন্য দণ্ডের কথা।

৬৫১ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনমতে কিম্বা কোন দেওয়ানী আদালতে পরওয়ানাক্রমে আপনার বৈধমতে ধৃত হওনের প্রতিরোধ করেন, কিংবা যে আইনমতে বাধা দেন, কিম্বা এই আইনমতে কি উক্ত পরওয়ানামতে বৈধরূপে আটক রাখা গেলে যদি কোন হেফা

জাত হইতে পলায়ন করেন, কি করিতে উদ্যোগ করেন, তবে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ প্রমাণ হইলে তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড কি এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

কার্য্যপ্রণালীর উপকরণার্থ বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৫২ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে আপনার কার্য্যপ্রণালী কিংবা আপনার তত্ত্বাধীন দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের বিধান করণার্থে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন। তদ্রূপ সকল বিধি স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, ও প্রকাশ করা গেলে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

(ভারতবর্ষের হাইকোর্ট স্থাপন করণার্থ আইন নামক) ২৪ ও ২৫ বিক্টোরিয়া ১০৪ অধ্যায়ানুসারে স্থাপিত কোন হাইকোর্ট কোন প্রেসিডেন্সী নগরের সীমার অন্তর্গত নয়, উহার এলাকাধীন এমন কোন প্রদেশের কোন অংশের নিমিত্ত কার্য্যপ্রণালী হইতে ভিন্ন এমন কোন বিষয় সম্বন্ধে ঐ আইনের ১৫ ধারানুসারে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, ঐ আইনানুসারে স্থাপিত নয়, এমন কোন হাইকোর্ট অগ্রে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মঞ্জুরি লইয়া সময়ে সময়ে সেইরূপ বিষয়ের সেই বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। কার্য্যপ্রণালী সংক্রান্ত বিষয় সকল নিয়মিত করিবার জন্য এই ধারানুসারে প্রণীত ও প্রকাশিত বিধি সকল যে প্রকারে প্রকাশিত হয় ও যেরূপ বলবৎ হয়, এই রূপে প্রণীত বিধি সকল সেই প্রকারে প্রকাশিত হইবে ও সেই রূপ বলবৎ হইবে।

ডিক্রীমত দেনদার পীড়ার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৫৩ ধারা। (১) এই আইনানুসারে ধৃত করিবার পরওয়ানা দিবার পর, যে কোন সময়ে আদালত যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরওয়ানা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার গুরুতর পীড়ার হেতুতে ঐ পরওয়ানা রদ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ডিক্রীমত দেনদার এই আইনানুসারে ধৃত হইলে, আদালত যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে, তাঁহার শারীরিক অবস্থা কারাবাসের যোগ্য নয়, তাহা হইলে আদালত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

(৩) কোন ডিক্রীমত দেনদারকে জেলে পাঠান গেলে—

(ক) তিনি কোন ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ ভোগ করিতেছেন বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, অথবা

(খ) তিনি কোন গুরুতর রোগাক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া যে আদালত তাঁহাকে জেলে পাঠাইয়াছেন, কিম্বা ঐ আদালত যে আদালতের অধীন সেই আদালত—

তাঁহাকে জেল হইতে মুক্তি দিতে পারিবেন।

এই ধারানুসারে যে ডিক্রীমত দেনদারকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে তাঁহাকে পুনরায় ধরা যাইতে পারিবে। কিন্তু ৩৪২ ধারায় বা ৪৮১ ধারায়, যেখানে যেটী খাটে, যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাঁহার মোট কারাবাসের সময় সেই সময়ের অধিক হইবে না।

সম্পূর্ণ।

তফসীল।

(১৮৮২ সালের ১৪ আইন সংক্রান্ত)।

—x—

প্রথম তফসীল।

(৩ ধারা দেখ)।

(রহিত আইনসমূহ)।

সাল ও নম্বর।	বিষয় কি নাম।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৭৭ সাঃ ১০ আইন	দেওয়ানী আদালতের কার্য্য-প্রণালীবিষয়ক আইন।	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৭৯ সাঃ ১২ আইন	১৮৭৭ সালের ১০আইন প্রভৃতি সংশোধনকারী আইন।	এক অবধি এক শত তিন পর্য্যন্ত সকল ধারা।
১৮৮০ সাঃ ৭ আইন	বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর সমুদ্রযোগে মাল চালান সম্বন্ধীয় আইন।	পঁচাশি ধারা।

দ্বিতীয় তফসীল।

(৫ ধারা দেখ)।

এই আইনের যে যে অধ্যায় ও ধারা মফঃস্বলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে প্রচলিত হইবে, তাহার নির্ঘণ্টপত্র।

পরিভাষা।—১, ২, ৩ ও ৫ ধারা।

১ অধ্যায়।—আদালতের এলাকার পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা। ১১ ধারা ভিন্ন।

২ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থানবিষয়ক বিধি, ২০ ধারার ৪ প্রকরণ ও ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত ধারা ভিন্ন।

৩ অধ্যায়।—উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনাকরণ ও ক্রিয়াবিষয়ক বিধি।

৪ অধ্যায়।—মোকদ্দমার আকারবিষয়ক বিধি, ৪২ ধারা, ও ৪৪ ধারার (ক) বিধি ভিন্ন।

৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায়। সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি, ৭৭ ধারা ভিন্ন।

৭ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি।

৮ অধ্যায়।—১১১ ধারা। দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

৯ অধ্যায়।—আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি, ১১৯ ধারা ভিন্ন।

১০ অধ্যায়।—সন্ধান লওন ও দলীল গ্রাহ্য প্রভৃতি করণ বিষয়ক বিধি।

১২ অধ্যায়।—১৫৫ ধারার ১ প্রকরণ। কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলে বিচারের কথা।

১৩ অধ্যায়।—মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

১৪ অধ্যায়।—সাক্ষীদের সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি, ১৮২ অবধি ১৮৮ পর্য্যন্ত ধারা ভিন্ন।

১৭ অধ্যায়।—বিচার ও ডিক্রীবিষয়ক বিধি, ২০৪, ২০৭, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫ ধারা ভিন্ন।

১৮ অধ্যায়।—খরচাবিষয়ক বিধি, ২২০, ২২১ ও ২২২ ধারা।

১৯ অধ্যায়।—ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক বিধির ২২৩ অবধি ২৩৬ পর্য্যন্ত ও ২৩৯ অবধি ২৫৮ পর্য্যন্ত ও স্ত্রীপুনঃপ্রাপণ বিষয়ক কথা ছাড়া ২৫৯ ধারা ও স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কথা ভিন্ন ২৬৬ ধারা ও ২৬৭ অবধি ২৭২ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও অস্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক ডিক্রীর যত দূর সম্পর্ক থাকে, তত দূর ২৭৩ ধারা ও ২৭৫ অবধি ২৮০ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ২৮৩ ধারা ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে, তত দূর ২৮৪ ধারা ও ২৮৫ ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২ ধারা ও (২৯৭ ধারামত পুনঃ বিক্রয় করণ বিষয়ক কথা সম্পর্কে) ২৯৩ ধারা ও ২৯৪ অবধি ৩০৩ পর্য্যন্ত ও অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে, তত দূর ৩২৮ অবধি ৩৩৩ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ৩৩৬ অবধি ৩৪৩ পর্য্যন্ত সকল ধারা।

২০ অধ্যায়।—৩৬০ ধারা। কোন কোন আদালতকে ঋণশোধ করণার্থ ক্ষমতাসম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্য প্রদানের কথা।

২১ অধ্যায়।—কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধকরণের অক্ষমতাবিষয়ক বিধি।

২২ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

২৩ অধ্যায়।—আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি।

২৪ অধ্যায়।—খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

২৫ অধ্যায়।—ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

২৬ অধ্যায়।—পাপরদের মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

২৭ অধ্যায়।—গবর্ণমেণ্টের কিংবা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

২৮ অধ্যায়।—ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্ন দেশীয় বা এতদ্দেশীয় সরদারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি ৪৩৩ ধারার প্রথম পদ ছাড়া।

২৯ অধ্যায়।—সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩০ অধ্যায়।—ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারীদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

৩১ অধ্যায়।—নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩২ অধ্যায়।—সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৩ অধ্যায়।—বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৪ অধ্যায়। অস্থাবর সম্পত্তিসম্পর্কে না হইয়া নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

৩৬ অধ্যায়।—গ্রাহক (রিসীবর) নিযুক্ত করণের বিধি।

৩৭ অধ্যায়।—সালিসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি, ৫০৬ অবধি ৫২৬ পর্য্যন্ত সকল ধারা।

৩৮ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

৪৬ অধ্যায়।—হাইকোর্টে প্রশ্ন করণ ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

৪৭ অধ্যায়।—বিচারের সমালোচন বিষয়ক বিধি।

৪৯ অধ্যায়।—বিবিধ মোকদ্দমা বিষয়ক বিধির ৬৪০ অবধি, ৬৪৭ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ৬৪৯ অবধি ৬৫২ পর্য্যন্ত সকল ধারা।

তৃতীয় তফসীল।

(৭ ধারা দেখ।)

বোম্বায়ের আইন।

বোম্বায়ের ১৮২৭ সালের ২৯ আইন।
ঐ ১৮৩০ সালের ৭ আইন।
ঐ ১৮৩১ সালের ১ আইন।
ঐ ১৮৩১ সালের ১৬ আইন।
১৮৩৫ সালের ১৯ আইন।
১৮৪২ সালের ১৬ আইন।

চতুর্থ তফসীল।

(৬৪৪ ধারা দেখ।)

বাদানুবাদ ও ডিক্রী লিখিবার পাঠ।

ক— প্রথমভাগ আবেদন পত্র।

১ নম্বর।

ঋণ আদায়ের নিমিত্ত আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ নিম্নলিখিত বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীকে এই নিয়মে এত টাকা ঋণ দিলেন যে, দাওয়া হইলেই (কিম্বা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে) ঐ টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দিলেন তদ্ভিন্ন ঐ ঋণ শোধ করেন নাই।

বাদী মিয়াদ বিষয়ক আইন হইতে মুক্তি পাইবার দাওয়া করিলে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন।

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত নাবালগ [কিম্বা ক্ষিপ্তমনা] ছিলেন।

৪। বাদীর প্রার্থনা এই যে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ এত টাকার ডিক্রী পান।

[মন্তব্য।—ঋণ শোধ করিবার নির্দ্ধারিত তারিখ লিখিবার এইমাত্র অভিপ্রায় যে সুদ চলনের তারিখ স্থির করা যায়। অতএব সুদের দাওয়া না হইলে বর্ণনাপত্রের সেই কথা ত্যাগ করা যাইতে পারিবে।]

---

২ নম্বর।

বাদীর ব্যয়ের জন্যে প্রাপ্ত টাকার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ ও শ্রীগগন এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদীদের ব্যয়ের নিমিত্তে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে শ্রীঈশানের নিকট এত টাকা [কিম্বা, অমুক ব্যাঙ্কের নামে এত টাকার চেক পাইবেন।

২। প্রতিবাদী তদনুসারে ঐ টাকা দিলেন না।

৩। বাদীদের প্রার্থনা এই যে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ এত টাকার ডিক্রী পান।

---

৩ নম্বর।

বণিকের প্রতিনিধি যে মাল বিক্রয় করিলেন, তাহার মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদন-পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী ও ঈশান প্রতিবাদীকে কমিশ্যন মতে বিক্রয় করিবার জন্যে [এক হাজার পীপা ময়দা, কিম্বা, বিষয় বিশেষে পাঁচ শত মণ চাউল প্রভৃতি] দিলেন। উক্ত ঈশান পশ্চাৎ মরিলেন।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে [কিম্বা, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে বাদীর অজ্ঞাত কোন দিনে] এত টাকার নিমিত্ত উক্ত মাল বিক্রয় করিলেন।

৩। ঐ মালের উপর প্রতিবাদীর কমিশন ও খরচ এত টাকা।

৪। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ প্রতিবাদীর নিকটে ঐ মালের উৎপন্ন টাকা চাহিলেন।

৫। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৪ নম্বর।

বৃত্তান্তসম্পর্কে বাদীর ভ্রম হেতুক প্রতিবাদী টাকা পাওয়াতে সেই টাকার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খাঁটি রূপার তোলা প্রতি এত টাকা দরে প্রতিবাদীর নিকট এত বাট রূপা ক্রয় করিতে ও প্রতিবাদী তাহা বিক্রয় করিতে নিয়ম করিলেন।

২। বাদী ঈশান নামক ব্যক্তির দ্বারা সেই রূপা পরখাই করাইলেন। প্রতিবাদী সেই পরখাই কার্য্যের খরচ দিলেন। প্রত্যেক বাটে খাঁটি ১৫০০ তোলা রূপা আছে, উক্ত ঈশান ইহা বিলাতে, বাদী তদনুসারে প্রতিবাদীকে এত টাকা এত আনা দিলেন।

৩। উক্ত প্রত্যেক বাটে কেবল ১২০০ তোলা খাঁটি রূপা ছিল।

৪। বাদী উক্ত প্রকারে যে অতিরিক্ত টাকা দিয়াছিলেন, প্রতিবাদী তাহা ফিরিয়া দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

[মন্তব্য।—টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া না হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু দাওয়া না করিলে সুদের কি খরচার পক্ষে কিছু হানি হইতে পারে।]

---

৫ নম্বর।

প্রতিবাদীর আদেশমতে অন্য ব্যক্তিকে টাকা দেওয়া গেলে

তাহার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর আদেশ মতে [বা তাঁহার অনুমতিক্রমে] ঈশান নামক কোন ব্যক্তিকে এত টাকা দিলেন।

২। তদ্ধেতুক প্রতিবাদীর বাদীর দাওয়ামতে [কিম্বা অন্য প্রকারে] সেই টাকা ফিরিয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন, [কিম্বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন]।

৩। [অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদীর স্থানে ঐ টাকা চাহিলেও] প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

[মন্তব্য।—সেই আদেশ কি অনুমতি কেবল ভাবদ্বারা জানা গেলে, যে যে বৃত্তান্ত ক্রমে ঐ ভাব বোধ হইল, আবেদনপত্রে তাহা লিখিতে হইবে]।

---

৬ নম্বর।

নির্দ্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রয় করিয়া দেওয়া গেলে সেই

মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক স্থানবাসী মৃত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে (এক শত পিপা ময়দা, কিম্বা নিম্নলিখিত তফসীলের উল্লিখিত মাল, কিম্বা, নানা-প্রকারের দ্রব্য) প্রতিবাদীর নিকট বিক্রয় করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

২। সেই মাল প্রভৃতি পঁহুছাইয়া দেওয়া গেলেই [কিম্বা আবেদনপত্র অর্পণ করিবার পূর্ব্বে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদী তাহার জন্যে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

৩। তিনি সেই টাকা দিলেন না।

৪। উক্ত ঈশান জীবিতাবস্থায় উইল লিখিয়া বাদীকে আপনার উইল ক্রমে নিয়োগিত কার্য্য সম্পাদন বলিয়া নিযুক্ত করিলেন।

৫। উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলেন।

৬। বাদী অমুক আদালতের স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত উইলের প্রোবেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭। বাদী পূর্ব্বোক্ত উইল ক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া [ডিক্রী প্রার্থনা করেন]।

মন্তব্য। টাকা দিবার দিন নিরূপিত হইয়া থাকিলে, সেই দিনাবধি সুদের হিসাব ধরা যাইতে পারিবে বলিয়া ঐ দিনও নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখা উচিত]।

---

৭ নম্বর।

মাল সঙ্গত মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেওয়া গেলে, সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদীর নিকট [নানা প্রকারের লওয়াজিমা] বিক্রয় করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, কিন্তু তাহার জন্যে যে মূল্য দিতে হইবে, ইহার কোন স্পষ্ট নিয়ম হয় নাই।

২। ঐ ঐ দ্রব্যের সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

[মন্তব্য।—দ্রব্যের যে মূল্য সঙ্গত, আইনে ততই দিবার প্রতিজ্ঞা ভাবতঃ বোধ হয়।]

---

৮ নম্বর।

প্রতিবাদীর আদেশমতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের মাল অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর নিকট [এক শত পিপা ময়দা] বিক্রয় করিলেন ও প্রতিবাদীর আদেশমতে ঈশান নামক এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিলেন।

২। প্রতিবাদী তজ্জন্য বাদীকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

৩। তিনি সেই টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা করিল]।

---

৯ নম্বর।

প্রতিবাদিনীর সপক্ষ উইলকারকের স্পষ্ট আদেশ বিনা তাঁহার পরিবারকে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে আবশ্যক দ্রব্য দেওয়াতে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে মৃত জানকীনাথের স্ত্রী শ্রীমতী বামার আদেশমতে তাঁহার [আহারীয় ও বস্ত্রাদি] নানা প্রকারের দ্রব্য দিলেন, কিন্তু মূল্যের কোন স্পষ্ট নিয়ম করা যায় নাই।

২। সেই সেই দ্রব্য উক্ত স্ত্রীর পক্ষে আবশ্যক ছিল।

৩। ঐ ঐ দ্রব্যের সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৪। উক্ত জানকীনাথ সেই মূল্য দিতে সম্মত হইলেন না।

৫। প্রতিবাদিনী উক্ত জানকীনাথের শেষ উইলক্রমে তাঁহার নিরূপিত কার্য্য সম্পাদিকা।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

---

১০ নম্বর।

নির্দ্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রয় হওয়াতে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে মৃত ঈশানের নিকট [আপনার অমুক স্থানের ক্ষেত্রস্থ সমুদায় ফসল] বিক্রয় করিলেন।

২। উক্ত ঈশান তজ্জন্যে বাদীকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

৩। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

৪। প্রতিবাদী উক্ত ঈশানের সম্পত্তি নিরূপণাধিকারী।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

---

১১ নম্বর।

সঙ্গত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় হওয়াতে সেই মূল্য পাইবার আবেদন-পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক

স্থানে প্রতিবাদীকে [আপনার স্থানের বাগানের সমস্ত ফল] বিক্রয় করিলেন, কিন্তু মূল্যের কোন স্পষ্ট নিয়ম করা যায় নাই।

২। তাহার সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দিলেন না।

৪। ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্ট অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে বিচার করিয়া উক্ত ঈশানকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া, বাদীকে তাঁহার সম্পত্তির কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া রীতিমতে ঐ সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

৫। পূর্ব্বোক্ত কমিটিস্বরূপ বাদী [ডিক্রী প্রার্থনা করেন।]

[মন্তব্য।—ক্ষিপ্তমনার সম্পত্তি হাইকোর্টের আদেশানুসার করণের সাধারণ ক্ষমতাধীনে না থাকিলে, উক্ত ৪ ও ৫ দফার পরিবর্ত্তে এই এই দফা লিখিতে হইবে।]

৪। অমুক স্থানের দেওয়ানী আদালত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে বিচার করিয়া উক্ত শ্রীঈশানকে ক্ষিপ্তমনা ও আপনার বিষয় ব্যাপারের অধ্যক্ষতা করিবার অক্ষম বলিয়া বাদীকে তাঁহার সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন।

৫। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ বাদী [ডিক্রী প্রার্থনা করেন।]

---

১২ নম্বর।

প্রতিবাদীর আদেশ মতে দ্রব্য প্রস্তুত করা গেলে পর, অগ্রাহ্য হওয়াতে তাহার মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদীর সঙ্গে এই করার করিলেন (যে, বাদী তাঁহার জন্যে [৬ খানি মেজ ও পঞ্চাশ খানি চৌকী) প্রস্তুত করিয়া ঈশানকে দিলে ঈশান তাহার এত টাকা মূল্য দিবেন।

২। বাদী উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঈশানকে দিতে চাহিলেন ও সেই অবধি তাহা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। উক্ত ঈশান তাহা গ্রাহ্য করেন না ও তাহার মূল্যও দেন নাই।

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্ট নিয়মমতে বিচার করিয়া উক্ত ঈশানকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া প্রতিবাদীকে তাঁহার সম্পত্তির কমিটী (ভারবাহী) স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন।

৫। অতএব প্রতিবাদীর হস্তে ঈশানের যে সম্পত্তি আছে, তাহা হইতে বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি বৎসর শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

---

১৩ নম্বর।

মাল নীলামে বিক্রয় হইলে তাহার মূল্য না পাওয়াতে পুনশ্চ নীলাম হইয়া কম মূল্যে বিক্রয় হইলে, বাকী টাকা পাইবার আবেদন-পত্র।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে [নানা প্রকারের বণিক দ্রব্য] এই নিয়মে নীলাম করিলেন যে, কোন দ্রব্যের ক্রেতা নীলামের পর [দশ দিনের] মধ্যে আপনার ক্রীত দ্রব্যের মূল্য দিয়া ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিয়া না লইলে, সেই দ্রব্য পুনরায় নীলাম হইবে ও কম মূল্য পাওয়া গেলে তিনি বাকীর দায়ী হইবেন, প্রতিবাদীকেও সেই নিয়ম জ্ঞাত করা গিয়াছিল।

২। প্রতিবাদী সেই নীলামে [এক ঝুড় বাসনাদি] এত টাকা মূল্যে ক্রয় করিলেন।

৩। বাদী সেই দিনে ও তাহার পর [দশ দিন পর্য্যন্ত] প্রতিবাদীকে সেই দ্রব্য দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও প্রতিবাদী ইহার নোটিস পাইলেন।

৪। প্রতিবাদী উক্ত যে দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলেন নীলামের পর দশ দিনের মধ্যে ও তাহার পরেও সেই দ্রব্য লইয়া যান নাই, তাহার মূল্যও দিলেন না।

৫। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদীর উক্ত দায় প্রবল মানিয়া সেই [এক ঝুড়ি বাসনাদি] এত টাকায় পুনরায় নীলাম করিলেন।

৬। তদ্রূপে পুনরায় নীলাম করিবার খরচ এত টাকা লাগিল।

৭। ইহাতে যে এত টাকা কম পড়িল, প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

[৪ দফাবিষয়ক মন্তব্য।—বিক্রেতা ক্রেতার ঘরে দ্রব্য পঁহুছাইয়া দিবার নিয়ম না করিলে ক্রেতার তাহা লইয়া যাইতে হইবে,—১৮৭২ সালের ৯ আইনের ৯৩ ধারা দেখ।]

১৪ নম্বর।

হস্তান্তরীকৃত ভূমির পণের টাকা পাইবার আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর নিকট [অমুক নগরের অন্তর্গত অমুক নম্বরের বাটী ও ভূমি, কিংবা, অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামক এক মৌজা, কিংবা, অমুক স্থানের অন্তর্গত এক খণ্ড ভূমি] বিক্রয় ও হস্তান্তর করিয়া দিলেন।

২। প্রতিবাদী উক্ত [বাটী ও ভূমির, কি মৌজার, কি ভূমির] নিমিত্ত বাদীকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

৩। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

[মন্তব্য।—প্রকৃত হস্তান্তরকরণ না হইয়া থাকিলে, ১ দফায় এই কথা লিখিতে হইবে "প্রতিবাদীর নিকট গৃহাদি বিক্রয় করিয়া তাঁহার অধিকার করিয়া দেওয়া গেল।"]

---

১৫ নম্বর।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার চুক্তি হইলে ও হস্তান্তর করিয়া না দেওয়া গেলে পণের টাকা পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর ও প্রতিবাদীর মধ্যে অমুক স্থানে আপোসে এই নিয়ম হইয়া ছল যে, বাদী প্রতিবাদীর নিকট [অমুক নগরের অমুক নং বাটী, কিংবা, ইষ্টইণ্ডিয়া রেলরোডে ও বাদীর অন্য অন্য ভূমিতে সীমাবদ্ধ অমুক স্থানের অন্তর্গত এক শত বিঘা ভূমি] এত টাকায় বিক্রয় করিলেন ও প্রতিবাদী তাহা ক্রয় করিবেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী উক্ত টাকা পাইবার নিয়মে প্রতিবাদীকে সেই সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র দিতে চাহিলেন [কিংবা, সেই পত্রে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও প্রস্তাব করিলেন] এখনও তাহাতে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

১৬ নম্বর।

নির্দ্ধারিত বেতনে কর্ম্ম করাতে বেতন পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদীকে [বৎসর এত টাকা বেতন দিবার নিয়মে কেরাণীর কর্ম্ম দিলেন]।

২। বাদী [উক্ত দিবসাবধি] অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত প্রতিবাদীর নিকট [কেরাণীর কর্ম্ম করিলেন।]

৩। প্রতিবাদী ঐ বেতন দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

১৭ নম্বর।

সঙ্গত বেতনে কর্ম্ম করিবার নিয়মে বেতনের নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদীর আদেশ মতে তাঁহার নিমিত্ত [নানা প্রকারের চিত্র ও নক্শা প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন] কিন্তু ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত কত বেতন দেওয়া যাইবে, ইহার কোন নিয়ম হয় নাই।

২। উক্ত কর্ম্মের সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

——

১৮ নম্বর।

কর্ম্মের ও সরঞ্জামের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়াতে ঐ মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর আদেশমতে তাঁহার নিমিত্ত [অমুক নামক পুস্তক ছাপাইবার কাগজ দিয়া এক সহস্র খানি পুস্তক ছাপাইয়া তাঁহাকে দিলেন।]

২। তজ্জন্যে প্রতিবাদী এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

৩। ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

——

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদীর আদেশমতে বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে [আপনার মালের নৌকায় কি অন্য প্রকারে] অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে [এক হাজার পিপা ময়দা কি নানা প্রকারের মাল] চালান করিলেন।

১৯ নম্বর।

সঙ্গত মূল্যে কর্ম্ম ও সরঞ্জাম দিবার নিয়ম হওয়াতে ঐ মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর আদেশ-

মতে তাঁহারই নিমিত্ত [অমুক স্থানে নং] বাটী নির্ম্মাণ করিলেন ও নির্ম্মাণার্থ সকল দ্রব্য ও সরঞ্জাম যোগাইয়া দিলেন, কিন্তু সেই কর্ম্মের ও সরঞ্জামের নিমিত্ত যে মূল্য দিতে হইবে, ইহার কোন স্পষ্ট চুক্তি নাই।

২। উক্ত কর্ম্মের ও সরঞ্জামের সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

২০ নম্বর।

পাট্টার নির্দ্ধারিত ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদীর সঙ্গে নিয়ম করিয়া ঐ নিয়মপত্রে দুই জনে স্বাক্ষর করিলেন। তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল [কিম্বা, নিয়মপত্র মর্ম্ম লেখা যাইতে পারিবে।]

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত [এক মাসের] এত টাকা ভাড়া দেন নাই। [ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

অন্য পাঠ।

১। বাদী প্রতিবাদিকে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি সাতবৎসর পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর এত টাকা ভাড়া নিয়মে চৌরঙ্গী রাস্তার ২১ নং বাটী ভোগ করিতে দিলেন। তিন তিন মাসের কিস্তি করিয়া ঐ ভাড়া দিবার নিয়ম হইয়াছিল।

২। ঐ ভাড়ার এত কিস্তি দেনা হইলেও দেওয়া যায় নাই।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

২১ নম্বর।

নির্দ্ধারিত ভাড়া দিয়া ভোগদখলের নিয়ম হওয়াতে ঐ ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক অমুক মাসের প্রথম দিনে এত টাকা ভাড়া দিবার নিয়মে অমুক স্থানে বাদীর নিকট [অমুক পথের অমুক নং বাটী] ভাড়া করিয়া লইলেন।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত ঐ বাটী দখল করিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের প্রথম দিনে উক্ত ভাড়ার একাংশ এত টাকা পাওনা হইলেও প্রতিবাদী দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

২২ নম্বর।

সঙ্গত ভাড়া দিয়া ভোগদখল করিবার নিয়ম হওয়াতে ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

মৃত জানকীনাথের উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। উক্ত জানকীনাথের অনুমতিক্রমে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত [অমুক পথের অমুক নম্বরের বাটী] দখল করিলেন, কিন্তু উক্ত বাটীর ভোগের নিমিত্ত কত টাকা দিতে হইবে, ইহার কোন নিয়ম হয় নাই।

২। উক্ত কালের নিমিত্ত উক্ত বাটীভোগের সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দিলেন না।

৪। উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকস্বরূপ বাদী এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

---

২৩ নম্বর।

আহারের ও বাসার খরচ পাইবার নিমিত্ত আবেদন-পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদীর অনুমতিক্রমে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত [অমুক পথের অমুক নং বাটীর অন্তর্গত] কোন কোন ঘরে থাকিতেন, ও তাঁহার আদেশমতে বাদী তাঁহাকে আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য ও চাকর ও প্রয়োজনীয় অন্য অন্য বিষয় দিতেন।

২। তদ্বিবেচনায় প্রতিবাদী তাঁহাকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন [কিন্তু আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যের ও চাকরের ও আবশ্যক অন্য অন্য দ্রব্যের নিমিত্ত যত টাকা দেওয়া যাইবে, ইহার কোন নিয়ম করা যায় নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গত মূল্য এত টাকা।]

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

২৪ নম্বর।

বোঝাই মালের ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদীর আদেশমতে বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে [আপনার মালের নৌকায় কি অন্য প্রকারে] অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে [এক হাজার পিপা ময়দা কি নানা প্রকারের মাল] চালান করিলেন।

২। প্রতিবাদী [পিপাপ্রতি এত টাকার হিসাবে] ঐ মাল বোঝাইয়ের ভাড়া বাদীকে দিতে অঙ্গীকার করিলেন। [কিম্বা ঐ মাল চালানের নিমিত্ত কত টাকা ভাড়া দেওয়া যাইবে, ইহার কোন নিয়ম হয় নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গত ভাড়া এত টাকা।]

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

২৫ নম্বর।

নৌকাদির ভাড়ার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীর আদেশমতে [আপনার অমুক নামক নৌকাদিতে] তাঁহাকে অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন।

২। প্রতিবাদী তজ্জন্যে বাদীকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন, [কিম্বা, উক্ত যাত্রার ভাড়ার বিষয়ে কোন নিয়ম করা যায় নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গত ভাড়া এত টাকা।]

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

২৬ নম্বর।

মীমাংসার উপলক্ষে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। [বাদী ১০ পিপা তৈলের মূল্য চাহিলে, প্রতিবাদী তাহা দিতে সম্মত না হওয়াতে] বাদীর ও প্রতিবাদীর মধ্যে বিবাদ হইলে, তাঁহারা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে একবাক্য হইয়া ঈশানকে ও গগনকে সালাস মানিয়া তাঁহাদের মীমাংসার নিমিত্ত সেই বিবাদ অর্পণ করিলেন, [কিম্বা নিয়মপত্র লিখিয়া দিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে]।

২। উক্ত সালীসেরা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে এই মীমাংসা করিলেন যে, প্রতিবাদী [বাদীকে এত টাকা দিবেন।]

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

[মন্তব্য।—সালীসীতে অর্পণ করিবার নিয়মপত্র আদালতে গাঁথিয়া রাখা না গেলে, এই পাঠ খাটে।]

---

২৭ নম্বর।

ভিন্ন দেশীয় বিচারের উপলক্ষে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, অমুক দেশের (বা রাজ্যের) অন্তর্গত অমুক স্থানে বাদীর ও প্রতিবাদীর মধ্যে কোন মোকদ্দমা সেই দেশের (বা রাজ্যের) অমুক আদালতে উপস্থিত থাকাতে, ঐ আদালত বিচার করিয়া নির্ণয় করিলেন যে প্রতিবাদী উক্ত তারিখ অবধি সুদসুদ্ধ বাদীকে এত টাকা দিবেন।

২। প্রতিবাদী টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

কেবল টাকা দিবার নিদর্শনপত্রের উপর আবেদনপত্রের পাঠ।

২৮ নম্বর।

বার্ষিক বৃত্তি দিবার খতের উপর।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদীকে এত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞাক্রমে একখানি নিবন্ধনপত্রদ্বারা এই নিয়মানুসারে আবদ্ধ হইলেন যে, বাদী যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন প্রতিবাদী তাঁহাকে প্রতি বৎসর ছয় ছয় মাসে অর্থাৎ অমুক মাসের অমুক তারিখে ও অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দিলে ঐ নিবন্ধনপত্র ব্যর্থ হইবে।

২। তৎপরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, বাদীর ঐ বার্ষিক বৃত্তির উক্ত ষাণ্মাসিক টাকার মধ্যে অমুক অমুক ছয় মাসের এত টাকা পাওনা হইলেও, তাহা এখনও দেওয়া যায় নাই।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

২৯ নম্বর।

অঙ্গীকারপত্র-লেখকের নামে টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তির আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন যে, উক্ত তারিখ অবধি এত [দিন] গত হইলে পর, বাদীকে এত টাকা দিবেন। সেই খতের মিয়াদ অতীত হইল।

২। প্রতিবাদী [অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দিলেন] আর তদ্ভিন্ন টাকা দেন নাই।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

[মন্তব্য।—নোটিস পাইবার পর টাকা দিবার নিয়ম থাকিলে ১ ও ২ দফার পরিবর্ত্তে এই এই দফা লিখিতে হইবে।]

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুখ তারিখে অমুখ স্থানে খৎ লিখিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন যে, নোটিস পাইলে পর, এত মাস গত হইলে বাদীকে এত টাকা দিবেন।

২। তৎপরে বাদী প্রতিবাদীকে এই মর্ম্মের নোটিস দিলেন যে, ঐ নোটিস পাইলে পর এত মাস গত হইলে বাদীকে ঐ টাকা দেন।

৩। ঐ টাকা দিবার মিয়াদ গত হইয়াছে, প্রতিবাদী সেই টাকা দিলেন না।

[নোটিস অনুসারে বিশেষ স্থানে টাকা দিতে হইলে, এইরূপে লেখা যাইবে।]

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, ঐ তারিখের পর এত মাস গত হইলে মান্দ্রাজের এ কোম্পানির বাড়ীতে প্রতিবাদীকে এত টাকা দিবেন। ঐ খতের মিয়াদ অতীত হইল।

২। সেই টাকা পাইবার নিমিত্ত ঐ খৎ নিয়মিতরূপে পূর্ব্বোক্ত এ কোম্পানির বাড়ীতে উপস্থিত করা গিয়াছিল, কিন্তু টাকা দেওয়া যায় নাই।

প্রতিবাদীর বর্ণনাপত্র।

অমুক আদালতে।

পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র এই বর্ণনা করিলেন,—

১। যে খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল, প্রতিবাদী নিম্নলিখিত ভাবগতিকে সেই খৎ লিখিয়া দিলেন,—বাদী ও প্রতিবাদী অনেক বৎসরাবধি নীলকরস্বরূপ অংশিত্বভাবে কর্ম্ম করিতেন, পরে তাহাদের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছিল যে, তাহাদের ঐ অংশিত্ব লোপ করা যায় ও বাদী ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অবসর লইবেন ও প্রতিবাদী ঐ অংশিত্ব ব্যবসায়ীর সমস্ত স্থিত ও দায় গ্রহণ করিয়া সেই দায়ের টাকা বাদ দিলে পর স্থিতে বাদীর যে অংশ থাকে, তাহাকে তাহার মূল্য দিবেন।

২। তাহা হইলে বাদী ঐ অংশিত্ব ব্যবসায়ের খাতাবহী দৃষ্টি করিতে ও অংশিত্বসম্পর্কীয় স্থিতের ও দায়ের অবস্থার অনুসন্ধান লইতে স্থির করিয়া, উক্ত খাতাবহী দেখিয়া ও উক্ত

অনুসন্ধান লইয়া প্রতিবাদীকে কহিলেন যে, কুঠীর স্থিত লক্ষটাকার অধিক ও দায় ৩০,০০০ টাকার কম। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ ব্যবসায়ের স্থিত ৫০,০০০ টাকার কম ছিল ও ব্যবসায়ের স্থিত হইতে দায় অতি অধিক।

৩। উক্ত যে খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল, প্রতিবাদী ঐ দ্বিতীয় দফার উল্লিখিত ভ্রান্তিজনক কথা সত্য বোধ করিয়া ঐ খৎ লিখিয়া দিলেন ও সেই খৎ লিখিয়া দেওনের অন্যরূপ বিবেচনা ছিল না।—

---

৩০ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা খতের টাকা প্রথম যে ব্যক্তির পাওনা ঐ পত্র লেখকের নামে তাহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে] ঈশানের আদেশমতে [কিম্বা ঈশানকে কি তাহার আদেশমতে] এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। সেই পত্রের মিয়াদ গত হইল।

২। উক্ত ঈশান ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীকে সেই খৎ দিলেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ খতের টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৩১ নম্বর।

পৃষ্ঠের লিখন দ্বারা তৎপশ্চাৎ অন্য ব্যক্তির টাকা পাওনা হইলে পত্র লেখকের নামে তাহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। [পূর্ব্বোক্ত পাঠের ন্যায়।]

২। উক্ত ঈশানের এবং গগনের ও জানকী (কিম্বা, ও অন্য ব্যক্তিদের) পৃষ্ঠলিপি দ্বারা ঐ পত্র হস্তান্তর করিয়া বাদীকে দেওয়া গেল। [ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৩২ নম্বর।

পৃষ্ঠলিপি দ্বারা প্রথম যাঁহার টাকা পাওনা হইল, প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া ঐ

তারিখের পর এত মাস গত হইলে, প্রতিবাদীকে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন, সেই খতের মিয়াদ গত হইল।

২। প্রতিবাদী ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদীকে দিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা পাইবার জন্যে ঐ খৎ উপস্থিত করা গিয়াছিল, কিন্তু টাকা দেওয়া যায় নাই।

[কিম্বা উপস্থিত না করিবার কারণ থাকিলে, তাহার বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে।]

৪। প্রতিবাদী তাহার নোটিস পাইলেন।

৫। তিনি ঐ টাকা দিলেন না। [ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৩৩ নম্বর।

বিশেষ পৃষ্ঠলিপি করা গেলে, পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে ঐ লিপি করা যায়, প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। গগন নামক কোন ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া] ঐ পত্রক্রমে এই অঙ্গীকার করিলেন যে প্রতিবাদীর আদেশমতে এই পত্রের এত টাকা দিব [ও ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে ঐ টাকা দেনা হইবে।] সেই পত্রের মিয়াদ গত হইয়াছে। বাদী ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা ঈশানকে দিলেন।

২। উক্ত ঈশান [এবং অন্য ব্যক্তিরা] ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদীকে দিলেন। [কিম্বা, উক্ত ঈশান পৃষ্ঠ লিখিয়া তাহা বাদীকে দিলেন।

৩। ৪। ৫ দফা [ইহার পূর্ব্ব পাঠের ৩, ৪ ও ৫ দফার ন্যায়।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৩৪ নম্বর।

পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে পৃষ্ঠলিপি করা যায় তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক কোন ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া ঐ পত্রক্রমে] এই অঙ্গীকার করিলেন যে, গগন নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিব [ও ঐ তারিখের পর

এত দিন গত হইলে ঐ টাকা দেনা হইবে] সেই খতের মিয়াদ গত হইয়াছে। উক্ত গগন ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদীকে দিলেন ও প্রতিবাদী পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীকে দিলেন।

২ ও ৩ ও ৪ দফা [৩৩ নং পাঠের ঐ ঐ দফার ন্যায়।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৩৫ নম্বর।

পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে পৃষ্ঠলিপি লেখা গেল, মধ্যবর্ত্তী পৃষ্ঠলিপি কারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [কিম্বা, ভারতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া] ঐ পত্রক্রমে এই অঙ্গীকার করিলেন যে, গগন নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে ঐ খতের এত টাকা দিব [ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে সেই টাকা দেনা হইবে।] সেই খতের মিয়াদ গত হইল। উক্ত গগন ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদীকে দিলেন, প্রতিবাদী [ও অন্যেরা] পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীর প্রতি ঐ খৎ হস্তান্তর করিয়া দিলেন।

২, ৩, ও ৪ দফা [৩৩ নং পাঠের ঐ ঐ দফার ন্যায়।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৩৬ নম্বর।

পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে পৃষ্ঠলিপি করা যায়, পত্রলেখকের ও প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে,—

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র, ও
অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশান, ও
অমুক স্থানবাসী শ্রীগগন প্রতিবাদিগণ।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [ঐ তারিখের পর এত মাস গত হইলে] প্রতিবাদী শ্রীঈশানের আদেশমতে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। সেই খতের মিয়াদ গত হইল।

২। উক্ত ঈশান ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদী শ্রীগগনকে দিলেন, তিনি ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীকে দিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ খৎ উক্ত চন্দ্রের নিকট উপস্থিত করা গেল [কিম্বা উপস্থিত না করিবার কারণসূচক বৃত্তান্ত লিখিত হইবে] কিন্তু টাকা দেওয়া যায় নাই।

৪। উক্ত ঈশান ও গগন তাহার নোটিস পাইয়াছিলেন।

৫। তাঁহারা ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৩৭ নম্বর।

হুণ্ডী স্বীকারকারীর নামে হুণ্ডীলেখকের আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর নামে হুণ্ডী লিখিয়া [ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে কিম্বা হুণ্ডী পাইলেই] বাদীকে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন। [যদি হুণ্ডী দেখাইবার পর কতক দিন মিয়াদ গত হইলে টাকা দিবার আদেশ থাকে, তবে স্বীকার করিবার তারিখ লিখিতে হইবে মিয়াদ না থাকিলে তারিখ লিখিবার প্রয়োজন নাই]।

৩। প্রতিবাদী টাকা দেন নাই।

৪। তৎপ্রযুক্ত হুণ্ডী উপস্থিত করণ ও টাকা না দেওনের কথা লিখন ও ঐ হুণ্ডী অগ্রাহ্য করণ সম্পর্কে বাদীর আর আর খরচ লাগিয়াছে।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

[মন্তব্য।—হুণ্ডীর টাকা বাদী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রাপ্য হইলে, ১, ২, ৩, দফার পরিবর্ত্তে এই এই দফা লিখিতে হইবে।]

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর নামে হুণ্ডী লিখিয়া ঐ হুণ্ডীর তারিখ অবধি এত মাস গত হইলে ঈশানকে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন, সেই মিয়াদ গত হইল।

২। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশানকে ঐ হুণ্ডী দিলেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন, কিন্তু টাকা না দেওয়াতে বাদীকে হুণ্ডী ফিরিয়া দেওয়া গেল।

---

৩৮ নম্বর।

যে ব্যক্তি টাকা পাইবেন, স্বীকারকারীর নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর নামে হুণ্ডী লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া] তৎক্রমে ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর এত দিন গত হইলে বাদীকে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ও প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুখ তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন, সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। প্রতিবাদী টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।

---

৩৯ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা প্রথম যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, স্বীকারকারীর নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর নামে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া) তৎক্রমে ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর এত দিন গত হইলে গগন নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন ও প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন। হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। উক্ত গগন হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদীকে দিলেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৪০ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা পশ্চাৎ যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, স্বীকারকারীর নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। [ইহার পূর্ব্ব পাঠের ১ দফার শেষ পর্য্যন্ত ঐ পাঠের ন্যায়।]

২। উক্ত শ্রীগগন [ও অন্যেরা] ঐ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীকে তাহা হস্তান্তর করিয়া দিলেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডীর টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৪১ নম্বর।

হুণ্ডী অগ্রাহ্য হওয়াতে হুণ্ডীলেখকের নামে টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তির আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ঈশানের নামে হুণ্ডী লিখিয়া দিয়া [ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর এত দিন গত হইলে] বাদীকে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য ঐ হুণ্ডী ঈশানকে নিয়মমতে দেখান গেলে, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন।

৩। প্রতিবাদীকে নিয়মমতে ইহার নোটিস দেওয়া গেল।

৪। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

[মন্তব্য]।—স্বীকার না করণদ্বারা অগ্রাহ্য হওযার নোটিস অগৌণেই দিতে হইবে।]

৪২ নম্বর।

পৃষ্ঠলিখনদ্বারা প্রথম যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে শ্রীগগনের নামে হুণ্ডী লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া] তৎক্রমে উক্ত গগনকে ঐ হুণ্ডী দেখান গেলে পর [এত দিন গত হইলে, কিম্বা হুণ্ডীর তারিখের পর এত দিনে, কিম্বা হুণ্ডী দেখান গেলেই] প্রতিবাদীর আদেশ মতে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ও উক্ত গগন অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহা স্বীকার করিলেন] ও প্রতিবাদী হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদীকে দিলেন। সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুখ তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ হুণ্ডী গগনকে দেখান গেলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন।

৩। প্রতিবাদীকে নিয়মমতে ইহার নোটিস দেওয়া গেল।

৪। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৪৩ নম্বর।

হুণ্ডীর পৃষ্ঠলিপি বিশেষ হওয়াতে পৃষ্ঠলিখন দ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে গগন নামক এক ব্যক্তি অমুক স্থানে হুণ্ডী লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া] তৎক্রমে জানকীনাথের প্রতি ঐ হুণ্ডী দেখিবার পর এত দিন গত হইলে [কিম্বা প্রকারান্তরে] প্রতিবাদীর আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন, ও উক্ত জানকীনাথ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন [না করিলে এই পদ ত্যাগ করা যাইতে পারিবে।৷] প্রতিবাদী হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া ঈশানকে দিলেন। সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। উক্ত ঈশান [ও অন্য ব্যক্তিবা] হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদীকে দিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্য উক্ত জানকীনাথের নিকট হুণ্ডী উপস্থিত করা গেলে, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

৪। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পাইলেন।

৫। তিনি হুণ্ডীর টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৪৪ নম্বর।

পশ্চাৎ পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, তাঁহার অব্যবহিতপূর্ব্ব পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক স্থানে গগনের নামে হুণ্ডী লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া] তৎক্রমে তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন যে ঐ হুণ্ডী দেখিবার পর এত দিন গত হইলে কিম্বা প্রকারান্তরে] তিনি জানকীনাথের আদেশ মতে টাকা দেন [উক্ত গগন তাহা স্বীকার করিলেন]। উক্ত জানকীনাথ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা প্রতিবাদীকে দিলেন, প্রতিবাদী পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীকে দিলেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের নিমিত্ত গগনের নিকট হুণ্ডী উপস্থিত করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য হইল।

৩। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পাইলেন।

৪। তিনি টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৪৫ নম্বর।

পশ্চাৎ পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, মধ্যবর্ত্তী পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে হুণ্ডী লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া] তৎক্রমে গগন নামক কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ হুণ্ডী দেখিলে পর এত দিন গত হইলে [কি প্রকারান্তরে] জানকীনাথ নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিবার আদেশ করিলেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল [উক্ত গগন তাহা স্বীকার করিলেন।] এবং উক্ত জানকীনাথ পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদীকে ঐ হুণ্ডী দিলেন, পরে প্রতিবাদী [ও অন্যেরা] পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীকে দিলেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে উক্ত গগনকে হুণ্ডী দেখান গেলে, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন।

৩। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পাইলেন।

৪। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৪৬ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, হুণ্ডীলেখকের ও স্বীকারকারীর ও পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী আবেতামত নং মোকদ্দমা.

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র, ও

অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশান, ও

অমুক স্থানবাসী শ্রীগগন প্রতিবাদিগণ।

পূর্ব্বোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদী ঈশানের নামে হুণ্ডী লিখিয়া, উক্ত ঈশানকে আজ্ঞা করিলেন যে, [ঐ হুণ্ডী দেখিলে পর এত দিন গত হইলে] প্রতিবাদী গগনের আদেশমতে এত টাকা দেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঈশান ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন।

৩। উক্ত গগন পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীকে সেই হুণ্ডী দিলেন।

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ হুণ্ডী শ্রীঈশানকে দেখান গেলে তিনি অগ্রাহ্য করিলেন।

৫। অন্য প্রতিবাদিগণ ইহার উপযুক্ত নোটিস পাইলেন।

৬। তাঁহারা ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

---

৪৭ নম্বর।

ভিন্ন দেশীয় হুণ্ডীর টাকা যে ব্যক্তির প্রাপ্য হয়, হুণ্ডী স্বীকার না হওয়াপ্রযুক্ত হুণ্ডীলেখকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদী অমুক স্থানে ঈশান নামক এক ব্যক্তির নামে কলিকাতায় হুণ্ডী লিখিয়া তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন যে, হুণ্ডী দেখিলে পর [ষাইট দিন] গত হইলে তিনি লণ্ডন নগরে বাদীকে এত পৌণ্ড দেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করাইয়া লইবার জন্যে উক্ত ঈশানকে দেখান গেলে, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, ও নিয়মমতে তাহার প্রোটেষ্ট হইল [অর্থাৎ টাকা নাই এই কথা উকীলের দ্বারা হুণ্ডী পৃষ্ঠে লেখাইয়া হুণ্ডী লেখকের নামে পাঠান গেল।]

৩। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পাইলেন।

৪। তিনি ঐ হুণ্ডীর টাকা দেন নাই।

৫। [প্রতিবাদীকে যে সময় প্রোটেষ্টের নোটিস দেওয়া যায়, সেই সময়ে এত পৌণ্ডের এত টাকা মূল্য ছিল।]

৬। অতএব বাদীর প্রার্থনা এই যে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি [শতকরা দশ টাকার হিসাবে] হানিপূরণ ও সুদসুদ্ধ প্রতিবাদীর বিপক্ষে এত টাকার ডিক্রী পান।

---

৪৮ নম্বর।

যে ব্যক্তি টাকা প্রাপ্য হয়, স্বীকারকারীর নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশান নামক এক ব্যক্তি প্রতি-

বাদীর নামে হুণ্ডী লিখিয়া তাঁহার প্রতি এই আদেশ করিলেন যে, ঐ হুণ্ডীর তারিখের পর [কিম্বা হুণ্ডী দেখিলে পর] এত দিন গত হইলে তিনি বাদীকে এত টাকা দেন, ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন।

৩। তিনি ঐ হুণ্ডীর টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

[মন্তব্য।—এই পাঠে বাদীকে হুণ্ডী দেওয়ার কথা ও তাঁহার মোকদ্দমা করিবার অধিকারের কথা লেখা যায় নাই।—যে মোকদ্দমায় চর্চ্চহিল বাদী ও পার্শ্বনার প্রতিবাদী ছিলেন তাহার রিপোর্ট দেখ।]

---

৪১ নম্বর।

সমুদ্রগত বিপত্তি দ্বারা জাহাজ মারা পড়িলে অনির্দ্দিষ্ট টাকার সামুদ্রিক বিমাপত্র ধরিয়া আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক নামক জাহাজ নিম্নলিখিতমতে যে সময় নষ্ট হইয়াছিল, সেই সময়ে বাদী সেই জাহাজের স্বামী ছিলেন [কিংবা সেই জাহাজে তাঁহার স্বার্থ ছিল]।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীদিগকে এত টাকা দেওয়া গেলে, [কিংবা বাদী তৎকালে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলে] প্রতিবাদী তাঁহার পক্ষে ঐ জাহাজের উপর বিমাপত্র করিয়া দিলেন। তাহার প্রতিলিপি এই পত্রের সঙ্গে দেওয়া গেল [কিংবা, তৎক্রমে তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে ঐ জাহাজের এই যাত্রাকালে সমুদ্র জন্য সঙ্কটদ্বারা কি অগ্নিদ্বারা কিংবা ঐ বিমাপত্রের উল্লিখিত অন্য কারণে জাহাজ নষ্ট হইলে বা তাহার হানি হইলে, তৎপ্রযুক্ত বাদীর যত হানি ও ক্ষতি হয়, বাদীর হানির ও স্বার্থের প্রমাণ হইলে পর এত দিন গত হইলে তাঁহারা এত টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার সকল ক্ষতি ও হানি পূরণ করিয়া দিবেন।

৩। উক্ত জাহাজ ঐ বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমনকালে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে সমুদ্র জন্য সঙ্কটদ্বারা [কিংবা প্রকারান্তরে] সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল।

৪। ইহাতে বাদীর এত টাকা হানি হইল।

৫। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীদিগকে আপনার হানির ও স্বার্থের প্রমাণ দিলেন ও উক্ত বিমাপত্রের নিয়মানুসারে আপনার কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম উচিতমতে করিলেন।

৬। প্রতিবাদীরা সেই হানির পরিশোধ করেন নাই।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৫০ নম্বর।

অগ্নিদ্বারা বোঝাই মাল নষ্ট হইলে, নির্দ্দিষ্ট টাকার বিমাপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক নামক জাহাজ নিম্নলিখিতমতে যে সময়ে নষ্ট হইয়াছিল, সেই সময়ে বাদী ঐ জাহাজগত [এক শত গাঁইট তুলার] স্বামী ছিলেন [কিংবা, ঐ তুলাতে তাঁহার স্বার্থ ছিল।]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদীকে এত টাকা দিলে [কি দিবার অঙ্গীকার করিলে) প্রতিবাদী তাঁহার নামে ঐ মালের উপর বিমাপত্র করিয়া দিলেন, তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল [কিংবা তৎক্রমে এই প্রতিজ্ঞা হইল যে অমুক স্থানে ঐ মাল জাহাজ হইতে নামাইয়া দিবার পূর্ব্বে অগ্নিদ্বারা কি উল্লিখিত অন্য কারণে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলে প্রতিবাদী বাদীকে এত টাকা দিবেন, কিংবা মালের একাংশ নষ্ট হইলে তদ্দ্বারা বাদীর যত হ্রাস হয়, ঐ মালের সম্পূর্ণ মূল্যের উপর শতকরা এক টাকা পর্য্যন্ত সেই হানিপূরণ করিয়া দিবেন।

৩। উক্ত বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমন সময়ে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ মাল অগ্নিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল।

৪ ও ৫ দফা। [ইহার পূর্ব্ব পাঠের ৫ ও ৬ দফার ন্যায়।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

৫১ নম্বর।

মালের ভাড়া সম্পর্কীয় নির্দ্দিষ্ট টাকার বিমাপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক নামক জাহাজের অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে যাত্রাকালে তাহার বোঝাই মালের যত ভাড়া পাওয়া যাইত, নিম্নলিখিত প্রকারে ঐ জাহাজের নষ্ট হওন সময়ে ঐ ভাড়ায় বাদীর স্বার্থ ছিল ও তৎকালে ভাড়া দিবার নিয়মে অনেক মাল জাহাজে তুলিয়া লওয়া গিয়াছিল।

২। বাদী বিমাপত্রের নিমিত্ত এত টাকা দেওয়াতে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ঐ ভাড়ার উপর বাদীকে বিমাপত্র দিলেন, তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে [কিংবা পূর্ব্বোক্তমতে, তাহার মর্ম্ম এই।]

৩। উক্ত বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমনকালে, সমুদ্র জন্য সঙ্কটদ্বারা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ জাহাজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল।

৪। বাদী উক্ত জাহাজের ঐ বোঝাই মালের ভাড়ার কোন অংশ পান নাই, ঐ পূর্ব্বোক্ত মতে নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত ঐ যাত্রায় ভাড়া উপার্জ্জন হয় নাই।

৫ ও ৬ দফা। [৫০ নং পাঠের ন্যায়।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

৫২ নম্বর।

জাহাজ রক্ষা করিবার জন্যে মাল প্রভৃতি জলে ফেলিয়া দেওয়া গেলে
অন্য মালের স্বামীরা হানি পূরণার্থ যে টাকা দেন
তন্নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক নামক জাহাজের অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে যাইবার কালে ঐ জাহাজ পশ্চাৎ লিখিতমতে যে সময়ে নষ্ট হইয়াছিল, বাদী সেই সময়ে সেই জাহাজগত [এক শত গাঁইট তূলার স্বামী ছিলেন, কিংবা ঐ তূলাতে বাদীর স্বার্থ ছিল।]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে এত টাকা [দিতে অঙ্গীকার করিলে] প্রতিবাদী তাঁহার উক্ত মালের উপর বাদীকে বিমাপত্র করিয়া দিলেন, তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল [কিংবা পূর্ব্বোক্তমতে তাহার মর্ম্ম এই।]

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমনকালে, সমুদ্র জন্য সঙ্কট দ্বারা ঐ জাহাজের নষ্ট হইবার অত্যন্ত আশঙ্কা থাকাতে, রসী, কাচী প্রভৃতি সরঞ্জামের অনেকাংশ কাপ্তেনের ও খালাসিদের জলে ফেলিয়া দিতে হইলে ও তাঁহারা জলে ফেলিয়া দিলেন।

৪। তৎপ্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ বাদীর এত টাকা দিতে হইলে, তিনি তাহা দিলেন।

৫। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীর নিকট আপনার হানির ও স্বার্থের প্রমাণ দিলেন ও বিমাপত্রের নিয়মানুসারে তাঁহার যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল, তাহাও উচিতমতে করিলেন।

৬। প্রতিবাদী ঐ হানিপূরণের টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

---

৫৩ নম্বর।

বিশেষ হানি হওয়াতে সেই হানিপূরণের নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১ ও ২। [পূর্ব্ব পাঠের ন্যায়।]

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মহাসাগরে গমনকালে উক্ত জাহাজে তরঙ্গ লাগিয়া উক্ত [তূলার] এত টাকা পর্য্যন্ত হানি হইল।

৪ ও ৫। [ইহার পূর্ব্ব পাঠের ৫ ও ৬ দফার ন্যায়।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৫৪ নম্বর।

অগ্নিজন্য ক্ষতি নিষ্কৃতির বিমাপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। [অমুক নগরের অমুক রাস্তার অমুক নম্বরের বসতবাটী] যে সময়ে নিম্নলিখিত প্রকারে অগ্নি দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল [কিংবা ঐ বাটীর হানি হইয়াছিল] সেই সময়ে বাদী ঐ বাটীর স্বামী ছিলেন [কিংবা ঐ বাটীতে বাদীর স্বার্থ ছিল।]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে এত টাকা দেওয়াতে প্রতিবাদী উক্ত বাটীর উপর বাদীকে বিমাপত্র দিলেন, তাঁহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল, [কিংবা ঐ বিমাপত্রের মর্ম্ম এই।]

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অগ্নিদ্বারা উক্ত [বসতবাটী] সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইল [কিংবা তাহার অত্যন্ত হানি হইয়াছিল।]

৪। তৎপ্রযুক্ত বাদীর এত টাকা হানি হইল।

৫। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদীর নিকট আপনার উক্ত হানির ও স্বার্থের প্রমাণ দিলেন ও উক্ত বিমাপত্রের নিয়মানুসারে আপনার কর্ত্তব্য অন্য সকল কর্ম্ম উচিতমতে সম্পাদন করিলেন।

৬। প্রতিবাদী উক্ত হানিপূরণার্থ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৫৫ নম্বর।

ভাড়ার টাকা দিবার প্রতিভূর নামে আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর নিকট [অমুক রাস্তার অমুক নং বাটী] বৎসর এত টাকা ভাড়া দিবার (মাসে মাসে, ঐ ভাড়া দিবার নিয়মে এত বৎসর মিয়াদে ভাড়া করিয়া লইবেন।

২। উক্ত বাটী উক্ত ঈশানকে ভাড়া করিয়া দিলে প্রতিবাদী সেই সময়ে ও স্থানে ঐ ঘরের ভাড়া নিয়মিতরূপে দেওনের প্রতিভূ হইবার নিয়ম করিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক অমুক মাসের এত টাকা ভাড়া দেওয়া যায় নাই।

[নিয়মপত্রের নিয়মানুসারে প্রতিভূকে নোটিস দিবার প্রয়োজন হইলে, এই কথাও লিখিতে হইবে] —

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী ঐ প্রতিবাদীকে উক্ত ভাড়া না দেওয়ার নোটিস দিয়া সেই ভাড়া চাহিলেন।

৫। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

খ। চুক্তিভঙ্গহেতুক হানিপূরণ পাইবার আবেদনপত্র।

৫৬ নম্বর।

ভূমি হস্তান্তর করিবার নিয়মভঙ্গহেতু আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনাদের স্বাক্ষরক্রমে নিয়মপত্র লিখিয়া দিলেন। তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে।

[অথবা প্রতিবাদী অমুক স্থান প্রভৃতিতে বাদীর সঙ্গে এই নিয়ম করিলেন। যে বাদী তৎকালে এত টাকা আমানৎ করিবেন ও পশ্চাৎ লিখিতমতে আর দশহাজার টাকা দিলে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদীর নামে অমুক নগরের অন্তর্গত অমুক রাস্তার অমুক নং বাটীর দায় ব্যতীত উত্তম ও বিশিষ্ট হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দিবেন ও বাদী সেই হস্তান্তরকরণপত্র পাইলে দশ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন।]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদীর স্থানে ঐ সম্পত্তির হস্তান্তর করণপত্র চাহিয়া প্রতিবাদীকে এত টাকা দিতে চাহিলেন। [অথবা প্রতিবাদীর দ্বারা যাহাতে বাদীর সেই নিয়মপত্রানুযায়ী কার্য্য করাইবার অধিকার জন্মে, এমত আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে ও সকল সময় গত হইয়াছে।]

৩। প্রতিবাদী বাদীর নামে ঐ সম্পত্তির কোন হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দিলেন না [অথবা শ্রীঅমুক এত টাকার নিমিত্ত শ্রীঅমুকের নিকট ঐ সম্পত্তি বন্ধক দিলেন ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক আফিসে ঐ বন্ধকীপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে ও এখনও মুক্ত করা যায় নাই। কিংবা অধিকারের আর আর দোষ আছে।]

৪। তৎপ্রযুক্ত বাদী পূর্ব্বোক্ত যত টাকা আমানৎ রাখিলেন, তাহা এবং উক্ত ক্রয়কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যে আর আর যে টাকা দিলেন, তাহাও এত দিন বদ্ধ থাকাতে ব্যবহার করিতে পারিলেন না। এবং প্রতিবাদীর অধিকারে অনুসন্ধান লওনার্থে ও নিয়মপত্রানুসারে আপনার যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল, তাহার উদ্যোগ করাতে আর আর খরচের হানি হইয়াছে, এবং ঐ নিয়মপত্রানুসারে প্রতিবাদীর যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল, তাঁহার দ্বারা সেই সেই কর্ম্ম করাইবার চেষ্টায় আর আর খরচ হইয়াছে।

অতএব বাদী হানিপূরণ বলিয়া এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করিলেন।

৫৭ নম্বর।

ভূমি ক্রয় করিবার নিয়মভঙ্গহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা, বাদী ও প্রতিবাদী, অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, বাদী অমুক জিলার অমুক পরগণার অমুক মৌজার অন্তর্গত চল্লিশ বিঘা ভূমি প্রতিবাদীর নিকট বিক্রয় করিবেন ও প্রতিবাদী এত টাকা দিয়া বাদীর স্থানে ঐ ভূমি ক্রয় করিবেন।]

২। বাদী সম্যক প্রকারে ঐ সম্পত্তির স্বামী হইয়া [ও ঐ সম্পত্তির উপর কোন দায়ের ভার নাই প্রতিবাদীকে ইহা দেখাইয়া] অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীর উক্ত টাকা দেওন মতে প্রতিবাদীকে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র দিতে চাহিলেন, [অথবা উপযুক্ত নিদর্শনপত্রক্রমে প্রতিবাদীকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও তাহা দিতে প্রস্তাব করিলেন।]

৩। প্রতিবাদী ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

---

৫৮ নম্বর।

স্থাবর সম্পত্তির ক্রয় সম্পাদন না করাতে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের নিয়মপত্রানুসারে বাদীর ও প্রতিবাদীর মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছিল যে, বাদী নিম্নলিখিত নিয়ম ও বিধিমতে প্রতিবাদীর নিকট এত টাকা মূল্যে একটা ঘর ও ভূমি বিক্রয় করিবেন ও প্রতিবাদী বাদীর স্থানে সেই মূল্যে তাহা ক্রয় করিবেন, নিয়ম এই,—

(ক) উক্ত নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করণ সময়ে, প্রতিবাদী ঐ ক্রয়ের টাকার একাংশ এত টাকা বাদীকে দিবেন ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অবশিষ্ট টাকা দিবেন, সেই তারিখে ঐ বিক্রয়কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

(খ) বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে ঐ বাটীতে বিশিষ্ট অধিকার স্থির করিয়া দেখাইবেন, ও পূর্ব্বোক্ত মূল্যের উক্ত অবশিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে প্রতিবাদীর খরচে ঐ বাটীর উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র প্রস্তুত করিয়া প্রতিবাদীকে দিবেন।

২। প্রতিবাদীর দ্বারা যাহাতে বাদীর ঐ নিয়মপত্রানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন করাইবার অধিকার জন্মে, এমত আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে ও সকল সময় গত হইয়াছে, তথাপি প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত ক্রয়ের টাকার অবশিষ্ট অংশ বাদীকে দেন নাই।

৩। ইহাতে ঐ নিয়মপত্রানুযায়ী আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার উদ্যোগ করণে বাদীর খরচের হানি হইয়াছে, ও প্রতিবাদীর দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করাইবার জন্যে উদ্যোগ করণে তাঁহার আরও খরচ হইয়াছে।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৫৯ নম্বর।

বিক্রীত মাল না দেওনহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর নিকট [এক শত পিপা ময়দা] পঁহুছাইয়া দিলে বাদী তাহা পাইলে পর তজ্জন্য এত টাকা দিবেন।

২। প্রতিবাদী সেই দিনে উক্ত দ্রব্য পঁহুছাইয়া দিলে, বাদী তাঁহাকে ঐ টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও দিতে প্রস্তাব করিলেন।

৩। প্রতিবাদী সেই দ্রব্য পঁহুছাইয়া দিলেন না, তৎপ্রযুক্ত সেই দ্রব্য পঁহুছাইয়া দিলে *বাদীর লভ্য হইত, তিনি তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন।*

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৬০ নম্বর।

কর্ম্ম দিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, বাদী [হিসাবনবীস কিম্বা, দোকানের প্রধান কর্ম্মকারক প্রভৃতি স্বরূপ প্রতিবাদীর নিকট চাকরী করিবেন, ও প্রতিবাদী (এক বৎসরের নিমিত্ত) বাদীকে সেই কর্ম্মে রাখিয়া তাহাকে (মাসে মাসে) এত টাকা বেতন দিবেন।

২। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীর নিকট উপরোক্ত চাকরী করিতে আরম্ভ করিলেন, ও তদবধি এখনও বৎসরের অবশিষ্ট কালে সেই চাকরীতে থাকিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন, ও প্রতিবাদীকে সর্ব্বদাই এই কথার নোটিস দেওয়া গিয়াছে।

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অন্যায়মতে বাদীকে কর্ম্ম-চ্যুত করিলেন ও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তমতে কর্ম্ম করিতে দিলেন না ও তাঁহার কর্ম্মের বেতনও দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

---

৬১ নম্বর।

কর্ম্ম দিবার চুক্তি হইয়া কর্ম্ম দেওয়া না গেলে, ঐ চুক্তিভঙ্গহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। (ইহার পূর্ব্ব পাঠের ন্যায়।)

২। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর নিকট চাকরী করিতে উদ্যত ছিলেন ও অদ্যাপি করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। প্রতিবাদী বাদীকে সেই কার্য্য করিতে দিলেন না ও সেই কার্য্যের বেতনও দিতে চাহেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৬২ নম্বর।

চাকরী করিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে বাদী বৎসর এত টাকা বেতন দিয়া প্রতিবাদীকে কর্ম্ম দিবেন ও প্রতিবাদী এক বৎসর পর্য্যন্ত চিত্রকরস্বরূপ বাদীর নিকট কর্ম্ম করিবেন।

২। ঐ নিয়মানুসারে বাদীর যাহা কর্ত্তব্য ছিল তিনি তাহা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহা করিতে উদ্যত ছিলেন।

৩। প্রতিবাদী [উপরোক্ত তারিখে বাদীর নিকট কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎপরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি] পূর্ব্বোক্তমতে বাদীর নিকট কর্ম্ম করিতে অসম্মত হইলেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৬৩ নম্বর।

উপযুক্ত মতে কর্ম্ম না করণ প্রযুক্ত গৃহ নির্ম্মাতার নামে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই নিয়মপত্রের নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা, চুক্তির মর্ম্ম এই।]

২। [উক্ত নিয়মপত্রক্রমে বাদীর যে সকল নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা উপযুক্তমতে পালন করিলেন]।

৩। প্রতিবাদী উক্ত নিয়মপত্রের উল্লিখিত ঘর কদর্য্যরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও কারিগরের উপযুক্ত রীতিতে করেন নাই।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৬৪ নম্বর।

কর্ম্মশিক্ষার্থীর পিতার কি অভিভাবকের নামে কর্ত্তার আবেদন-পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, স্বীয় স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত * নিয়মপত্র করিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা, ঐ নিয়মপত্রের মর্ম্ম লিখিতে হইবে।]

২। ঐ নিয়মপত্র করা গেলে পর বাদী পূর্ব্বোক্ত কালের নিমিত্ত উক্ত শিক্ষার্থিস্বরূপ উক্ত [শিক্ষার্থীকে] আপন কর্ম্মে গ্রহণ করিলেন ও উক্ত নিয়মপত্রানুসারে আপনার কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম সর্ব্বদাই করিয়াছেন ও করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত [শিক্ষার্থী] ইচ্ছাপূর্ব্বক বাদীর কর্ম্মে অনুপস্থিত ছিলেন ও তদবধি অনুপস্থিত আছেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৬৫ নম্বর।

কর্ত্তার নামে কর্ম্মশিক্ষার্থীর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর ও তদীয় পিতা শ্রীঈশানের সঙ্গে আপনাদের স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত নিয়মপত্র করিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

২। ঐ নিয়মপত্র করা গেলে পর বাদী ঐ নিয়মপত্রের উল্লিখিত মিয়াদের নিমিত্ত শিক্ষার্থিস্বরূপ কর্ম্ম করিবার জন্যে প্রতিবাদীর নিকট কর্ম্ম করিতে গেলেন ও ঐ নিয়মপত্রানুসারে আপনার যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সর্ব্বদাই করিয়াছেন।

৩। প্রতিবাদী [বাদীকে অমুক কর্ম্মের শিক্ষা দিলেন] না [কিংবা, তাহার প্রতি নির্দ্দয়াচার করিয়াছেন কি উপযুক্ত আহারাদি দেন নাই, কিংবা অন্য যে অত্যাচারক্রমে নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে, লিখিত হইবে।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

* ১৮৫০ সালের ১৯ আইনে নিয়মপত্র লিখিবার যে পাঠ দেওয়া গেল, তন্মধ্যে পিতার কি অভিভাবকের মোহর দিবার আদেশ আছে।

৬৬ নম্বর।

কেরাণীর বিশ্বস্ততা বিষয়ক প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর নিকট এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, উক্ত ঈশান বাদীর কেরাণী হইয়া বিশ্বস্তমতে কর্ম্ম না করিলে কিংবা বাদীর নিমিত্ত যে সকল টাকা কি ঋণের প্রমাণপত্র কি অন্য সম্পত্তি পান, তাহার হিসাব না দিলে তজ্জন্যে বাদীর যে হানি হয়, প্রতিবাদী এত টাকা পর্য্যন্ত সেই হানিপূরণ করিবেন।

[অথবা ১। প্রতিবাদী সেই সময়ে ও স্থানে আপনার স্বাক্ষরিত লিপিক্রমে বাদীকে দণ্ডস্বরূপ এত টাকা দিতে এই নিয়মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, উক্ত ঈশান বাদীর কেরাণী ও খাজাঞ্চী হইয়া বিশ্বস্তমতে কর্ম্ম করিলে ও বাদীর পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ যে সময়ে যে সকল টাকা ও ঋণের প্রমাণপত্র কি অন্য সম্পত্তি তাঁহার হাতে থাকে, বাদীকে তাহার যথার্থ হিসাব দিলে, এই প্রতিজ্ঞাপত্র নিষ্ফল হইবে, প্রকারান্তরে নয়।]

[অথবা ২। প্রতিবাদী সেই সময়ে ও স্থানে বাদীর নিকট প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।]

৩। উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বাদীর নিমিত্ত নগদ এত টাকা ও এত টাকা মূল্যের সম্পত্তি পাইলে, তাহার কোন হিসাব দিলেন না, ও সেই টাকা অদ্যাপি পাওনা থাকিল ও বাদীকে দেওয়া যায় নাই।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৬৭ নম্বর।

ভূম্যধিকারীর দখলে বিশেষ হানি ধরিয়া প্রজার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিদর্শনপত্র লিখিয়া বাদীর নিকট এত বৎসর মিয়াদে [অমুক রাস্তার অমুক নং বাটী] ভাড়া দিয়া বাদীর সঙ্গে এই নিয়ম করিলেন যে, বাদী ও তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্তগণ উক্ত মিয়াদের নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে ঐ বাটী ভোগ দখল করিবেন।

২। বাদীর যাহাতে এই মোকদ্দমা করিবার অধিকার জন্মে, এমন আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে।

৩। উক্ত মিয়াদ চলন সময়ে ঐ ঘরের বৈধ স্বামী ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আইনমতে বাদীকে ঐ ঘর হইতে উঠাইয়া দিলেন ও অদ্যাপি তাঁহাকে আর অধিকার করিতে দিলেন না।

৪। এই কারণে বাদী আর সেই স্থানে জবজীব কর্ম্ম চালাইতে পারিলেন না, ও তথা হইতে উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহার এত টাকা খরচ করিতে হইল ও উঠিয়া যাওয়াতে গমনের ও জানকীনাথের স্থানে আর কর্ম্ম পাইতে পারিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৬৮ নম্বর।

অস্থাবর দ্রব্যের নির্দ্দোষিতাসূচক বাক্যলঙ্ঘনহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাষ্পীয় কল উত্তমরূপে চলিবে বলিয়া নিশ্চিত বাক্য কহাতে, সেই সকল ক্রয় করিয়া তজ্জন্যে এত টাকা দিতে বাদীর প্রবৃত্তি জন্মাইলেন।

২। উক্ত কল তৎসময়ে উত্তমরূপে চলিবার উপযুক্ত ছিল না। তদ্ধেতুক তাহার মেরামত করণে বাদীর খরচ হইয়াছে ও কলদ্বারা তাঁহার যে লভ্য হইতে পারিত, মেরামত করিবার সময়ে বাদী সেই লভ্যে বঞ্চিত হইলেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৬৯ নম্বর।

নিষ্কৃতিসূচক নিয়মপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী আনন্দ, চন্দ্র কোম্পানির নামে কোন ব্যবসায়ের অংশী হইয়া অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অংশিত্ব লোপ করিয়া, পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, অংশিত্ব সম্পর্কীয় যত সম্পত্তি আছে, প্রতিবাদী তাহা লইয়া রাখিবেন ও কোম্পানির যত টাকা ঋণ আছে, প্রতিবাদী তাহা শোধ করিবেন, ও ঐ কোম্পানির কোন ঋণহেতুক বাদীর উপর যে দাওয়া হইতে পারে, প্রতিবাদী তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষ্কৃতি দিবেন।

২। ঐ নিয়মপত্রে যে সকল নিয়ম বাদীর পালন করা কর্ত্তব্য ছিল, তিনি তাহা উপযুক্তমতে পালন করিয়াছেন।

৩। ঐ কোম্পানির স্থানে ঈশান নামক এক ব্যক্তি ঋণ পাওনা থাকিলে ঈশান অমুক স্থানের হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর ও প্রতিবাদীর নামে ডিক্রী পাইলেন, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী সেই ডিক্রী শোধনার্থে এত টাকা দিলেন।

৪। প্রতিবাদী বাদীকে ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৭০ নম্বর।

মাল বোঝাই না দেওনের কি জাহাজে না তোলনের নিমিত্ত স্বামীর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মপত্র করিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা ১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে চার্টর পার্টি নামক নিয়মপত্রদ্বারা এই নিয়ম করিলেন যে, প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদীর অমুক নামক জাহাজে পাঁচ শত টন সওদাগরী মাল দিবেন ও মাল বোঝাই ভাড়া দেওয়া গেলে ঐ জাহাজে সেই মাল অমুক স্থানে পঁহুছাইয়া দেওয়া যাইবে, ও প্রতিবাদী জাহাজে মাল তুলাইবার জন্যে এত দিন ও মাল নামাইবার এত দিন ও প্রয়োজন হইলে গহেরির নিমিত্ত এত দিন পাইবেন ও দিন প্রতি এত টাকা দিবেন।

২। উক্ত নিয়মপত্রের নির্দ্ধারিত সময়ে বাদী প্রতিবাদীর স্থানে সেই [সওদাগরী মাল কিংবা ঐ নিয়মপত্রের নির্দ্ধারিত উল্লিখিত সওদাগরী মাল] গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও প্রস্তাব করিলেন।

৩। জাহাজে মাল তুলিবার ও গহেরির মিয়াদ গত হইলেও প্রতিবাদী উক্ত জাহাজে ঐ সওদাগরী মাল দিলেন না।

অতএব বাদী গহেরী বলিয়া এত টাকার ও হানিপূরণ বলিয়া আর এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

গ।—অন্যায়হেতুক হানিপূরণ পাইবার আবেদনপত্র।

৭১ নম্বর।

ভূমিতে অনধিকার প্রবেশহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর অমুক নামে খ্যাত ভূমিখণ্ডে প্রবেশ করিয়া [গবাদি চরাইলেন ও ঘাস দলাইলেন ও বাহাদুরী কাঠ ছেদন করিলেন, ও অন্যান্য প্রকারে ভূমির হানি করিলেন।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৭২ নম্বর।

বসতবাটীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী বাদীর অমুক নামক বসতবাটীতে প্রবেশ করিয়া অনেককণ খোরখার

ও গোল যোগ করিয়া ঐ বসতত টির দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ঐ বাটী সংলগ্ন দ্রব্য নামাইয়া তাহা-সুদ্ধ বাদীর মাল হরণ করিয়া লইয়া, নিজ প্রতিবাদীর ব্যবহারার্থে বিক্রয়াদি করিয়া বাদীকে সপরিবারে ঐ বাটী হইতে বেদখল করিয়া বাহির করিয়া দিলেন ও তাঁহাদিগকে অনেকক্ষণ সেইরূপে বাহিরে রাখিলেন।

২। তৎপ্রযুক্ত বাদীর স্বীয় কার্য্য চালাইতে বাধা হইয়াছিল ও আপনার ও পরিবারের বাস করিবার জন্যে অন্য ঘর করিয়া লইতে খরচ হইয়াছে।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

১৩ নম্বর।

অস্থাবর দ্রব্যের উপর অনধিকার প্রবেশের আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর রম শরাবের দশ পিপা ভাঙ্গিয়া সেই শরাব পথে গড়াইয়া পড়িতে দিলেন, [কিংবা, বাদীর মাল অর্থাৎ লৌহ কি বিষয়বিশেষে চাউল ও ঘরের লওয়াজমা কাড়িয়া লইয়া] স্থানান্তর করিয়া আপনার ব্যবহারার্থে বিক্রয়াদি করিলেন।

[কিংবা, বাদীর গরু ও বলদ কাড়িয়া লইয়া খোঁয়াড়ে আনাইয়া অনেকক্ষণ বদ্ধ করিয়া রাখিলেন,]

২। তৎপ্রযুক্ত বাদী তৎকালে সেই গরু ও বলদদ্বারা যে উপকার পাইতেন, তাহাতে বঞ্চিত হইলেন ও তাহাদের আহার দেওনে ও মুক্ত করিয়া লওনে তাঁহার খরচ লাগিল। আর অমুক হাটে তাঁহার সেই গবাদি বিক্রয় করিবার কল্পনা ছিল, তাহাও করিতে পারিলেন না, ও বাদীর পক্ষে সেই গরুর ও বলদের মূল্য ন্যূন পড়িয়াছে ইত্যাদি বৃত্তান্তানুসারে আর যে যে হানি হইল, তাহা লিখিতে হইবে।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

১৪ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তির অবৈধ ব্যবহার করণ বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিম্নলিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মাল [কিংবা, এক শত পিপা ময়দা] বাদীর অধিকারে ছিল।

২। প্রতিবাদী সেই দিনে অমুক স্থানে সেই দ্রব্য লইয়া নিজ কার্য্যে ব্যবহার করিলেন ও সেই দ্রব্যের ব্যবহার ও অধিকার করণে বাদীকে অন্যায়মতে বঞ্চিত করিলেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

১৫ নম্বর।

মাল দিতে সম্মত না হওয়াতে আড়দ্দারের নামে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

পূর্ব্বোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী এত টাকা পাইবার [কিংবা, মাসে মাসে কি সময়ান্তরে পিপা প্রতি এত টাকা পাইবার] নিয়মে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনার গুদামে [এক শত পিপা ময়দা] রাখিতে ও সেই টাকা পাইলে বাদীকে ঐ দ্রব্য ফিরিয়া দিতে কড়ার করিলেন।

২। তাহাতে বাদী প্রতিবাদীর নিকট সেই [এক শত পিপা ময়দা] গচ্ছিত করিয়া রাখিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী সেই মাল ফিরিয়া দিতে বলিয়া প্রতিবাদীকে এত টাকা দিতে [কিংবা, আড়তে মাল রাখিবার যত ভাড়া পাওনা ছিল, তাহা দিতে চাহিলেন কিন্তু প্রতিবাদী তাহা ফিরিয়া দিতে সম্মত হইলেন না।

৪। তৎপ্রযুক্ত শ্রীঈশানের নিকট বাদী ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলেন না ও তাহা বাদীর পক্ষে হারাণ গেল।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

১৬ নম্বর।

প্রতারণাদ্বারা সম্পত্তি লওন হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন —

১। বাদী যেন প্রতিবাদীর নিকট কয়েক দ্রব্য বিক্রয় করেন, এই প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর এমত জ্ঞান জন্মাইয়া দিলেন যে প্রতিবাদী ঋণশোধ করিতে সক্ষম ও সকল ঋণশোধ হইলে পর তাঁহার এত টাকা থাকিবে।

২। তদ্দ্বারা বাদী প্রবৃত্তি পাইয়া প্রতিবাদীর নিকট এত টাকা মূল্যের [ধান্যাদি] বিক্রয় করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

৩। প্রতিবাদীর উক্ত কথা মিথ্যা [বা, যাহা মিথ্যা কহিয়াছিল, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] ও প্রতিবাদী তৎকালে তাহা জানিতেন।

৪। প্রতিবাদী সেই দ্রব্যের মূল্য দিলেন না। [কিম্বা, ঐ দ্রব্য প্রতিবাদীর হস্তে সমর্পণ করিয়া না দেওয়া গেলে] উক্ত মাল প্রস্তুত করিয়া জাহাজে তুলিতে ও তাহা ফিরিয়া পাইবার উদ্যোগ করিতে বাদীর এত টাকা খরচ লাগিয়াছে।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৭৭ নম্বর।

পশ্চাৎ মূল্য পাইবার অপেক্ষায় অন্য ব্যক্তিকে দ্রব্য দিবার প্রবৃত্তি প্রতারণাভাবে জন্মাওনহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীকে জানাইলেন যে, ঈশান ঋণশোধ করিতে সক্ষম ও উত্তম বিশ্বাসপাত্র ও সমস্ত ঋণ ছাড়া তাঁহার এত টাকা আছে। [অথবা, ঈশান তৎকালে ভাবি পদে নিযুক্ত আছেন ও তাঁহার অবস্থা উত্তম, ও ধার দিলে তাঁহার প্রতি নিরুদ্বেগে বিশ্বাস হইতে পারে।]

২। তৎপ্রযুক্ত বাদী প্রবৃত্তি পাইয়া উক্ত ঈশানকে [এত মাসের জন্যে হাওলাৎ করিয়া] এত টাকা মূল্যের [ধান্য] দিলেন।

৩। প্রতিবাদীর উক্ত সকল কথা মিথ্যা ও তিনি তৎকালে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন ও বাদীকে বঞ্চনা ও প্রতারণা করিবার [কিম্বা বাদীর বঞ্চনা ও অপকার করিবার] অভিপ্রায়ে ঐ কথা কহা গেল।

৪। [হাওলাতের পূর্ব্বোক্ত মিয়াদ গত হইলেও] উক্ত ঈশান [ঐ দ্রব্যের মূল্য দিলেন না কিম্বা,] ধান্যের মূল্য দেন নাই ও পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহা বাদীর পক্ষে একেবারে হারাণ গেল।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৭৮ নম্বর।

বাদীর ভূমির নিম্নভাগের জল ঘোলা করণ হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামে খ্যাত কতক ভূমি ও তদন্তর্গত কূপ ও কূপের অন্তর্গত জল বাদীর অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সকল সময়ে তাঁহার অধিকার ছিল, ও সেই কূপের ও তদন্তর্গত জলের ব্যবহার করণের ও তজ্জন্য উপকার প্রাপণের তাঁহার অধিকার আছে, ও যে উনুই ও স্রোত হইতে সে কূপের জল সম্পোষ হয়, তাহা ঘোলা কি ময়লা না হইয়া কূপে গিয়া পড়ে তাঁহার এমত অধিকার আছে।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অন্যায়মতে উক্ত কূপ ও তদন্তর্গত জল, ও যে উনুইর ও স্রোতের জল ঐ কূপে গিয়া পড়ে তাহাও ঘোলা ও ময়লা করিলেন।

৩। পূর্ব্বোক্ত সকল কারণে উক্ত কূপের অন্তর্গত উক্ত জল অপরিষ্কার ও গৃহকার্য্যের ও আবশ্যক অন্যান্য কার্য্যের অনুপযুক্ত হইলে ও বাদী ও তাঁহার পরিবারীয় লোক সেই কূপের ও জলের ব্যবহারে ও তজ্জন্য উপকারে বঞ্চিত হইলেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৭৯ নম্বর।

অস্বাস্থ্যজনক ব্যবসায় করণবিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামে খ্যাত ভূমি বাদীর অধিকারে আছে ও নিম্ন লিখিত সকল সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল।

২। প্রতিবাদী খনির লোহ গলাইবার কর্ম্ম চালাইতেন ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অন্যায়মতে আপনার সেই কারখানা হইতে দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যজনক ধূম ও অন্যান্য প্রকারের বাষ্প ও পীড়াজনক দ্রব্য উৎপাত করাইলে তাহা উক্ত ভূমির ঊর্দ্ধভাগে ও তদুপরে ব্যাপক হইয়া বায়ু মলিন করিল, ও ঐ ভূমির উপরিভাগে সেই সকল দ্রব্য পড়িয়া থাকিল।

৩। উক্ত ভূমিতে বাদীর যে বৃক্ষ ও বেড়া ছিল ও যে শাকশবজী ও ফসল হইতেছিল-তাহার হানি হইয়াছে ও তাহার মূল্য কমিয়া গিয়াছে ও উক্ত ভূমিতে বাদীর যে গবাদি ও অন্য যে পশ্বাদি ছিল, তাহাও অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত হইয়াছে ও অনেকগুলি ঐ গরলে মরিয়া গিয়াছে।

৪। বাদী সেই ভূমিতে গবাদি চরাইতেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে আর চরাইতে পারিলেন না, ও গোমেষাদি যত পশু পক্ষী পালিতেন, তাহাও তাঁহার স্থানান্তর করিয়া দিতে হইল, ও ঐ ভূমির ও ভোগ করণে যত লাভ হইত, তাহাও হইতে পারিল না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

---

৮০ নম্বর।

পথাবরোধ করণপ্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। [অমুক নগরের অন্তর্গত বাটী] বাদীর অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল।

২। তিনি সেই বাটী হইতে [গাড়ি করিয়া কিম্বা হাঁটিয়া] সর্ব্বদাই এক বিশেষ পথ দিয়া [রাজপথে] যাইতেন।

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ পথ এমন করিয়া অবরোধ করিলেন যে, বাদী [গাড়িতে কি হাঁটিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে] ঐ পথ দিয়া যাইতে পারিলেন না, [ও তদবধি সেই পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে।]

৪। [ইহাতে বিশেষ হানি ঘটিলে তাহাও লিখিতে হইবে।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

অন্য পাঠ।

১। অমুক স্থান হইতে অমুক স্থান পর্য্যন্ত যে রাজপথ যায়, প্রতিবাদী অন্যায়মতে সেই পথে গর্ত্ত খুঁড়িয়া মাটির ও পাথরের এমন ঢিবি করিয়া রাখিলেন যে পথ অবরুদ্ধ হইল।

২। তৎপ্রযুক্ত বৈধমতে সেই পথ দিয়া গমনকালে বাদী ঐ মাটির ও পাতরের ঢিপিতে পড়িয়া [কিংবা ঐ গর্ত্তে পড়িয়া] হাত ভাঙ্গিল ও অত্যন্ত বেদনা হওয়াতে অনেক দিন আপন কর্ম্মে যাইতে পারিলেন না ও ডাক্তারের খরচ লাগিল।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।

---

৮১ নম্বর।

জলপ্রণালী অন্য মুখ করণপ্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক জিলার অমুক পরগণার অমুক মৌজার অন্তর্গত অমুক নামক [জল স্রোতের] ধারে একটী কল বাদীর অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সময়ে তাঁহার অধিকার ছিল।

২। তদ্রূপ অধিকার থাকাপ্রযুক্ত ঐ কল চালাইবার নিমিত্ত ঐ জলের ব্যবহার করণে বাদীর স্বত্ব ছিল।

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ নদীর পাড় কাটিয়া স্রোত অন্যমুখ করিল, তাহাতে বাদীর কলে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প জল আসিতে লাগিল।

৪। তৎপ্রযুক্ত বাদী যাঁতায় দিন এত বস্তার অধিক গম পিষিতে পারিলেন না, কিন্তু উক্ত স্রোত অন্য মুখ করিবার পূর্ব্বে দিন এত গম পিষিতে পারিতেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৮২ নম্বর।

সেঁচিবার নিমিত্ত জলের ব্যবহার করিবার স্বত্ব অবরোধহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক জিলা প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমি বাদীর অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল। ও সেই ভূমিতে সেঁচিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ কোন জল-স্রোতের জলের একাংশ লইয়া ব্যবহার করিবার স্বত্ব ছিল।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ স্রোতের জল অবরোধ ও অন্য মুখ করিয়া বাদী উক্ত জলের সেই অংশ লইয়া ব্যবহার করিবার বাধা দিলেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৮৩ নম্বর।

প্রতিবাদীর দ্বারা অপকারপ্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত বৎসর মিয়াদে অমুক পথের অমুক নং বাটী বাদীর স্থানে ভাড়া করিয়া লইলেন।

২। প্রতিবাদী তদ্রূপে ভাড়া করিয়া ঐ ঘর অধিকার করিতেন।

৩। তদ্রূপ অধিকার করণ সময়ে, প্রতিবাদী ঐ বাটীর অত্যন্ত অপকার করিলেন, [ঘরের দেয়াল বিকৃত করিলেন, মেজে খুঁড়িয়া ফেলিলেন, দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ইত্যাদি যে যে হানি করিলেন, তাহা সাধ্যমতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।]

অতএব বাদী হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

———

৮৪ নম্বর।

আক্রমণ ও প্রহার প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর প্রতি আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে মারিলেন।

এই কারণে বাদী হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

———

৮৫ নম্বর।

আক্রমণ করিয়া মারিয়া বিশেষ হানিকরণপ্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর প্রতি আক্রমণ করিয়া অচেতন না হওন পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রহার করিলেন।

২। তৎপ্রযুক্ত বাদী [সেই অবধি ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত] স্বীয় কর্ম্মে যাইতে পারিলেন না, ও ডাক্তারকে তাঁহার এত টাকা দিতে হইল ও সেই কাল অবধি আপন (ডাইন হাতে) কার্য্য করিতে পারিলেন না [কিংবা অন্য যে হানি হইয়াছে তাহা লিখিতে হইবে।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

———

৮৬ নম্বর।

আক্রমণ ও অন্যায়মতে আটক রাখন প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর প্রতি

আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে এত দিন [বা এত ঘণ্টা] আটক করিয়া রাখিলেন। বিশেষ হানি হইলে এইরূপে লিখিতে হইবে,—

২। তদ্ধেতুক বাদীর শারীরিক ও মানসিক অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছিল, ও তাঁহার লজ্জা হইল ও মানের অহঙ্কার অত্যন্ত হানি হইল, ও মনোযোগ ও অবধানতায় আপনার কার্য্য চালাইতে পারিলেন না ও আপন পরিবারের ভরণপোষণের চেষ্টা করিতে পারিলেন না ও ঐ আটক হইতে মুক্তি পাইবার জন্যে তাঁহার খরচও হইল। ইত্যাদি যে যে হানি হইল তাহা লিখিতে হইবে।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৮৭ নম্বর।

অনবধানতাহেতুক রেলপথে যাওনসময়ে অপকার হওয়াতে তদ্বিষয়ের আবেদন-পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদিগণ চড়নদারদিগকে রেলপথে অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সাধারণ বাহকস্বরূপ ছিলেন।

২। সেই দিনে বাদী ঐ রেলপথে প্রতিবাদীদের একখানি গাড়ীতে চড়নদার ছিলেন।

৩। তিনি চড়নদার হইয়া যাইতেছিলেন, এমত সময়ে অমুক স্থানে [কিম্বা অমুক ষ্টেশনের নিকট কিম্বা অমুক ষ্টেশনের ও অমুক ষ্টেশনের মধ্যে কোন স্থানে] প্রতিবাদিগণের কর্ম্মচারীদের অনবধানতা ও কর্ম্মে অপটুতাহেতুক ঐ রেলপথে ট্রেনে ট্রেনে পরস্পর সংঘটন হওয়াতে বাদীর অনেক প্রকারের অপকার হইয়াছিল, [তাঁহার পা ভাঙ্গিল, মাথায় আঘাত লাগিল, ইত্যাদি বিশেষ যে হানি হইয়াছিল, তাহা লিখিতে হইবে] তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ডাক্তারের খরচ লাগিল, ও বিক্রেত স্বরূপ তাঁহার যে কর্ম্ম ছিল, তাহা করিতে একেবারে অক্ষম হইলেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

[অথবা এইরূপে,—২। সেই দিনে বাদী বৈধমতে প্রতিবাদিগণের রেলপথ পার হইতেছিলেন, এমত সময়ে প্রতিবাদিগণ আপনাদের কর্ম্মচারীদের দ্বারা ঐ রেলপথের উপর ও তাহা দিয়া কলের গাড়ী ও তৎসংযুক্ত ট্রেন এমন অনবধানতায় ও অপটুভাবে চালাইলেন যে সেই কলের গাড়ী ও ট্রেন আসিয়া বাদীর গাত্রে লাগিলে বাদীর, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ৩ দফার ন্যায় লিখিতে হইবে।]

---

৮৮ নম্বর।

অমনোযোগে গাড়ী চালাওন হানিহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী চাষার অমুক স্থানে কর্ম্ম চালাইতেছে। প্রতিবাদী অমুক স্থানের সওদাগর

২। (১৮৭৫ সালের মে মাসের ২৩ তারিখ) অপরাহ্ণ ন্যূনাধিক ৩ টার সময়ে বাদী কলিকাতা নগরের চৌরঙ্গী রাস্তা দিয়া দক্ষিণ মুখে যাইতে যাইতে ঐ চৌরঙ্গী রাস্তার সঙ্গে হ্যারিংটন ষ্ট্রীট নামক রাস্তা যে স্থানে মিলিয়া যায়, বাদীর সেই স্থান পার হইয়া যাইতে হইল, পার হইতে হইতে অন্য পার্শ্বে মনুষ্যদের হাঁটিয়া যাইবার যে পথ আছে, সেই পার্শ্বে পঁহুছিতে পারে নাই, এমন সময়ে প্রতিবাদী চাকরদের জিম্মায় ও তাহাদের তত্ত্বাধীন দুই ঘোড়ার গাড়ী হঠাৎ ও সাবধানতা না জন্মাইয়া তাহাদের অমনোযোগে অত্যন্ত বেগে ও সঙ্কটজনকরূপে হ্যারিংটন ষ্ট্রীট হইতে ঐ চৌরঙ্গী রাস্তায় ঘুরিয়া আইল। তাহাতে বাদীর গায়ে গাড়ীর বম লাগিলে সে পড়িয়া গেল ও দুই ঘোড়া তাহার গায়ের অনেক স্থানে দলাইল।

৩। ঐ আঘাতে ও পতনে ও ঘোড়ার পায়ের চাপনে বাদীর বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল ও পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে এবং শরীরের অন্তর্ভাগেও ক্ষত বিক্ষত ও হানি হইল, তৎপ্রযুক্ত বাদী বেদনাযুক্ত হইয়া চারিমাস পীড়িত ছিল ও আপন কর্ম্মে যাইতে পারিল না ও ঔষধের ও চিকিৎসার জন্যে তাঁহার অনেক খরচ ও ব্যবসায়ের ও লভ্যের অনেক হানি হইয়াছে।

বাদী হানিপূরণস্বরূপ ৫০ টাকার দাওয়া করে।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

প্রতিবাদীর লিখিত বর্ণনাপত্র।

১। প্রতিবাদী কহেন যে আবেদনপত্রের উল্লিখিত গাড়ী তাঁহার নিজের নয় ও প্রতিবাদীর চাকরদের জিম্মায় কি তত্ত্বাধীনে ছিল না। ঐ গাড়ী কলিকাতায় অমুক রাস্তার আড়গড়াওয়ালা শ্রীঅমুকের গাড়ী, প্রতিবাদী তাঁহার স্থানে গাড়ী ও ঘোড়া ভাড়া করিয়া লইলেন। ঐ গাড়ী যাহার জিম্মায় ও তত্ত্বাধীনে ছিল, সে উক্ত শ্রীঅমুকের চাকর।

২। প্রতিবাদী আরো কহেন যে হ্যারিংটন ষ্ট্রীট হইতে বাহির হওন সময়ে ঐ গাড়ী অমনোযোগে চালান হয় নাই ও হঠাৎ কি সাবধানতা না জন্মাইয়া কি অতিবেগে কি সঙ্কটজনকরূপে চালান যায় নাই।

৩। প্রতিবাদী আরো কহেন যে বাদী সঙ্গতমতে সতর্ক থাকিয়া মনোযোগ করিলে অবশ্যই ঐ গাড়ী আসিতে দেখিত, তাহা হইলে গাড়ী চাপা পড়িত না।

৪। প্রতিবাদী আবেদনপত্রের তৃতীয় দফার উল্লিখিত বর্ণনা গ্রাহ্য করেন না।

---

৮৯ নম্বর।

কথাই অপবাদজনক হওয়াতে লিখিত অপবাদপ্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক নামক সম্বাদপত্রে [কিম্বা শ্রীঈশানের নামে পত্র লিখিয়া] বাদীর বিষয়ে এই এই কথা প্রচার করিলেন,—

[ঐ সকল কথা ঠিক লিখিতে হইবে।]

২। উক্ত প্রচারিত কথা মিথ্যা ও দ্বেষজনিত।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

মন্তব্য।—আদালতে যে ভাষা চলন থাকে, অপবাদ তদ্ভিন্ন কোন ভাষায় প্রচারিত হইলে য ভাষায় প্রচার করা গেল, সেই ভাষায় ঐ অপবাদজনক প্রত্যেক কথা লিখিয়া, তাহার পর এই কথা লিখিতে হইবে, "উক্ত সকল কথা অমুক ভাষায় অনুবাদিত হইলে তাহার ভাব ও মর্ম্ম এই ও যাঁহাদের নিকট প্রচার করা গিয়াছিল, তাঁহারাও সেই ভাব মর্ম্ম বুঝিলে বিশেষতঃ [এই স্থলে আদালতের চলন ভাষায় ঐ অপবাদজনক প্রত্যেক কথার অনুবাদ করিয়া লিখিতে হইবে]

---

৯০ নম্বর।

কথাই অপবাদজনক না হইলে লিখিত অপবাদপ্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক নামক নগরের মধ্যে সওদাগর [আছেন ও] ছিলেন।

২। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক নামক সম্বাদপত্রে [কিংবা, ঈশানের নামে পত্র লিখিয়া, কিংবা অন্য যে প্রকারে প্রচার করা গেল, তাহা লিখিতে হইবে] বাদীর বিষয়ে নিম্নলিখিত কথা প্রচার করিলেন,—

"এই নগরনিবাসী শ্রীআনন্দ লজ্জিতভাবে ভিন্নদেশে গমন করিয়াছেন। কথিত আছে যে তাঁহার এত টাকা পর্য্যন্তের উত্তমর্ণেরা উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার বাসস্থান জানিতে চেষ্টা করিতেছেন।"

৩। প্রতিবাদীর কথার তাৎপর্য্য এই যে, [বাদী আপন উত্তমর্ণদের নিকট হইতে গুপ্ত থাকিবার ও প্রতারণাপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাপ্য না দিবার অভিপ্রায়ে পলায়ন করিয়াছেন]।

৪। উক্ত প্রচারিত কথা মিথ্যা ও দ্বেষজনিত।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]।

---

৯১ নম্বর।

কথাই নালিশের যোগ্য হইলে বাচনিক অপবাদপ্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঈশানের [কিংবা নানা লোকের] শ্রুতিগোচরে বাদীর বিষয়ে মিথ্যা ও দ্বেষজনিত এই কথা কহিলেন, ["সে চোর"।]

২। উক্ত কথাপ্রযুক্ত শ্রীঅমুকের নিকট বাদীর অমুক যে কর্ম্ম ছিল, সেই কর্ম্ম গেল।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।

৯২ নম্বর।

কথা নালিশের যোগ্য না হইলে বাচনিক অপবাদপ্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঈশানকে বাদীর বিষয়ে মিথ্যা ও দ্বেষভাবে এই কহিয়াছিল, "সেই যুবার ধর্ম্মজ্ঞান চমৎকার।"

২। বাদী তৎকালে কেরাণীস্বরূপ কর্ম্ম পাইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রতিবাদীর সেই কথার তাৎপর্য্য এই যে, বাদী কেরাণীস্বরূপ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৩। ঐ কথাপ্রযুক্ত [উক্ত ঈশান বাদীকে কেরাণী কর্ম্ম দিতে সম্মত হইলেন না।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৯৩ নম্বর।

দ্বেষপূর্ব্বক অভিযোগহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক অপরাধের অভিযোগ করিয়া সেই সহরের পোলীস্ মাজিষ্ট্রেট (কিংবা অন্য কর্ত্তৃপক্ষ) শ্রীঅমুক সাহেবের স্থানে গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বাহির করাতে, বাদীকে তদনুসারে গ্রেফ্তার করা গেল, ও (এত দিন বা এত ঘণ্টা) কারাবদ্ধ করা গিয়াছিল ও বাদী মুক্তি পাইবার জন্যে এত টাকা হাজির জামিন দিলেন।

২। প্রতিবাদী দ্বেষপূর্ব্বক, ও সঙ্গত কি অসম্ভব কারণ না থাকিতেও উক্ত কার্য্য করিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রতিবাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করিয়া বাদীকে নির্দ্দোষ করিলেন।

৪। বাদী যাঁহাদের নাম জানেন না, এমত অনেক ব্যক্তি তাঁহার উক্ত প্রকারে গ্রেফতার হওয়ার কথা শুনিয়া ও বাদীকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সঙ্গে আর কারবার করেন না। কিম্বা, উক্ত প্রকারে গ্রেপ্তার হওয়া প্রযুক্ত শ্রীঈশানের নিকট বাদীর কেরাণীগিরি কর্ম্ম গিয়াছে কিম্বা, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যহেতুক বাদীর শারীরিক ও মানসিক অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছিল ও স্বীয় কর্ম্ম চালাইতে পারিলেন না ও তাঁহার মানের হানি হইয়াছে এবং কারাবদ্ধ হইতে মুক্তি পাইবার ও ঐ অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে তাঁহার খরচ লাগিয়াছে।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

ঘ—বিশেষ সম্পত্তির নিমিত্ত আবেদপত্র।

৯৪ নম্বর।

স্থাবর সম্পত্তির অধিকার প্রাপণার্থ একক স্বামীর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। যদুনাথ [অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক নামক মহালের কিম্বা মহালের একাংশের] একক স্বামী, [ঐ মহালের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব এত টাকা ও মূল্য অনুমান এত টাকা। কিম্বা, কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তার অমুক নং বাটী] একক স্বামী [ঐ বাটীর মূল্য অনুমান এত টাকা।]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে জানকীনাথ বেআইনীমতে ঐ মহাল [কি অংশ কি ঘর] হইতে উক্ত যদুনাথকে বেদখল করিলেন।

৩। তৎপরে উক্ত যদুনাথ উইল না লিখিয়া উক্ত বাদী আনন্দকে আপনার উত্তরাধিকারী রাখিয়া মরিলেন।

৪। প্রতিবাদী বাদীকে ঐ মহালের, [কি অংশের, কি ঘরের] অধিকার দিলেন না অতএব বাদী—

(ক) ঐ বাড়ীর অধিকার পাইবার,

(খ) অধিকার করিতে না দেওন প্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা পাইবার ডিক্রী প্রার্থনা করিলেন।

অন্য পাঠ।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিদর্শন-পত্র লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি মাসে ৩০০৲ টাকা ভাড়া পাইবার নিয়মে পাঁচ বৎসর মিয়াদে প্রতিবাদীকে অমুক স্থানের রসেল ষ্ট্রীটে ৫২ নম্বরের বাটী ও ভূমি ভাড়া দিলেন।

২। উক্ত নিদর্শনক্রমে প্রতিবাদী ঐ ঘর ও বাড়ী উত্তম অবস্থায় ও প্রজা যাহাতে থাকিতে পারে, এমত অবস্থায় মেরামত করিয়া রাখিবার নিয়ম করিলেন।

৩। উক্ত নিদর্শনপত্রে ঐ ঘর ফিরিয়া লইবার এই মর্ম্মের এক প্রকরণ ছিল যে ঐ নিদর্শনপত্রক্রমে যত টাকা ভাড়া দিবার নিয়ম হইয়াছে, সেই টাকার দাওয়া হইলে বা না হইলেও একুশ দিন পর্য্যন্ত বাকি থাকিলে, কিম্বা প্রতিবাদী যে কর্ম্ম করিবার নিয়ম করেন, তাহার কোন অংশে ত্রুটি করিলে, বাদীর ঐ ঘর ও বাড়ী ফিরিয়া লইবার স্বত্ব থাকিবে।

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের এক মাসের ভাড়া বাকী ছিল, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আর এক মাসের ভাড়া বাকি পড়িল, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ দুই মাসের ভাড়া একুশ দিন পাওনা ছিল, এখনও বাকী আছে।

৫। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঘর ও বাড়ী সদবস্থায় ছিল না ও প্রজা যাহাতে বাস করিতে পারে, এমতে মেরামত করিয়া রাখা যায় নাই, ও যাহাতে সেই সদবস্থা হয় ও প্রজার থাকিবার উপযুক্ত করা যায়, এমত মেরামত করিতে অনেক টাকা লাগিবে ও বাদীর ঐ ঘর কিরিয়া লইবার যে স্বত্ব তাহার মূল্য অতিশয় ন্যূন হইয়াছে, অতএব বাদীর এই এই দাওয়া,—

(ক) ঐ ঘর ও বাড়ীর অধিকার ফিরিয়া পান।

(খ) বাকী ভাড়া এত টাকা পান।

(গ) প্রতিবাদীর মেরামত না করাতে তাঁহার নিয়মভঙ্গের হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা পান।

(ঘ) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি ঐ ঘরের অধিকার ফিরিয়া পাইবার তারিখ পর্য্যন্ত ঐ ঘর ও বাড়ী দখল করা প্রযুক্ত এত টাকা পান।

---

৯৫ নম্বর।

প্রজার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি [কলিকাতা নগরের অমুক স্থানবর্ত্তী অমুক চতুঃসীমাবদ্ধ এক খণ্ড ভূমির একক স্বামী আছেন, তাহার মূল্য অনুমান এত টাকা।]

২। উক্ত শ্রীঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীকে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি এত বৎসর মিয়াদে উক্ত ভূমি পাট্টা করিয়া দিলেন।

৩। প্রতিবাদী বাদীকে সেই ভূমি অধিকার করিতে দেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৯৬ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়মতে হরণহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর এক শত পিপা ময়দা ছিল (কিম্বা, তাহার অধিকারে ছিল) তাহার মূল্য অনুমান এত টাকা।

২। প্রতিবাদী সেই দিনে অমুক স্থানে সেই দ্রব্য হরণ করিয়া লইলেন।

অতএব বাদীর প্রার্থনা এই যে,—

(ক) উক্ত মালের অধিকার পান, কিম্বা অধিকার পাইতে না পারিলে এত টাকার,

(খ) ও তাহা আটক রাখনপ্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার ডিক্রী পান।

---

৯৭ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়মতে আটক রাখনহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী নিম্নলিখিত তফসীলের উল্লিখিত মালের [কিম্বা অমুক অমুক দ্রব্যের] স্বামী ছিলেন [কিম্বা অধিকারিত্ব স্বত্বের প্রমাণসূচক অন্য বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে।] তাহার মূল্য অনুমান এত টাকা।

২। সেই তারিখ অবধি এই মোকদ্দমা উপস্থিত না হওনের সময় পর্য্যন্ত প্রতিবাদী বাদীর ঐ দ্রব্য আটক করিয়া রাখিলেন।

৩। এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদীর নিকট সেই দ্রব্য চাহিলেন, কিন্তু তিনি দিতে অস্বীকার করিলেন।

অতএব বাদীর প্রার্থনা এই যে,—

(ক) উক্ত দ্রব্যের অধিকার পাইবার, কিম্বা অধিকার পাইতে না পারিলে এত টাকার

(খ) ও ঐ দ্রব্য আটক রাখা প্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার ডিক্রী পান।

তফসীল।

———

৯৮ নম্বর।

কোন ব্যক্তি প্রতারণাপূর্ব্বক দ্রব্য ক্রয় করিয়া নোটিস পাইলে ও অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিলে তাঁহাদের আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। চন্দ্র নামক প্রতিবাদীর নিকট বাদী কোন কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে প্রবৃত্তি পান, এই কারণে প্রতিবাদী যে স্বীয় ঋণ শোধ করিতে সক্ষম ও সকল দায় শোধ হইলে পর যে তাঁহার এত টাকা থাকিবে] অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীকে এই কথা জানাইলেন।

২। তৎপ্রযুক্ত বাদী উক্ত চন্দ্রের নিকট [এক শত বাক্স চা] বিক্রয় করিয়া দিতে প্রবৃত্তি পাইলেন। ঐ দ্রব্যের মূল্য অনুমান এত টাকা।

৩। প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত কথা মিথ্যা, ও উক্ত চন্দ্র তৎকালে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন। [কিম্বা, উক্ত কথা কহন সময়ে উক্ত চন্দ্র ঋণ শোধ করিতে অক্ষম ছিলেন ও আপনাকে অক্ষম বলিয়া জানিতেন।]

৪। পশ্চাৎ উক্ত চন্দ্র মূল্য না লইয়া [কিম্বা তাহার কথা যে মিথ্যা ঈশান ইহার নোটিস পাইলেও] ঐ দ্রব্য ঈশান নামক প্রতিবাদীর হস্তগত করিয়া দিলেন।

অতএব বাদীর প্রার্থনা এই, যে—

(ক) উক্ত দ্রব্যের অধিকার পাইবার, কিম্বা অধিকার পাইতে না পারিলে, এত টাকার,

(খ) ও উক্ত দ্রব্য আটক রাখাপ্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা ডিক্রী পান।

৬।—বিশেষ উপকার প্রাপণার্থ মোকদ্দমার আবেদনপত্র।

৯৯ নম্বর।

ভুলপ্রযুক্ত চুক্তি অসিদ্ধ করিবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীকে কহিলেন যে অমুক স্থানে ঐ প্রতিবাদীর [দশ বিঘা] পরিমাণ এক খণ্ড ভূমি আছে।

২। বাদী সেই কথা সত্য বোধ করিয়া এত টাকা মূল্যে সেই ভূমি ক্রয় করিতে প্রবৃত্তি পাইয়া একখানি নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল। কিন্তু ঐ ভূমির হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দেওয়া যায় নাই।

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীকে ঐ ক্রয়ের টাকার একাংশ এত টাকা দিলেন।

৪। বস্তুতঃ উক্ত ভূমির পাঁচ বিঘা মাত্র পরিমাণ।

অতএব বাদী এই মর্ম্মে ডিক্রী প্রার্থনা করেন, যে—

(ক) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি সুদ সুদ্ধ এত টাকা পান,

(খ) ও ক্রয় করিবার উক্ত নিয়মপত্র ফিরিয়া দেওয়া ও অসিদ্ধ করা যায়।

---

১০০ নম্বর।

অপচয় নিবারণার্থ আজ্ঞা পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সম্পত্তি [নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে] একক স্বামী।

২। প্রতিবাদী বাদীর স্থানে পাট্টা পাইয়া ঐ সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন।

৩। প্রতিবাদী বাদীর অনুমতি বিনা [অনেক বহুমূল্য বৃক্ষ ছেদন করিয়াছেন ও বিক্রয় করিবার জন্য আর কয়েকটা বৃক্ষ ছেদন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন।]

অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে, উক্ত মভীর মধ্যে প্রতিবাদী আর কোন অপচয় না করেন, কি অন্যকে করিতে না দেন, তাঁহার প্রতি এমত নিষেধসূচক আজ্ঞা করা যায়।

[হানিপূরণস্বরূপ টাকার প্রার্থনাও হইতে পারিবে।]

---

১০১ নম্বর।

অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণার্থ আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী [কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তার অমুক নং বাটীর] একক স্বামী আছেন ও নিম্নলিখিত সকল সময়ে ছিলেন।

২। প্রতিবাদী [সেই রাস্তার ধারে একখণ্ড ভূমির] একক স্বামী আছেন ও পূর্ব্বোক্ত সকল সময়ে ছিলেন।

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনার উক্ত ভূমিখণ্ডে গবাদি জবাই করিবার স্থান স্থাপন করিয়া অদ্যাপি তাহা রাখিতেছেন। ও সেই দিনাবধি অদ্য পর্যান্ত সর্ব্বদাই গবাদি আনাইয়া তথায় জবাই করিতেছেন। এবং বাদীর উক্ত ঘরের সম্মুখপথে রক্ত ও নাড়ীভূঁড়ী ফেলাইতেছেন।

৪। [পূর্ব্বোক্ত কারণে বাদীর সেই ঘর হইতে উঠিয়া যাইতে হইল ও তাহা ভাড়া দিতে পারিলেন না।]

অতএব সেই অনিষ্টজনক কার্য্য নিবারণ করা যায, বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

১০২ নম্বর।

জলপ্রণালী অন্যমুখ করিবার নিষেধার্থক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

[৮১ নং পাঠের ন্যায়।]

অতএব প্রতিবাদীর প্রতি পূর্ব্বোক্তমতে জল অন্যমুখ করিবার নিষেধসূচক আজ্ঞা করা যায, বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

১০৩ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি নষ্ট হইবার ভয় দেখান যাওয়াতে, তাহা ফিরিয়া পাইবার ও অপরাধ নিষেধ করিবার জন্যে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী (স্বীয় পিতামহের প্রতিমূর্ত্তির) স্বামী আছেন ও নিম্নলিখিত সকল সময়েই ছিলেন (সেই প্রতিমূর্ত্তি অতি প্রসিদ্ধ চিত্রকর কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল,) ও তাহার দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি আর নাই (কিংবা অর্থ দ্বারা তদ্রূপ দ্রব্য আর ক্রয় করা যাইতে পারে না, এই মর্ম্মাত্মক কোন বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে।)

২। বাদী নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীর নিকট তাহা রাখিলেন।

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীর স্থানে তাহা ফিরিয়া চাহিলেন ও তাহার রক্ষা করণের সকল খরচ দিতে প্রস্তাব করিলেন।

৪। প্রতিবাদী বাদীকে তাহা ফিরিয়া দিতে সম্মত নহেন, ও তাঁহার প্রতি তাহা

ফিরিয়া দিবার আদেশ করা গেলে, তাহা লুকাইয়া রাখিবেন, কি স্থানান্তর করিবেন, কি কাটিবেন, কি অপকার করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন।

৫। (উক্ত প্রতিমূর্ত্তির) হানি হইলে যত টাকা হউক, তদ্দারা বাদীর উপযুক্ত হানি-পূরণ হইতে পারে না।

অতএব বাদী এই প্রার্থনা করেন যে,—

(ক) নিষেধাজ্ঞা দ্বারা প্রতিবাদীকে ঐ (প্রতিমূর্ত্তি) স্থানান্তর করিতে, কি তাহার অপকার করিতে, কি তাহা লুকাইয়া রাখিতে, নিবারণ করা যায়,

(খ) ও তিনি বাদীকে তাহা ফিরিয়া দেন।

---

১০৪ নম্বর।

বাদপ্রতিবাদার্থক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। নিম্নলিখিত দাওয়ার তারিখের পূর্ব্বে গগন নামক এক ব্যক্তি নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্যে বাদীর নিকট অমুক সম্পত্তি (সম্পত্তির বর্ণনা করিতে হইবে) গচ্ছিত করিলেন।

২। (উক্ত গগন প্রতিবাদী চন্দ্রের নামে নিরূপণপত্র করিয়া তাঁহার প্রতি ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া) উক্ত প্রতিবাদী দাওয়া করিতেছেন।

৩। (উক্ত গগন ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া আমাকে দিবার আজ্ঞা করিলেন বলিয়া) প্রতিবাদী শ্রীঈশানও তাহা দাওয়া করিতেছেন।

৪। বাদী ঐ ঐ প্রতিবাদীর স্বত্বের মর্ম্ম অবগত নহেন।

৫। ঐ সম্পত্তির উপর বাদীর কোন দাওয়া নাই ও আদালত যাঁহাকে আজ্ঞা করেন তাঁহাকে দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৬। বাদীদের কোন ব্যক্তির সঙ্গে যোগ করিয়া এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় নাই।

অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে,

(ক) প্রতিবাদিগণের প্রতি নিষেধ আজ্ঞা করণদ্বারা ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে বাদীর নামে মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্য চালাইতে নিবারণ করা যায়।

(খ) ঐ সম্পত্তির উপর তাঁহাদের দাওয়া বিষয়ে তাহাদের প্রতি পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করিতে আদেশ করা যায়।

(গ) তাঁহাদের সেই মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে কোন ব্যক্তির প্রতি সেই সম্পত্তি লইয়া রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া যায়।

(ঘ) সেই ব্যক্তির প্রতি ঐ সম্পত্তি দেওয়া গেলে পর তৎসম্পর্কে উক্ত কোন প্রতি-বাদীর নিকট বাদীকে দায় হইতে মুক্ত করা যায়।

১০৫ নম্বর।

উত্তমর্ণ দ্বারা দ্রব্য নিরূপণাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক স্থানবাসী মৃত ঈশান মরণকালে বাদীর নিকট এত টাকা ঋণী ছিলেন ও তাঁহার সম্পত্তির উপর এখনও ঐ ঋণের দায় আছে (ঋণের ভাব ও নিদর্শনপত্র থাকিলে তাহারও বর্ণনা করিতে হইবে।)

২। ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উইল লিখিয়া চন্দ্রকে আপন উইল অনুযায়ী কার্য্য-সম্পাদকের পদে নিরূপণ করিয়া গেলেন (কিম্বা আপনার সম্পত্তি অমুকের প্রতি ন্যস্ত করিয়া গেলেন, কিম্বা বিষয়বিশেষে উইল না লিখিয়া মরিলেন।)

৩। উক্ত চন্দ্র ঐ উইল প্রমাণীকৃত করিলেন (কিম্বা মৃত ব্যক্তির দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র চন্দ্রকে দেওয়া গেল।)

৪। প্রতিবাদী উক্ত ঈশানের অস্থাবর (ও স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা স্থাবর সম্পত্তির উৎপন্ন টাকা) অধিকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু বাদীর উক্ত ঋণ শোধ করিলেন না।

৫। উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে মরিলেন।

৬। বাদীর প্রার্থনা এই যে, উক্ত ঈশানের অস্থাবর (ও স্থাবর) সম্পত্তির হিসাব লওয়া যায় ও আদালতের ডিক্রী অনুসারে তাঁহার দ্রব্য নিরূপণ করা যায়।

---

১০৬ নম্বর।

উইলক্রমে নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিদের দ্বারা নিরূপণাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

[১০৫ নং পাঠ এই প্রকারে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।]

(১ দফা ত্যাগ করিয়া ২ দফা এইরূপে আরম্ভ করিতে হইবে।) অমুক স্থানবাসী মৃত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে আপনার উইল অনুযায়ী কার্য্যের সম্পাদকতাপদে নিযুক্ত করিলেন, ও সেই উইলক্রমে বাদীকে [যাহা প্রদান করা গেল, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] দিয়া গেলেন।

৪ দফার পরিবর্ত্তে এই কথা—

উক্ত ঈশানের অস্থাবর সম্পত্তি ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত [যাহা প্রদান করা গেল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] প্রতিবাদীর অধিকারে আছে।

৬ দফার প্রথম কথার পরিবর্ত্তে এই মর্ম্মের কথা লিখিতে হইবে,—

"বাদীর প্রার্থনা এই যে, প্রতিবাদীর প্রতি উক্ত [যাহা প্রদান করা গেল, বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] বাদীকে দিতে আজ্ঞা করা যায়, অথবা যে, প্রভৃতি—

১০৭ নম্বর।

উইলক্রমে ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তিদের দ্বারা দ্রব্য নিরূপণাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

[১০৫ নং পাঠ এই প্রকারে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।]

[১ দফা ত্যাগ করিয়া ২ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে] অমুক স্থানবাসী মৃত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে আপনার শেষ উইল লিখিয়া শ্রীচন্দ্রকে ঐ উইল অনুযায়ী কার্য্যের সম্পাদকতা পদে নিযুক্ত করিলেন। ও সেই উইলক্রমে বাদীকে এত টাকা দিয়া গেলেন।

৪ দফায় 'ঋণ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'প্রাপ্য ধন' শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

অন্য পাঠ।

শ্রীঈশান ... ... বাদী।
শ্রীগগন ... . প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত বাদী শ্রীঈশান এই বর্ণনা করিতেছেন।

১। কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীআনন্দ [১৮৭৩ সালের মার্চ্চ মাসের প্রথম দিনে] নিয়মমতে আপনার উইল লিখিয়া প্রতিবাদীকে ও শ্রীমনোমোহনকে কার্য্য সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট আপন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এই নিয়মে ন্যস্তস্বরূপ রাখিয়া যান যে, বাদীর যাবজ্জীবন ঐ সম্পত্তির ভাড়া ও আয় তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে, বাদীর মরণকালে যদি তাহার একুশ বৎসরবয়স্ক সন্তান না থাকেন, কিম্বা একুশ বৎসর বয়স্কা কি বিবাহিতা কন্যা না থাকেন তবে বাদীর মরণকালে ও তাঁহার উক্ত প্রকার সন্তান সন্ততি অভাবে উক্ত আনন্দ উইল না লিখিয়া মরিলে যিনি আইন মতে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতেন, তাঁহারই নিমিত্ত আপনার স্থাবর সম্পত্তি, ও যাঁহারা অস্থাবর হইতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত আপনার অস্থাবর সম্পত্তি ন্যস্তস্বরূপ রাখিবেন। উইলকারকের বর্ত্তমানে [উক্ত মনোমোহন মরিলেন।]

২। উইলকারক [১৮৭৮ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে] মরিলে প্রতিবাদী [১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসের চতুর্থ দিবসে] ঐ উইল সপ্রমাণ করিয়া লন। বাদীর বিবাহ হয় নাই।

৩। উইলকারকের মরণসময়ে তাঁহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব ছিল, প্রতিবাদী স্থাবর সম্পত্তির খাজানা ও ভাড়া আদায় করিতে লাগিলেন ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিলেন ও স্থাবর সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় করিলেন।

বাদীর প্রার্থনা এই যে,—

(১) এই আদালতে উক্ত আনন্দের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নিরূপণাধিকারিক কার্য্য করা যায় ও তদ্দ্রুক যে আদেশ করা ও যে হিসাব লওয়া উচিত, তাহা করা ও লওয়া যায়।

(২) মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় আর কি অন্য যে উপকার প্রয়োজন, তাহা করা যায়।

শ্রীঈশান ... ... বাদী
শ্রীগগন .. .. প্রতিবাদী।

প্রতিবাদীর লিখিত বর্ণনাপত্র।

১। আনন্দের উইলে তাঁহার ঋণ শোধ করিবার আদেশ ছিল, ও তিনি ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইয়া মরিলেন। মরণকালে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব ছিল। প্রতিবাদী তাহা বিক্রয় করিলে তদ্দ্বারা খরচ বাদে নিট এত টাকা উৎপন্ন হইল। উইলকারকের অস্থাবর কতক দ্রব্যও ছিল, প্রতিবাদী তাহা আদায় করিলেন ও তদ্দ্বারা নিট এত টাকা উৎপন্ন হইল।

২। প্রতিবাদী উক্ত সকল টাকা ও স্থাবর দ্রব্যের খাজানা ও ভাড়া বলিয়া যে এত টাকা পাইলেন, উইলকারকের সমাধিকার্য্য ও উইলসংক্রান্ত খরচে ও উইলকারকের কোন কোন ঋণশোধে সেই সমস্ত টাকা ব্যয় করিলেন।

৩। প্রতিবাদী সকল হিসাব লিখিয়া [১৮৭৫ সালের জানুয়ারী মাসের দশম দিবসে] বাদীর নিকট তাহার এক কেতা নকল পাঠাইয়া, ঐ হিসাব সপ্রমাণ করণার্থে বাদীকে স্বচ্ছন্দে সকল বৌচর দেখাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বাদী প্রতিবাদীর প্রস্তাবমতে কার্য্য করিলেন না।

৪। প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে, এই মোকদ্দমার সকল খরচ বাদীর দেওয়া উচিত।

---

১০৮ নম্বর।

ন্যাসসংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনবিষয়ক আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী জাবেতামত নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।
উপকারপ্রাপণীয় বা উপকার প্রাপণীয়দের
মধ্যে একজন অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদীর পিতা ও মাতা শ্রীঈশানের ও শ্রীমতী হরমণির বিবাহকালে, বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার কিঞ্চিত পূর্ব্ব বা পশ্চাৎ তারিখের যৌতুক ধন নিরূপণপত্রের [অথবা, শ্রীচন্দ্রনামক প্রতিবাদীর এবং ঈশানের অন্য অন্য উত্তমর্ণদের উপকারার্থে ঈশানের সম্পত্তি ও বিষয় নিরূপণপত্রের] ন্যাসধারীদের মধ্যে এক জন ছিলেন।

২। উক্ত শ্রীআনন্দ আপনার উপর উক্ত ন্যাসের ভার গ্রহণ করিলেন, ও উপরোক্ত

নিরূপণপত্রক্রমে স্থাবর ও অস্থাবর যে সম্পত্তির হস্তান্তর [বা নিরূপণ] করা গেল, তাহা [কিম্বা তাহার উৎপন্ন টাকা] ঐ বাদীর অধিকারে আছে।

৩। উক্ত শ্রীচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত পত্রক্রমে উপকারজনক স্বার্থের অধিকারী বলিয়া দাওয়া করিতেছেন।

৪। বাদী উক্ত স্থাবর সম্পত্তির যে সকল খাজানা ও লভ্য প্রাপ্ত হইলেন, [ও উক্ত স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি, কি তাহার একাংশ বিক্রয় করিয়া যে টাকা প্রাপ্ত হইলেন, কিম্বা উক্ত অস্থাবর সম্পত্তি কি তাহার একাংশ বিক্রয় করিয়া যে টাকা কিম্বা, উক্ত ন্যাস-ধারিস্বরূপ ঐ ন্যাস সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনে যে লভ্য প্রাপ্ত হইলেন] তাহার হিসাব দিতে ইচ্ছুক আছেন এবং তাঁহার প্রার্থনা এই যে আদালত উক্ত ন্যাসসংক্রান্ত কার্য্যের হিসাব লন, ও উক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের ও সেই দ্রব্য নিরূপণে অন্য যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে, তাহাদের উপকারার্থে উক্ত শ্রীচন্দ্রের ও আদালত তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত অন্য যে ব্যক্তিদিগকে আদেশ করেন, তাঁহাদের সাক্ষাতে আদালতেই উক্ত সম্পত্তির ন্যাসসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য নিরূপণ করা যায়, অথবা উক্ত শ্রীচন্দ্র তদ্বিপরীত উপযুক্ত কারণ দর্শান।

[মন্তব্য।—উপকারপ্রাপণীয় ব্যক্তির দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, উইল ক্রমে ধন প্রাপণীয় ব্যক্তির আবেদনপত্রের কএকটি শব্দ প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিয়া সেই পাঠের ন্যায় এই আবেদনপত্র লেখা যাইতে পারিবে।]

---

১০৯ নম্বর।

বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করণবিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী এত টাকা ঋণ লইয়া বৎসর শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদ দিবার নিয়মে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিত পূর্ব্বে বা পরে ঐ আসল টাকার ও সুদের জামিনস্বরূপ বন্ধকীপত্র লিখিয়া বাদীর ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের [কিম্বা উইলক্রমে কার্য্যসম্পাদকদের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীদের] ও এসাইনিদের প্রতি এই আদালতের এলাকার অন্তর্গত বাগান ও বাহির ঘর প্রভৃতি সহিত এক বাটী হস্তান্তর [কি নিরূপণ] করিয়া দিলেন, ও উক্ত প্রতিবাদী যে দিনে উক্ত আসল টাকা ও সুদ দিয়া ঐ সম্পত্তির উদ্ধার করিবার নিয়ম করিলেন, সেই দিন বহুকাল গত হইল।

২। উক্ত বন্ধকের উপর উক্ত প্রতিবাদীর স্থানে বাদীর আসল টাকা ও সুদ এত টাকা এখন প্রাপ্য আছে।

৩। বাদীর প্রার্থনা এই (ক) আদালত প্রতিবাদীর প্রতি আদালতের নির্দ্ধারিত কোন দিনে উক্ত এত টাকা ও এই আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ঐ টাকা বা দেওন পর্য্যন্ত আর যত সুদ পাওনা হইবে, তাহা ও এই মোকদ্দমার খরচা দিতে

আজ্ঞা করেন, আর তিনি ঐ টাকা না দিলে উক্ত বন্ধকী বাড়ী উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা যায় ও সেই বাড়ী বাদীর অধিকার করিয়া দেওয়া যায়। অথবা (খ) বাড়ী বিক্রীত হইয়া তদুৎপন্ন টাকা হইতে উক্ত আসল টাকা ও সুদ ও খরচা দেওয়া যায়। ও [গ] সেই উৎপন্ন টাকাতে ঐ সমুদয় টাকা শোধ করিতে না কুলাইলে, প্রতিবাদী অবশিষ্ট টাকা শোধ না করণ পর্য্যন্ত বৎসর শতকরা ছয় টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ বাদীকে ঐ টাকা দেন। ও [ঘ] তদর্থে আদালত প্রয়োজনীয় সকল আজ্ঞা করেন ও হিসাব লন।

---

১১০ নম্বর।

বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণবিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

[১০৯ নম্বর পাঠ এইরূপে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।]

১ দফার উল্লিখিত বৃত্তান্ত এবং ব্যক্তিদের নাম একের স্থানে অন্যটী পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিতে হইবে—

২ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে,—

২। এইক্ষণে ঐ বন্ধকের উপর বাদীর স্থানে প্রতিবাদীর আসল ও সুদসুদ্ধ এত টাকা পাওনা আছে। বাদী প্রতিবাদীকে সেই টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন, এবং এই আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে প্রতিবাদী ইহার নোটিস পাইলেন।

৩ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে,—

৩। বাদীর প্রার্থনা এই যে, তিনি উক্ত বাড়ী বন্ধক হইতে উদ্ধার করিতে পান, এবং আদালত যে দিন নিরূপণ করেন, সেই দিনে সুদসুদ্ধ উক্ত এত টাকা ও আদালত খরচার আজ্ঞা করিলে যত টাকা আজ্ঞা করেন ততই দেওয়া গেলে আদালত প্রতিবাদীর প্রতি সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া [বা পুনঃ নিরূপণ করিয়া] বাদীকে ফিরিয়া দিতে আদেশ করেন, এবং সেই হস্তান্তরকরণ [বা নিরূপণ] পত্র প্রস্তুত করিয়া সম্পাদন করণার্থে এবং অন্য যে ক্রিয়া করা গেলে, বাদী বন্ধক হইতে মুক্তভাবে সেই সম্পত্তির অধিকার পাইতে পারেন, আদালত সেই সকল কার্য্য করণার্থে উপযুক্ত সকল আদেশ করেন।

---

১১১ নম্বর।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধনার্থ আবেদনপত্র। [১ নং]

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। উপরোক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের স্বাক্ষরিত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের নিয়মপত্রক্রমে উক্ত শ্রীচন্দ্র এত টাকা দিয়া বাদীর স্থানে ঐ নিয়মপত্রের ও বর্ণিত ও উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে [বা এত টাকা লইয়া বাদীর নিকট বিক্রয় করিতে] চুক্তি করিলেন।

২। উক্ত নিয়মপত্রমতে উক্ত চন্দ্রের যে যে কার্য্য কর্ত্তব্য, বাদী তাঁহাকে সেই সেই কার্য্য নির্দ্দিষ্টমতে সম্পাদন করিতে বলিলেও প্রতিবাদী তাহা করেন নাই।

৩। ঐ নিয়মপত্রমতে বাদী শ্রীআনন্দের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহা নির্দ্দিষ্টমতে সম্পাদন করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন এখনও আছেন, ও উক্ত শ্রীচন্দ্র ইহার নোটীস পাইয়াছেন।

৪। অতএব বাদী এই প্রার্থনা করেন যে, উক্ত নিয়মপত্রমতে শ্রীচন্দ্রের যাহা যাহা কর্ত্তব্য হয়, আদালত তঁাহার প্রতি সেই সেই কর্ম্ম নির্দ্দিষ্টমতে সম্পাদন করিতে এবং উক্ত শ্রীআনন্দ যাহাতে ঐ সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন, এমত সকল কার্য্য করিতে [কিম্বা, উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তরকরণপত্র ও অধিকার গ্রহণ করিতে] ও মোকদ্দমার খরচা দিতে আজ্ঞা করেন।

[মন্তব্য —কোন নিয়মপত্র ব্যর্থ করিবার জন্যে সমর্পণ করণার্থে মোকদ্দমা হইলে, ২ ও ৩ দফা ত্যাগ করিয়া ঐ নিয়মপত্র ব্যর্থ করিবার জন্যে সমর্পণ করিবার প্রার্থনা যে যে কারণে করা যায়, অর্থাৎ বাদী ভুলক্রমে কিম্বা তাড়িত হইয়া কিম্বা প্রতিবাদীর প্রতারণা-হেতুক তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, ইত্যাদি কারণের বর্ণনাসূচক এক দফা লিখিয়া যে যে উপকার পাইবার চেষ্টা হয়, তদনুসারে প্রার্থনা নতান্তর করিতে হইবে।]

১১২ নম্বর।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধনার্থ আবেদনপত্র। [২ নং]

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ইহার সঙ্গে যে নিয়মপত্র দেওয়া গেল, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে সেই নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তিতে প্রতিবাদীর সম্যকপ্রকারে অধিকার ছিল।

২। সেই দিনে বাদী ও প্রতিবাদী নিয়মপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীকে এত টাকা দিতে উদ্যত হইয়া ঐ সম্পত্তির হস্তান্তরকরণপত্র চাহিলেন।

৪। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পুনরায় হস্তান্তর করণপত্র চাহিলেন। [কিম্বা, প্রতিবাদী বাদীকে সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে অস্বীকার করিলেন।]

৫। প্রতিবাদী সেই হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দিলেন না।

৬। বাদী এখনও প্রতিবাদীকে সেই সম্পত্তির ক্রয়ের টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন। অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে,

(১) প্রতিবাদী (সেই নিয়মপত্রের নিয়মানুসারে) বাদীকে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দেন।

(২) ও এত দিন তাহা না দেওন প্রযুক্ত ক্ষতিপূরণস্বরূপ এত টাকা দেন।

১১৩ নম্বর।

অংশিত্ব বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। তিনি ও উক্ত প্রতিবাদী চন্দ্র আপনাদের লিখিত ও স্বাক্ষরিত অংশিত্বপত্রক্রমে, [কিম্বা আপনাদের মোহরাঙ্কিত ও সম্পাদিত কোন দলীলক্রমে, কিম্বা উক্ত বাদীর ও প্রতিবাদীর মধ্যে বাচনিক নিয়মক্রমে,] গত এত বৎসর [কি মাস] অবধি এই আদালতের এলাকার অন্তর্গত অমুক স্থানে একত্র ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন।

২। পূর্ব্বোক্ত অংশিত্বকপে ঐ বাদীর ও প্রতিবাদীর মধ্যে নানা প্রকারের বিবাদ ও অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত অংশীদের লভ্যজনকরূপে অংশিত্বভাবে উক্ত ব্যবসায় চালান অসাধ্য হইল।

৩। বাদী উক্ত অংশিত্ব লোপ করিতে ইচ্ছুক আছেন, ও উক্ত অংশিত্বপত্রের [কিম্বা দলীলের কি নিয়মপত্রের] নিয়মানুসারে ঐ অংশিত্বসম্পর্কীয় ঋণের কি দায়ের যে অংশ তাঁহার প্রতি বর্ত্তে, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৪। বাদী এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, আদালত ঐ অংশিত্ব লোপ হওয়ার ডিক্রী করেন ও অংশিত্বভাবসংক্রান্ত উক্ত ব্যবসায়ের হিসাব আদালতের দ্বারা লওয়া যায়, ও তাহার স্থিত আদায় করা যায়, ও সেই অংশিত্বের হিসাবমতে যে পক্ষের যত টাকা বাকী দেনা থাকে, তাহা আদালতে তাঁহার দিতে আজ্ঞা হয়, ও ঐ অংশিত্বের ঋণ ও দায় শোধ করিয়া দেওয়া যায়, ও অংশিত্বের স্থিত হইতে মোকদ্দমার খরচ দেওয়া যায়, ও সেই ঋণ ও দায় শোধ করা ও ঐ খরচা দেওয়া গেলে পর ঐ স্থিতের উদ্বৃত্ত থাকিলে, তাহা উক্ত অংশিত্বপত্রের [কি দলীলের কি নিয়মপত্রের] নিয়মানুসারে বাদীর ও প্রতিবাদীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়, কিম্বা উক্ত স্থিতে না কুলাইলে উক্ত ঋণ ও দায় ও খরচা শোধ করিবার তহবীল করিয়া উক্ত বাদীর ও প্রতিবাদীর যাঁহার যত টাকা ঐ তহবীলে দেওয়া ন্যায্য তাঁহার তত টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, ও আদালত অন্য যে উপকার বিহিত জ্ঞান করেন, তাহাই করুন।

অমুক স্থানবাসী বাদীর অমুক উকীলদ্বারা কিম্বা অমুকের দ্বারা
এই আবেদনপত্র অর্পণ করা গেল।

[মন্তব্য।—কোন অংশিত্বের কার্য্য নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমায় অংশিত্ব লোপ করিবার প্রার্থনা ত্যাগ করিতে হইবে, তৎপরিবর্ত্তে, অংশিত্ব যে লোপ হইয়াছে এই বৃত্তান্তসূচক নূতন দফা লিখিতে হইবে।]

—

১১৪ নম্বর।

বর্ণনাপত্র সংক্ষেপে লিখিবার পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারা।

ঋণের দাওয়া।

বাদী ঋণের টাকা ও সুদ বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

বিবিধ প্রকারের দাওয়া।

বাদীর এত টাকার দাওয়া। ইহার মধ্যে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য এত টাকা, ও ঋণের এত টাকা ও সুদ এত টাকা।

ভাড়ার (কি খাজানার) দাওয়া।

বাদী বাকী ভাড়া (কি খাজানা) বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

বেতনাদির দাওয়া।

বাদী কেরাণী (বা অন্য কর্ম্মকারকস্বরূপ) বাকী বেতন বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

সুদের দাওয়া।

বাদী যে টাকা ঋণ দিলেন, তাহার উপর সুদ বলিয়া এত টাকা দাওয়া করেন।

জাহাজদ্বারা হানিপূরণার্থ টাকার দাওয়া।

জাহাজদ্বারা হানিপূরণার্থে অংশাংশমতে যে টাকা পাওয়া যাইতে পারে তাহা বলিয়া বাদীর এত টাকার দাওয়া।

মালের ভাড়ার দাওয়া।

বাদী মালের ভাড়া ও গড়হেবী বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

বণিকের হাতে গচ্ছিত টাকার দাওয়া।

বণিকস্বরূপ প্রতিবাদীর নিকট বাদী এত টাকা গচ্ছিত করিলেন বলিয়া তাহা পাইবার দাওয়া করেন।

মোক্তারস্বরূপ রসুমের দাওয়া।

বাদী উকীলস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া রসুম বলিয়া এত টাকার ও অন্য অন্য খরচ বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

কমিশুনের দাওয়া।

বাদী নীলামদার কি তুলার দালাল প্রভৃতি যে কর্ম্ম করিতে তদ্দ্বারা প্রাপ্য কমিশুন বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

চিকিৎসা প্রভৃতির নিমিত্ত দাওয়া।

চিকিৎসকস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া বাদীর এত টাকার দাওয়া।

বিমাপত্রের নিমিত্ত দেওয়া টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

বাদী বিমাপত্রের নিমিত্ত এত টাকা দিলে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

গুদামের ভাড়ার দাওয়া।

মাল গুদামজাত করাতে বাদীর এত টাকার দাওয়া।

মালবহনের ভাড়ার দাওয়া।

রেলওয়ে দ্বারা মাল বহনপ্রযুক্ত বাদীর এত টাকার দাওয়া।

ঘরের ভোগাধিকারপ্রযুক্ত দাওয়া।

ঘরের ভোগাধিকার হেতুক বাদীর এত টাকার দাওয়া।

মালের ভাড়ার দাওয়া।

[লওয়াজিমার] ভাড়া বলিয়া বাদীর এত টাকার দাওয়া।

কর্ম্মের নিমিত্ত দাওয়া।

[সরভেয়র প্রভৃতিস্বরূপ] কর্ম্ম করাতে বাদীর এত টাকার দাওয়া।

আহারের ও বাসার নিমিত্ত দাওয়া।

আহারাদি ও বাসা হেতুক বাদীর এত টাকার দাওয়া।

স্কুলের ফীর দাওয়া।

অমুক নামক বালককে [আহারাদি ও বাসস্থান] ও শিক্ষা দেওনহেতুক বাদীর এত টাকার দাওয়া।

যে টাকা পাওয়া গেল তাহার দাওয়া।

প্রতিবাদী বাদীর উকীল (বা কর্ম্মকারক বা তহসীলদার প্রভৃতি) স্বরূপ যে টাকা পাইলেন, বাদীর সেই এত টাকার দাওয়া।

পদের ফী পাইবার দাওয়া।

প্রতিবাদী অমুক পদের কর্ম্ম করার ছলে যে ফী পাইলেন, ঐ ফী বলিয়া বাদীর এত টাকার দাওয়া।

অতিরিক্ত টাকার দাওয়া।

বাদী রেলওয়ে দ্বারা মাল চালান করিলে ভাড়া বলিয়া তাঁহার স্থানে অতিরিক্ত টাকা লওয়া গেল, ইহাতে বাদীর এত টাকা পাইবার দাওয়া।

প্রতিবাদী অমুক কর্ম্ম করিয়া অতিরিক্ত ফী লওয়াতে বাদীর এত টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

পণধারীর স্থানে টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

পণধারিস্বরূপ প্রতিবাদীর নিকট এত টাকা গচ্ছিত থাকাতে বাদীর সেই টাকা পাইবার দাওয়া।

পণধারীর স্থানে টাকা পাইবার দাওয়া।

পণধারিস্বরূপ প্রতিবাদীর নিকট এত টাকা গচ্ছিত হওয়াতে ও সেই টাকা বাদীর প্রাপ্য হওয়াতে বাদীর তাহা পাইবার দাওয়া।

কর্ম্মকারকের হাতে ন্যস্ত টাকার দাওয়া।

বাদীর কর্ম্মকারকস্বরূপ প্রতিবাদীর হাতে এত টাকা ন্যস্ত থাকাতে বাদীর ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

প্রতারণাদ্বারা প্রাপ্ত টাকার দাওয়া।

বাদীর স্থানে প্রতারণাদ্বারা এত টাকা হরণ করা যাওয়াতে বাদীর সেই টাকা পাইবার দাওয়া।

ভুলক্রমে দেওয়া টাকার দাওয়া।

বাদী ভুলক্রমে প্রতিবাদীকে এত টাকা দেওয়াতে বাদীর সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

কোন কার্য্য হেতুক টাকা দেওয়া গেলে সেই কার্য্য সাধন না হওয়া প্রযুক্ত ঐ টাকার দাওয়া।

[কোন কার্য্য করিবার নিমিত্ত কিম্বা না করাপ্রযুক্ত কিম্বা হুণ্ডীর টাকা দেওনার্থে কি হুণ্ডীর টাকা না দেওয়াপ্রযুক্ত] প্রতিবাদীকে এত টাকা দেওয়া গিয়াছিল, বাদীর সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

কএক খানি শেয়ার নিরূপণ করিবার কথা হওয়াতে বাদী এত টাকা গচ্ছিত করিলে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

প্রতিবাদীর নিমিত্ত প্রতিভূর দত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

বাদী প্রতিবাদীর প্রতিভূস্বরূপ তাহার নিমিত্ত এত টাকা দেওয়াতে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

খাজানা দেওয়া গেলে তাহার কথা।

প্রতিবাদীর স্থানে এত টাকা খাজানা পাওনা থাকাতে বাদী তাহা দিলে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

উপকারার্থে হুণ্ডীর উপর টাকা পাইবার দাওয়া।

যে হুণ্ডী স্বীকার করা গেল [কি যাহার পৃষ্ঠলিপি লেখা গেল] তাহার উপর বাদী প্রতিবাদীর উপকারার্থে এত টাকা দেওয়াতে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

জামিনের দত্ত টাকার দাওয়া।

বাদী প্রতিভূস্বরূপ টাকার একাংশ দেওয়াতে তাঁহার সেই এত টাকা পাইবার দাওয়া।

সহখাতকের দত্ত টাকার দাওয়া।

বাদীর ও প্রতিবাদীর একত্র যে ঋণ ছিল, বাদী তাহা শোধ করাতে প্রতিবাদীর স্থানে তাঁহার একাংশ এত টাকার দাওয়া করেন।

শেয়ারের উপর যে টাকার দাওয়া হয়, তাহা দেওয়াতে ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

প্রতিবাদীর শেয়ারের উপর টাকার দাওয়া হওয়াতে বাদী তাহা দিতে প্রতিবাদী তাঁহার ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে আবদ্ধ হওয়াতে বাদীর এত টাকার দাওয়া।

মীমাংসাক্রমে দেয় টাকার দাওয়া।

মীমাংসাক্রমে দেয় বাদীর এত টাকার দাওয়া।

জীবনের নিমিত্ত বিমাপত্র হেতুক দাওয়া।

মৃত স্ত্রীর জীবনের উপর এত টাকার যে বিমাপত্র ছিল, বাদীর সেই টাকা পাইবার দাওয়া।

খতের টাকার দাওয়া।

আসল ও সুদ এত টাকার খতের উপর বাদীর এত টাকার দাওয়া।

ভিন্নদেশীয় নিষ্পত্তির উপর দাওয়া।

রুশিয়া রাজ্যের অন্তর্গত অমুক আদালতের নিষ্পত্তির উপর বাদীর এত টাকার দাওয়া।

হুণ্ডীপ্রভৃতির উপর দাওয়া।

প্রতিবাদী যে চ্যাক দিলেন, তাহার উপর বাদীর এত টাকার দাওয়া।

প্রতিবাদী যে হুণ্ডী স্বীকার করিলেন [বা যাহা লিখিলেন বা যাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিলেন] তাহার উপর বাদীর এত টাকার দাওয়া।

প্রতিবাদী যে খৎ লিখিলেন [বা যাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিলেন] তাহার উপর বাদীর এত টাকার দাওয়া।

প্রতিবাদী শ্রীআনন্দ হুণ্ডী স্বীকার করিতে ও প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র ঐ হুণ্ডী লিখিলে (কি তাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিলে) তাঁহাদের নামে বাদীর এত টাকার দাওয়া।

প্রতিভূর উপর দাওয়া।

প্রতিবাদী বিক্রীত কোন দ্রব্যের জামিন হওয়াতে তাঁহার উপর বাদীর এত টাকার দাওয়া।

বিক্রীত কোন দ্রব্যের মূল্য [কিম্বা বাকী খাজানা কিম্বা ঋণ বলিয়া কিম্বা বাদীর নিমিত্ত কর্ম্মকারকস্বরূপ প্রতিবাদী শ্রীআনন্দ যে টাকা পাইলেন, তন্নিমিত্ত কিম্বা অন্য প্রকারে প্রতিবাদী শ্রীআনন্দ দায়ী ও প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র প্রতিভূ হওয়াতে, তাঁহাদের উপর বাদীর এত টাকার দাওয়া।

শেয়ারের উপর দাওয়া।

শেয়ারের উপর দাওয়াস্বরূপ বাদীর এত টাকার দাওয়া।

খরচাপ্রভৃতি বিষয়ক পৃষ্ঠলিপি।

(উপরোক্ত পাঠের কথার সঙ্গে সঙ্গে এই এই কথাও লিখিতে হইবে) ও খরচার নিমিত্ত এত টাকা। এবং যত টাকার দাওয়া হয়, তাহা এই আবেদনপত্র জারী হওয়ার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে [কিম্বা আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিতে হইলে আজ্ঞাপত্রে উপস্থিত হইবার যে মিয়াদ থাকে, সেই মিয়াদ উল্লেখ করিয়া এত দিনের মধ্যে] বাদীকে কি তাঁহার উকীলকে দেওয়া গেলে এই মোকদ্দমাঘটিত আর সকল কার্য্য স্থগিত হইবে।

হানিপূরণ পাইবার ও অন্য অন্য দাওয়ার কথা।

কর্ম্মকারকপ্রভৃতি স্বরূপ।

বাদীকে নিয়োগীস্বরূপে কর্ম্ম দিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

বাদী নিয়োগীস্বরূপ প্রতিবাদীর নিকট কর্ম্ম করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহাকে

অন্যায়মতে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে বাদীর হানিপূরণের ও [বাকি বেতন বলিয়া এত টাকার] দাওয়া।

প্রতিবাদী বাদীর কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়া অন্যায়মতে কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে বাদীর হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার দাওয়া।

বাদীর নিকট প্রতিবাদী কর্ম্মকারক [প্রভৃতি] হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করাতে বাদীর হানিপূরণ পাইবার (ও প্রতিবাদী কর্ম্মকারক প্রভৃতি স্বরূপ এত টাকা পাইলেন বলিয়া সেই টাকা পাইবার) দাওয়া।

কর্ম্ম শিক্ষার্থীর দাওয়া।

প্রতিবাদীর (কি বাদীর) নিকট শ্রীঅমুকের কর্ম্মশিক্ষার্থী হওয়ার নিদর্শনপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হেতুক বাদীর হানিপূরণ পাইবার দাওয়া।

সালীসীতে অর্পণবিষয়ক দাওয়া।

শ্রীঅমুকের মীমাংসা অনুসারে কার্য্য না হওয়াতে বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

আক্রমণ প্রভৃতি হেতুক দাওয়া।

আক্রমণ করণ (ও অন্যায়মতে আটক রাখন ও ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক অভিযোগ করণ হেতুক) বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

স্বামীর ও স্ত্রীর দাওয়া।

বাদীর প্রতি আক্রমণ (ও তাঁহাকে অন্যায়মতে আটক রাখন হেতুক) বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

স্বামীর ও স্ত্রীর বিপরীত দাওয়া।

প্রতিবাদী শ্রী অমুক আক্রমণ করাতে বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

উকীল সংক্রান্ত দাওয়া।

প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ উকীল হইয়া তাচ্ছীল্য দ্বারা যে হানি জন্মাইলেন, বাদীর সেই হানিপূরণের দাওয়া।

নিক্ষেপণ বিষয়ক দাওয়া।

মাল রক্ষা করিবার তাচ্ছীল্য হেতুক [ও অন্যায়মতে আটক রাখন হেতুক] বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

কোণ দেওন বিষয়ক দাওয়া।

কোণ দেওয়া দ্রব্য রাখিবার তাচ্ছীল্য হেতুক (ও অন্যায়মতে আটক রাখন হেতুক) বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

ভাড়ার নিমিত্ত দাওয়া।

লওয়াজিমা (কি গাড়ী) ভাড়া দেওয়াতে তাহা রক্ষা করিবার তাচ্ছল্য হেতুক [ও অন্যায় মতে প্রভৃতি] বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

বণিকের উপর দাওয়া।

বাদীর চ্যাকের টাকা দিতে অন্যায়মতে তাচ্ছীল্যকরণ হেতুক [কিম্বা না দেওন হেতুক] বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

হুণ্ডীবিষয়ক দাওয়া।

বাদীর হুণ্ডী স্বীকার করিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

নিবন্ধপত্র হেতুক দাওয়া।

অমুক ব্যবসায় না করিবার নিয়মে যে নিবন্ধপত্র লেখা যায় তাহার উপর বাদীর দাওয়া।

বাংকের উপর দাওয়া।

রেলওয়ে দ্বারা বাদীর মাল চালান করিবার অসম্মতি হেতুক বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

রেলওয়ে দ্বারা বাদীকে লইয়া যাইবার অসম্মতি হেতুক বাদীর হানিপূরণের দাওয়া।

রেলওয়ে দ্বারা কয়লা চালান করিয়া পঁহুছাইয়া দেওন সম্পর্কে যাহা কর্ত্তব্য ছিল সেই কর্ত্তব্য কার্য্য লঙ্ঘনহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

সমুদ্রপথে কল চালান করিয়া পঁহুছাইয়া দেওনসম্পর্কে যাহা কর্ত্তব্য ছিল সেই কর্ত্তব্য কার্য্য লঙ্ঘন হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

চার্টর পার্টি বিষয়ক দাওয়া।

(মেরি) নামক জাহাজের ভাড়া দিবার নিয়ম লঙ্ঘনহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

মাল ফিরিয়া পাইবার ও হানিপূরণের দাওয়া।

বাদী ঘরের লওয়াজিমা (প্রভৃতি) ফিরিয়া পাইবার কি তাহার মূল্য পাইবার ও তাহা আটক রাখাহেতুক হানিপূরণ পাইবার দাওয়া করেন।

বঞ্চিত করা প্রযুক্ত হানিপূরণের দাওয়া।

মাল ও ঘরের লওয়াজিমা প্রভৃতি হইতে বাদীকে অন্যায়মতে বঞ্চিত করণপ্রযুক্ত বাদীর দাওয়া।

অপবাদ হেতুক দাওয়া।

লিখিত অপবাদ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাচনিক অপবাদ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

অন্যায়মতে ক্রোক করণপ্রযুক্ত দাওয়া।

অন্যায়মতে ক্রোক করণপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

[যে ক্রোকের নালিশ হয় তাহা অন্যায়, কি অতিরিক্ত ভাবের কি অনিয়মিত হইলে এই পাঠ চলিতে পারিবে।]

বেদখল করণহেতুক দাওয়া।

বাদী অমুক রাস্তার অমুক নম্বরের ঘরের কিম্বা অমুক জিলার অমুক পরগণার অন্তর্গত অমুক মৌজার অধিকার ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

স্বত্ব স্থাপন ও খাজানা আদায় করণার্থ দাওয়া।

বাদী অমুক সম্পত্তিতে আপনার স্বত্ব স্থাপন ও তাহার খাজানা আদায় করিবার দাওয়া রাখেন।

[উক্ত দুই পাঠ একত্রভাবে লেখা যাইতে পারিবে।]

জলকর বিষয়ক দাওয়া।

বাদীর মৎস্য ধরিবার স্বত্ব লঙ্ঘন হওয়াতে তিনি হানিপূরণের দাওয়া করেন।

প্রতারণা হেতুক দাওয়া।

ঘোড়া (কি ব্যবসায়ের শেয়ার প্রভৃতি) বিক্রয় করণসময়ে প্রতারণাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বর্ণিত হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

শ্রীঅমুকের বিশ্বাসযোগ্যতাবিষয়ে প্রতারণাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বর্ণিত হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

প্রতিভাব্য হেতুক দাওয়া।

শ্রীঅমুকের নিমিত্ত প্রতিভাব্যের চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদী দ্রব্য ক্রোক করণার্থে প্রতিবাদীর সপক্ষ কর্ম্মকারক হওয়াতে বাদীকে ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি দিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বিমাপত্র সম্পর্কীয় দাওয়া।

(রয়াল চার্টর) নামক জাহাজের উপর যে বিমাপত্র দেওয়া যায় তৎসম্পর্কীয় হানি-হেতুক ও তদ্গত মালের ভাড়ার উপর (কিম্বা বিমাপত্রের নিমিত্ত দত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত) বাদীর দাওয়া।

(যে হানি হেতুক দাওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণ কি অংশমাত্র হইলেও
এই পাঠ চলিতে পারিবে।)

অগ্নিজন্য ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতিপত্র সম্পর্কীয় দাওয়া।

ঘরের ও লওয়াজিমার হানি হেতুক অগ্নিজন্য ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতিসূচক বিমাপত্রের উপর বাদী দাওয়া করেন।

ঘরের উপর বিমাপত্র দিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ঘর মেরামত করিয়া রাখিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত দাওয়া।

ইজারার পট্টার উল্লিখিত নিয়মভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

চিকিৎসক সম্পর্কীয় দাওয়া।

প্রতিবাদী চিকিৎসক হইয়া তাঁহার তাচ্ছীল্যহেতুক বাদীর যে হানি হয়, তৎপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

হানিজনক পশ্বাদি বিষয়ক দাওয়া।

প্রতিবাদীর কুকুর দ্বারা হানি হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

তাচ্ছীল্যঘটিত দাওয়া।

প্রতিবাদী কি তাঁহার চাকরেরা অমনোযোগে গাড়ী চালানতে হানি হওয়াপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

প্রতিবাদীর রেলওয়ে গাড়ীতে বাদী চড়নদার হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে প্রতিবাদীর চাকরদের তাচ্ছীল্যহেতুক বাদীর হানি হওয়াতে তিনি সেই হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদী প্রতিবাদীর রেলওয়ে ষ্টেশনে ছিলেন, এমন সময়ে ঐ ষ্টেশনের অসদবস্থা হেতুক বাদীর হানি হওয়াতে তিনি সেই হানিপূরণের দাওয়া করেন।

১৮৫৫ সালের ১৩ আইন সম্পর্কীয় দাওয়া।

শ্রীঅমুক প্রতিবাদীর রেলওয়ের গাড়ীতে চড়নদার হইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতিবাদীর চাকরদের তাচ্ছীল্যহেতুক উক্ত শ্রীঅমুকের অত্যন্ত আঘাত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে বাদী তাঁহার উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্য-সম্পাদকস্বরূপ তাঁহার মৃত্যুজন্য হানি পূরণের দাওয়া করেন।

বাগ্দান সম্পর্কীয় দাওয়া।

বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

মাল বিক্রয় করণসম্পর্কীয় দাওয়া।

কোন দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্য দেওনে চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

তুলা (প্রভৃতি) না দেওয়া প্রযুক্ত, (কিম্বা অপেক্ষাকৃত অল্প দিয়া অল্পগুণের তুলা প্রভৃতি দিয়া বিক্রয়ের চুক্তিভঙ্গের অন্য কারণে) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

মাল বিক্রয় করণ সম্পর্কীয় দাওয়া

ঘোড়ার বিষয়ে যে নিশ্চিন্ত কথা কহা যায়, তাহা সত্য না হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ভূমি বিক্রয় সম্বন্ধীয় দাওয়া।

ভূমি ক্রয় (কি বিক্রয়) করিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ঘর ভাড়া দিবার (কি ভাড়া করিয়া লইবার) চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

সাধারণের অনুগ্রহ-কার্য্য ও ঘরের সংলগ্ন দ্রব্য ও ব্যবসায়ের স্থিত সহিত সাধারণের আমোদার্থে গৃহের পাট্টা বিক্রয় (কি ক্রয়) করিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ভূমির হস্তান্তরকর পত্রে স্বত্বের (কিম্বা নিষ্কণ্টকে ভোগ করণ প্রভৃতির) যে নিয়ম থাকে, সেই নিয়মভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করণ হেতুক দাওয়া।

প্রতিবাদী বাদীর ভূমিতে অন্যায়মতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কূপ হইতে জল তোলন প্রযুক্ত কিম্বা ঘাস কাটা, কিম্বা বড় বড় বৃক্ষচ্ছেদন, কি বেড়া ভাঙ্গন, কি দ্বার উঠাইয়া লওন, কি পথ ব্যবহার করণ, কি দেয়াল দিয়া গমন, কি তথায় মাটি ফেলন, কি তথা হইতে

কাঁকর তুলিয়া লওন, (কিম্বা নদী হইতে পাথর তুলিয়া লওন প্রযুক্ত) বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

রক্ষাকরণার্থ উপায় বিষয়ক দাওয়া।

বাদীর ভূমি (কি ঘর, কি খনি) রক্ষা করণার্থ স্তম্ভাদি অন্যায়মতে হরণ হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

পথ সম্পর্কীয় দাওয়া।

পথ (কি রাজপথ কি মফঃস্বল পথ) অন্যায়মতে অবরুদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

জলপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ক দাওয়া।

জলপ্রণালী অন্যায়মতে অন্য মুখ করা প্রযুক্ত (অবরোধ বা মলিন করা বা জল বহন নিবারণ করা প্রযুক্ত) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদীর ভূমির উপর (বা বাদীর খনির মধ্যে) অন্যায়মতে জল পড়িতে দেওন হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদীর কূপের জল ব্যবহার করিতে অন্যায়মতে বাধা দেওয়াপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

চরাণ ভূমি সম্পর্কীয় দাওয়া।

বাদীর গো মেষাদি চরাইবার স্বত্ব লঙ্ঘন হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

(পশু চরাইবার যে প্রকারের স্বত্ব হউক এই পাঠ চলিতে পারিবে।)

আলো বিষয়ক দাওয়া।

বাদীর ঘরে আলো প্রবেশের বাধা দেওনপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

পেটেণ্ট বিষয়ক দাওয়া।

বাদী যে পেটেণ্ট পাইলেন, তাহার লঙ্ঘন করা প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ক দাওয়া।

বাদীর গ্রন্থস্বত্বের অপলাপ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ব্যবসায়ীর চিহ্নসম্পর্কীয় দাওয়া।

বাদীর ব্যবসায়ীর চিহ্ন অন্যায়মতে ব্যবহার হওয়া (বা, তদনুরূপ চিহ্ন করা) প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

কর্ম্মবিষয়ক দাওয়া।

জাহাজ নির্ম্মাণ (কি গৃহাদি মেরামত প্রভৃতি) করিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

জাহাজ নির্ম্মাণাদি করিবার জন্যে বাদীকে কর্ম্ম দিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

অনিষ্টজনক কর্ম্ম হেতুক দাওয়া।

প্রতিবাদীর ভাটী প্রভৃতি হইতে হানিজনক বাষ্প উঠিয়া বাদীর ঘরের ও বৃক্ষের ও শস্যাদির বাদী হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

প্রতিবাদীর কারখানা হইতে (কি আস্তাবল ও অন্যান্য স্থান হইতে) অনেক গোল হওয়াতে অনিষ্টপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

নিষেধসূচক আজ্ঞা সম্পর্কীয় দাওয়া।

(পৃষ্ঠলিপিতে এই কথা সংযোগ করিতে হইবে ও নিষেধসূচক আজ্ঞা হওয়ার)

(ভূমি পাইবার কিম্বা ভূমিতে স্বত্ব স্থাপন করিবার কি উভয়ের দাওয়া হইলে পৃষ্ঠলিপিতে এই এই কথা সংযোগ করিতে হইবে।)

ওয়াসিলাৎ।

ও ওয়াসিলাতের।

বাকী খাজানা।

ও খাজানার হিসাব পাইবার কিম্বা বাকী খাজানার।

নিয়ম ভঙ্গ হওন।

ও (মেরামত প্রভৃতি) করিবার নিয়মভঙ্গ প্রযুক্ত।

১। মৃত ব্যক্তির দ্রব্য নিরূপণ করাইয়া লওনার্থে মহাজনের দাওয়া।

অমুক স্থানবাসী মৃত অমুকের মহাজনস্বরূপ বাদী উক্ত অমুকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিরূপণ করাইয়া লইবার দাওয়া করেন। উক্ত অমুকের দ্রব্য নিরূপণাধিকারী স্বরূপ প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের নামে (ও আইন মতে তাঁহার সহ অধিকারী স্বরূপ প্রতিবাদী শ্রীঈশানের ও শ্রীগগনের নামে) মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল।

২। মৃত ব্যক্তির দ্রব্য নিরূপণ করাইয়া লওনার্থে তাঁহার উইলক্রমে ধন প্রাপণীয় ব্যক্তির দাওয়া।

মৃত অমুক ব্যক্তির অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের উইলক্রমে, বাদী ধন প্রাপণীয় হইয়া উক্ত অমুকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিরূপণ করাইয়া লইবার দাওয়া করেন। উক্ত অমুকের উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের নামে ও উইলক্রমে স্থাবর সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিস্বরূপ (প্রতিবাদী শ্রীঈশানের ও শ্রীগগনের নামে) মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল।

৩। অংশিত্ব বিষয়ক দাওয়া।

(অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের অংশিত্বপত্রক্রমে) বাদীর ও প্রতিবাদীর যে অংশিত্ব ব্যবসায় আছে, বাদী সেই ব্যবসায়ের হিসাব হইয়া ঐ অংশিত্ব সম্পর্কীয় ব্যাপার বন্ধ করাইবার দাওয়া করেন।

৪। বন্ধকগ্রহীতার দাওয়া।

(উভয় পক্ষের মধ্যে) (কিম্বা অধিকারসূচক পত্র গচ্ছিত করিয়া) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের বন্ধকীপত্রক্রমে বাদীর আসল ও সুদ ও খরচা শুদ্ধ যত টাকা পাওনা আছে, বাদী ইহার হিসাব লইবার ও বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার কি বিক্রয় করিবার দাওয়া করেন।

৫। বন্ধকদাতার দাওয়া।

অমুক তারিখের যে বন্ধকীপত্র অমুক অমুক (পক্ষর) মধ্যে করা যায়, তদনুসারে বাদীর কিছু পাওনা থাকিলে কত টাকা পাওনা আছে, বাদী ইহার হিসাব লইবার ও ঐ পত্রলিখিত সম্পত্তি উদ্ধার করিবার দাওয়া করেন।

৬। অংশ বৃদ্ধ করণ বিষয়ক দাওয়া।

অমুক তারিখের ধন নিরূপণপত্রক্রমে অমুকের কনিষ্ঠ সন্তানাদির অংশ বলিয়া এত টাকা নিরূপণ হওয়াতে বাদী তাঁহাদের সেই অংশ বৃদ্ধি করিবার দাওয়া করেন।

৭। ন্যাসসাধন বিষয়ক দাওয়া।

অমুক অমুক (উভয় পক্ষের) মধ্যে অমুক তারিখের পত্রক্রমে যে ন্যাস নিরূপণ হয়, বাদী সেই ন্যাসনিরূপণের পত্রানুযায়ী কার্য্য সাধন হইবার দাওয়া করেন।

৮। নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন হইবার দাওয়া।

অমুক অমুক (উভয় পক্ষের) মধ্যে অমুক তারিখের যে নিদর্শনপত্র করা যায় বাদী তাহা অসিদ্ধ বা সংশোধন হইবার দাওয়া করেন।

৯। নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধনার্থ দাওয়া।

বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীর নিকট অমুক স্থানের অন্তর্গত কয়েক খণ্ড (নিষ্কর) ভূমি বিক্রয় করিবার যে নিয়ম করিলেন, বাদী সেই নিয়মের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন হইবার দাওয়া করেন।

---

১১৫ নম্বর।

প্রবেট।

১। উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক কি ধন-প্রাপণীয় ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ ভাবে উইল উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ক দাওয়া।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের চরম উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া সেই উইল প্রবল করিবার দাওয়া করেন। তুমি উক্ত মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গদের (কিম্বা অন্য কুটুম্বাদির) মধ্যে একজন আছ বলিয়া তোমার নামে এই সমন দেওয়া গেল।

২। সামান্যভাবে যে প্রবেট দেওয়া গেল, তাহা অসিদ্ধ করণের চেষ্টায় মৃত ব্যক্তির পূর্ব্বলিখিত উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকের কি ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তির কি অন্তরঙ্গ প্রভৃতির দাওয়া।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের চরম উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া উক্ত মৃত ব্যক্তির অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের কল্পিত উইলের প্রবেট অসিদ্ধ করাইবার দাওয়া করেন। তুমি উক্ত কল্পিত উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক (কিম্বা অন্য যাহা হয়) আছ বলিয়া তোমার নামে এই সমন দেওয়া গেল।

৩ কোন ব্যক্তি উইল না লিখিয়া মরিলেন বলিয়া তাঁহার দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব-পত্র দেওয়া গেল পর, উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকের কি ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তির দাওয়া।

অমুক স্থানবাসী অমুক, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া দাওয়া করেন।

তুমি উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি নিরূপণাধিকারিত্বের যে পত্র পাইয়াছ, উক্ত বাদী তাহা অসিদ্ধ হইবার ও ঐ উইলের প্রবেট পাইবার দাওয়া করেন।

৪। কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বলিয়া তাহার দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র পাইবার দাওয়া রাখিলে ও অন্তরঙ্গস্বরূপ তাঁহার স্বার্থ বিষয়ে বিবাদ হইলে তাঁহার দাওয়া।

অমুক স্থানবাসী অমুক উইল না লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে বাদী আপনাকে তাঁহার ভ্রাতা ও একক অন্তরঙ্গ বলিয়া দাওয়া রাখিয়া ঐ অন্তরঙ্গ-স্বরূপ তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি নিরূপণ করিবার অধিকারিত্বপত্র প্রাপ্ত হইবার দাওয়া করেন। তুমি এই বিষয়ে সতর্ক থাকার পত্র অর্পণ করিয়া আপনাকেই উক্ত মৃত ব্যক্তির একক অন্তরঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছ (প্রভৃতি কারণে) তোমার নামে এই পরওয়ানা দেওয়া গেল।

চ।—বিবিধ আবেদনপত্র।

১১৬ নম্বর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৮ ধারা।

অমুক স্থানে অধিবিষ্ট অমুক স্থানের অমুক আদালত।

অমুক সালের দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর।

আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখ	মোকদ্দমার নম্বর	বাদী।			প্রতিবাদী।			দাওয়া।			উপস্থিত হওন।			ডিক্রী।			আপীল			ডিক্রীজারী।				ডিক্রীজারীর রিটার্ণ।		
		নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	বিশেষ কথা	যত টাকার বা যত মূল্যের	নালিশের হেতু যে সময়ে উৎপন্ন হইল	উভয় পক্ষের উপস্থিত হওনের তারিখ	বাদী	প্রতিবাদী	তারিখ	যাহার পক্ষে	যে বিষয়ের বা যত টাকার	কপী লয় তারিখ	আপীলের ডিক্রী	আবেদনপত্রের তারিখ	আজ্ঞার তারিখ	যাহার বিপক্ষে	যে বিষয়ের ও টাকার ডিক্রী হইলে যত টাকার	যত টাকা খরচ	আদালতে যত টাকা দেওয়া গেল	ধৃত করা গেল	ডিক্রীমতে টাকা দেওন বা ব্যক্তিকে ধৃতকরণ ভিন্ন অন্য ডিক্রী ফিরিয়া আনা গেলে তাহার ফলের মর্ম্ম ও রিটর্ণের তারিখ।

১১৭ নম্বর।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থ সমনের পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪ ও ৬৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

অমুক স্থানবাসী শ্রী অমুক সমীপেষু।—

শ্রী অমুক তোমার নামে অমুক বিষয়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে উক্ত বাদীর উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক বারে বেলা অমুক ঘণ্টার সময় তোমাকে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে উকীল উপযুক্তমতে শিক্ষিত হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত গুরুতর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এমত উকীলের দ্বারা কিম্বা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া, এই আদালতে উপস্থিত হওনার্থে তোমাকে এতৎক্রমে সমন (আহ্বান) করা গেল। তোমার উপস্থিত হইবার যে দিন নিরূপণ হইল, তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার নির্দ্ধারিত দিন হওয়াতে, সেই দিনে তোমার সকল সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে হইবে। আরো তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তুমি পূর্ব্বোক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে তোমার অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমা শ্রবণ ও নির্ণয় করা যাইবে। আর বাদী অমুক অমুক যে যে দলীল দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা এবং তুমি নিজ উত্তরের পোষকতায় যে যে দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর তাহাও সঙ্গে আনিবে কিম্বা তোমার উকীলের দ্বারা পাঠাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতে মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

মন্তব্য।—লিখিত বর্ণনাপত্রও দেওয়ার প্রয়োজন হইলে, এই কথা লিখিতে হইবে,—

তোমার প্রতি [কিম্বা বিষয় বিশেষে অমুক পক্ষের প্রতি] অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বর্ণনাপত্র দিতে আদেশ করা গেল।

১ নোটিস।—তোমার সাক্ষীরা স্বেচ্ছামতে আসিবে না এমত অনুভব হইলে, তুমি বিচারের পূর্ব্বে কোন সময়ে তাঁহাদের প্রয়োজনমত খোরাকী আমানৎ করিয়া প্রার্থনা করিলে, কোন সাক্ষীকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ও ঐ সাক্ষীর প্রতি কোন দলীল দেখাইতে তোমার আদেশ করিবার স্বত্ব থাকিলে সেই দলীলও আনাইবার নিমিত্ত তুমি এই আদালতে সফিনা পাইতে পারিবে।

২ নোটিস।—যদি বাদীর দাওয়া স্বীকার করিয়া থাক, তবে তোমার কি তোমার সম্পত্তির বা আবশ্যকমতে উভয়ের উপর সারসরীমতে ডিক্রীজারী না হয় এই কারণে মোকদ্দমার খরচাসুদ্ধ তোমার ঐ টাকা আদালতে দেওয়া উচিত।

১১৮ নম্বর।

ইস্থ নিরূপণ করণার্থ সমনের পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪ ও ৬৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।—

শ্রীঅমুক তোমার নামে অমুক বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে উক্ত বাদীর উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক বারে বেলা অমুক ঘণ্টার সময়ে তোমাকে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের নিয়মিতরূপে ক্ষমতা-প্রাপ্ত যে উকীল উপযুক্তমত শিক্ষিত হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত গুরুতর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এমত উকীলের দ্বারা, কিম্বা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওনে সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া এই আদালতে উপস্থিত হওনার্থে তোমাকে এতৎক্রমে সমন করা গেল। আরো তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে তোমার অনুপস্থিতিতে ইস্থ নিরূপণ করা যাইবে। আরও বাদী অমুক অমুক যে দলীল দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা এবং তুমি নিজ উত্তরের পোষকতায় যে যে দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর, তাহাও সঙ্গে আনিবে কিম্বা আপন উকীলের দ্বারা পাঠাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১ নোটিস।—তোমার সাক্ষীরা স্বেচ্ছামতে আসিবে না এমত অনুভব হইলে, তুমি বিচারের পূর্ব্বে কোন সময়ে তাঁহাদের প্রয়োজনমত খোরাকী আমানৎ করিয়া প্রার্থনা করিলে, কোন সাক্ষীকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ও ঐ সাক্ষীর প্রতি কোন দলীল দেখাইতে তোমার আদেশ করিবার স্বত্ব থাকিলে সেই দলীলও আনাইবার নিমিত্ত তুমি এই আদালতের সফিনা পাইতে পারিবে।

২ নোটিস।—যদি বাদীর দাওয়া স্বীকার করিয়া থাক, তবে তোমার কিম্বা তোমার সম্পত্তির বা আবশ্যকমতে উভয়ের উপর সরসরীমতে ডিক্রীজারী না হয় এই কারণে মোকদ্দমার খরচাসুদ্ধ তোমার ঐ টাকা আদালতে দেওয়া উচিত।

মন্তব্য।—লিখিত বর্ণনাপত্রও দেওয়ার প্রয়োজন হইলে, এই কথা লিখিতে হইবে,—তোমার প্রতি [কিম্বা বিষয় বিশেষে অমুক পক্ষের প্রতি] অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বর্ণনাপত্র দিতে আদেশ করা গেল।

১১৯ নম্বর।

উপস্থিত হইবার সমনের পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৮ ধারা।

মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে। বাদী।

শ্রীঅমুক [নাম, ব্যবসায় ও বাসস্থান] সমীপেষু। প্রতিবাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক (বাদীর নাম ও ব্যবসায় ও বাসস্থান লিখিতে হইবে) এই

আদালতে তোমার নামে (রেজিষ্টরের লিখিতমতে দাওয়া বিশেষ করিয়া লিখিয়া) এই দাওয়াঘটিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন, অতএব উক্ত বাদীর উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা অমুক ঘন্টার সময়ে তোমাকে [স্বয়ং উপস্থিত হইবার বিশেষ আদেশ না থাকিলে, এইরূপে লিখিত হইবে, "স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের যে উকীল উপযুক্তমতে শিক্ষিত হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত গুরুতর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এমত উকীলদ্বারা কিম্বা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া]" এই আদালতে উপস্থিত হইবার জন্যে সমন করা গেল। [মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন হইলে, এইস্থলে এই আদেশও লিখিতে হইবে, "তোমার উপস্থিত হইবার যে দিন নিরূপণ হইল তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নির্দ্ধারিত দিন, অতএব সেই দিনে তোমার সকল সাক্ষীকে উপস্থিত করাইতে হইবে]" আরো তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে, তোমার অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমা শ্রবণ ও নির্ণয় করা যাইবে। আরো বাদী অমুক অমুক যে দলীল [বাদী যে যে দলীল আনাইবার প্রার্থনা করিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] দেখিতে বাঞ্ছা করেন তাহা, এবং তুমি আপনার উত্তরের পোষকতায় যে যে দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর, তাহাও সঙ্গে করিয়া আনিবে (কিম্বা আপন মোক্তারের দ্বারা পাঠাইবে।)

---

১২০ নম্বর।

অন্য আদালতের এলাকায় জারী করিবার জন্যে সমন পাঠাইবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৮৫ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

উক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র এইক্ষণে অমুক স্থানে বাস করিতেছেন, কিন্তু মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব এই আদালতে এলাকার মধ্যে উৎপন্ন হইল, আবেদনপত্রে এই কথা ব্যক্ত থাকাতে, এই রবকারীর নোকল সহিত উক্ত প্রতিবাদীর নামে জারী করিবার সমন অমুক আদালতে পাঠাইবার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ সমন ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করা গেল।

মোহর

জজ।

১২১ নম্বর।

অন্য আদালতের সমন ফিরিয়া পাঠান গেলে তাহার সঙ্গে এই মর্ম্মের লিপি থাকিবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮৫ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক আদালতের নং দেওয়ানী মোকদ্দমায় শ্রীঅমুকের নামে জারী করিবার জন্য [সমনের সঙ্গে অমুক আদালতে [স্বীকারী পাঠ করা গেল।] পরওয়ানার পৃষ্ঠে বেলিফের লিখিত অমুক অমুক কথা পাঠ করা গেল, ও শ্রীঅমুককে ও শ্রীঅমুককে নিয়মমতে [শপথ] কিম্বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া আমাদ্বারা উক্ত কথার প্রমাণ গ্রহণ করা গেলে এই স্বীকারীর নকলের সঙ্গে ঐ (সমন) অমুক আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবার আজ্ঞা হইল।

মোহর

জজ।

মন্তব্য।— সমন ভিন্ন অন্য পরওয়ানা পূর্ব্বোক্তমতে জারী করিতে হইলে, এই পাঠের ব্যবহার হইতে পারিবে।

---

১২২ নম্বর।

প্রতিবাদীর বর্ণনাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১১৩ ধারা।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

নিম্নলিখিত প্রতিবাদী (কিম্বা প্রতিবাদিদের এক জন) আমি উক্ত আবেদনপত্রের উল্লিখিত মৃত ঈশানের উইলক্রমে (কিম্বা আবেদনপত্রের উল্লিখিত ঈশানের আইনমতে উত্তরাধিকারী, কি অগ্রজ কি অগ্রজদের মধ্যে এক জন বলিয়া) সকল স্বার্থ অস্বীকার করিলাম।

অথবা, নিম্নলিখিত প্রতিবাদী আমি ইহা কহিতেছি, যে, আমি (আবেদনপত্রের যে যে কথা স্বীকার করা বা স্বীকার না করা যায়, আবেদনপত্রের কথা ধরিয়া তাহা লিখিতে হইবে (স্বীকার করিলাম, (বা স্বীকার করি না)

অথবা, নিম্নলিখিত প্রতিবাদী আমি ইহা কহিতেছি যে আইনমতে যাহা প্রবল করা যাইতে পারে, আবেদনপত্রের উল্লিখিত বৃত্তান্তদ্বারা এমত কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। [অথবা উক্ত আবেদনপত্রদ্বারা দৃষ্ট হইল যে, আমি ঈশান নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে একত্র দায়ী আছি, কিন্তু তিনি মোকদ্দমার একপক্ষ নহেন, ও আবেদনপত্রের কথানুসারে যেমন বোধ হইতে পারে, আমি তেমনি স্বতন্ত্র দায়ী নহি। অথবা, উক্ত মোকদ্দমায় উক্ত আনন্দের সঙ্গে গগনকেও বাদিস্বরূপ একত্র ধরা উচিত, ইহা আবেদনপত্র দ্বারা দৃষ্ট হইল, ইত্যাদি বিষয় বিশেষে যাহা লেখা উচিত, লেখা যাইবে।]

অথবা, উক্ত বন্ধকীপত্রে বাদীর যে স্বার্থ ছিল, তিনি জানকীনাথ নামক এক ব্যক্তির প্রতি তাহা [বা বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধার করণের স্বত্ব] হস্তান্তর [বা নিরূপণ] করিয়া দিয়াছেন। [অথবা মোকদ্দমাক্রমে যে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে চেষ্টা হইল, আমি এত টাকা পাইবার নিমিত্ত অন্য দায়স্বরূপ হরনাথের প্রতি ঐ বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধার করণের স্বত্ব হস্তান্তর কি নিরূপণ করিয়া দিলাম।]

অথবা, অংশিত্ব লোপ হইলে পর বাদী একখানি নিদর্শনপত্র লিখিয়া তদ্দ্বারা অংশিত্বের সকল ঋণ ও দায় শোধ করিতে ও ঐ অংশিত্বভাবে যে ব্যবসায় হইতেছিল, তৎসম্পর্কে আমার উপর আপনার ও অন্যের দাওয়া ও দায় হইতে আমাকে সাধারণমতে মুক্ত করিবার নিয়ম করিলেন। [কিম্বা বিষয়বিশেষে যাহা লিখিতব্য, তাহা লিখিতে হইবে।]

শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

---

১২৩ নম্বর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১২১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

শ্রীআনন্দ বাদী।

শ্রীচন্দ্র ও ঈশান ও শ্রীগগন প্রতিবাদিগণ।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীআনন্দের [বা শ্রীচন্দ্রের] সপক্ষে পূর্ব্বোক্ত [শ্রীঈশানের ও শ্রীগগনের বা শ্রীআনন্দের] নিকট এই এই প্রশ্ন করিতে হইবে।

১।

২।

প্রতিবাদী শ্রীঈশানের অমুক অমুক নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

প্রতিবাদী শ্রীগগনের অমুক অমুক নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

---

১২৪ নম্বর।

দলীল উপস্থিতকরণার্থ নোটিস লিখিবার পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৩১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নং মোকদ্দমা।

শ্রীআনন্দ বাদী।

শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

তোমার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আবেদনপত্রে [কি লিখিত বর্ণনা-পত্রে, কি আফিডেবিটে] নিম্নলিখিত যে যে দলীলের উল্লেখ হইয়াছে, বাদী [কি প্রতি-বাদী] তাহা দেখিবার জন্যে তোমার প্রতি সেই দলীল উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন ইহা জানিবে।

(যে যে দলীল দেখিবার প্রয়োজন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে।)

বাদীর [কিম্বা প্রতিবাদীর] পক্ষে উকীল শ্রীঅমুক।

প্রতিবাদীর [কি বাদীর] উকীল
শ্রীঅমুক সমীপেষু।

---

১২৫ নম্বর।

উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার সমন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৫৯ ও ১৬৩ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

উপরোক্ত মোকদ্দমায় অমুক ব্যক্তির সপক্ষে [অমুক কার্য্য] করণার্থে তোমার উপস্থিত হইবার প্রয়োজন আছে, অতএব অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা অমুক ঘন্টার সময়ে এই আদালতে [স্বয়ং উপস্থিত হও ও] অমুক অমুক দলীল আপনার সঙ্গে আনিও কিম্বা পাঠাইও, তোমার প্রতি এতৎক্রমে এই আদেশ করা গেল।

তোমার পাথেয় প্রভৃতি অন্য অন্য খরচের ও এক দিনের খোরাকির নিমিত্ত এত টাকা ইহার সহিত পাঠান যাইতেছে। এই আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৭০ ধারার উপস্থিত না হওয়ার যে ফল নির্দ্দেশ হইয়াছে, তোমার পক্ষে সেই ফল বর্ত্তিবে।

নোটিস (১)—যদি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত না হইয়া কেবল দলীল দেখাইবার নিমিত্ত তোমার নামে সমন দেওয়া যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত দিনে ও ঘণ্টায় এই আদালতে ঐ দলীল উপস্থিত করাইলে, তুমি সমন অনুসারে কার্য্য করিয়াছ বলিয়া এমত জ্ঞান হইবে।

(২)—উক্ত এক দিনের অধিক তোমার থাকিতে হইলে, সেই দিনের পর যত দিন

উপস্থিত থাকিতে হইবে, তাহার প্রতি দিনের নিমিত্তে তোমাকে এত টাকা দেওয়া যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১২৬ নম্বর।

উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার সমন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৫৯ ও ১৬৩ ধারা।

অন্য পাঠ।

মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালতের বাদী।

প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক [নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিতে হইবে,] সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় বাদীর [কি প্রতিবাদীর] সপক্ষে সাক্ষ্য দিবার এবং দলীল [যে যে দলীল আনিবার আদেশ থাকে, সাধ্যমতে নিশ্চিত ভাবে তাহা বর্ণনা লিখিতে হইবে। কেবল সাক্ষ্য দিবার, কিম্বা কেবল দলীল দেখাইবার জন্যে সমন হইলে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে] দেখাইবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ এত ঘণ্টার সময়ে এই আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিমিত্তে তোমাকে সমন করা গেল ও যত কাল তোমার সাক্ষ্য না লওয়া যায়, [কিম্বা তুমি যত কাল দলীল উপস্থিত না কর] ও আদালত উঠিয়া না যায়, কিম্বা আদালতের অনুমতি না পাও, তত কাল তোমার তথা হইতে চলিয়া যাইতে হইবে না।

ডিক্রী লিখিবার পাঠ।

১২৭ নম্বর।

টাকার সামান্য ডিক্রী।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

এত টাকার দাওয়া,—

এই মোকদ্দমা শেষ নিষ্পত্তি করিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদীর পক্ষে শ্রীঅমুকের প্রতিবাদীর পক্ষে শ্রীঅমুকের, সাক্ষাৎ শ্রীঅমুকের সম্মুখে

উপস্থিত করা গেলে, এই আজ্ঞা হইল যে, শ্রীঅমুক শ্রীঅমুককে এত টাকা দেন, ও তাহার উপর অমুক তারিখ অবধি টাকা না দেওন পর্য্যন্ত (বৎসর) শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদও দেন, এবং এই আদালতের আমলাদ্বারা এই মোকদ্দমার যত খরচা ধার্য্য হয়, ধার্য্য হওয়ার তারিখ অবধি তাহা না দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত. অমুককে তাহার উপর উক্ত হারে সুদসুদ্ধ ঐ খরচা দেন॥

*

মোকদ্দমার খরচা।

বাদী	টাকা	প্রতিবাদী।	টাকা।
১। আবেদন-পত্রের ইষ্টাম্প ...		মোক্তারনামার ইষ্টাম্প ...	
২। মোক্তার নামার ঐ ..		দরখাস্তের ঐ ...	
৩। দস্তাবেজের ঐ ...		উকীলের রসুম ...	
৪। এত টাকার উপর উকীলের রসুম		সাক্ষীদের খোরাকী ...	
৫। অনুবাদ করণের ফী ...		পরওয়ানা জারী ..	
৬। সাক্ষীদের উপস্থিত হওয়ার খোরাকী		অনুবাদ করণের ফী ..	
৭। আমীনের ফী		আমীনের ফী ...	
৮। পরওয়ানা জারী			
৯। ইত্যাদি			
মোট ...		মোট ...	

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১২৮ নম্বর।

বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা দ্রব্য রাখিবার স্বত্ববান ব্যক্তির মোকদ্দমায় বিক্রয় করিবার ডিক্রী। *

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

আবেদনপত্রের উল্লিখিত বন্ধকীপত্রক্রমে (কিম্বা টাকা না প্রাপণ পর্য্যন্ত দ্রব্য রাখিবার স্বত্ব ক্রমে) বাদীর আসল ও সুদসুদ্ধ যত টাকা পাওনা আছে, তাহার হিসাব লইবার

ও বাদীর এই মোকদ্দমার খরচা ধার্য্য করিবার জন্যে এই বিষয় রেজিষ্ট্রারের [কিম্বা ট্যাক্সিং অফিসরের] প্রতি অর্পণ করিতে আজ্ঞা হইল ও রেজিষ্ট্রার পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ ও খরচা যত টাকা পাওনা বলিয়া নির্ণয় করেন, ইহার সার্টিফিকেট লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আদালতে জ্ঞাত করেন, এই আজ্ঞা করা গেল। আর এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ বলিয়া বাদীর পাওনা যত টাকার সার্টিফিকেট দেওয়া যায়, রেজিষ্ট্রারের [কিম্বা ট্যাক্সিং আফিসরের] সেই সার্টিফিকেট উপস্থিত করিবার পর ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবাদী ঐ টাকা ও উক্ত খরচা আদালতে দিলে, বাদী স্বীকৃত বা আপনার দ্বারা কি আপন হইতে কি আপনার অধীন দাওয়াদারের কৃত সমস্ত দায় হইতে পরিষ্কার ও মুক্ত করিয়া সেই বন্ধকী সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ফিরিয়া দেন ও তৎসম্পর্কীয় যে সকল দলীল ও লিপি তাঁহার জিম্মায় কি অধিকারে থাকে, তাহা রেজিষ্ট্রারের [কিম্বা টাক্সিং আফিসের] প্রতি অর্পণ করা গেলে পর, আসল ও সুদ ও খরচা বলিয়া পূর্ব্বোক্তমতে যে টাকা দেওয়া গেল অর্পণ করেন ও সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ফিরিয়া দেওয়া গেলে ও সেই দলীল ও লিপি রেজিষ্ট্রার [কিম্বা টাক্সিং আফিসর] বাদীকে সেই টাকা দেন। কিন্তু প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে আদালতে সেই আসল টাকা ও সুদ ও খরচা না দিয়া থাকেন, তবে এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ বন্ধকী বাড়ী, [কিম্বা ঋণ না দেওন পর্য্যন্ত অধিকারে রাখিবার স্বত্বাধীন ঐ বাড়ী] রেজিষ্ট্রারের [বা টাক্সিং আফিসরের] অনুমতিক্রমে বিক্রয় করা যায়। আরো এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ ও খরচা যত টাকা বাদীর পাওনা বলিয়া নির্ণয় হইল, তাহা নিয়মমতে তাঁহাকে দেওনার্থে, ও উদ্বৃত্ত থাকিতে প্রতিবাদীকে দেওনার্থে ঐ বিক্রয় দ্বারা উৎপন্ন টাকা আদালতে অর্পণ করা যায়।

---

১২৯ নম্বর।

বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিবার শেষ ডিক্রী।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

রেজিষ্ট্রার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আবেদনপত্রের উল্লিখিত বন্ধকক্রমে বাদীর পাওনা বলিয়া আসল ও সুদ যত টাকার সার্টিফিকেট দিলেন, প্রতিবাদী এই মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আজ্ঞানুসারে ঐ এত টাকা আদালতে দিলেন না ও উক্ত অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি ছয় মাস মিয়াদ গত হইয়াছে, আদালত ইহা দেখিতে পাওয়াতে,

এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ বন্ধকী বাড়ী উদ্ধার করিতে প্রতিবাদীর যে স্বত্ব ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত ও নিঃশেষিত হয়।

---

১৩০ নম্বর।

অব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র বিষয়ক মোকদ্দমায়,—

প্রথম স্থলীয় আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

নিম্নলিখিত হিসাব ও অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা হইল,—বিশেষতঃ

উত্তমর্ণের মোকদ্দমায়,—

১। বাদীর এবং মৃত ব্যক্তির অন্য সকল উত্তমর্ণের যত টাকা পাওনা থাকে, তাহার হিসাব লওয়া যায়।

উইলক্রমে সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিদের মোকদ্দমায়,—

২। মৃত ব্যক্তির উইলক্রমে যত ধনাদি নিরূপণ করা গেল, তাহার হিসাব লওয়া যায়।

অন্তরঙ্গের মোকদ্দমায়,—

যিনি উইল না লিখিয়া মরিলেন, বাদী তাঁহার অন্তরঙ্গ [কিম্বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন] বলিয়া যে বিষয় কি বিষয়ের যে অংশ পাইতে স্বত্ববান হন, ইহার অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়া যায়।

[প্রথম দফার পরে, আবশ্যক হইলে, উত্তমর্ণের মোকদ্দমায় ঐ আজ্ঞাপত্রে উইলক্রমে সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিদের ও আইনমত উত্তরাধিকারীদের ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের পক্ষে অনুসন্ধান ও হিসাব লইবার আজ্ঞা থাকিবে। উত্তমর্ণ ভিন্ন অন্য দাওয়াদারদের মোকদ্দমায়, প্রথম দফার পরে উত্তমর্ণদের অনুসন্ধান লইয়া হিসাব লওয়ার আজ্ঞা সর্ব্বদা লেখা যাইবে। ও অন্যদের অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়ার আবশ্যক হইলে, দাঁড়ামতে প্রথম কথা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদেরও অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়ার আজ্ঞা থাকিবে। উত্তমর্ণের মোকদ্দমার ন্যায়, এই পাঠের অন্য সকল কথা চলিবে।]

৩। সমাধিকরণ ও উইলসম্পর্কীয় খরচের হিসাব।

৪। মৃত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি প্রতিবাদীর হস্তগত, কিম্বা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কি তাঁহার ব্যবহারার্থে অন্য ব্যক্তির হস্তগত হইল তাহার হিসাব।

৫। মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির কোন অংশ এখনও আদায় ও প্রয়োগ না হইয়া থাকিলে কোন অংশ তদ্রূপে আদায় ও প্রয়োগ করা যায় নাই, ইহার অনুসন্ধান লওয়া যাইবে।

৬। আরও এই আজ্ঞা করা গেল যে, যত টাকা প্রতিবাদীর হস্তগত হইল, কিম্বা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কি তাঁহার ব্যবহারার্থে অন্য ব্যক্তির হস্তগত করা গেল, বলিয়া দৃষ্ট হয়, প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে সেই সকল টাকা আদালতে দেন।

৭। ও মোকদ্দমার অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে (রেজিষ্ট্রার) মৃত ব্যক্তির অস্থাবর

সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তাহা তদনুসারে বিক্রয় করা ও তদুৎপন্ন টাকা আদালতে দেওয়া যায়।

৮। আর এই মোকদ্দমায় [কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে] ঈশান বাবু সম্পত্তিগ্রাহক হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য সকল ঋণ ও তাঁহার অস্থাবর যে সম্পত্তি অন্যদের হস্তে থাকে, তাহা গ্রহণ ও আদায় করিয়া রেজিষ্ট্রারের হাতে দেন, [এবং আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্তমতে নির্ব্বাহ করিবার প্রতিভূস্বরূপ এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেন।]

৯। আরও এই আজ্ঞা হইল যে, মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি মোকদ্দমার অভিপ্রায় সফল করণার্থে অকুলান বলিয়া দৃষ্ট হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়েরও অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়া যায়, অর্থাৎ

(ক) মৃত ব্যক্তির, মরণ সময়ে স্থাবর যে যে সম্পত্তি তাঁহার অধিকারগত ছিল, কিম্বা যে যে সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব ছিল, ইহার অনুসন্ধান।

(খ) মৃত ব্যক্তির স্থাবর যে সম্পত্তির উপর কিম্বা তাহার কোন অংশের উপর কোন দায় বর্ত্তিলে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান।

(গ) ঐ দায়ক্রমে যে ব্যক্তিদের যত পাওনা আছে, সাধ্যমতে ইহার হিসাব লওয়া যায় ও টাকা প্রাপণীয়দের মধ্যে যাঁহারা নিম্নলিখিত আজ্ঞামতে সম্পত্তি বিক্রয় হওন বিষয়ে সম্মত হন, তাঁহাদের ক্রমিক অগ্রগণ্যতার বর্ণনাপত্রও তৎসঙ্গে দেওয়া যায়।

১০। ও মৃত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি, কিম্বা মোকদ্দমার অভিপ্রায় সফল করণার্থে আদালতে অর্পিত তহবীল পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির যে অংশ বিক্রয় করা প্রয়োজন, উক্ত দায়ক্রমে টাকা প্রাপণীয় যে ব্যক্তিরা ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করণে সম্মত হন, তাঁহাদের পক্ষে সকল দায় ব্যতীত ও যাঁহারা সম্মত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে দায় বলবৎ রাখিয়া বিচারপতির অনুমোদনক্রমে তাহা বিক্রয় করা যায়।

১১। আরও এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কার্য্যের ভার গগনবাবুর প্রতি অর্পিত হয়, ও তিনি রেজিষ্ট্রারের অনুমোদন অপেক্ষায় বিক্রয়ের নিয়ম ও চুক্তি প্রস্তুত করিবেন, ও কোন সন্দেহ কি কষ্ট উপস্থিত হইলে, নিষ্পত্তি করিবার জন্যে বিচারপতির সম্মুখে তদ্বিষয়ের কাগজপত্র অর্পণ করা যাইবে।

১২। আরও এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোল্লিখিত অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে রেজিষ্ট্রার আদালতের রীত্যনুসারে সংবাদপত্রে ইস্তিহার দেন, কিম্বা ঐ অনুসন্ধান লওয়ার কার্য্য ফলোপযোগিমতে সুপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ করেন, সেই প্রকারে অনুসন্ধান লন।

১৩। আরও এই আজ্ঞা হইল যে, উক্ত অনুসন্ধান ও হিসাব ও অন্য যে সকল কার্য্য করিবার আজ্ঞা করা গেল, তাহা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে লওয়া যায় ও সম্পাদন করা যায়,এবং রেজিষ্ট্রার ঐ অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়ার ফলের সার্টিফিকেট ও অন্য যে সকল কার্য্য করিবার আজ্ঞা হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হওয়ার সার্টিফিকেট লিখিয়া

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উভয় পক্ষের দৃষ্টির জন্যে আপনার তদ্বিষয়ক সার্টিফিকেট প্রস্তুত রাখেন।

১৪। শেষেও এই আজ্ঞাও হইল যে, চূড়ান্ত ডিক্রী করিবার জন্যে এই মোকদ্দমা (কি বিষয়) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

[মোকদ্দমা বিশেষের প্রতি এই আজ্ঞার যে অংশ খাটে, কেবল সেই অংশের ব্যবহার করিতে হইবে।]

---

১৩১ নম্বর।

উইলক্রমে ধনাদিপ্রাপণীয় ব্যক্তি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ববিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা।

১। উইলকারক শ্রীঅমুকের সম্পত্তির জন্যে উক্ত সার্টিফিকেট অনুসারে প্রতিবাদীর নিকটে এত টাকা বাকী পাওনা দৃষ্ট হওয়াতে, প্রতিবাদীর প্রতি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে সেই টাকা এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত বৎসর শতকরা এত টাকার হিসাবে এত টাকা সুদ, সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিতে আজ্ঞা হইল।

২। উক্ত আদালতের রেজিষ্ট্রার (কিংবা ট্যাক্সিং অফিসার) এই মোকদ্দমায় বাদীর ও প্রতিবাদীর খরচা ধার্য্য করুন। ও তদ্রূপে ধার্য্য করা গেলে পর, পূর্ব্বোক্তমতে যে এত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিবার আজ্ঞা হইল, তাহা হইতে উক্ত খরচার টাকা নিম্নলিখিত-মতে দেওয়া যাউক,—

(ক) বাদীর মোক্তার [কি উকীল] শ্রীঅমুককে বাদীর খরচা, ও প্রতিবাদী মোক্তার [কি উকীল] শ্রীঅমুককে প্রতিবাদীর খরচা দেওয়া যাউক।

(খ) এবং (কোন ঋণ দেনা থাকিলে) পূর্ব্বোক্তমতে বাদীর ও প্রতিবাদীর খরচা দেওয়া গেলে পর উক্ত এত টাকার মধ্যে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইতে রেজিষ্ট্রারের সার্টিফিকেট সংযুক্ত অমুক তফসীলের উল্লিখিত উত্তমর্ণদের যাঁহার যত টাকা পাওনা থাকে, তাঁহাকে তত টাকা, এবং কোন ঋণের উপর সুদও চলিলে তৎপশ্চাৎ যত সুদ পাওনা হয়, তাহাও দেওয়া যাউক। ও সেই টাকা দেওয়া গেলে পর, অমুক তফসীলের উল্লিখিত উইলক্রমে ধনপ্রাপণীয় নানা ব্যক্তিদের যে যে টাকা পাওনা থাকে, তাহাও ঐ টাকার উপর তৎপশ্চাৎ (পূর্ব্বোক্তরূপে প্রমাণীকৃত) যে সুদ পাওনা হয়, তাহাও তাঁহাদিগকে দেওয়া যাউক।

৩। তৎপরে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকিলে, উইলক্রমে উদ্বৃত্ত ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তিকে সেই উদ্বৃত্ত দেওয়া যাউক।

উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদক উইলক্রমে নিরূপিত ধন দেওন বিষয়ে স্বয়ং দায়ী হইলে, ধন প্রাপণীয় ব্যক্তি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে ঐ মোকদ্দমার ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা।

১। উইলক্রমে বাদীর পক্ষে এত টাকা নিরূপণ হওয়াতে প্রতিবাদী স্বয়ং ঐ টাকার দায়ী আছেন, ইহা নির্দ্দেশ করা গেল।

২। ও উক্ত নিরূপিত ধনের উপলক্ষে আসল ও সুদ যত টাকা পাওনা আছে, তাহার হিসাব লইবার আজ্ঞা হইল।

৩। এবং রেজিষ্ট্রার আসল ও সুদ যত টাকা পাওনা বলিয়া সার্টিফিকেট দেন, রেজিষ্ট্রারের সেই সার্টিফিকেটের তারিখ অবধি এক সপ্তাহের মধ্যে বাদীকে প্রতিবাদীর তত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল।

৪। আরও বাদীর মোকদ্দমার খরচা প্রতিবাদীর দিবার আজ্ঞা হইল, ও তদ্বিষয়ের বিবাদ হইলে রেজিষ্ট্রারের দ্বারা তাহা ধার্য্য হইবে।

অন্তরঙ্গ ব্যক্তি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা।

১। ঈশান উইল না লিখিয়া মরিলে, উক্ত সার্টিফিকেট অনুসারে ঐ ঈশানের নিজ সম্পত্তির নিমিত্ত উক্ত প্রতিবাদিনীর এত টাকা বাকী পাওনা দৃষ্ট হওয়াতে, উক্ত আদালতের রেজিষ্ট্রার এই মোকদ্দমার বাদীর ও প্রতিবাদিনীর খরচা ধার্য্য করুন, ও উক্ত রেজিষ্ট্রারের দ্বারা ঐ খরচা ধার্য্য হইলে পর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবাদিনী ঐ টাকা হইতে বাদীর ঐ খরচের টাকা বাদীকে দিউন, ও খরচা ধার্য্য হইলে পর প্রতিবাদিনী ঐ টাকা হইতে আপনার খরচা লউন।

২। পূর্ব্বোক্তমতে বাদীর ও প্রতিবাদিনীর খরচা দেওয়া গেলে পর ঐ এত টাকার মধ্যে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, প্রতিবাদিনীর প্রতি নিম্নলিখিতমতে সেই টাকা দিবার ও প্রয়োগ করিবার আজ্ঞা হইল,—

(ক) রেজিষ্ট্রারের দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে খরচা ধার্য্য করা গেলে পর প্রতিবাদিনী এক সপ্তাহের মধ্যে, বাদী আনন্দকে ও মৃত ঈশানের অন্তরঙ্গদের মধ্যগত ভগ্নী বলিয়া আনন্দের স্ত্রী চন্দ্রমণির স্বত্বহেতুক তাঁহাকে ঐ উদ্বৃত্ত টাকার তিন অংশের এক অংশ দিউন।

(খ) প্রতিবাদিনী উক্ত মৃত ঈশানের মাতা ও অন্তরঙ্গদের অন্য জন হওয়াতে ঐ উদ্বৃত্ত টাকার তিন অংশের এক অংশ আপনার নিমিত্ত রাখিবেন।

(গ) ও রেজিষ্ট্রারের দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে খরচা ধার্য্য হইলে পর এক সপ্তাহের মধ্যে

প্রতিবাদিনী উক্ত মৃত ঈশানের ভ্রাতা অন্য অম্বরঙ্গ গগনকে ঐ উদ্বৃত্ত টাকার তিন অংশের অবশিষ্ট একাংশ দিউন।

---

১৩২ নম্বর।

অংশিত্ব লোপকরণ বিষয়ক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৫ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

বাদীর ও প্রতিবাদীর মধ্যে আবেদনপত্রের উল্লিখিত অংশিত্ব অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি লুপ্ত বলিয়া জ্ঞান করা উচিত ইহা নির্দ্দেশ করা গেল ও সেই দিনাবধি ঐ অংশিত্ব লোপ হওয়ার কথা (গেজেট প্রভৃতিতে) প্রকাশ করিবার আজ্ঞা হইল।

ও এই মোকদ্দমায় ঐ অংশিত্বসম্পর্কীয় যে সম্পদ ও বিষয় আছে, শ্রীঅমুকের প্রতি গ্রাহক হইয়া খাতাবহী মতে বাকী পাওনা ঋণ ও অংশিত্ব সম্পর্কীয় দাওয়া আদায় করিতে আজ্ঞা হইল।

আরও নিম্নলিখিত হিসাব লইবার আজ্ঞা হইল,—

১। উক্ত অংশিত্ব সম্পর্কে এই সময়ে যে টাকা প্রাপণীয় হয়, তাহাও সম্পদের ও বিষয়ের হিসাব।

২। উক্ত অংশিত্ব সম্পর্কীয় ঋণের ও দায়ের হিসাব।

৩। এই মোকদ্দমায় বাদীর ও প্রতিবাদীর নিষ্পত্তি করা (এ), চিহ্নিত যে হিসাব অর্পণ করা গেল, তাহা ধরিয়া, ও তৎপশ্চাৎ নিষ্পত্তি করা কোন হিসাবে হস্তক্ষেপ না করিয়া বাদীর ও প্রতিবাদীর পরস্পর সকল কার্য্যব্যাপারের হিসাব।

আরও আবেদনপত্রের লিখনানুসারে বাদী ও প্রতিবাদী যে ব্যবসায় করিতেন, সেই ব্যবসায় সহকার ক্রেতাবিক্রেতাদের অনুগ্রহকার্য্য ও ব্যবসায়সংক্রান্ত সম্পদ ঐ ব্যবসায়ের বাটীতে নিলাম করিবার আজ্ঞা হইল এবং অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে রেজিষ্ট্রার ঐ নীলামে সকল বা কোন কোন লাটের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া তাহার কম মূল্যে বিক্রয় করিবেন না, ও সেই নীলামে উক্ত কোন পক্ষেরও ডাকিবার অনুমতি থাকিবে।

আরো অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে উক্ত হিসাব লইবার ও অন্য যে সকল কর্ম্ম করিতে আদেশ হইল, তাহাও সম্পাদন করিবার আজ্ঞা হইল। এবং রেজিষ্টারের প্রতি সকল হিসাবের ফলের ও অন্য সকল কার্য্য সম্পাদন হওয়ার সার্টিফিকেট লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উভয় পক্ষের দৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা হইল।

শেষে এই আজ্ঞা হইল যে চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার জন্যে এই মোকদ্দমা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

---

১৩৩ নম্বর।

অংশিত্ববিষয়ক শেষ ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২১৫ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী জাবেতামত নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এইক্ষণে এত টাকার যে তহবীল আদালতে আছে, তাহার টাকা নিম্নলিখিতমতে প্রয়োগ করিবার আজ্ঞা হইল।

১। রেজেষ্টারের সার্টিফিকট অনুসারে অংশিত্ব সম্পর্কে সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা যে ঋণ আছে, তাহা শোধ করা যাইবে।

২। এই মোকদ্দমার সকল ব্যক্তির খরচা সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা দেওয়া যাইবে [ডিক্রী লিখিবার পূর্ব্বে ঐ খরচা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইতে হইবে।]

৩। অংশিত্বসম্পর্কীয় স্থিতের এত টাকা বাদীর অংশ বলিয়া তাঁহাকে দেওয়া যাইবে, ও আদালতে এইক্ষণে যে এত টাকা আছে, অংশিত্বসম্পর্কীয় স্থিতের প্রতিবাদীর অংশ বলিয়া তাহার উদ্বৃত্ত এত টাকা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

[অথবা, অংশিত্বের হিসাবের উপলক্ষে বাদীর (কি প্রতিবাদীর) যে এত টাকা প্রাপ্য বলিয়া সার্টিফিকট দেওয়া গেল, সেই টাকার একাংশের পরিশোধে উক্ত এত টাকার মধ্যে, অবশিষ্ট টাকা ঐ বাদীকে [কি প্রতিবাদীকে] দেওয়া যাইবে।

তাহা হইলে পর বাদীর (কি প্রতিবাদীর) বাকী যে এত টাকা তৎকালে তাঁহার প্রাপ্য থাকে, প্রতিবাদী (কি বাদী) অমুক সালের অমুক মাসের অমুখ তারিখে কি তৎ-পূর্ব্বে তাঁহাকে সেই টাকা দিবেন।

---

১৩৪ নম্বর।

ডিক্রী জারী হইতে না পারিবার সার্টিফিকট।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২২৪ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

শ্রীআনন্দ বাদী।

শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমায় এই আদালতে যে ডিক্রী হইয়াছিল, যাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে, এই আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করিয়া সেই ডিক্রী শোধ করিবার কোন টাকা পাওয়া যায় না, [কিম্বা বিষয়বিশেষে সেই

ডিক্রীর অংশমাত্র শোধ করবার টাকা পাওয়া গেল, ও অংশমাত্র হইলে যতদুর শোধ হইল, তাহা লিখিতে হইবে।]

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৩৫ নম্বর।

ডিক্রীজারি করিতে না হইবার কারণ দেখাইবার নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৪৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক অদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক সালের বিবিধ প্রকারের নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমার যে ডিক্রী হইয়াছিল, অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক এই আদালতে সেই ডিক্রী জারী করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব ঐ ডিক্রী জারী করিতে না হইবার কোন কারণ থাকিলে, সেই কারণ জানাইবার নিমিত্ত তোমার প্রতি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের উকীলের দ্বারা কিম্বা উপযুক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত মোক্তারের দ্বারা এই আদালতে উপস্থিত হইবার নোটিস এতৎক্রমে দেওয়া গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৩৬ নম্বর।

টাকার ডিক্রীজারী করণার্থে প্রতিবাদীর অধিকারগত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৫৪ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় এই আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ডিক্রীক্রমে শ্রীঅমুকের প্রতি পার্শ্বলিখিত হিসাবমতে বাদীকে এত টাকা দিতে আজ্ঞা হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত এত টাকা দেওয়া যায় নাই।

ডিক্রী	
আসল	টাকা
সুদ	
খরচা	
ডিক্রীর খরচা .	
তাহার উপর সুদ	
ক্রোকের মোট...	
সর্ব্বসুদ্ধ ..	

অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল,—এতৎসংযুক্ত তফসীলে উক্ত শ্রীঅমুকের যে অস্থাবর সম্পত্তি লেখা আছে, বা উক্ত শ্রীঅমুক তোমাকে যে সম্পত্তি দেখাইয়া দেন, তাহা ক্রোক কর, আর উক্ত শ্রীঅমুক তোমাকে উক্ত এত টাকা ও এই ক্রোক করিবার খরচ আর এত টাকা না দিলে, তুমি এই আদালত হইতে অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি রাখ।

তোমার প্রতি আরও এই আজ্ঞা হইল, এই পরওয়ানা যে তারিখে ও যে প্রকারে জারী করা যায় তাহার কথা, কিম্বা জারী করিতে না পারিলে তাহার কারণ এই পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ফিরিয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

তফসীল।

মোহর

জজ।

১৩৭ নম্বর।

বেলিফের নামে ভূমি প্রভৃতির অধিকার দেওয়াইবার পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৬৩ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

অমুক স্থানবর্ত্তী যে ভূমি এইক্ষণে শ্রীঅমুকের অধিকার আছে, এই মোকদ্দমার বাদী

শ্রীঅমুকের পক্ষে ঐ ভূমির অধিকার পাইবার ডিক্রী হইল, এই হেতুক তোমার প্রতি উক্ত শ্রীঅমুককে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইতে আজ্ঞা করা গেল, ও ডিক্রীতে বদ্ধ কোন ব্যক্তি তথা হইতে উঠিয়া যাইতে সম্মত না হইলে তোমার প্রতি এতৎক্রমে তাঁহাকে উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৩৮ নম্বর।

ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

অন্য ব্যক্তির আধুনিক অধিকারে রাখিবার স্বত্বাধীনে প্রতিবাদীর যে অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার অধিকার থাকে, এমত সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ও শ্রী অমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, শ্রীঅমুক সেই ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, অতএব শ্রীঅমুকের দাওয়ার অধীনে উক্ত শ্রীঅমুকের অধিকারগত নিম্নলিখিত যে সম্পত্তি অর্থাৎ অমুক অমুক যে দ্রব্য প্রতিবাদীর পাইবার স্বত্ব থাকে, আদালতের আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উক্ত শ্রীঅমুকের স্থানে প্রতিবাদীকে সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার এবং উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে ঐ সম্পত্তি সমর্পণ করিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তদ্রূপে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১৩৯ নম্বর।

ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শন পত্রক্রমে অবক্ষিত ঋণ লইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৬৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ও শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, শ্রীঅমুক সেই ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য করিতে ক্রটি করিয়াছেন ও কথিত আছে যে, তোমার স্থানে উক্ত প্রতিবাদীর কোন ঋণ অর্থাৎ এত টাকা পাওনা আছে, অতএব এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত তোমার স্থানে ঐ ঋণের টাকা গ্রহণ করিতে প্রতিবাদীকে নিবারণ ও নিষেধ করিবার ও তোমার প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকেই ঐ ঋণ কি তাহার কোন অংশ দিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৪০ নম্বর।

ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

প্রকাশ্য কোম্পানি প্রভৃতির শেয়ার লইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক ও অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅমুক সমীপেষু।—

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায়, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ও শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, শ্রীঅমুক সেই ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য করিতে ক্রটি করিয়াছেন, অতএব এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানির অমুক অমুক শেয়ার কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে কিম্বা তাহার কোন ডিবিডেণ্ড গ্রহণ করিতে প্রতিবাদী তোমার প্রতি নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও তদনুসারে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে, এবং তদ্রূপ

হস্তান্তকরণ কার্য্য হইবার অনুমতি দিতে কিম্বা উক্ত কোন টাকা দিতে ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ শ্রীঅমুক তোমাকে নিবারণ ও নিষেধ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৪১ নম্বর।

ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।
স্থাবর সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।
দেওয়ানী মোকদ্দমা কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৪ ধারা।
(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তোমার বিপক্ষে ও শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, তুমি সেই ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছ, অতএব নিম্নলিখিত তফসীলে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল, আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত বিক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য কোন প্রকারে সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে অমুক নামক তোমার প্রতি নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে ও সকল ব্যক্তিকে ক্রয়করণ কি দানক্রমে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিষেধ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল। তফসীল।

মোহর

জজ।

---

১৪২ নম্বর।

ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।
আদালতের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত ধন কি কোন নিদর্শনপত্র লইয়া সম্পত্তি হইলে, নিষেধসূচক আজ্ঞা।
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৭২ ও ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

বাদী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের অমুক ধারামতে তোমার হস্তগত কতক ধন [এই পত্র যাঁহার নামে লেখা যায়, ঐ ধন তাঁহার হস্তগত বলিয়া জ্ঞান করিবার হেতু ও কি কারণে তাঁহার হস্তগত আছে, ইত্যাদি কথা এই স্থলে লিখিতে হইবে]

ক্রোক করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না প্রাপণ পর্য্যন্ত তোমার প্রতি সেই ধন স্বীয় অধিকারে রাখিতে আদেশ করা গেল।

তব আজ্ঞাকারী,

মোহর

জজ।

---

১৪৩ নম্বর।

বাদী প্রতিবাদীকে অন্য ব্যক্তির হস্তগত ধনাদি দিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৭৭ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

বিবিধ প্রকারে অমুক সালের নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ ও শ্রীঅমুক সমীপেষু।—

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, সেই ডিক্রীজারীক্রমে নিম্নলিখিত সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে। অতএব এই আজ্ঞা হইল যে তুমি শ্রীঅমুক উক্ত ক্রোক করা সম্পত্তি অর্থাৎ এত টাকা নগদ ও এত টাকার ব্যাঙ্ক নোট, কিম্বা তাহার যে অংশে ঐ ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন করিতে কুলাইবে, সেই অংশ শ্রীঅমুককে দিবে, ও এই আদালতের বেলিফ তুমি ঐ ডিক্রী সাধন করিবার জন্যে যতদূর আবশ্যক ততদূর ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করিবার নির্দ্ধারিত নিয়মমতে ঐ সম্পত্তি নীলাম করিবে, ও নীলাম করিয়া যত টাকা আদায় হয় তাহা, কিম্বা তাহার যে অংশে ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিতে কুলাইবে, সেই অংশ উক্ত শ্রীঅমুককে দেও, ও উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা উক্ত শ্রীঅমুক তোমাকে দেওয়া যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৪৪ নম্বর।

ক্রোককারী উত্তমর্ণের নামে নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।
বিবিধ প্রকারের অমুক সালের নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।—

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমার ডিক্রীজারীক্রমে তোমার অনুরোধে অমুক অমুক যে দ্রব্য ক্রোক করা গেল, শ্রীঅমুক এই আদালতে সেই ক্রোক উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব ক্রোককারী উত্তমর্ণস্বরূপ তোমার দাওয়ার পোষকতা করিবার জন্য অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অমুক বারে এই আদালতে তোমার স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের উপযুক্তমতে শিক্ষিত উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার এই নোটিস তোমাকে দেওয়া গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১৪৫ নম্বর।

টাকার ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি নীলাম করিবার পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।
বিবিধ প্রকারের অমুক সালের নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।—

এই পত্রক্রমে তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল, অমুক সালের অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় শ্রীঅমুকের স্বপক্ষে ডিক্রী হইয়া সেই ডিক্রীজারীক্রমে এই আদালতের অমুক

সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পরওয়ানামতে যে সম্পত্তি ক্রোক করা গেল, তুমি এতদিন থাকিতে এই আদালত ঘরে নোটিস লটকাইয়া প্রচার করিয়া ও উপযুক্তমতে ঘোষণা * করাইয়া ঐ ক্রোক করা অমুক অমুক সম্পত্তি কিম্বা তাহার যে অংশ বিক্রয় করিলে ঐ ডিক্রীর ও খরচের বাকী অমুক অংশ বলিয়া এত টাকা আদায় হইতে পারে, তাহা বিক্রয় কর।

আরও তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল, এই পরওয়ানা যে প্রকারে জারী করা যায়, তাহার কিম্বা জারী হইতে না পারিলে তৎকারণে সার্টিফিকেট, এই পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে এই পরওয়ানা ফিরিয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১৪৬ নম্বর।

ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রীত অস্থাবর-সম্পত্তি যাঁহার অধিকারে থাকে তাঁহার নামে নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০০ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক যে সম্পত্তি এইক্ষণে তোমার অধিকারগত আছে, পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রী জারী ক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলামদ্বারা বিক্রয় করা গেলে শ্রীঅমুক তাহা ক্রয় করিয়াছেন, অতএব উক্ত শ্রীঅমুক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিদের নিকট সেই অমুক সম্পত্তি সমর্পণ করিতে তোমার প্রতি নিষেধ হইল।

(*) যে সম্পত্তি যে সময়ে ও যে স্থানে নীলাম করা যাইবে, ও গবর্ণমেন্টের রাজস্বদায়ী ভূমি হইলে যত টাকা রাজস্ব ধার্য্য আছে ও যত টাকা আদায়ের নিমিত্ত নীলাম করিবার আজ্ঞা হইল ও ২৮৭ ধারায় অন্য যে যে বিশেষ বিবরণ নির্দ্দিষ্ট করিবার আদেশ, আছে তাহা যতদূর ন্যায্য ও শুদ্ধরূপে হইতে পারে, ঘোষণাপত্রে এই সকল কথা লিখিতে হইবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৪৭ নম্বর।

ডিক্রীজারীক্রমে ঋণ বিক্রয় হইলে, ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে

ঐ ঋণের টাকা না দিবার নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক ও

শ্রীঅমুক সমীপেষু।—

শ্রীঅমুক তোমার স্থানে শ্রীঅমুক তোমার স্থানে যে এত টাকা ঋণ পাওনা আছে পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইয়া শ্রীঅমুক ঐ প্রাপ্য ঋণ ক্রয় করিয়াছেন, অতএব শ্রীঅমুক তোমার প্রতি এই নিষেধ হইল যে, তুমি ঐ ঋণের টাকা গ্রহণ না কর, ও শ্রীঅমুক তোমার প্রতি নিষেধ হইল যে, তুমি উক্ত শ্রীঅমুক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে ঐ ঋণের টাকা না দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১৪৮ নম্বর।

ডিক্রীজারীক্রমে শেয়ার বিক্রয় হইলে তাহা হস্তান্তর না করিবার নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক ও

অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅমুক সমীপেষু।—

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় ডিক্রীজারীক্রমে যে নীলাম হইয়াছিল, শ্রীঅমুক সেই নীলামে উক্ত কোম্পানির কয়েক খানি শেয়ার অর্থাৎ শ্রীঅমুক তোমার নামের অমুক অমুক শেয়ার ক্রয় করিলেন, অতএব এই আজ্ঞা হইল যে, শ্রীঅমুক তোমার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা শ্রীঅমুক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে শেয়ার হস্তান্তর করিয়া দিতে ও তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড গ্রহণ করিতে নিষেধ করা যায় ও এতৎক্রমে নিষেধ করা যাইতেছে এবং উক্ত কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅমুক তোমার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা উক্ত শ্রীঅমুক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উক্ত শেয়ার হস্তান্তর করিবার অনুমতি দিতে ও তদ্রূপ কোন টাকা দিতে নিষেধ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১৪৯ নম্বর।

ভূমি প্রভৃতির নীলাম সিদ্ধ করণের আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এই মোকদ্দমায় ডিক্রীজারীক্রমে এই আদালতের বেলিফ অমুক সালের অমুক মাসের

অমুক তারিখে নিম্নলিখিত ভূমি [কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি] বিক্রয় করিয়াছিলেন। ও তৎপরে ষাইট দিন গত হইলে ও ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার কোন প্রার্থনা করা যায় নাই। [কিম্বা, আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই] অতএব উক্ত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইল ও তৎক্রমে সিদ্ধ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৫০ নম্বর।

ভূমি বিক্রয়ের সার্টিফিকেট।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এই মোকদ্দমার ডিক্রীজারীক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক সম্পত্তির নীলাম দ্বারা বিক্রয় হইলে, শ্রীঅমুককে তাহার ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা গেল, ও এই আদালত কর্ত্তৃক ঐ বিক্রয় নিয়মমতে সিদ্ধ করা গেল, ইহার সার্টিফিকট এই।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১৫১ নম্বর

ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রীত ভূমি সার্টিফিকট প্রাপ্ত ক্রেতাকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

অমুক সালের দেওয়ানী জাবেতামত অমুক নম্বরের মোকদ্দমা ডিক্রীজারীক্রমে অমুক ভূমি বিক্রয় করা গেলে, শ্রীঅমুক ঐ ভূমির সার্টিফিকটপ্রাপ্ত ক্রেতা হইলেন, ও উক্ত ভূমি শ্রীঅমুকের অধিকারে আছে, অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল, তুমি পূর্ব্বোক্তমতে সার্টিফিকটপ্রাপ্ত উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি উক্ত অমুক ভূমির অধিকার দেও ও কোন ব্যক্তি উঠিয়া যাইতে অসম্মত হইলে প্রয়োজনমতে তাহাকে উঠাইয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৫২ নম্বর।

কালেক্টর সাহেবের প্রতি ভূমির প্রকাশ্যনীলাম স্থগিত রাখিবার ক্ষমতাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩২৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক স্থানের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক জিলার কালেক্টর শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিয়া তোমার জিলার অন্তর্গত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী অমুক ভূমি নীলাম করিবার আপত্তি আছে, এই মর্ম্মসূচক তোমার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের অমুক নম্বরের পত্রের উত্তরে আমি সবিনয়ে এই কথা জানাই-তেছি, উক্ত মোকদ্দমার যে ডিক্রী হইয়াছিল উক্ত ভূমি নীলাম না করিয়া আপনার

প্রস্তাবিত নিয়মমত উক্ত ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্যসাধন হইবার বিধান করিতে তোমার প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৫৩ নম্বর।

ভূমিবিষয়ক ডিক্রীজারী হওয়ার বাধকতাপ্রভৃতি করণহেতুক কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩২৯ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমায় শ্রীঅমুকের বিপক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী হইয়াছিল, তৎক্রমে শ্রীঅমুকের কতক ভূমি কি স্থাবর সম্পত্তি পাইবার আজ্ঞা হইল, কিন্তু শ্রীঅমুক ন্যায্য কারণ বিনা আদালতে সেই ডিক্রী জারী হওয়ার বাধকতা (কি প্রতিকূলাচরণ) করিয়াছেন, আদালত ইহা দেখিতে পাওয়াতে উক্ত শ্রীঅমুককে এত দিন পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করিতে আজ্ঞা হইল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৫৪ নম্বর।

ডিক্রীজারীক্রমে ধৃত করণের পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৩৭ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক সালের বিবিধ প্রকারের নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের

আসল...... ০০ টাকা	
সুদ ...... ০০ ঐ	
খরচা ...... ০০ ঐ	
ডিক্রীজারীর খরচ০০ঐ	
মোট ঐ	

অমুক তারিখের ডিক্রীক্রমে বাদীকে পার্শ্বলিখিতমতে এত টাকা দিতে শ্রীঅমুকের প্রতি আজ্ঞা হইয়াছিল। ও সেই ডিক্রী সাধনক্রমে উক্ত এত টাকা উক্ত বাদীকে দেওয়া যায় নাই, অতএব এতৎক্রমে তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল, তুমি উক্ত প্রতিবাদীকে ধরিয়া লও, ও তিনি তোমাকে উক্ত এত টাকা ও এই পরওয়ানা জারী করিবার এত টাকা খরচ না দিলে, তুমি উক্ত প্রতিবাদীকে সাধ্য-মতে ত্বরায় এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত কর। তোমার প্রতি আরও এই আজ্ঞা হইল, এই পরওয়ানা যে দিনে যে প্রকারে জারী করিবে, পৃষ্ঠে ইহার সার্টিফিকেট, কিম্বা জারী করিতে না পারিলে ইহার কারণ লিখিয়া, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, কি তৎপূর্ব্বে এই আদালতে এই পরওয়ানা ফিরিয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৫৫ নম্বর।

আদালতে টাকা দেওনের নোটিস্।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৭৭ ধারা॥

অমুক আদালতে

(বি) নং

শ্রীআনন্দের নামে শ্রীচন্দ্র

প্রতিবাদী আদালতে এত টাকা দিয়া কহিলেন যে, বাদীর [কিম্বা অমুকের নিমিত্ত বাদীর] দাওয়া পরিশোধার্থে ঐ টাকাই প্রচুর।

বাদীর উকীল শ্রী অমুক সমীপেষু।

প্রতিবাদীর উকীল শ্রী অমুক।

মোহর

জজ।

১৫৬ নম্বর।

অনুপস্থিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় (বাদীর বা প্রতিবাদীর পক্ষে) শ্রীঅমুকের সাক্ষ্য লওয়া প্রয়োজন ও লিখিত প্রশ্ন অনুসারে কিম্বা ঐ সাক্ষীদের বাচনিক সাক্ষ্য লইতে শ্রীঅমুক তোমার প্রতি আদেশ হইল, তদর্থে তোমাকে এতৎক্রমে আমিন বলিয়া নিযুক্ত করা গেল, ও সেই সাক্ষ্য লওয়া গেলেই তাহা পাঠাইতে তোমার প্রতি আদেশ হইল [সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রার্থনা করিলেই এই আদালত হইতে দেওয়া যাইবে।] (১)

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১৫৭ নম্বর।

স্থানবিশেষে অনুসন্ধান লইবার কিম্বা হিসাবের তদন্ত লইবার ক্ষমতাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে অমুক অমুক কারণে ক্ষমতাপত্র দেওয়া আবশ্যক বোধ হওয়াতে, তোমাকে এতৎক্রমে অমুক অমুক কার্য্যের নিমিত্ত আমীনের পদে নিযুক্ত করা গেল। [কোন সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য লইবার ও কোন দলীল দেখিবার প্রয়োজন হইলে,

তোমার প্রার্থনামতে সাক্ষীদিগকে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার ও ঐ দলীল আনা-ইবার পরওয়ানা এই আদালত হইতে দেওয়া যাইবে।] (১)

উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত তোমার এত টাকা ক্ষা ইহার সঙ্গে পাঠান যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৫৮ নম্বর।

ডিক্রীর পূর্ব্বে ধৃতকরণের পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৭৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী শ্রীঅমুক [অমুক কার্য্য করিতে] উদ্যত আছেন, বাদী শ্রীঅমুক এমত জ্ঞান করিবার সম্ভাবিত কারণ আদালতের হৃদ্বোধমতে সপ্রমাণ করাতে, এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি ঐ প্রতিবাদী শ্রীঅমুককে ধরিয়া আটক রাখিতে এবং উক্ত মোকদ্দমা যত দিন সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি না হয় ও মোকদ্দমায় [বাদীর কি প্রতিবাদীর] বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী যত দিন জারী না করা যায় ও তদনুযায়ী কার্য্যসাধন না হয়, ততদিন উক্ত প্রতিবাদীর স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইবার এত টাকা জামিন দেওয়ার আজ্ঞা না হওয়ার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত, তাহাকে এই আদালতে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

(১) অন্য আদালতে কমিশনপত্র পাঠান গেলে [ ] এই দুই চিহ্নের মধ্যে কথার প্রয়োজন নাই।

১৫৯ নম্বর।

কারাগারে দিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমায় [প্রতিবাদীর] বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে, তাহার উত্তর দিবার জন্যে প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের উপস্থিত থাকার জামিন লওয়া যায়, এই মোকদ্দমার বাদী শ্রীঅমুকের এই মর্ম্মের প্রার্থনা হওয়াতে, আদালত প্রতিবাদী শ্রীঅমুককে উক্ত জামিন দিতে কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে উপযুক্ত টাকা আমানত করিতে, আজ্ঞা করিলেও উক্ত শ্রীঅমুক তাহা দিলেন ও করেন নাই, এই কারণে আজ্ঞা হইল যে, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত কিম্বা শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে ডিক্রীজারী না হওন পর্য্যন্ত, উক্ত প্রতিবাদী শ্রীঅমুককে কারাগারে রাখা যায়।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৬০ নম্বর।

ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিবার ও ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য সাধন হইবার জামিন লওয়ার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮৪ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।—

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী [অমুক অমুক কার্য্য করিতে উদ্যত] শ্রীঅমুক আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করাতে, এই পত্রদ্বারা তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল যে প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া, আদালতের আদেশ হইবামাত্র তিনি অমুক অমুক সম্পত্তি কি তাহার মূল্য, কিম্বা ঐ মূল্যের যে

অংশ দ্বারা ঐ ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য সাধন হইতে পারিবে, সেই অংশ আদালতে উপস্থিত করিয়া আদালতের আজ্ঞাধীনে অর্পণ করিবেন, এই কারণে তুমি উক্ত প্রতিবাদীকে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে এত টাকা জামিন দিতে, কিম্বা উপস্থিত হইয়া সেই জামিন না দিবার কারণ দর্শাইতে আজ্ঞা কর। আরও তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে, তুমি উক্ত (সম্পত্তি) ক্রোক করিয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত তাহা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে রক্ষা কর, ও এই পরওয়ানা জারী করিলে পর, যে প্রকারে জারী করিয়াছ, ইহা অগোণেই এই আদালতে জ্ঞাত কর ও তৎকালে এই পরওয়ানা এই স্থানে আন।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৩১ নম্বর।

জামিন না দেওয়ার প্রমাণ হইলে ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৫ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।—

এই মোকদ্দমার প্রতিবাদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া তাঁহার স্থানে সেই ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্যসাধনের জামিন লওয়া যায়, এই মোকদ্দমার বাদী শ্রীঅমুক এই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রার্থনা করাতে আদালত উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি ঐ জামিন দিতে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু উক্ত শ্রীঅমুক তাহা দিলেন না। অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে, তুমি উক্ত শ্রীঅমুকের অমুক অমুক সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত তাহা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে রক্ষা কর, ও এই পরওয়ানা জারী করিলে পর যে প্রকারে জারী করিয়াছ, ইহা অগোণেই এই আদালতে জ্ঞাত কর ও তৎকালে এই পরওয়ানা এই স্থানে আন।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৮২ নম্বর।

অন্য ব্যক্তিদের আটক রাখিবার কি অগোচরে অধিকার করিবার স্বত্বাধীনে
অস্থাবর যে সম্পত্তিতে প্রতিবাদীর স্বত্ব বর্ত্তে, সেই সম্পত্তি
ক্রোক করিতে হইলে, নিষেধসূচক আজ্ঞা।
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক সমীপেষু।—

শ্রীঅমুকের কোন দাওয়ার অধীনে উক্ত শ্রীঅমুকের অধিকারগত নিম্নলিখিত অর্থাৎ অমুক অমুক যে সম্পত্তিতে প্রতিবাদীর স্বত্ব আছে, এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রীঅমুক তোমার প্রতি উক্ত শ্রীঅমুকের স্থানে সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে। এবং উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকেই উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া দিতে এতৎক্রমে নিষেধ ও বারণ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১৬৩ নম্বর।

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক।

স্থাবর সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক সমীপেষু।—

শ্রীঅমুক তোমার প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত বিক্রয় কি দানক্রমে বা অন্য কোন প্রকারে নিম্নলিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তোমাকে নিষেধ ও বারণ করা যাই-তেছে। এবং সকল ব্যক্তির প্রতি ক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য কোন কারণে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে বারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তাঁহাদিগকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

তফসীল।

মোহর

জজ।

---

১৬৪ নম্বর।

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক।

অন্য ব্যক্তিদের হস্তগত ধন লইয়া কিম্বা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ভিন্ন ঋণ লইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

শ্রীঅমুকের হস্তে উক্ত প্রতিবাদীর যে (ধন কি ঋণাদি যাহা আছে, তাহা বিশেষ

করিয়া লিখিতে হইবে) এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের প্রতি সেই ধনাদি গ্রহণ করিতে নিষেধ ও নিবারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তাঁহাকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে, এবং এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না প্রাপণ পর্য্যন্ত উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি সেই (ধনাদি) কি তাহার কোন অংশ কোন ব্যক্তিকেই দিবার নিষেধ ও বারণ করিতে আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১৬৫ নম্বর।

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক।

প্রকাশ্য কোম্পানি প্রভৃতি শেয়ার লইয়া সম্পত্তি হইলে, নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক ও

অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅমুক সমীপেষু।

উক্ত অমুক কোম্পানির প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের যে অমুক অমুক শেয়ার আছে, এই এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি উক্ত শেয়ার হস্তান্তর করিতে কিম্বা উক্ত শেয়ারের ডিবিডেণ্ড গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল এবং এতৎক্রমে তাঁহাকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে, ও উক্ত কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ তোমার প্রতি ঐ শেয়ার হস্তান্তর করিবার অনুমতি দিতে ও ঐ ডিবিডেণ্ড দিতে নিষেধ ও বারণ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১৬৬ নম্বর।

কিয়ৎকালীন নিষেধসূচক আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৯২ ধারা।

বাদী শ্রীআনন্দের উকীল (কি তৎপক্ষ কৌনসেল) শ্রীঅমুক এই আদালতে অনুরোধ করিলেই, এবং উক্ত বাদী এই বিষয়ে (অন্য) যে দরখাস্ত করিলেন, তাহা, (কিম্বা এই মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে আবেদনপত্র অর্পণ করা যায়, তাহা কিম্বা উক্ত বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে বর্ণনাপত্র অর্পণ করিলেন, তাহা) পাঠ করিলে ও তৎপ্রতিপোষণার্থে শ্রী অমুকের সাক্ষ্য শ্রবণ করিলে (নোটিস দেওয়া গেলেও প্রতিবাদী উপস্থিত না হইলে, এই কথাও লিখিতে হইবে, এবং এই অনুরোধপত্র হওয়ার নোটিস, প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রকে যে দেওয়া গিয়াছে, এই বিষয়ে শ্রীঅমুকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে) এই আদালতে এই আজ্ঞা করিলেন যে এই মোকদ্দমায় বাদীর আবেদনপত্রের (কিম্বা লিখিত বর্ণনাপত্রে, কিম্বা, বাদীর দরখাস্ত ও এই অনুরোধপত্র শ্রবণ সময়ে যে সাক্ষ্য শুনা গেল তন্মধ্যে) অমুক তালুকের অন্তর্গত হিন্দুপুরস্থ কলুদের রাস্তায় ৯ নং বাটী বলিয়া যে বাটীর উল্লেখ হইয়াছে, এই মোকদ্দমার শ্রবণ না হওন কিম্বা আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের কি তাঁহার চাকরদের কি মিস্ত্রীদের কি কর্ম্মকারদের দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার অনুমতি দিতে নিবারণ করণার্থে এবং ঐ ঘরের কোন সরঞ্জাম বিক্রয় করিতে নিবারণার্থে নিষেধসূচক আজ্ঞা করা যায়।

সাল তাং

দেওয়ানী জজ।

(হুণ্ডী কি নোট সিকিউরিটি বিক্রয় করা নিবারণার্থে নিষেধসূচক আজ্ঞার প্রার্থনা হইলে ঐ আজ্ঞাপত্রের লিখিত আজ্ঞা এই প্রকারে লেখা যাইতে পারিবে যথা,) বাদীর আবেদনপত্রে (কি দরখাস্তে) ও এই অনুরোধপত্র শ্রবণ সময়ে যে সাক্ষ্য শুনা গেল, তন্মধ্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের কি পরের যে প্রমিসরি নোটের (কি হুণ্ডীর) উল্লেখ হইয়াছে, এই মোকদ্দমার গ্রহণ না হওয়া কিম্বা এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের ও শ্রীঅমুকের কিম্বা তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তির প্রতি ঐ পত্র কি তন্মধ্যে কোন পত্র আপনাদের হস্ত হইতে হস্তান্তর করা কিম্বা পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া অন্যের প্রতি নিরূপণ কি বিক্রয় করা নিবারণার্থে নিষেধসূচক আজ্ঞা করা গেল।

(গ্রন্থ স্বত্বের মোকদ্দমায়) অমুক সময় পর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের কিম্বা তাঁহার চাকরদের কি প্রতিনিধিদের কি কর্ম্মকারকদের অমুক নামক পুস্তক কি তাহার কোন অংশ মুদ্রিত কি প্রকাশ কি বিক্রয় করা নিবারণার্থে প্রভৃতি।

(পুস্তকের অংশমাত্র নিবারণার্থ চেষ্টা হইলে) আবেদনপত্রে (কি দরখাস্তে) ও সাক্ষীদের প্রমাণ প্রভৃতিতে পুস্তকের যে যে অংশ প্রতিবাদীর দ্বারা প্রকাশিত হইল বলিয়া

উল্লিখিত হইয়াছে, অমুক সময় পর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের কি তাহার চাকরদের কি প্রতিনিধিদের কি কর্ম্মকারকদের ঐ পুস্তকের নিম্নলিখিত সেই সেই অংশ অর্থাৎ ঐ পুস্তকের যে অংশের অমুক শীর্ষক ও যে অংশের অমুক শীর্ষক আছে, সেই অংশ (কিম্বা অমুক পৃষ্ঠা অবধি অমুক পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ঐ পুস্তকের কোন অংশ) মুদ্রিত কি প্রকাশ কি বিক্রয় কি প্রকারান্তরে হস্তান্তর করা নিবারণার্থে প্রভৃতি।

(পেটেণ্টপত্রের মোকদ্দমায়) বাদীর আবেদনপত্রে (কি দরখাস্ত প্রভৃতিতে কি লিখিত বর্ণনাপত্রাদিতে) বাদীদের কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তির নূতন কারিগরির যে নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে (বাদীর আবেদনপত্র) প্রভৃতির উল্লিখিত পেটেণ্টপত্রের নিয়ম প্রবল থাকার অবশিষ্ট কালের অবসান না হওন পর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধিদের কি কর্ম্মকারকদের কি চাকরদের সেই নিয়মানুসারে ছিদ্রযুক্ত ইষ্টক (কি অন্য বিষয়) প্রস্তুত কি বিক্রয় করা নিবারণার্থে ও মোকদ্দমা প্রভৃতি শ্রবণ শেষ না হওন পর্য্যন্ত সেই কারিগরি কি তন্মধ্যে কোন নূতন কারিগরী জাল করা কি তাহার মত, কি অনুরূপ করা কি তাহাতে অন্য বিষয় সংযোগ করা, কি তাহা হইতে কোন বিষয় হরণ করা নিবারণার্থ প্রভৃতি।

(ব্যবসায়ীর চিহ্ন বিষয়ক মোকদ্দমায়।) বাদী শ্রীআনন্দ কালী প্রস্তুত করিয়া বোতলে পূরিয়া বাদীর আবেদনপত্রের (কি দরখাস্ত প্রভৃতির) উল্লিখিত যে টিকিট ঐ বোতলে বসাইয়া থাকেন, প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র কিম্বা তাঁহার চাকরেরা কি প্রতিনিধিরা কি কর্ম্মকারকেরা যেন সেই প্রকারের টিকিট বসাইয়া, কিম্বা প্রতিবাদীর বিক্রীত কালী বাদীর প্রস্তুত ও বিক্রীত কালীর মত দেখাইবার জন্যে ঐ টিকিটের অনুরূপ কি প্রকারান্তরে টিকিট প্রস্তুত করিয়া কি তাহাতে তদ্রূপ কথা ছাপাইয়া যেন বাদির প্রস্তুত কালী বলিয়া কি তাঁহার আভাস দেখাইয়া বিক্রয় না করেন, কি বিক্রয়ার্থে প্রকাশ না করেন, কি অন্যের দ্বারা বিক্রয় না করান, কিম্বা প্রতিবাদী যে কালী বিক্রয় করেন, কি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করেন তাহা যাহাতে বাদীর প্রস্তুত কি বিক্রীত কালী বলিয়া বোধ হয়, এমত কোন ব্যবসায়ীর টিকিট প্রস্তুত করিয়া কিম্বা এমত কোন কথা তাহাতে ছাপাইয়া ব্যবহার না করেন, এই নিমিত্ত অমুক সময় পর্য্যন্ত নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রভৃতি।

ব্যবসায়ের অংশীর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করা নিবারণার্থে।

প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র ও তাঁহার প্রতিনিধিরা ও চাকরেরা যেন বলরাম কোম্পানির নামে খ্যাত অংশিত্ব ব্যবসায়ের নামে কোন চুক্তি না করেন ও কোন হুণ্ডী কি খৎ কি প্রতিভূপত্র স্বীকার না করেন ও লিখিয়া দেন, কি পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া না দেন, কি ক্রয় বিক্রয় না করেন ও উক্ত বলরাম কোম্পানির অংশিত্ব ব্যবসায়ের নামে কি কুঠীর বিশ্বাসযোগ্যতার বলে কোন ঋণ গ্রহণ না করেন ও কোন মাল ক্রয় বা বিক্রয় না করেন, ও লিখিত কি বাচনিক কোন অঙ্গীকার কি নিয়ম প্রতিজ্ঞা না করেন, কিম্বা যে কোন ক্রিয়া দ্বারা উক্ত অংশিত্ব ব্যবসায়ীরা কোন প্রকারে কোন টাকা শোধ করিবার কিম্বা কোন চুক্তি কি অঙ্গীকার কি প্রতিজ্ঞামতে কার্য্য সাধন করিবার দায়ী হন, কি তাঁহাদিগকে দায়ী করা যাইতে পারে, এমত কর্ম্ম না

করেন, কি অন্যদ্বারা না করান, এই নিমিত্ত অমুক সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রভৃতি।

১৬৭ নম্বর।

নিষেধসূচক আজ্ঞার নিমিত্তে প্রার্থনার নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৯৪ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

যে চুক্তিমত কার্য্য সাধন করাইবার জন্যে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই চুক্তি ভঙ্গহেতুক হানিপূরণের টাকা আদায় করিবার জন্যে শ্রীচন্দ্র অমুক আদালতে আমার নামে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে উক্ত আদালতের অধিবেশন হইলে, তাঁহার প্রতি সেই মোকদ্দমা চালাইতে নিষেধ করা যায়, (কিম্বা আমাদের মধ্যে যে অংশিত্ব কার্য্য বন্ধ করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল, তাঁহাকে সেই অংশিত্ব সম্পর্কীয় কোন ঋণ গ্রহণ করিতে কি তাহার চুক্তিপত্র দিতে কিম্বা স্থলবিশেষে, যে নিয়মপত্রানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করাইবার নিমিত্ত এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে, তদনুসারে তিনি আমার নিকট যে ভূমি বিক্রয় করিতে অঙ্গীকার করিলেন, তাহার ঘাসের চাপড়া তুলিয়া লইতে তাঁহাকে বারণ করা যায়) আমি শ্রীআনন্দ এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে কল্পনা করিলাম, ইহার নোটীস্ লও।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে।

শ্রীআনন্দ।

শ্রীচন্দ্র সমীপেষু।

মন্তব্য কথা।—মোকদ্দমার উপস্থিত করা কোন কারকারীর মধ্যে যাঁহার নাম ও নিবাসাদি লেখা যায় নাই, এমত ব্যক্তির নামে সেই নিষেধ আজ্ঞা দিবার প্রার্থনা হইলে, উপযুক্ত কার্য্যকারক যেন নোটিস জারী করিতে পারেন, এই কারণে তাঁহার সম্পূর্ণ নামাদি লিখিতে হইবে।

১৬৮ নম্বর।

গ্রাহকের নিয়োগপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।—

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের সপক্ষ ডিক্রীজারীক্রমে অমুক সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, অতএব (রেজিষ্ট্রারের স্থবোধমতে জামীন দিলে) তোমাকে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০৩ ধারামতে ঐ সম্পত্তির গ্রাহকপদে নিযুক্ত করা গেল ও সেই ধারার বিধানমতে তোমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে।

উক্ত সম্পত্তির উপলক্ষে তোমার যত টাকা আয় ও ব্যয় হয়, তোমার প্রতি অমুক দিনে তাহার উপযুক্ত ও সমুচিত হিসাব দিতে আদেশ করা গেল। এই নিয়োগপত্রের বলে তোমার যত টাকা আয়, তাহার উপর শতকরা এত টাকা হিসাবে তোমার পারিশ্রমিক স্বত্ব আছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

অমুক।

---

১৬৯ নম্বর।

গ্রাহকের নিবন্ধ পত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫০৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এই পত্রদ্বারা সকলেই অবগত হউন যে, অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ ও অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র ও অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশান আমরা অমুক আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্রীগগনকে কিম্বা তাঁহার এটর্ণিদিগকে কি উইলক্রমে নিরূপিত অছিদিগকে, ধনাধ্যক্ষদিগকে কি

এসাইনীদিগকে একত্র ও স্বতন্ত্র এত টাকা দিতে বদ্ধ হইলাম। আর সেই টাকা দেওনার্থ আমরা এই পত্রদ্বারা আপনাদিগকে সাকল্যে ও আপনাদের প্রত্যেক জনকে ও প্রত্যেক জনের উত্তরাধিকারীদিগকে ও উইলক্রমে নিরূপিত অছিদিগকে ও ধনাধ্যক্ষদিগকে একত্র ও স্বতন্ত্ররূপে বদ্ধ করিলাম।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

আরো শ্রীআনন্দ এই আদালতে অমুক অভিপ্রায়ে (এই স্থলে মোকদ্দমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইবে) শ্রীচন্দ্রের নামে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়াছেন,

আরো পূর্ব্বোক্ত আদালতের আজ্ঞাক্রমে উক্ত আবেদনপত্রের উল্লিখিত উইলকারক শ্রীচন্দ্রের স্থাবর সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব আদায় করণার্থে ও তাঁহার প্রাপ্য অস্থাবর সম্পত্তি আদায় করণার্থে উক্ত শ্রীআনন্দকে নিযুক্ত করা গিয়াছে।

এইক্ষণে এই নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে উক্ত প্রকারে বদ্ধ শ্রীআনন্দ উক্ত চন্দ্রের স্থাবর সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব বলিয়া ও তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত যত টাকা (কিম্বা বিষয় বিশেষে যাহা) প্রাপ্ত হন, উক্ত আবেদনপত্রের নিরূপিত সময়ে সময়ে সেই সকল টাকার উপযুক্ত হিসাব দিলে ও সময়ে সময়ে তাঁহার স্থানে পাওনা বলিয়া যত টাকার সার্টিফিকট দেওয়া যায়, আদালত যে আদেশ করিয়াছেন, কি পশ্চাৎ করিবেন, তদনুসারে সেই টাকা উপযুক্তমতে দিলে, এই নিবন্ধপত্র ব্যর্থ হইবে, নতুবা সম্পূর্ণরূপে প্রবল থাকিবে।

শ্রীআনন্দ

শ্রীচন্দ্র

অমুকের সাক্ষাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা স্বাক্ষর করিয়া দেওয়া গেল।

মন্তব্য।—টাকা আমানৎ হইয়া থাকিলে, উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়মসূচক কথার পরে ঐ আমানতী টাকার স্মারকলিপিও লিখিতে হইবে।

---

১১০ নম্বর।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সালিসীতে অর্পণ করিবার

আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

শ্রীঅমুক সমীপেষু

উক্ত মোকদ্দমার পূর্ব্বোক্ত বাদী ও প্রতিবাদী যে বিষয় লইয়া বিবাদ করিতেছে, তাহা একবাক্য হইয়া তোমার বিবেচনার ও মীমাংসার নিমিত্ত অর্পণ করিতে স্থির করিয়াছে, তদনুসারে উক্ত উভয় পক্ষের বিবাদীয় সকল বিষয় নির্ণয় করণার্থে তোমাকে (সালিসী-স্বরূপ) নিযুক্ত করা গেল ও সালিসীতে অর্পণ করণের খরচ যে পক্ষের দিতে হইবে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ইহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া গেল।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তৎপূর্ব্বে কিম্বা এই আদালত অন্ত যে দিন নিরূপণ করেন, সেই দিনে এই আদালতে তোমার লিখিত মীমাংসা অর্পণ করিতে আদেশ হইল।

কোন সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওয়ার কি দলীল দেখিবার, প্রয়োজন হইলে, এই আদালতে প্রার্থনা করিলে ঐ সাক্ষীদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার কিম্বা দলীল আনাইবার [পরওয়ানা এই আদালত হইতে দেওয়া যাইবে ও তুমি ঐ সাক্ষীদিগকে শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন আছ।

উক্ত মোকদ্দমায় তোমার এত টাকা ফী ইহার সঙ্গে পাঠান যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

১৭১ নম্বর।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালত কর্ত্তৃক সালিসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫০৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

বাদী অদ্য যে দরখাস্ত দাখিল করিলেন, তাহা পাঠ করণান্তর প্রতিবাদীর পক্ষে শ্রীঅমুকের সম্মতিক্রমে এবং বাদির পক্ষে শ্রীঅমুকের ও প্রতিবাদীর সপক্ষে শ্রীঅমুকের কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সম্মতিক্রমে, উভয় পক্ষের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির কার্য্যব্যাপার ও লেনাদেনা সমেত এই মোকদ্দমার বিবাদীয় সকল বিষয় শ্রীঅমুকের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইল। তিনি আপন মীমাংসা লিখিয়া এই পত্রের তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে মোকদ্দমা সংক্রান্ত সকল রুবকারী ও সাক্ষ্য ও দস্তাবেজ সহিত আদালতে অর্পণ করিবেন। আরো পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের সম্মতিসহিত এই আজ্ঞাও হইল যে উক্ত সালীস শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে উভয় পক্ষের ও তাঁহাদের সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনক্রমে সালীসদের প্রতি যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা অর্পিত হইল, উক্ত সালীসের সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবে, তন্মধ্যে কোন হিসাব খাতা আনান আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তাহাও তাঁহার আনাইবার ক্ষমতা আছে।

আরো উক্ত ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে ও সম্মতি সহিত এই আজ্ঞাও হইল যে, এই মোকদ্দমার খরচা, এবং উক্ত সালিসের মীমাংসা না করণ পর্য্যন্ত ঐ মীমাংসা সূত্র সালিসীতে

অর্পণ করিবার ও মীমাংসা প্রবল করিবার সমস্ত খরচা, ঐ সালীসের নির্ণয়ানুসারে নির্দ্ধারিত হইবে। উক্ত ব্যক্তিদেব সম্মতিক্রমে ও সম্মতি সহিত আরো এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোক্তমতে অর্পিত বিষয়ের অনুসন্ধান লওনকার্য্যে উক্ত সালীস আপনার সাহায্যের জন্যে উপযুক্ত হিসাবনবীসকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও সেই হিসাবনবীসের পারিশ্রমিক ও তৎসংক্রান্ত অন্য অন্য খরচ উক্ত সালীসের বিবেচনামতে স্থির করা যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৭২ নম্বর।

ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমার সমন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৩২ ধারা।

মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে। বাদী।

প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক (এই স্থানে প্রতিবাদীর নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিতে হইবে) সমীপেষু

শ্রীঅমুক (বাদীর নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান এই স্থানে লিখিতে হইবে) বিল অফ এক্সচেঞ্জের (কি হুণ্ডীর কি প্রমিসরি নোটের) টাকা প্রাপণীয় (কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে টাকা প্রাপণীয়) বলিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনেব ৩৯ উনচত্বারিংশ অধ্যায়মতে এই আদালতে তোমার নামে আসল ও সুদ এত টাকা (কিম্বা আসলের বাকী ও সুদ এত টাকা) পাইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ হুণ্ডী প্রভৃতির নকল নিম্নভাগে দেওয়া যাইতেছে। অতএব এই সমন পাইবাব দিন ধরিয়া সেই দিনাবধি দশ দিনের মধ্যে তোমার উপস্থিত হইয়া সেই মোকদ্দমার উত্তর দিবার জন্যে ও সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার জন্যে এই আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করাতে তোমার নামে এতৎক্রমে সমন দেওয়া গেল। ইহাতে ত্রুটি হইলে ঐ দশ দিন গত হইলে পর, কোন সময়ে বাদীর এত টাকার (যত টাকা দাওয়া করেন, তাহা লিখিত হইবে) অনধিক ও খরচা বলিয়া এত টাকা পাইবার অধিকার থাকিবে।

আদালতে প্রার্থনা করিয়া দোষগুণ বিবেচনায় মোকদ্দমার উত্তর দেওয়া যাইতে পারিবে, কিম্বা মোকদ্দমায় তোমাকে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ, এই

মর্ম্মের আফিডেবিট কি নির্দ্দেশবাক্য ঐ প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় অর্পণ করিলে, তুমি উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইতে পারিবে।

(বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি প্রমিসরি নোটের ও তাহার পৃষ্ঠলিখিত সকল কথার নকল এই স্থানে করিতে হইবে।)

মোহর

জজ।

---

১৭৩ নম্বর।

আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৪১ ধারা।

আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্র।

(রেজিষ্টরের লিখনমতে নাম প্রভৃতি) বাদী—আপেলাণ্ট।

(রেজিষ্টারের লিখনমতে নাম প্রভৃতি) প্রতিবাদী—রিস্পাণ্ডেণ্ট।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী হইয়াছিল, তাহার উপর উক্ত (আপেলাণ্টের নাম) বাদী (কি প্রতিবাদী) নিম্নলিখিত হেতুক অমুক স্থানের হাইকোর্টে (কিম্বা স্থলবিশেষে অমুক জিলার আদালতে) আপীল করিতেছে। (আপত্তির হেতু সকল এই স্থানে লিখিতে হইবে।)

---

১৭৪ নম্বর।

আপীলের রেজিষ্টর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৪৮ ধারা।

অমুক স্থানের আদালত (কিহাইকোর্ট)।

অমুক সালের ডিক্রীর উপর আপীলের রেজিষ্টর।

দর্খাস্তকরণের তারিখ।	আপীলের নম্বর।	আপেলান্ট			রেস্পণ্ডেণ্ট			যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়				উপস্থিত হওয়ার কথা			বিচার।		
		নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	যে আদালতের	আসল মোকদ্দমার নম্বর	বৃত্তান্ত	যত টাকা বা যত টাকা মূল্যের	উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ	আপেলান্ট	রেস্পণ্ডেণ্ট	তারিখ	স্থির বা অন্যথা বা পরিবর্ত্তন করা গেল	যত টাকার বা যত টাকা মূল্যের

১৭৫ নম্বর।

রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনের নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৫৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

শ্রীঅমুক আপেলাণ্ট। শ্রীঅমুক রেস্পাণ্ডেণ্ট।

অমুক আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (ডিক্রীর) উপর আপীল।

রিস্পাণ্ডেণ্ট শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমায় অমুক আদালতের যে ডিক্রী হইয়াছিল, তাহার উপর শ্রীঅমুক আপীল উপস্থিত করিয়াছেন, সেই আপীল এই আদালতে রেজিষ্টরী করা গেল ও এই আদালত ঐ আপীল শুনিবার নিমিত্ত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ নির্দ্ধার্য্য করিলেন, এই কথা জানিও।

তুমি কিম্বা তোমার উকীল কিম্বা এই আপীলসম্পর্কে তোমার পক্ষে আইনমতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, তোমার অনুপস্থিতিতে তাহা শ্রুত হইয়া নিষ্পত্তি করা যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

[মন্তব্য।—ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার আজ্ঞা হইয়া থাকিলে, এই নোটিসে সেই কথাও জানাইতে হইবে]।

---

১৭৬ নম্বর।

আপীলক্রমে ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৭৯ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

শ্রীঅমুক আপেলাণ্ট। শ্রীঅমুক রেস্পাণ্ডেণ্ট।

অমুক আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের (ডিক্রীর) উপর আপীল।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র। বাদী প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় শ্রীঅমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী করেন, তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত বাদী (কি প্রতিবাদী) অমুক আদালতে এই এই কারণে আপীল করিলেন, বিশেষতঃ

[কারণ সকল এই স্থলে লিখিতে হইবে]

এই আপীল শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, আপেলাণ্টের পক্ষে শ্রীঅমুকের সাক্ষাৎ ও রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে শ্রীঅমুকের সাক্ষাৎ শুনা গিয়া, এই আজ্ঞা হইল যে,

[যে উপকার করা গেল, তাহা এই স্থলে লিখিতে হইবে]।

এই আপীলের এত টাকা খরচা শ্রীঅমুকের দিতে হইবে।

আসল মোকদ্দমার খরচা শ্রীঅমুকের দিতে হইবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল]।

মোহর

জজ।

১৭৭ নম্বর।

আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীলের রেজিষ্টর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৮৭ ধারা।

অমুক স্থানের হাইকোর্ট।

আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীলের রেজিষ্টর।

দরখাস্তপত্রের তারিখ।	আপীলের নম্বর	আপেলাণ্ট			রেস্পাণ্ডেণ্ট			যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা				উপস্থিত হওয়ার কথা			বিচার		
		নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	যে আদালতের	আসল মোকদ্দমা ও আপীলের নম্বর	বৃত্তান্ত	যত টাকার কি যত টাকা মূল্যের	উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ	আপেলাণ্ট	রেস্পাণ্ডেণ্ট	তারিখ	স্থির কি অন্যথা বা পরিবর্ত্তন করা গেল	যত টাকার বা যত টাকা মূল্যের

১৭৮ নম্বর।

সমালোচন করিবার অনুমতি না দেওনের কারণ জানাইবার নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমা কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬২৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

শ্রীঅমুক বাদী। শ্রীঅমুক প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

এই আদালত পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে বিচার করিলেন, শ্রীঅমুক এই আদালতে তাহা সমালোচন করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। এই মোকদ্দমায় এই আদালত আপন বিচার সমালোচন করিবার অনুমতি না দেন, তোমার এমত কারণ দর্শাইবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ নির্দ্ধারিত হইল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

জজ।

---

১৭৯ নম্বর।

উকীল পরিবর্ত্তন হওয়ার নোটিস।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক শ্রীচন্দ্র স্থানবাসী প্রতিবাদী।

আদালতের রেজিষ্ট্রার সমীপেষু।

আমি শ্রীআনন্দ (বা শ্রীচন্দ্র) পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুককে আপন উকীলস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তিনি আর আমার উকীল নহেন, এইক্ষণে অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক আমার উকীল এই কথা জানিবে।

শ্রীআনন্দ (বা শ্রীচন্দ্র।)

১৮০ নম্বর।

আদালতের প্রত্যেক সমনের ও নোটিসের ও ডিক্রীর ও আজ্ঞাপত্রের ও
আদালতের অন্য কোন পরওয়ানার নিম্নভাগে এই
স্মারকলিপি থাকিবে।

(অমুক স্থানের) রেজিষ্ট্রারের আফিস প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা অবধি ৪ টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে, কিন্তু (আফিস বন্ধ হইবার অমুক দিনে) ১ টার সময়ে বন্ধ হইবে।

তফসীল সম্পূর্ণ।